

Presented by: Bangla Hadith

<http://www.hadithbd.com>



মুসলিম শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাংলা হাদিস

মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫০১

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৫/১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৭৯/৩

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩

ISBN : 989-06-0008-9

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৯১

চতুর্থ সংস্করণ

এপ্রিল ২০১০

বৈশাখ ১৪১৭

জমাদিউল আউয়াল ১৪৩১

প্রকাশক

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী

জসিম উদ্দিন

কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোহাম্মদ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প পরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ২৩০.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (2nd Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al Kushaire An Nishapuri (Rh), translated and edited by the Editorial Board and published by Nurul Islam Manik, Director, Translation and Compailation Department, Islamic Foundation Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 April 2010

Website : www.islamicfoundation-org.bd.

E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Price : Tk 195.00, US Dollar : 6.60

বাংলা হাদিস

<http://www.hadithbd.com>

WEB: <http://www.hadithbd.com>

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) মুসলিম শরীফের সংকলন প্রণয়ন করেন। তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে দীর্ঘ সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবীড়ভাবে যাচাই বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস তাঁর সহীহ সংকলনে লিপিবদ্ধ করেন। এসব হাদীসের মধ্যে তিনি একটি হাদীসও পুনরাবৃত্তি করেননি।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শরী‘আতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিষয়ানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরী‘আতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো এতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি সকল যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরী‘আতের মৌলিক দু’টি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এ গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৪ সালে সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলিমদের সহায়তায় এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে প্রথম প্রকাশ করা হয়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

মহান আল্লাহ আমাদের এ পরিশ্রম কবুল করুন এবং পবিত্র হাদীস ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

মহানবী ﷺ-এর হাদীস মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, শরীয়তের অপরিহার্য উৎস, ইসলামী জীবন বিধানের মূলভিত্তি হচ্ছে আল-কুরআন। হাদীস হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মানব জীবনে কুরআনের আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের কর্মপন্থা। এক কথায় বলা যেতে পারে, কুরআন হচ্ছে প্রদীপ আর হাদীস হচ্ছে তার বিচ্ছুরিত আলো।

কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ বা হাদীস। বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘মুসলিম শরীফে’র স্থান অনন্য। মুসলিম শরীফের সংকলক ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল কুশায়রী, আল-নিশাপুরী (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে পুনরাবৃত্তি ছাড়া চার হাজার হাদীস ‘মুসলিম শরীফে’ সংকলন করেন। এই কিতাবের বিন্যাস ও সংকলনে তিনি অপরিসীম সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি এই অমূল্য কিতাব সংকলনকালে স্থির করেন যে, তিনি শুধু সেই সমস্ত হাদীসই মুসলিম শরীফে অন্তর্ভুক্ত করবেন সেগুলো দু’জন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ, দু’জন নির্ভরযোগ্য সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

যুগ যুগ ধরে মুসলিম শরীফ সমগ্র বিশ্বে একটি অত্যন্ত উঁচুমানের নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলাভাষী পাঠকগণ যাতে এই অমূল্য কিতাবখানা মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করে সমৃদ্ধ হতে পারেন এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দেশের বিশিষ্ট আনুবাদক দ্বারা অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গ্রন্থটি প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই এর সকল খণ্ড নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সকল খণ্ড পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে প্রকাশিত সকল খণ্ডের কলেবরের সমতা আনায়নের লক্ষ্যে এটি সাত খণ্ডের স্থলে ছয় খণ্ডে পুনর্বিন্যাস করে প্রকাশ করা হলো। বর্তমান সংস্করণকালে সবগুলো খণ্ডই পুনঃসম্পাদনা করান হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে এটি পুনঃসম্পাদনা করেছেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল।

আশা করি, এ সংস্করণটি আগের চেয়ে মানসম্পন্ন ও পাঠক মহলে আরো অধিক সমাদৃত হবে।

আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে মহানবী ﷺ-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জানার ও সে অনুযায়ী আমল করে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন।

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

সূচিপত্র

মসজিদ অধ্যায়

মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা	৩২
বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন	৩৪
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে ছবি বানানো, কবরকে সিজদার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৩৫
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান	৩৮
রুকুর সময় দুই হাত হাটুতে রাখা উত্তম হওয়া এবং তাতবীক রহিত হওয়া	৩৯
গোড়ালীর উপর নিতম্ব রেখে বসা	৪১
সালাতে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরণ	৪২
সালাতে শয়তানকে লানত করা, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং 'আমলে কালীল' করা বৈধ	৪৬
সালাতে শিঙদের কাঁধে উঠানো, কাপড় অপবিত্র প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং 'আমলে কালীল' দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়া	৪৭
সালাতে প্রয়োজনবশত দু'এক কদম চলা	৪৯
কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা মাকরুহ	৫০
সালাতে কঙ্কর সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরুহ	৫০
সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে, মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ	৫১
জুতা পরে সালাত আদায়	৫৪
নকশাদার কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ	৫৫
ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে এবং তৎক্ষণাৎ খাবার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে ও মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা মাকরুহ	৫৬
রসুন-পিঁয়াজ, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাওয়ার পর মুখে থেকে দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ এবং এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ	৫৮
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া নিষেধ; কেউ এরূপ ঘোষণা শুনলে সে যা বলবে	৬২
সালাতে ভুল হওয়া এবং এর জন্য সাহ্ সিজদা করা	৬৩
সিজদা-ই-তিলাওয়াত	৭২
সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম	৭৫
সালাত সমাপনীর সালাম ও তার পদ্ধতি	৭৭
সালাতের পর যিকর	৭৮
তাশাহুদ ও সালামের মাঝখানে কবর আযাব, জাহাননামের আযাব এবং জীবন মৃত্যু, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা ও গুনাহ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৭৯
সালাতের মধ্যে এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৮০
সালাতের পর যিকর মুস্তাহাব বেং এর বিবরণ	৮৪

(ছয়)

তাকবিরে তাহরীমা ও কিরা'আতের মধ্যে কী পাঠ করবে	৯১
সালাতে ধীরে সুস্থে আসা উত্তম এবং দৌড়ে আসা নিষেধ	৯৩
সালাতে মুকতাদীরা কখন দাঁড়াবে	৯৪
যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আতও পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে	৯৫
পাঁচ ফরয সালাতের সময়	৯৮
তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ কমে আসলে যোহর আদায় করা মুস্তাহাব	১০৪
প্রচণ্ড রোদ না হলে যোহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব	১০৭
আসরের সালাত আগেভাগে আদায় করা মুস্তাহাব	১০৮
আসরের সালাত ছুটে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী	১১১
যারা বলেন, মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত আসরের সালাত, তাদের প্রমাণ	১১২
ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত ও এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া	১১৫
সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুহূর্তেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত	১১৬
ইশার সময় ও তাতে দেরী করা	১১৮
ফজরের সালাত প্রত্যুষে প্রথম ওয়াক্তে যাকে 'তাগলীস্' বলা হয়, আদায় করা মুস্তাহাব এবং তাতে সূরা পাঠের পরিমাণ	১২৪
সালাতের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় মাকরুহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদি কি করবে?	১২৭
জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত, তা বর্জনকারীর প্রতি কঠোরতা	১২৯
যে ব্যক্তি আযান শোনে, মসজিদে আসা তার উপর ওয়াজিব	১৩৩
কোন ওয়রবশত জামা'আতে শরীক না হওয়া	১৩৬
জামা'আতে নফল সালাত এবং চাটাই, জায়নামাজ ও কাপড় ইত্যাদি পাক বস্তুর উপর সালাত আদায় করা প্রসঙ্গ	১৩৯
ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ও মসজিদের দিকে অধিক পদচারণা ও যাতায়াতের ফযীলত	১৪১
ফজরের সালাতের পর বসে থাকার ফযীলত এবং মসজিদের মর্যাদা	১৪৭
ইমামতির জন্য কে বেশী যোগ্য	১৪৮
যখন মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন সকল সালাতে কুনূতে নাযিলা পাঠ মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গ	১৫১
কাযা সালাত আদায় এবং কাযার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব	১৫৭
মুসাফিরের সালাত ও তার কসর	
মুসাফিরের সালাত এবং তার কসম	১৬৫
মিনার সালাত কসর করা	১৭১
বৃষ্টির দিনে ঘরে সালাত আদায় করা	১৭৩
সফরে সাওয়ারী জন্তুর উপর নফল সালাত আদায় বৈধ, জন্তুটি যেকোনো গমন করুক	১৭৬
সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার বৈধতা	১৭৯
মুকীম অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায়	১৮১
সালাতশেষে ডানে-বামে ফিরার বৈধতা	১৮৪
ইমামের ডানাপার্শ্বে থাকা মুস্তাহাব	১৮৫
মুয়াযযিন ইকামত দেওয়া শুরু করলে নফল সালাত আরম্ভ করা মাকরুহ	১৮৫
মসজিদে প্রবেশের সময় কী পাঠ করবে	১৮৭

(সাত)

দু'রাক'আত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব এবং দু'রাক'আত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরুহ	১৮৮
সফর থেকে ফিরে এসে মসজিদে দু'রাক'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব	১৮৯
চাশতের (পূর্বাহ্নের) সালাত মুস্তাহাব হওয়া	১৯০
ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত মুস্তাহাব, তা আদায়ে উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব	১৯৫
ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত এবং তার সংখ্যার বিবরণ	১৯৮
দাঁড়িয়ে ও বসে নফল সালাত আদায় এবং একই রাক'আতের অংশবিশেষ দাঁড়িয়ে ও অংশবিশেষ বসে আদায় করার বৈধতা	২০০
রাতের সালাত, রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাতের রাক'আত সংখ্যা, বিত্র সালাত এক রাক'আত এবং এক রাক'আত সালাতও বিশুদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ	২০৫
কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ সম্পর্কে উৎসাহ দান	২২৫
শবে-ক'দরে রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান এবং তা যে সাতাশে রমযান তার প্রমাণ	২২৭
রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাত ও দু'আ	২২৮
রাতের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করা মুস্তাহাব	২৪১
তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি উৎসাহ দান যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয়	২৪২
নফল সালাত নিজের ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব, মসজিদে আদায় করা ও জায়েয	২৪৩
রাতের ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়ী ও নিয়মিত আমলের ফযীলত	২৪৫
সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিংবা কুরআন তিলাওয়াত ও যিকরে জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগলে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা বিশ্রাম নেয়ার আদেশ, যাতে তার তন্দ্রাভাব কেটে যায়	২৪৮

ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায়

কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ; অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি বলার অপসন্দনীয়তা ও আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলার বৈধতা প্রসঙ্গে	২৪৯
কুরআন পাঠের আওয়াযে মাধুর্য সৃষ্টি করা মুস্তাহাব	২৫১
কুরআন তিলাওয়াতের সময় 'সাকীনা' বা প্রশান্তি অবতরণ	২৫৪
হাফিযুল কুরআনের মর্যাদা	২৫৬
বিশিষ্ট ও দক্ষ লোকদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো মুস্তাহাব; তিলাওয়াতকারী শ্রোতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও	২৫৭
কুরআন তিলাওয়াত শোনার ফযীলত, তিলাওয়াত শোনার জন্য হাফিযুল কুরআনকে তিলাওয়াত করার অনুরোধ ও তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন এবং মনোনিবেশ করা	২৫৮
সালাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন শিক্ষা করার ফযীলত	২৬০
কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাকারার তিলাওয়াতের ফযীলত	২৬১
সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ অংশের ফযীলত, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত উৎসাহ দান	২৬২
সূরা কাহ্ফ এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	২৬৪
সূরা ইখলাস পাঠের ফযীলত	২৬৫
মু'আব্বিয়াতায়ন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের ফযীলত	২৬৭
কুরআন অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে রত ব্যক্তির ফযীলত এবং যে ব্যক্তি ফিক্হ ইত্যাদির সূক্ষ্ম জ্ঞান আহরণ করে, তদনুসারে আমর করে ও শিক্ষা দেয়, তার ফযীলত	২৬৮

(আট)

কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ ও এর মর্মার্থ	২৬৯
ধীরস্থিরতার সাথে কিরা'আত পড়া। অতিদ্রুত পাঠ বর্জন করা এবং এক রাক'আতে দুই ও ততোধিক সূরা পড়ার বৈধতা	২৭৩
কিরা'আত সম্পর্কিত বিষয়াবলী	২৭৭
যে সকল ওয়াক্কে সালাত আদায় করা নিষেধ	২৭৯
মাগরিবের (ফরয) সালাতের পূর্বক্ষণে দু' রাক'আত পড়া মুস্তাহাব	২৮৭
ভয়-ভীতিকালে সালাত আদায়ের পদ্ধতি	২৮৮
জুমু'আ অধ্যায়	
জুমু'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা প্রসঙ্গ	২৯৬
জুমু'আর দিন খুতবার সময় নীরব থাকা প্রসঙ্গ	২৯৮
জুমু'আর দিন দু'আ কবুলের মুহূর্ত প্রসঙ্গ	২৯৯
জুমু'আর দিনের ফযীলত	৩০১
জুমু'আর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে	৩০৫
সালাতের আগে দু'টি খুত্বা এবং তার মাঝখানে বৈঠক	৩০৬
জুমু'আ ত্যাগ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী	৩০৯
সালাত ও খুত্বা সংক্ষিপ্তকরণ	৩০৯
ইমামের খুত্বাকালে তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ আদায় করা	৩১৪
জুমু'আর সালাতে যা পড়া হবে	৩১৭
জুমু'আর পরবর্তী (সুন্নাত) সালাত	৩১৯
দুই ইদের সালাত অধ্যায়	
ঈদগাহে নারীদের গমন ও খুত্বা শ্রবণের বৈধতা এবং পুরুষদের থেকে পৃথক থাকা	৩২৬
ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায়ের আগে ও পরে নফল না পড়া	৩২৭
দুই ঈদের সালাতে কোন কিরাআত পড়া হবে	৩২৮
ঈদের দিনসমূহে নিষ্পাপ খেলাধুলার বৈধতা	৩২৮
ইসতিস্কার সালাত অধ্যায়	৩৩২
সালাতুল কুসূফ অধ্যায়	
সূর্যগ্রহণের সালাতে কবর আযাবের উল্লেখ	৩৪৩
জানাযা সম্পর্কিত অধ্যায়	
মুমূর্যকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর তালকীন করা	৩৫৫
বিপদকালে যা বলতে হয়	৩৫৬
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়া ও মৃত্যুকালে তার জন্য দু'আ করা	৩৫৮
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন	৩৫৯
রোগী দেখতে যাওয়া	৩৬১
বিপদের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা চাই	৩৬১
মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শান্তি দেওয়া হয়	৩৬২

(নয়)

বিলাপ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী	৩৬৯
নারীদের প্রতি জানাযার পিছনে গমনে নিষেধাজ্ঞা	৩৭২
মৃত ব্যক্তির গোসল প্রসঙ্গ	৩৭২
মৃত ব্যক্তির কাফন প্রসঙ্গ	৩৭৫
মৃতের সমস্ত শরীর আবৃত করা	৩৭৭
মৃতকে ভাল কাপড়ে কাফন দেওয়া	৩৭৭
জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গ	৩৭৮
জানাযার সালাত আদায় ও তার অনুগামী হওয়ার ফযীলত	৩৭৯
জানাযার তাকবীর	৩৮৪
কবরের উপর জানাযার সালাত	৩৮৬
শবদেহের জন্য দাঁড়ানো	৩৮৮
শবদেহের জন্য দাঁড়ানো রহিত হওয়া প্রসঙ্গ	৩৯১
জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ	৩৯২
জানাযার সালাতে ইমাম মায়িতের কোন বরাবর দাঁড়াবে	৩৯৪
জানাযা হতে প্রত্যাবর্তনকালে বাহনে চড়া	৩৯৫
বগলী কবর খনন ও কাঁচা ইট ব্যবহার	৩৯৬
কবরে চাদর ব্যবহার	৩৯৬
কবর (মাটির) সমান করা	৩৯৬
কবর পাকা করার নিষেধাজ্ঞা	৩৯৭
কবরের উপর বসা ও সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা	৩৯৮
মসজিদে জানাযার সালাত আদায়	৩৯৯
কবরস্থানে প্রবেশের দুআ	৪০০
আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়া	৪০৪

যাকাত অধ্যায়

সাদকা-ই-ফিতর	৪০৯
যাকাত অনাদায়কারীর অপরাধ	৪১২
যাকাত উসূলে কর্মরতদেরকে সন্তুষ্ট রাখা	৪১৯
যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা	৪২০
দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান	৪২১
দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং দাতাকে বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ	৪২৫
পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীদের প্রতি ব্যয় করার ফযীলত এবং তাদের হক নষ্টকারী ব্যক্তির পাপ	৪২৬
ব্যয়ের ব্যাপারে প্রথমে হক নিজের, এরপর পরিবার-পরিজনের, তারপর নিকটতম আত্মীয় স্বজনের	৪২৭
নিকটাত্মীয়, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতার জন্য খরচ করার ফযীলত, যদিও তারা মুশরিক হয়	৪২৮
মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সদকা করা এবং করলে এর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে যাওয়া	৪৩২
প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদকা	৪৩৩
দানশীল ও কৃপণ প্রসঙ্গ	৪৩৬

(দশ)

সেই দিন আসার আগে দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান যেদিন তার কোন গ্রহীতা পাওয়া যাবে না	৪৩৬
হালাল উপার্জন থেকে সদকা গৃহীত হওয়া ও তার পরিচর্যা	৪৩৮
সদকার উৎসাহ দান, যদিও তা এক টুকরা খেজুর অথবা একটি উত্তম কথার দ্বারা হয়, সদকা	
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ	৪৩৯
দান-সদকা করার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করা এবং স্বল্প পরিমাণ সদকাকারী	
ব্যক্তিকে হয়ে মনে না করা	৪৪৩
দুগ্ধবতী পশু দান করার ফযীলত	৪৪৪
দানশীল ও কৃপণের দৃষ্টান্ত	৪৪৪
সদকাদাতা সাওয়াব পাবে, যদিও তা কোন ফাসিক এবং অনুরূপ কারো হস্তগত হয়	৪৪৬
আমানতদার খাজাঞ্চি এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ হতে তার সুস্পষ্ট অনুমতি বা প্রচলিত	
নিয়মানুসারে ক্ষতি করার ইচ্ছা ব্যতীত যা দান করে, তার সাওয়াব পাবে	৪৪৭
মনিবের মাল থেকে দাসের ব্যয় করা	৪৪৮
সদকার সাথে অন্যান্য নেককাজ মিলিয়ে করার ফযীলত	৪৪৯
ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান এবং গণে গুণে দান করা অপসন্দ হওয়া	৪৫১
পরিমাণ অল্প হলেও তা থেকে সদকা দেওয়ার উৎসাহ দান, অল্প পরিমাণ দান তুচ্ছ মনে করে বিরত	
না থাকা	৪৫২
গোপনে দান করার ফযীলত	৪৫২
সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালের সদকাই হল উত্তম সদকা	৪৫৩
উপরের হাতে নিচের হাত থেকে উত্তম; উপরের হাত হল দানকারীর এবং নিচের হাত হল	
যাচনাকারীর	৪৫৪
সাওয়াল করা নিষিদ্ধ হওয়া	৪৫৫
যার জন্য সাওয়াল করা হালাল	৪৬০
সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত দান গ্রহণ বৈধ	৪৬১
পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ করা অপসন্দনীয়	৪৬৩
অল্পে তুষ্টির ফযীলত	৪৬৫
পার্থিব জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন	৪৬৬
ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যধারণ ও অল্পে তুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহ দান	৪৬৮
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য, তাকে এবং ঐ ব্যক্তি, যাকে দান না করলে ঈমান থেকে ফিরে	
যাবার আশংকা রয়েছে, তাদের দান করা এবং মূর্থতার কারণে কঠোরতার সাথে সাওয়াল করলে তা	
সহ্য করা, আর খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বিধান	৪৬৯
খারিজীদেরকে হত্যা করতে উৎসাহ দান	৪৮৭
রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ; তাঁর বংশধর হল, বনী	
হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকজন, অন্য কেউ নয়	৪৯৩
নবী ﷺ , বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ; যদিও হাদিয়াদাতা তার	
মালিক হয়েছে সদকা হিসাবে	৪৯৭
যাকাতদাতার জন্য দু'আ করা	৪৯৯
যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট করা, যতক্ষণ না সে হারাম বস্তু যাদ্রুগ করে	৫০০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তুপ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী, জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন-চরিত্র, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ -“ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের জ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া”--(উমদাতুলকারী, ১ম খ. পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান-যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحي متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভার ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান-যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষা এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحي غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'; এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী ﷺ তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখেরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদে শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

(চৌদ)

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মৌল বিধান পেশ করে-তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী ﷺ-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

“তিনি (নবী ﷺ) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন-তা সবই আল্লাহর ওহী।” (সূরা নাজম : ৩-৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.

“তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।” (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না।” (বায়হাকী শারহুস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন।” (নাইলুল আওতার ৫ম খ.পৃ. ৫৩) “জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।” (আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

“রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা” (সূরা হাশর : ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, “দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম—আহকামের উদ্দেশ্য অনুধারন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حَدِيثٌ) কথা; এর বিপরীত বিষয় প্রাচীন ও পুরাতন। এর অর্থে যেসব কথা-কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী ﷺ আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

(পনের)

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীস তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন নবী। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ, তাই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হশাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয়, তা বুঝায়। যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি দ্বারা যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (أشار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইল্মে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসূফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ একলাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিনলক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলে।

(ষোল)

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকিম বলে ।

রাবী : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী বা বর্ণনাকারী বলে ।

রিজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে । যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল বলে ।

রিওয়ায়াত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে । কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয় । যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে ।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলে । এতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে ।

মতন : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে ।

মারফূ : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ হাদীস বলে ।

মাওকূফ : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্বদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে-তাকে মাওকূফ হাদীস বলে । এর অপর নাম আছার ।

মাকতূ : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ হাদীস বলে ।

তা'লীক : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন । এরূপ করাকে তা'লীক বলে । কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে । ইমাম বুখারী (র) এর সহীহ-এ এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে । কিন্তু অনুসন্ধান দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে । অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন ।

মুদাল্লাস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন; অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনে নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলসি' বলে । আর যিনি এই রূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে । মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়—যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদলসি করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন ।

মুযতারাব : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেন-সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলে । যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে । অর্থাৎ এ ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না ।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ বলে । ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দুষনীয় নয় ।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে ।

(সতের)

মুনকাতি : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা।

মুরসাল : যে হাদীসের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি' বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবাত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবাত ও শাহাদতদ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রমাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক : সনদের ইনকিতা প্রথমদিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে।

মারুফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারুফ বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যাবত গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদীস বলে। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়; অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী ﷺ-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযু' : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরুক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব-তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবীকর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবাবুল আহাদ বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর হাদীস বলে।

(আঠার)

আযীয : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে আযীয বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে গরীব (منلوء) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : এ ধরনের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন : আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন; মহানবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে ইলাহী বা রব্বানী ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ হাদীস বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালাত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্ত : যে স্মৃতিশক্তিদ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যাব্ত বলে।

সিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাব্ত, উভয় গুণপূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিকাহ, সাবিত বা সাবাত বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি : যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম—শরীআতের আদেশ নিষেধ), আখলাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জাতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায়-অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে সুনান (السنة) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সুনান ইবন মাজাহ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এ হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল মুসনাদ : যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

(উনিশ)

৪. আল মু'জাম : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-ম'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুস্তাদরাক : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে शामिल করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয় -সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক (المستدرک) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে, তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তাহ : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ (الصحيح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজারহ পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আর কতকে সুনানুদ- দারিমীকে সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাবা : সিহাহ সিত্তাহর অপর চারটি গ্রন্থ—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহকে একত্রে সুনানে আরবাবা (السنن الأربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি; 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্ন মাজাহ এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদকেও এ স্তরে शामिल করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়াল্লা, মুসনাদ আবদুর রাযযাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

(বিশ)

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত : যঈফ, গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাববুয-যুআফা, ইব্ন আছীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবু নু'আয়েমের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান হয় নাই, সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে :

বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন :

“আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।”

এইরূপে ইমাম মুসলিম বলেন :

“আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।”

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে ‘সিহাহ সিত্তাহ’ ‘মুআত্তা ইমাম মালিক’ ও ‘সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ে নয়)।

১. সহীহ ইব্ন খুযায়মা— আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইব্ন হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল মুস্তাদরাক হাকিম—আবু আবদুল্লাহ নিশারপুরী (৪০২) হি.)

৪. আল- মুখতারার যিয়াউদ্দিন—আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল মুনতাকা—ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিনধী (২৮৬ হি.) এবং ইব্ন হাযম যিহিরীর (৪৫৬ হি.) ও এক-একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাতশত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)^১-সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাকরার বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাখাব কানযিল উম্মাল’-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদে) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্ন আহমদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানীদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা

১. এক কথাকে পুনঃ পুনঃ বলাকেই ‘তাকরার’ বলে। আমাদের মুহাদ্দিসগণ নানা কারণে এক হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেক বার বর্ণনা করেছেন।

(একুশ)

সাহাবা ও তাবেরঈনের আছার সহ সর্বমোট একলক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সহীহ সিত্তাহয় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল। তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়ত সম্পর্কীয় (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে (তাদবীন ৫৪ পৃঃ)। অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসচর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন :

نَضْرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফায়ত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল যে তা শুনতে পায়নি।” (তিরমিযী, ২য়, খ, পৃ. ৯০ উমদাতুল কারী, ২য় খ.পৃ. ৩৫)

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে, তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।” (বুকারী) তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে—তাদের থেকে (তা) শোনা হবে।” (মুসতাদরাক হাকিম, ১ম খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা কর।” (মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।” (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়।” (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ

(বাইশ)

করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্থ করা হত।” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারম্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী ﷺ-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক-একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ গুনিয়ে দিত।” ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত।” (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ম খ. পৃ. ১৬১)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, “আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অধ্যয়ন করি।” (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরমাণ লেখনীশক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের নিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইনতিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে”-বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে-কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন :

لَا تَكْتُبُوا مِنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيُمَحِّهِ

“আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।” (মুসলিম)

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না, মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক—যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন : আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার।” (দারিমী)

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি

(তেইশ)

হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম। অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন :

اُكْتُبْ فَوَا الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ

“তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।” (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)

তার সংকলনের নাম ছিল সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন-যা আমি নবী ﷺ-এর নিকট শুনেছি।” (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫) ই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, “এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন : اسْتَعْنِ بِيَمِينِكَ وَأَوْ مَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ

“তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও”-অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, “মক্তা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিলেন—আবু শাহ-ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী ﷺ ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন।” (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)

হাসান ইব্ন মুনাবিহ বলেন, “আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাভুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।” (ফাতহুল বারী) আবু হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) তার (স্বহস্তু লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ. পৃ.৫৭৩)।

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন-(মুসনাদ আহমদ)।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাভুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তু লিখিত। (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১ম খ. পৃ. ১৭)

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হৃদয়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে সব ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজ্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

(চব্বিশ)

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর সহিফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা), ইবন উমর (রা)-এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষালাভ করেন। একমাত্র হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুযায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবন সীরন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরুক, মাকহুল, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব-ই তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাব-ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে চড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারি উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পান্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। একালে ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইনচর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালিক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসূফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে কিতাবুল আছার সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি সুফইয়ান সাওরী, জামি ইবনুল মুবারক, জামি ইমাম আওয়াঈ, জামি ইবন জুরায়জ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম-বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ইবন মাজাহ (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাস সিত্তাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ তাঁর আল মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুস্তাদরাক হাকিম, সুনানুদ-দারা কুতনী, সহীহ ইবন হিব্বান, সহীহ ইবন খুযায়মা, তাবরানীর আল-মু'জাম, মুনায্জাত তাহাবী এবং আরো কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল-কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়।

(পঁচিশ)

বর্তমানকাল পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, শারহুস-সুনাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন।। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (র) (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীসচর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন, এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যন্ত এই ধারা অধ্যাহত ছিল এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এধারা অভ্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ-এর হাদীস ভান্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে যাবে।

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসায়ন ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন -নিশাপুরী। বনু গোত্র কুশায়র ছিল আরবের প্রসিদ্ধ এক ঐতিহ্যবাহী গোত্র। খুরাসানের নিশাপুরে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি ২০৪ হিজরী সনে (মতান্তরে ২০৩ হিজরী সনে) জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর তৎকালে যেমন একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনিভাবে শিক্ষা-দীক্ষাক্ষেত্রেও ছিল এর অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শৈশব হতেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের সব কয়টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখ্যাত উস্তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামিমী, সাঈদ ইবন মানসূর প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম হাদীস বিষয়ে বিরাট ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে বিশ্বের হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এই পর্যায়ে আবু হাতিম আর রাযী, মূসা ইবন হারুন, আহমদ ইবন সালামা, মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ এবং ইমাম তিরমিযী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই ইমাম মুসলিমের জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত। হাদীসে ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তারা সকলেই স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইসহাক (র) ইমাম মুসলিমকে বলেছিলেন : “যতদিন আল্লাহ আপনাকে মুসলিমদের জন্য হায়াতে রাখবেন ততদিন তারা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। ইমাম আবু যুরআ ও আবু হাতিম আর-রাযী হাদীসের বিষয়ে তাঁকে সর্বোচ্চে স্থানে দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসবিদ ইমাম আবু কুবাযশ বলেন, হাফিযুল হাদীস চারজন, ইমাম মুসলিম হলেন তাঁদের একজন। ইমাম মুসলিমের মহামূল্যবান গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই হাদীস সম্পর্কিত জরুরী বিষয়ে প্রণীত। তন্মধ্যে তাঁর সহীহ মুসলিম, আল-মুসনাদুল কাবীর ও আল-জমিউল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (র) লিখেন : তিনি তাঁর জীবনে কারো গীবত করেননি বা কাউকে গালি দেননি কিংবা মারেননি।

(ছাব্বিশ)

ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বৎসর বয়সে নিশাপুরে ইত্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনীও আশ্চর্য ধরনের। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হাদীস নিয়ে মগ্ন ছিলেন। একবার তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননি। পরে ঘরে এসে তিনি তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে হাদীসটি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কাছে একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি এক একটি করে খেজুর খাচ্ছিলেন আর হাদীসটি তালাশ করছিলেন। এত গভীর মনোযোগসহ তিনি এতে লিপ্ত ছিলেন যে, যখন হাদীসটি পেলেন তখন এদিকে পাত্রের খেজুরও শেষ হয়ে গেছে। শেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইত্তিকাল করেন।

তাঁর ইত্তিকালের পর ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সমস্ত জান্নাত হালাল করে দিয়েছেন, যেখানে ইচ্ছা, আমি যেমন বসবাস করতে পারি।

সহীহ মুসলিম শরীফ

হাদীসের সবচে' বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছয়টি। ইসলামী পরিভাষায় এগুলো 'আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে, এগুলোর মধ্যে সহীহ বুখারীর পরেই হল সহীহ মুসলিমের স্থান। এই মহান সংকলনটি হলো ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ইমাম মুসলিম সরাসরি উস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই ও চয়ন করে গ্রন্থখানি সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থে তাকরার বা একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ মোট বার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তাকরার বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ইমাম মুসলিম কেবল নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন কোন হাদীসকে সহীহ বলে এই গ্রন্থে शामिल করেন নাই, অধিকন্তু প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত, কেবল তা-ই তিনি এই অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি এটি তদানিন্তন প্রখ্যাত হাফিয়ে হাদীস ইমাম আবু যুরআ আর-রাযীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইমাম মুসলিম বলেন : "আমি এই গ্রন্থখানি ইমাম আবু যুর'আ আর-রাযীর নিকট পেশ করেছিলাম। তিনি যে হাদীস সন্নিবেশিত করে দোষ আছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, আমি তা পরিত্যাগ করেছি, সেগুলো গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি। আর যে হাদীস সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন যে, তা সহীহ এবং এতে কোন প্রকার ত্রুটি নাই, আমি তা এই গ্রন্থে शामिल করেছি। তিনি আরো বলেন : কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই আমি কিতাবে शामिल করি নাই বরং এই কিতাবে কেবল সেই সব হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।

এভাবে দীর্ঘ পনেরো বৎসর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সাধনা, গবেষণা ও যাচাই-বাছাই করার পর সহীহ হাদীসসমূহের এক সুসংবদ্ধ সংকলন তৈরি করা হয়।

এই হাদীস গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেন : মুহাদ্দিসগণ দুইশত বৎসর পর্যন্ত যদি হাদীস লিখতে থাকেন, তবুও এই বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ইমাম মুসলিমের এই দাবি যে কত সত্য পরবর্তী ইতিহাসই তার প্রমাণ। আজ এগারশ বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু সহীহ মুসলিমের সমমানের কিংবা তা থেকে উন্নত মর্যাদার কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। আজিও এর সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা বিশ্ব মানবকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন আলো দান করছে।

(সাতাইশ)

এই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, মতন ও সনদ ছাড়া আর কিছুই তিনি এতে সন্নিবেশিত করেন নাই। এমনকি নিজের তরফ থেকে তরজুমাতুল বাব বা হাদীসের শিরোনাম পর্যন্ত লিখেন নাই। তবে এমনভাবে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটির বিন্যাস করেছেন যে, অতি সহজেই শিরোনাম নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানে যে শিরোনাম দেখা যায়, তা মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববীর সংযোজন।

মুহাদ্দিসগণ এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত, শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালের কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে বুখারী শরীফের তুলনায় মুসলিম অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায বলেন, আমার উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ বুখারী অপেক্ষা মুসলিম শরীফকেই অগ্রাধিকার দিতেন। আমি আবু আলী নিশাপুরীকে (যার মত হাদীসের বড় হাফিয আমি আর একজনও দেখি নাই) এই কথা বলতেও শুনেছি যে, আকাশের তলে ইমাম মুসলিমের হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আর একখানিও দেখি নাই। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিযুল হাদীস আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইয়ামানী বলেন : কিছু লোক এসে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সম্পর্কে আমার সামনে বিতর্ক শুরু করে। তারা বলছিল, বুখারী শরীফ শ্রেষ্ঠ না মুসলিম শরীফ শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম : বিশুদ্ধতার বিচারে যেমন বুখারী শরীফ মর্যাদাসম্পন্ন, তেমনি অভিনবত্ব, বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশনা কৌশল বিচারে সহীহ মুসলিম অতুলনীয়। হাফিযুল হাদীস ইব্ন কুরতবী সহীহ মুসলিম সম্পর্কে লিখেন : ইসলামে এইরূপ আর একখানি গ্রন্থ নাই।

ইমাম মুসলিমের সংকলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি তার নিকট থেকে বহু ছাত্র শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু যার সূত্রে এই গ্রন্থখানির বর্ণনাধারা সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত চলে আসছে, তিনি হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান নিশাপুরী। তিনি ৩০৮ হিজরী সনে ইত্তিকাল করেন। এই ইবরাহীম ইব্ন সুফইয়ানের সঙ্গে ইমাম মুসলিমের এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি সব সময়ই ইমাম মুসলিমের সাহচর্যে থাকতেন ও তাঁর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতেন।

আল্লাহর দরবারে এই মহান গ্রন্থটি যে কতটুকু মকবুল নিম্নোক্ত বর্ণনাটি তার প্রমাণ :

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু আলী আয-যাগওয়ানী (র)-এর মৃত্যুর পর স্বপ্নে একজন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল : আপনি কিসের ওসীলায় নাজাত পেয়েছেন? তিনি তখন তাঁর হাতে রাখা মুসলিম শরীফের একটি কপির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : এই মহাগ্রন্থখানির ওসীলায় আমি নাজাত পেয়েছি।

মুসলিম শরীফ অনুবাদকগণের তালিকা

দেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে সিহাহ সিত্তাহ-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলিম শরীফ অনুবাদের সঙ্গে যে সমস্ত মুহাদ্দিস সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
২. শায়খুল হাদীস মাওলানা কুতবুদ্দীন
৩. মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
৪. মাওলানা মুমিনুল হক
৫. মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ
৬. মাওলানা মুশতাক আহমদ
৭. মাওলানা আবদুল জলীল
৮. মাওলানা হাসান রহমতী

বাংলা হাদিস

(আটশ)

৯. মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
১০. মাওলানা আহমদ হুসাইন
১১. মাওলানা বুরহানউদ্দীন
১২. মাওলানা খুরশীদউদ্দীন
১৩. মাওলানা হেমায়েতউদ্দিন
১৪. মাওলানা আবদুল মতীন মাসউদী
১৫. হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে.....
 ২. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে, সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীল কৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
 ৩. আরবী-ফার্সী-উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকার অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।
 ৪. আলাইহিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ) রাদীআল্লাহ তা'আলা আনহু, আনহুম, আনহা-এর ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আলাইহিম, আলাইহা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।
 ৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মান সূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আনাস, আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)।
 ৬. কুরআন মজীদে আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথম সূরার নাম পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বাকারা : ৩৮।
- পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু'আ করি, তিনি যেন এই ওসীলায় তাদের ও আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন। আমিন

সম্পাদনা পরিষদ



বাংলা হাদিস

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

অধ্যায় : মসজিদ ও সালাতের স্থান

১০৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَى قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ.

১০৪৪. আবু কামিল আল-জাহাদারী, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল? তিনি বললেন, ‘মসজিদুল হারাম’ (কা’বাগৃহ)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘মসজিদুল আকসা’ (বায়তুল মুকাদ্দাস)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই দু’টির মধ্যে কালের ব্যবধান কতটুকু? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। সেটিই মসজিদ।

১০৪৫- حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنِ فِي السُّدَّةِ فَإِذَا قَرَأَتْ السُّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ.

১০৪৫. আলী ইবন হুজর আস-সা‘দী (র)..... ইব্রাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে মসজিদের আঙ্গিনায় কুরআন পাঠ করে শোনাতাম। আমি যখন সিজদার আয়াত পড়তাম, তখন তিনি সিজদা করতেন। আমি তাঁকে বললাম, হে পিতা, আপনি কি রাস্তায় সিজদা করছেন? তিনি বললেন, আমি আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মসজিদটি দুনিয়ায় সর্বপ্রথম স্থাপিত? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর

কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটির মধ্যে কত বছরের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তবে সারা দুনিয়াই তোমার জন্য মসজিদ। যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হবে সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে।

১.৪৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ خُمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيْبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَايَمًا رَجُلٌ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

১০৪৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কাউকে দেয়া হয়নি : ১. প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর গোত্রের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে লাল-কাল সবার প্রতি; ২. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না; ৩. আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র, পবিত্রকারী ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যেখানে যার সালাতের ওয়াক্ত হবে, সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে; ৪. আমাকে 'রো'ব বা প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা একমাসের ব্যবধান থেকে অনুভূত হয়; ৫. আর আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে।

১.৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১০৪৭. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১.৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَلَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

১০৪৮. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিসদ্বারা অন্যদের উপর আমাদের মর্যাদা দান করা হয়েছে : ১. আমাদের (সালাতের) কাতারগুলোকে ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় করা হয়েছে এবং ২. আমাদের জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ বানানো হয়েছে। আর তার মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই। তিনি আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন (যা আমি ভুলে গিয়েছি)।

১.৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৪৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১.৫০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلَتْ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.

১১০৫০. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে ছয়টি জিনিস দ্বারা অন্য নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে: ১. আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে; ২. আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে; ৩. আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে; ৪. আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী ও মসজিদ বানানো হয়েছে; ৫. আমাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে; ৬. আমার দ্বারা নবীদের সীলমোহর (নবুওয়াতের সমাপ্তি) করা হয়েছে।

১.৫১- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمِفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

১০৫১. আবুত তাহির ও হারমালা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণীসহ প্রেরিত হয়েছি। আমি প্রবল প্রভাবদ্বারা সাহায্য-প্রাপ্ত হয়েছি। আমি একবার নিদ্রিত ছিলাম, তখন বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, আর তোমরা ঐগুলো বের করছ।^১

১.৫২- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

১০৫২. হাজিব ইবনুল ওয়ালীদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইউনুস কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. দুনিয়ার ধনসম্পদ ভোগ করছ।

১.৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৫৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১.৫৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضِعَتْ فِي يَدَيَّ.

১০৫৪. আবুত তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে প্রবল প্রভাব দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করা হয়েছে এবং অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী দান করা হয়েছে। একবার আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম, তখন জগতের ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমাকে দেওয়া হয় এবং তা আমার দুই হাতে রাখা হয়।

১.৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.

১০৫৫. মুহাম্মাদ ইবন রাফি (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি প্রবল প্রভাব দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি এবং ব্যাপক তথ্যপূর্ণ ও অর্থবহ বাণী প্রদত্ত হয়েছি।

১- بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

১. পরিচ্ছেদ : মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা

১.৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عِلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَائِكَةِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَائِكَةُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ

بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنْسَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخَرْبٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتُبِشَتْ وَبِالْخَرْبِ فَسُوِّيَتْ قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ حِجَابَةً قَالَ فَكَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَأَخَيْرُ الْأَخِيرِ * فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

১০৫৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও শায়বান ইব্ন ফারক্বথ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আগমন করলেন এবং মদীনার উচ্চ এলাকার এক মহল্লায় অবতরণ করলেন। যাকে আমরা ইব্ন আওফ গোত্রের মহল্লা বলা হয়। সেখানে তিনি চৌদ্দ রাত্রি অবস্থান করলেন। তারপর তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দকে খবর পাঠালেন। তারা তরবারি ঝুলিয়ে এলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর এবং আবু বকর (রা) তাঁর পিছনে আর নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দ তাঁর চতুর্দিকে ছিলেন। অবশেষে তিনি আবু আইউবের গৃহ প্রাঙ্গণে অবতরণ করলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হতো, সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। বকরীর বাথানেও তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। আনাস (রা) বলেন, তখন নাজ্জার গোত্রের প্রধানদের খবর দিলেন। তারা এলো। তিনি তাঁদের বললেন, হে বনু নাজ্জার! তোমাদের এই বাগানখানি আমার নিকট বিক্রি কর। তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা তার মূল্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাই। আনাস (রা) বলেন, ঐ বাগানটিতে কি ছিল তা আমি বলছি; খেজুরগাছ, মুশরিকদের কবর ও পুরাতন ঘর-দুয়ারের ভগ্নাবশেষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে খেজুরগাছ কেটে দেয়া হলো, কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হলো এবং ধ্বংসাবশেষ সমান করে দেয়া হলো। আনাস (রা) বলেন, তারপর কিবলার দিকে খেজুর গাছের সারিবদ্ধ থাম দেওয়া হলো এবং দুইপাশে পাথর স্থাপন করা হলো। নির্মাণকাজের সময় সাহাবা-ই-কিরাম 'রাজায়' (উৎসাহোদ্দীপক শ্লোক) আবৃত্তি করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সাথে আবৃত্তি করছিলেন। তারা বলছিলেন اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَأَخَيْرُ الْأَخِيرِ * فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি সাহায্য করুন)।

১০৫৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

১০৫৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ তৈরি হওয়ার পূর্বে বকরীর বাথানে সালাত আদায় করতেন।

১০৫৯. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১০৬০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২- بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

২. পরিচ্ছেদ : বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিব্লা পরিবর্তন

১.৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ "وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّثَهُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

১০৫৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল মাস পর্যন্ত সালাত আদায় করেছি। অবশেষে সূরা বাকারার এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : (তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের চেহারা কা'বার দিকে কর)। নবী ﷺ সালাত শেষ করার পর আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর একজন সাহাবী চলে গেলেন এবং পশ্চিমধ্যে একদল আনসারকে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তাঁদেরকে এ বিষয় অবহিত করলেন, তাঁরা তাদের চেহারা বায়তুল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

১.৬০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

১০৬০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও আবু বাকর ইবন খাল্লাদ (র)..... বারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছি। অতঃপর আমাদেরকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

১.৬১- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ أَتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

১০৬১. শায়বান ইবন ফাররুখ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা কুবায়ে ফজরের সালাত আদায় করছিল, ইতিমধ্যে একজন লোক এসে বলল, এ রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং কা'বার দিকে মুখ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অতএব, তোমরাও কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও। তাদের চেহারা ছিল তখন সিরিয়ার দিকে। অতঃপর তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

১.৬২- حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

১০৬২. সুওয়ায়দ ইব্ন সাদ্দ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন ফজরের সালাত আদায় করছিল, ইতিমধ্যে একজন লোক তাদের কাছে আসলো। পরবর্তী অংশ মালিকের হাদীসের অনুরূপ।

১.৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

১০৬৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর এ আয়াতটি নাযিল হলো : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ : (আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পসন্দ কর। অতএব, তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও)। অতঃপর সালামা গোত্রের একজন লোক যাচ্ছিল। সে দেখল, লোকেরা ফজরের সালাতের রুকুতে আছে এবং ইতোমধ্যে তারা এক রাক'আত আদায় করেছে, সে উচ্চস্বরে বললো, ওহে, কিবলা বদলে গেছে। তখন তারা ঐ অবস্থায়ই কিবলার দিকে ফিরে গেল।

৩-بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْيُ عَنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ.

৩. পরিচ্ছেদ : কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে ছবি বানানো, কবরকে সিজদার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

১.৬৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبْشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১০৬৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। তাতে অনেক ছবি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাদের মধ্যে যখন কোন নেক লোক মারা যেত, তখন তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত এবং তারা সেখানে এদের ছবি তৈরি করত। এইসব লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

১.৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ لَنَاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تَذَاكُرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيْسَةَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

১০৬৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর মৃত্যু রোগের সময় আলাপ-আলোচনা করছিলেন, তখন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করেন, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১.৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَنِيْسَةَ رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةٌ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

১০৬৬. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ একটি গীর্জার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, যা তাঁরা আবিসিনিয়ায় দেখেছিলেন। যার নাম ছিল মারিয়া। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১.৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ لَنَاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا * وَفِي رِوَايَةٍ بَنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَتْ.

১০৬৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-যে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন নি, সে রোগশয্যায় থেকে বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, যদি এরূপ আশংকা না হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর উঁচু করা হতো। কিন্তু তিনি তাকে মসজিদ বানানোর আশংকা করেছিলেন। ইবন আবু শায়বার বর্ণনায় وَفِي رِوَايَةٍ بَنِ أَبِي শব্দটি নেই।

১.৬৮- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتِلِ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

১০৬৮. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুক, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

১.৬৭- وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

১০৬৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ণিত হোক। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।

১.৭- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هُرُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْذَرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا.

১০৭০. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী ও হারমালা ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত যখন নিকটবর্তী হলো, তখন তিনি চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা ঢাকছিলেন। আবার তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলে চেহারা থেকে তা সরিয়ে ফেলছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহুদী-নাসারার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। তিনি (এ কথা বলে) তাদের মত করা থেকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন।

১.৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنْدُبٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنُهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ.

১০৭১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর ওফাতের পাঁচদিন আগে তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চাইছি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন-যেমনভাবে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইব্রাহীমকে। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে আবু বাক্রকেই খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেক্কারদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়েছে। সাবধান! তোমরাও কবরকে সিজদার স্থান বানিও না। আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।

৬- بابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا

৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

১.৭২- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ بُكَيْرٌ "حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ."

১০৭২. হাক্কন ইবন সাঈদ আল-আয়লী ও আহমাদ ইবন ঈসা (র)..... উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদটি (মসজিদ-ই নববী ভেঙে নতুনভাবে) তৈরি করলেন এবং লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগল, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে, বর্ণনাকারী বুকাযর বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, তদ্বারা তার আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করাই উদ্দেশ্যে হবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

১.৭৩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحْبَبُوا أَنْ يَدْعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ."

১০৭৩. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মাহমূদ ইবন লাবীদ (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবন 'আফফান (রা) যখন নতুনভাবে মসজিদ-ই নববী নির্মাণের সংকল্প করলেন, লোকে তা পসন্দ করল না। তারা সেটি আগের মত রাখাই ভাল মনে করেছিল। তখন উসমান (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করবেন।

৫- بابُ النُّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكْبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ

৫. পরিচ্ছেদ : রুকু'র সময় দুই হাত হাঁটুতে রাখা উত্তম হওয়া এবং তাতবীক^১ রহিত হওয়া

১.৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِإِذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْأُخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكْبِنَا قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِينَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ ادْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخْذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرْقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤَمِّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَلْيَجَنِّ وَلْيُطَبِّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرَاهُمْ.

১০৭৪. মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-হামদানী আবু কুরায়ব (র)..... আসওয়াদ ও আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা দু'জনে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বাসগৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিছনে যাঁরা রয়েছেন (অর্থাৎ শাসকগণ) তারা কি সালাত আদায় করেছেন? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে ওঠ এবং সালাত আদায় কর (কেমনা, সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেছে এবং আমীর ও শাসকদের অপেক্ষায় সালাত আদায়ে বিলম্ব করা যায় না)। তিনি আমাদের আযান ও ইকামাতের আদেশ দিলেন না। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াতে চাইলাম, তিনি আমাদের একজনকে হাত ধরে ডানদিকে এনে দাঁড় করালেন এবং অন্যজনকে বামদিকে। যখন তিনি রুকু করলেন, আমরা আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। তিনি আমাদের হাতে আঘাত করলেন, তারপর দু'হাত জোড় করে আঙ্গুলসমূহ বুনে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাতশেষে বললেন, অচিরেই তোমাদের মধ্যে এমন এমন আমীরের আবির্ভাব ঘটবে যারা সালাতকে তার ওয়াক্ত হতে দেরী করে পড়বে এবং (আসরের) সালাতকে এরূপ দেরী করে পড়বে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হবে। অতএব তোমরা যখন তাদের এরূপ করতে দেখবে, তখন তোমরা ওয়াক্তের ভিতরে সালাত আদায় করে নিবে। তারপর তাঁদের সাথে দ্বিতীয়বার নফল হিসেবে পড়বে। আর তোমরা যখন তিনজন হবে, তখন সবাই মিলে সালাত আদায় করবে (অর্থাৎ সবাই এক কাতারে দাঁড়াবে এবং ইমাম মাঝখানে থাকবে)। যখন তিনের অধিক হবে, তখন একজনকে ইমাম বানিয়ে নিবে (এবং তিনি সামনে দাঁড়াবেন)। আর যখন রুকু করবে, তখন দুই হাত দুই উরুর উপর রেখে ঝুঁকে পড়বে এবং দুই হাতের তালু জোড় করে (দুই উরুর মাঝে) রাখবে। আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকেছে দেখতে পাচ্ছি। এই বলে তাদের দেখালেন।

১. তাতবীক অর্থ দু'হাতের আঙ্গুল বুনে তা দু'হাঁটু বা দু'উরুর মাঝখানে রাখা।

১.৭৫- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ وَجَرِيرٍ فَلَمَّا كَانِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ.

১০৭৫. মিনজাব ইবনুল হারিস আত-তামীমী, উসমান ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... আলকামা ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র)-এর নিকট গেলেন। তারপর আবু মু'আবিয়ার হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর ইবন মুসহির ও জারীরের হাদীসে আছে, “আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি রুকু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে ঢোকানো।

১.৭৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَا نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكْبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِينَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخْذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১০৭৬. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)..... আলকামা ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিছনের লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তাঁদের মধ্যভাগে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ডানপাশে দাঁড় করালেন ও অপরজনকে বামপাশে। তাঁরা বললেন, আমরা রুকু করার সময় আমাদের দুই হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। তিনি আমাদের হাতে আঘাত করলেন। তারপর তাঁর দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। সালাতশেষে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছেন।

১.৭৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْ فَقَالَ لِي أَبِي اضْرِبْ بِكَفِّكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ إِنَّا نُهَيِّنَا عَنْ هَذَا وَأَمَرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ.

১০৭৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল আল-জাহদারী (র)..... মুস'আব ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম এবং (রুকু করাকালীন) আমার দুই হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমাকে আমার দুই হাতের তালু আমার দুই হাঁটুর উপর রাখতে বললেন। আমি

দ্বিতীয়বার ঐরূপ করলাম। তিনি আবার আমার হাতের উপর আঘাত করলেন এবং বললেন, আমাদের ঐরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর হাতের তালু দুই হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১.৭৮- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ فَتَنْهَيْنَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

১০৭৮. খালাফ ইব্ন হিশাম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু ইয়া'ফুর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত সনদে “আমাদের ঐরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে” পর্যন্ত বর্ণনা করেন। তবে এ সনদে ঐ হাদীসের পরের কথাটি উল্লেখ করেন নি।

১.৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا يَعْنِي طَبَقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخْذَيْهِ فَقَالَ أَبِي إِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرْنَا بِالرُّكْبِ.

১০৭৯. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রুকু করার সময় দুই হাত ঐরূপ করলাম অর্থাৎ তিনি দুই হাত জোড় করে দুই উরুর মাঝখানে রাখলেন। আমার পিতা বললেন, আমরা প্রথমে ঐরূপ করতাম কিন্তু পরে আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে।

১.৮০- حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكَتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكْبِ.

১০৮০. হাকাম ইব্ন মুসা (র)..... মুস'আব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলাম। যখন রুকুতে গেলাম, তখন এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতে আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে উভয় হাত হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে মারলেন এবং সালাত শেষ করে বললেন, প্রথমে আমরা ঐরূপ করতাম। কিন্তু আমাদের হাঁটুর উপর রাখার আদেশ দেয়া হয়।

৬-بَابُ جَوَازِ الْأَقْعَاءِ عَلَى الْعَقَبَيْنِ

৬. পরিচ্ছেদ : গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা

১.৮১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

১০৮১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও হাসান আল-হুলওয়ানী (র)..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ইক'আ (দুই সিজ্দার মাঝখানে গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তা সুন্নাত। আমরা বললাম, আমরা তো এই ধরনের বসাকে একজন লোকের অশিষ্টতা মনে করি। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন বরং এটি তোমার নবী ﷺ-এর সুন্নাত।

৭- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ.

৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরণ

১.৮২- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارِبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاتَّكَلُ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمَّتُونَ لِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَ اللَّهُ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِيهِمْ قَالَ وَمِنَّا رَجُلٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّنَهُمْ (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فَلَا يَصُدُّنَكُمْ) قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رَجُلٌ يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةُ فَاطَّلَعَتْ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذَّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَدَمَ أَسْفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَّكْتُهَا صَكَّةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَظَّمْ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ اتَّيْنِي بِهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

১০৮২. আবু জা ফর মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম।

ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললাম। তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক।^১ তোমরা আমার প্রতি তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চূপ করাতে চাচ্ছে, অগত্যা আমি চূপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন, আমার মাতাপিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি তাঁর মত। এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখি নি, তাঁর পরেও কাউকে দেখি নি। আল্লাহর কসম; তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না; বরং বললেন, সালাতে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে তাসবীহ, তাক্বীর ও কুরআন পাঠের জন্য। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহিলী যুগ বিদূরিত হল বেশি দিন হয়নি, এই তো ইসলাম এসেছে। আমাদের কেউ কেউ তো গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কাছে যেও না। আমি পুনরায় বললাম, আমাদের কেউ কেউ তো শুভ অশুভ লক্ষণ মানে। তিনি বললেন, এটি তাদের মনগড়া বিষয়। এটি যেন তাদেরকে (কোন ভাল কাজ করতে) বাধা না দেয়। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক রেখা অঙ্কন করে, (ভাগ্য নির্ণয় করে)। তিনি বললেন, একজন নবী রেখা অঙ্কন করতেন। যার রেখা সেই নবীর রেখার সঙ্গে মিলবে, তারটা ঠিক হবে। (বর্ণনাকারী মু'আবিয়া বলেন,) আমার একটি দাসী ছিল। সে উহুদ ও জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ছাগল চরাত। একদিন আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটি বাঘ এসে একটি ছাগল নিয়ে গেল। যেহেতু আমিও মানুষ, সেহেতু অন্যান্য মানুষের মত আমারও রাগ এসে গেল। আমি তাকে একটি চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি আমার এই কাজকে অত্যন্ত অপসন্দ করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তাকে আযাদ করে দেব? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায় আছেন? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন, ওকে আযাদ করে দাও; কেননা ও মু'মিনা।

১.৮২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১.৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَالْفَافِطُهُمْ مُتَقَارِبَةً قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنْ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

১০৮৪. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব, ইবন নুমায়র ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সালাতরত অবস্থায়

১. আরবী বাগধারা; বিষয়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়।

সালাম করতাম এবং তিনি ঐ অবস্থায়ই আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। কিন্তু আমরা আবিসিনিয়া হতে ফিরে এসে যখন ঐ অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, তিনি তার কোনও জওয়াব দিলেন না। সালাত শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ইতিপূর্বে আপনার সালাতরত অবস্থায় আপনাকে সালাম দিতাম (আপনি তার জওয়াব দিতেন, কিন্তু এখন আপনি জওয়াব দিলেন না, এর কারণ কি?)। তিনি বললেন, সালাতে নির্ধারিত আমল রয়েছে (সুতরাং এ সময় অন্য কাজে মশগুল হওয়া যায় না)।

১.৮৫- حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سَفْيَانَ ه. عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১০৮৫. ইবন নুমায়র (র)..... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

১.৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ.

১০৮৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা সালাতে কথাবার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে আলাপ করত। অতঃপর যখন আম্মাদের জন্য দাঁড়াতে বিনীতভাবে (সূরা বাকারা : ২৩৮) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরস্পরে আলাপ করতে নিষেধ করা হয়।

১.৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১০৮৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১.৮৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّيُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ انْفَاءً وَأَنَا أُصَلِّي وَهُوَ مُؤَجَّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

১০৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি চলছেন। কুতায়বা বলেন, (সাওয়ারীতে নফল) সালাত আদায় করছেন। আমি (ঐ অবস্থায়ই) তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইঙ্গিতে

আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর সালাত শেষ করে আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছিলে অথচ আমি সালাতরত ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এই সময় পূর্বমুখী ছিলেন।^১

১০৮৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا فَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ أَيْضًا بِيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يَوْمِي بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلِّمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.

১০৮৯. আহমাদ ইবন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুস্তালিক গোত্রের দিকে যাওয়ার সময় আমাকে কোনও এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি তাঁর উটের উপর সালাত আদায় করছেন। আমি ঐ অবস্থায়ই তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি হাতদ্বারা (চুপ করতে) ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়র এই সময় তাঁর হাতদ্বারা ইশারা করে দেখালেন, আমি আবার কথা বললাম। তিনি আবার একরূপ ইশারা করলেন। বর্ণনাকারী যুহায়র এবারও তাঁর হাতদ্বারা মাটির দিকে ইশারা করে দেখালেন। তখন আমি তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। তিনি মাথায় ইশারা করে রুকু-সিজদা করছিলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে কাজে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তার কি করেছ? আমি সালাত আদায় করছিলাম বলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারি নি। যুহায়র বলেন, আবুয-যুবায়র এ হাদীস বর্ণনা করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসেছিলেন। তিনি হাতে ইশারা করে বনী মুস্তালিকের দিকে দেখিয়েছিলেন। সেদিক ছিল কা'বার ভিন্দিকে।

১০৯০- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي.

১০৯০. আবু কামিল আল-জাহদারী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি এক সফর উপলক্ষে নবী ﷺ-এর সহযাত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে কোনও এক কাজে পাঠালেন। ফিরে এসে দেখি, তিনি কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে তাঁর উষ্ট্রের উপর সালাত আদায় করছেন। আমি সালাম করলাম। কিন্তু উত্তর দিলেন না। সালাত শেষ করে বললেন, আমি যদি সালাতরত না থাকতাম, তবে তোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিতাম।

১. সাওয়ারী অবস্থায় নফল সালাতে তাক্বীয়ে তাহরীমার সময় কিবলা রুখ হয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করার পর আর কিবলা রুখ থাকার প্রয়োজন নেই।

১.৯১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ.

১০৯১. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোনও এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪- بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ

৮. পরিচ্ছেদ : সালাতে শয়তানকে লানত করা, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং ‘আমলে কালীল’ করা বৈধ

১.৯২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَى الْبَارِحَةِ لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتْهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ أَوْ كُلُّكُمْ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِرًا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

১০৯২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গতরাতে একটি দুষ্ট জিন্ন আমার সালাত নষ্ট করার জন্য হানা দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাকে আমার আয়ত্তাধীন করে দিলেন। আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাকে মসজিদের কোনও একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সবাই ভোরবেলা তাকে দেখতে পাও। পরে আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস সালামের প্রার্থনা মনে পড়ে গেল। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন- (হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যা আমার পর অন্য কেউ না পায়) এরপর আল্লাহ তাকে (দুষ্ট জিন্নকে) লাঞ্চিত করে বিতাড়িত করলেন।

১.৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَحَدَّثَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَذَعَتْهُ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ فَذَعَتْهُ.

১. আমলে কালীলদ্বারা সালাতের মধ্যে এমন কাজ করা বুঝায়, দর্শক যারদ্বারা বুঝতে পারে যে, সে সালাতরতই আছে। যেমন এক হাতদ্বারা শরীর চুলকানো, এক হাতে হাই থামানোর চেষ্টা করা, এক হাতে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করা ইত্যাদি।

১০৯৩. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা..... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন জা'ফরের বর্ণনায় “আমি তার ঘাড় মটকিয়ে দিলাম” কথাটি নেই। আর ইব্ন আবু শায়বার বর্ণনায় আছে, “আমি তাকে সজোরে ধাক্কা দিলাম।”

১.৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ ابْلِيسَ جَاءَ بِسِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ الثَّامَةَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْ لَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلِدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

১০৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)..... আবুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। আমি গুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন- (আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তারপর তিনবার বললেন, আমি তোমাকে লানত করছি, যে রূপ আল্লাহ তোমাকে লানত করেছেন। এরপর তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন-যেন কোনও জিনিস ধরছিলেন। পরে যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমি আপনাকে সালাতে এমন কিছু বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আরও দেখলাম যে, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলীস আমার মুখে লাগানোর জন্য আগুনের একটি শিখা নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবার বললাম। তারপর তিনবার বললাম, অর্থাৎ আমি তোমার উপর আল্লাহর পূর্ণ অভিশাপ বর্ষণ করছি। কিন্তু সে তখনও হটে গেল না। শেষে তাকে পাকড়াও করার ইচ্ছা হয়েছিল। আল্লাহর কসম! যদি আমার ভাই সুলায়মান আলাইহিস্ সালামের দু'আ না থাকত, তবে সে ভোর পর্যন্ত বাঁধা থাকত আর মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।

৯-بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَّبِيِّانِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ ثِيَابَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهَا وَأَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يَبْطُلُ الصَّلَاةُ

৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে শিশুদের কাঁধে উঠানো, কাপড় অপবিত্র প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে পবিত্র জ্ঞান করা এবং ‘আমলে কালীল’ দ্বারা সালাত নষ্ট না হওয়া

১.৯৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ

أُمَامَةٌ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَأَبَى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ .

১০৯৫. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে (আবুল আস ইবন রবী'র ঔরসজাত) স্বীয় কাঁধে উঠিয়ে সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন তাকে উঠিয়ে নিতেন আর যখন সিজ্দা করতেন, তখন নামিয়ে রাখতেন।

১.৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجَلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَأُمَامَةٌ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

১০৯৬. মুহাম্মাদ ইবন আবু উমর (র)..... আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আবুল আসের কন্যা উমামাকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কন্যা যয়নাবের মেয়ে) স্বীয় কাঁধের উপর রেখে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকু করতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন সিজ্দা হতে দাঁড়াতেন, তাকে আবার কাঁধের উপর তুলে নিতেন।

১.৯৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةٌ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

১০৯৭. আবু তাহির ও হারুন ইবন সাঈদ (র)..... আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আবুল আসের কন্যা উমামাকে স্বীয় কাঁধে নিয়ে সালাতে ইমামতি করতে দেখেছি। তিনি যখন সিজ্দা করতেন, তখন তাকে নিচে রেখে দিতেন।

১.৯৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ

১০৯৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি মসজিদে বসা ছিলাম, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে ঐ সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতির কথা উল্লেখ নাই।

১-بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

১০. পরিচ্ছেদ : সালাতে প্রয়োজনবশত দু'এক কদম চলা

১. ৯৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ نَفَرًا جَاءُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمُنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُوْدٍ هُوَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عُرْفُ مِنْ أَيِّ عُوْدٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَهُ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدَّثْنَا قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ قَالَتْ أَبُو حَازِمٍ إِنَّهُ لَيُسَمِّيْهَا يَوْمَئِذٍ انْظُرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أَكَلَّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ أَمَرَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَأَاهُ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمُنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِيْ وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِيْ.

১০৯৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা)..... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কতিপয় লোক সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-এর নিকট আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিস্বর কি কাঠের তৈরি ছিল, তা নিয়ে তারা বিতর্ক করতে লাগল। তিনি (সাহল ইব্ন সা'দ) বললেন, আল্লাহর কসম! সেটি কি কাঠের তৈরি ছিল, কে তৈরি করেছিল, তা আমি ভাল করে জানি এবং সর্বপ্রথম কোনদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর আরোহণ করেছিলেন, তাও আমি দেখেছি। আবু হাযিম বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বললাম, হে আব্বাসের পিতা! আপনি এসব ঘটনা পুনরায় আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলাকে বলে পাঠালেন [আবু হাযিম বলেন, সাহল ইব্ন সা'দ (রা) সেইদিন মহিলাটির নামও বলেছিলেন] তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামটিকে একটু ফুরসত দিও। সে আমার জন্য একটি মিস্বর তৈরি করে দিবে, আমি তার উপর থেকে মানুষকে ওয়ায-নসীহত করব। অতঃপর সেই গোলামটি তিন সিঁড়িবিশিষ্ট এই মিস্বরটি বানায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে সেটি মসজিদের এই স্থানে (বর্তমান স্থানে) রাখা হয়। তার কাঠগুলো গাবা^১ অঞ্চলের ঝাউগাছের ছিল। আর আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়ালেন এবং (সালাতের) তাক্বীর বললেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে তাক্বীর বলল। তিনি মিস্বরের উপরেই ছিলেন, অতঃপর তিনি রুকু হতে উঠে দু'এক কদম পিছনের দিকে হেঁটে নিচে নেমে গেলেন। আর মিস্বরের গোড়ায় সিজদা করলেন। আবার তিনি পূর্বস্থানে চলে গেলেন। এভাবে তিনি তাঁর সালাত সমাপ্ত করলেন। তারপর তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমার এরূপ করার কারণ হলো, যেন তোমরা আমার অনুকরণ করতে পার এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

১১০০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِي الْقُرَيْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَوْهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

১. 'গাবা' মদীনার নয় মাইল দূরে অবস্থিত মালভূমির নাম।

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَىِّ شَيْءٍ مَنِبَرُ النَّبِيِّ ﷺ وَسَأَقُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

১১০০. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র)..... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, কয়েক ব্যক্তি সাহল ইবন সা'দ (রা)-এর নিকট আসল এবং নবী করীম ﷺ-এর মিম্বর কিসের তৈরি, তা জানতে চাইল। এরপর তাঁরা উপরোক্ত ইবন আবু হাযিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১১- بَابُ كَرَاهَةِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

১১. পরিচ্ছেদ : কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করা মাকরুহ

১১.১- وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

১১০১. হাকাম ইবন মুসা আল-কানতারী ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আবু বকরের বর্ণনায় رَسُولُ اللَّهِ ﷺ উল্লেখ রয়েছে।

১২- بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحِصْيِ وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

১২. পরিচ্ছেদ : সালাতে কঙ্কর সরানো এবং মাটি সমান করা মাকরুহ

১১.২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحِصْيَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

১১০০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কঙ্কর সরানো সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং বললেন, তা যদি তোমার করতেই হয় তবে একবার মাত্র করতে পার।

১১.৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِبٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَاحِدَةً.

১১০৩. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী ﷺ-কে সালাতের মধ্যে কঙ্কর সরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাত্র একবার।

১১.৪- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

১১০৪. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল-কাওয়ারীরী ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, সালাতে সিজদাস্থলের মাটি সমান করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যদি তা তোমার করতেই হয় তবে একবারমাত্র করতে পার।

১২- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে, মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ

১১.৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قَبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

১১০৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদের) কিব্লার দেয়ালে শ্লেষ্মা লেগে থাকতে দেখে তা ঘষে তুলে ফেললেন। অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন সম্মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কেননা আল্লাহ সালাত আদায়ের সময় তার সম্মুখে থাকেন।

১১.৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

১১০৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মাদ ইবন রুমহ, যুহায়র ইবন হারব, ইবন রাফি' ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের কিব্লার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন.....। রাবী বলেন, হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মালিকের উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১১.৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

১১০৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে একটি কঙ্কর দ্বারা তা ঘষে তুলে ফেললেন। অতঃপর তিনি ডানদিক ও সামনের দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করেন। তবে প্রয়োজনে বামদিক ও বাম পায়ে নিচে থুথু ফেলতে অনুমতি দিয়েছেন।

১১.৮- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

১১০৮. আবু তাহির, হারমালা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে উয়ায়না বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১১.৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

১১০৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদের কিবলার প্রাচীরে থুথু কিংবা শ্লেষ্মা বা কফ দেখতে পেয়ে তা ঘষে তুলে ফেললেন।

১১.১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا وَوَصَفَ الْقَاسِمُ فَنَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ.

১১১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের একজন তো প্রভুর দিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়ায়, তারপর সে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, কেউ তার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে অতঃপর তার মুখের উপর থুথু নিক্ষেপ করবে? যখন তোমাদের কারও থুথু এসে পড়ে, তখন বামদিকে

পায়ের নিচে ফেলবে। যদি জায়গা না থাকে, তবে এরূপ করবে—বর্ণনাকারী কাসিম এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজ কাপড়ে থুথু ফেললেন এবং এক প্রান্তকে আরেক প্রান্ত দিয়ে ঘষে ফেললেন।

১১১১- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَلَيْهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

১১১১. শায়বান ইবন ফাররুখ, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবন উলায়্যার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হুশায়মের বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে : আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাপড়ের একাংশ আরেক অংশের সাথে ঘষছেন।

১১১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ.

১১১২. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতরত থাকে, তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। অতএব তার সম্মুখে ও ডানদিকে থুথু ফেলবে না, বরং বামদিকে পায়ের নিচে ফেলবে।

১১১৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَيُّوعَوَانَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

১১১৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহ। তার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হচ্ছে তা মাটিচাপা দেওয়া।

১১১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفُّلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّفُّلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

১১১৪. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী (র)..... শু'বা (র) বলেন, আমি কাতাদা (র)-কে মসজিদে থুথু ফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ করা গুনাহের কাজ এবং তার কাফফারা হচ্ছে মাটিচাপা দেওয়া।

১১১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ بَحْيٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

১১১৫. আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আসমা আয-যুবাই ও শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার সামনে আমার উম্মাতের ভালমন্দ সমস্ত আমল পেশ করা হল। আমি তাদের নেক আমলের মধ্যে একটা দেখলাম রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের মধ্যে একটা দেখলাম সেই শ্লেষ্মা যা মসজিদে ফেলা হয় অথচ মাটিচাপা দেওয়া হয় না।

১১১৬- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنْخَعُ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

১১১৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আল-আম্বারী (র).....আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তাঁকে দেখতে পেলাম যে, তাঁর কফ বের হলে তিনি জুতা দ্বারা তা ঘষে ফেললেন।

১১১৭- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَنْخَعُ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

১১১৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর তাঁর কফ বের হলে তিনি বাম পায়ে জুতা দিয়ে তা ঘষে ফেললেন।

১৪-بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ

১৪. পরিচ্ছেদ : জুতা পরে সালাত আদায়

১১১৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ.

১১১৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....আবু মাসলামা সাঈদ ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১১১৯- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا بِمِثْلِهِ.

১১১৯. আবুর-রাবী‘ আয-যাহারানী (র).....সাইদ ইব্ন ইয়াযীদ আবু মাসলামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

১৫-بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

১৫. পরিচ্ছেদ : নকশাদার কাপড়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ

১১২০. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ فَازْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ.

১১২০. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি নকশাদার চাদর পরিধান করে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এই নকশাগুলো আমাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলে দিয়েছে (সালাতে অমনোযোগী করে ফেলেছে)। এটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমাকে তার মোটা চাদরটি এনে দাও।

১১২১. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ فَنَظَرَ إِلَى عِلْمِهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ بِنِ حُذِيفَةَ وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ فَإِنَّهَا الْهَتْنِي أَنْفًا فِي صَلَاتِي.

১১২১. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি নকশাকৃত চাদর পরিধান করে সালাতে দাঁড়ালেন। চাদরের নকশাগুলো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সালাতশেষে তিনি বললেন, এই চাদরটি আবু জাহম ইব্ন হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও এবং তার মোটা চাদরটি আমাকে এনে দাও। কেননা এটি এখন আমাকে আমার সালাতে অন্যমনস্ক করেছে।

১১২২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَهَا عِلْمٌ فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًّا.

১১২২. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একটি নকশাদার চাদর ছিল। চাদরখানি সালাতের মনোযোগ নষ্ট করত। তিনি চাদরটি আবু জাহমকে দিয়ে দিলেন এবং তার মোটা চাদরটি গ্রহণ করলেন।

১৬-بَابُ كُرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ

الْأَخْبَثَيْنِ

১৬. পরিচ্ছেদ : ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে আসলে এবং তৎক্ষণাৎ খাবার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে ও মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে সালাত আদায় করা মাকরুহ

১১২৩- أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدُءُوا بِالْعِشَاءِ.

১১২৩. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন 'উয়ায়না (র) যুহরী (র) থেকে এবং তিনি আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন রাত্রির খাবার আসবে, ওদিকে সালাতের ইকামাত বলা হবে, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে।

১১২৪- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُرِبَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدُءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.

১১২৪. হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খাবার সামনে পেশ করা হলে এবং সালাতের সময় হলে তোমরা মাগরিবের সালাতের পূর্বে খাবার খেয়ে নিবে। খাবার রেখে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না।

১১২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَفْصٌ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ.

১১২৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে। ইবন 'উয়ায়না (র) কর্তৃক যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

১১২৬- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدُءُوا بِالْعِشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

১১২৬. ইবন নুমায়র ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারও সামনে রাতের খাবার রাখা হয়, ওদিকে সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে যায়, তখন সে প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে। খাবার শেষ না করে সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না।

১১২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَغْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১১২৭. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আল-মুসায়াবী, হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও সালত ইবন মাসউদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيْقٍ قَالَ تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَافَةً وَكَانَ لَأُمٍّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَبْتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَبْتِكَ أُمُّكَ قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أَتَى بِهَا قَامَ قَالَتْ أَيْنَ قَالَ أَصَلَّى قَالَتْ اجْلِسْ قَالَ إِنِّي أَصَلَّى قَالَتْ اجْلِسْ غَدْرُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

১১২৬. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র).....ইবন আবু আতীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ও কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর সিদ্দীক (হযরত আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র) আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি হাদীস আলোচনা করছিলাম। কাসিমের কথায় উচ্চারণগত অনেক ভুল হত। তাঁর মাতা ছিল উম্মু ওয়ালাদ (অর্থাৎ তিনি দাসীর পুত্র ছিলেন)। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, কাসিম, তোমার কি হয়েছে! তুমি আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের (ইবন আতীক) মত কথা বলছ না কেন? অবশ্য আমি জানি, তুমি কোথা হতে এসেছ। একে তার মা আদব শিক্ষা দিয়েছে (সে ছিল আযাদ), আর তোমার মা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে (সে ছিল বাদী)। রাবী বলেন, এই কথায় কাসিম রেগে গেলেন এবং আয়েশা (রা)-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এরপর যখন দেখলেন যে, আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে দস্তুরখান বিছানো হচ্ছে, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আয়েশা (রা) বললেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, সালাত আদায় করতে। আয়েশা (রা) বললেন, বস। তিনি বললেন, আমি সালাত আদায় করতে যাচ্ছি। আয়েশা (রা) বললেন, রে অকৃতজ্ঞ! বস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, খানা সামনে আসার পর কোনও সালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার বেগ থাকা অবস্থায়ও কোন সালাত নেই।

১১২৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ.

১১২৯. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র).....আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এ হাদীসে কাসিম ইবন মুহাম্মাদের উক্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি।

১৭- بَابُ نَهْيٍ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرْثًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ ذَلِكَ الرِّيحُ وَآخِرَاجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ

১৭. পরিচ্ছেদ : রসুন-পিঁয়াজ, মূলা ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাওয়ার পর মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ এবং এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ

১১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِي غَزْوَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

১১৩০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইবন হারব (র)আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন মসজিদে না আসে। যুহায়রের বর্ণনায় শুধু যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে; খায়বারের উল্লেখ নেই।

১১৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ.

১১৩১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই সব্জি অর্থাৎ রসুন খাবে, সে যেন এর দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।

১১৩২- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسٌ عَنْ الثُّومِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَلَا يُصَلِّيَ مَعَنَا.

১১৩২. যুহায়র ইবন হারব (র).....আবদুল আযীয ইবন সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আনাস (রা)-এর নিকট রসুন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ হতে আহার করবে, সে যেন আমাদের নিকট না আসে এবং আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে।

১১৩৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِنُنَا بِرِيحِ الثُّومِ.

১১৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (রা).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে এবং আমাদেরকে রসুনের গন্ধদ্বারা কষ্ট না দেয়।

১১৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصْلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذِي مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ.

১১৩৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পিয়াজ ও মূলা খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। অতঃপর একবার নিরুপায় হয়ে আমরা তা খেয়ে ফেললাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত উদ্ভিদ আহার করবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা মানুষ যাতে কষ্ট অনুভব করে, ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পান।

১১৩৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَةُ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَلَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.

১১৩৫. আবুত তাহির ও হারমালা (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পিয়াজ ও রসুন খাবে, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে থাকে এবং নিজ ঘরে বসে থাকে। একবার তাঁর নিকট একটি ডেগ আনা হলো। তাতে তরকারি রান্না হয়েছিল। তিনি তাতে রসুনের গন্ধ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? বলা হল, এতে রসুন জাতীয় জিনিস আছে। তখন তিনি বললেন, এগুলো অমুক সাহাবীর নিকট নিয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দেখলেন, সেও তা খাওয়া পছন্দ করছে না, তখন বললেন, তুমি খেয়ে ফেল। আমি যার সঙ্গে কথা বলি (ফেরেশতা) তুমি তার সঙ্গে কথা বল না।

১১৩৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصْلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.

১১৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এইসব রসুন তরকারি খাবে, (কখনও বলেছেন) যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন ও কুররাছ (গন্ধে ও স্বাদে পিয়াজের মত সজিবিশেষ) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা আদম সন্তান যাতে কষ্ট পায়, ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পান।

১১২৭- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ التَّوْمَ فَلَا يَغْشَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ.

১১৩৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র).....ইবন জুরায়জ (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই উদ্ভিদ অর্থাৎ রসুন খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। এই রিওয়াযাতে পিয়াজ ও কুররাছের কথা উল্লেখ নেই।

১১২৮- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمْ نَعُدْ أَنْ فَتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ التَّوْمِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ثُمَّ رَحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّيحَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبُنَا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَلَبَّغَ ذَاكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيُّهُ النَّاسُ إِنَّهَا لَيْسَ لِي تَحْرِيمٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا.

১১৩৮. আমর আন-নাকিদ (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর আমরা তখনও ফিরে আসতে পারিনি। এদিকে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী-সাথীগণ রসুন ইত্যাদি সজি খেতে শুরু করলাম। লোকেরা ছিল খুবই ক্ষুধার্ত। আমরা খুব খেলাম। তারপর মসজিদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ গন্ধ পেয়ে বললেন, যে ব্যক্তি এই নিকৃষ্ট উদ্ভিদ থেকে কিছু খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট না আসে। লোকেরা বলতে লাগল, (রসুন) হারাম হয়ে গিয়েছে। হারাম হয়ে গিয়াছে। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, হে লোকসকল! আল্লাহ আমার জন্য যা হালাল করেছেন, আমি তা হারাম করতে পারি না। কিন্তু এটি এমন এক উদ্ভিদ যার গন্ধ আমার ভাল লাগে না।

১১২৯- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى زُرَّاعَةٍ بَصَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ فَرَحْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ وَآخَرَ الْأَخْرَيْنَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.

১১৩৯. হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী ও আহমাদ ইবন ঈসা (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ একটি পিয়াজ ক্ষেত অতিক্রম করছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে নেমে পিয়াজ খেলেন এবং কেউ কেউ খেলেন না। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। যারা পিয়াজ খান নি, তিনি তাদেরকে কাছে ডাকলেন। আর যারা খেয়েছিলেন, তাদের মুখ হতে পিয়াজের গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিছিয়ে রাখলেন।

১১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكَمَا نَقَرْنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ فَإِنْ عَجَلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ السِّتَةِ الَّذِينَ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفْرَةُ الضَّلَالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ يَا عُمَرُ إِلَّا تَكْفِيكَ آيَةُ الصِّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْتُ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيَعْلَمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيَنْتَهُمُ وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمْرَبَهُ فَأَخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلَيْمَتُهُمَا طَبْخًا.

১১৪০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....মা'দান ইবন আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমর (রা) একদিন জুম'আর খুতবা দিলেন। এতে তিনি আল্লাহর নবী ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর আলোচনা করে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি মোরগ এসে আমাকে তিনটি ঠোকর মারল। আমার মতে এর তা'বীর হচ্ছে, আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী। লোকেরা আমাকে বলেছে আমার একজন স্থলবর্তী নিযুক্ত করতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দীন ও খিলাফতকে নষ্ট করবেন না। আর তাঁর নবী ﷺ-কে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাও নষ্ট করবেন না। যদি শীঘ্রই আমার মৃত্যু এসে পড়ে, তবে খিলাফত ঐ ছয় ব্যক্তির পরামর্শের উপর রইল, যাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আমি জানি, কতিপয় লোক, যাদেরকে আমি নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছি, এ ব্যাপারে তারা ইসলামের প্রতি দোষারোপ করবে। তারা যদি তা করে, তবে তারা আল্লাহর দুশমন ও পথভ্রষ্ট কাফির। আমি 'কালالا' (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)-র সমস্যা ব্যতীত অন্য কোনও কঠিন সমস্যা রেখে যাচ্ছি না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'কালالا' সম্পর্কে যতবার জিজ্ঞেস করেছি, ততবার অন্য কোনও বিষয়ে জিজ্ঞেস করি নি। তিনিও আমার প্রতি এ ব্যাপারে যতটা কঠোর ব্যবহার করেছেন, ততটা অন্য কোনও ব্যাপারে করেন নি। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর আব্দুলদ্বারা আমার বুকে টোকা মেয়ে বললেন, 'হে উমর! সূরা নিসার শেষভাগের গ্রীষ্মকালীন (কালالا সম্পর্কিত) আয়াতটিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে 'কালالا' সম্পর্কে

এমন এক ফায়সালা রেখে যাব, যাকে ভিত্তি করে কুরআন জানা-অজানা সকলেই ফায়সালা দিতে পারবে। অতঃপর উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে সেইসব লোক সম্পর্কে সাক্ষী করছি, যাদেরকে আমি বিভিন্ন শহরে প্রশাসক (গভর্নর, সুবেদার ও অফিসার)-রূপে প্রেরণ করেছি। আমি তাদেরকে এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তারা জনগণের মধ্যে সুবিচার কায়েম করবে, তাদেরকে তাদের দীন ও নবীর তরীকা শিক্ষাদান করবে, তাদের মধ্যে তাদের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করবে এবং কোনও কঠিন সমস্যার উদ্ভব হলে তা আমার সমীপে উত্থাপন করবে। আর হে জনমণ্ডলী! তোমরা দু'টি গাছ ভক্ষণ করে থাক। আমি ঐ দু'টিকে অপসন্দ করি। তা হচ্ছে পিঁয়াজ ও রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদে কোনও ব্যক্তি হতে ঐ দু'টির (কোন একটি গাছের) গন্ধ পেতেন, তখন তিনি তাকে 'বাকী' প্রাপ্তরের দিকে বের করে দেয়ার আদেশ দিতেন। অতএব যে ব্যক্তি তা (পিঁয়াজ রসুন) খেতে চাইবে, উত্তমরূপে রান্না করে খাবে—যাতে তার গন্ধ না থাকে।

১১৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১১৪১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ

১৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া নিষেধ; কেউ এরূপ ঘোষণা শুনলে সে যা বলবে

১১৪২- حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَّوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

১১৪২. আবুত তাহির আহমাদ ইবন আমর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনও লোককে মসজিদে কোনও হারানো বস্তুর ঘোষণা দিতে শুনবে, তখন সে বলবে, আল্লাহ্ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন। কেননা মসজিদ এর জন্য তৈরি হয়নি।

১১৪৩- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

১১৪৩. যুহায়র ইবন হারব (র).....হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৪৪- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَجَدْتُ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.

১১৪৪. হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে উচ্চস্বরে হারানো জিনিস খুঁজল এবং বলল, লাল উটের দিকে ডাকল কে? (অর্থাৎ কে সেটি পেয়েছে)? নবী ﷺ বললেন, তুমি এটি যেন না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহৃত হবে।

১১৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتَ لَهُ.

১১৪৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত আদায় করলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, লাল উটটির দিকে ডাকল কে? নবী ﷺ বললেন, (তোমার উট) তুমি যেন না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে।

১১৪৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَادْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا قَالَ مُسْلِمٌ هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهْشِيمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ.

১১৪৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন নবী ﷺ ফজরের সালাত সম্পন্ন করলেন, তখন জনৈক বেদুঈন এসে মসজিদের দরজা দিয়ে তার মাথা ঢুকাল। অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। মুসলিম বলেন, সনদে উল্লেখিত শায়বা হল, শায়বা ইব্ন না'আমা আর না'আমা থেকে মিস'আর, হুসায়ম, জারীর প্রমুখ কূফাবাসী রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯- بَابُ السُّهُوفِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ

১৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে ভুল হওয়া এবং তার জন্য সাহু সিজ্দা করা

১১৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৪৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান ভুলাবার জন্য তার নিকট আগমন করে। শেষ পর্যন্ত সে কয় রাক'আত পড়ল, তা তার মনে থাকে না। যখন এরূপ হবে, তখন সে একদিকে সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা (সাহু) করবে।

১১৪৮- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১১৪৮. আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবন রুমহ্ (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَالٍ يَكُنْ يَذْكَرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৪৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আযান হতে থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে ফিরে আসে। যখন তাকবীর আরম্ভ হয়, তখন আবার সে পলায়ন করে এবং তাকবীর শেষে ফিরে এসে সালাত আদায়কারীর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। সে বলে, এই কথা স্মরণ কর, ঐ কথা স্মরণ কর, যা তার স্মরণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে, তা ভুলে যায়। যখন তোমাদের কেউ কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা ভুলে যাবে, তখন সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

১১৫০- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الشَّيْطَانُ إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَاهُ وَمَنَاهُ وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ.

১১৫০. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের আযান হতে থাকে, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পলায়ন করে। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে আরো বর্ণনা করেন যে, সে তার মনে বহু আশা-বাসনার উদ্বেক করে এবং এমন এমন কাজ স্মরণ করায়, যা তার স্মরণ ছিল না।

১১৫১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قُضِيَ صَلَاتُهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৫১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও এক সালাতে দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তিনি

তাক্বীর বললেন এবং (শেষ) সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় পরপর দু'টি সিজ্দা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

১১৫২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَكْبَرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

১১৫২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না আল-আসাদী (রা) (তিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মিত্র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাতে প্রথম বৈঠকে ভুলে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন সালাত শেষ করলেন, তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করলেন। প্রত্যেক সিজ্দায় তাক্বীর বললেন। লোকেরাও তাঁর সাথে দু'টি সিজ্দা করল। তা (প্রথম) বৈঠক ভুল করার পরিবর্তে ছিল।

১১৫৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৫৩. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক ইবন বুহায়না আল-আযদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের প্রথম দুই রাক'আতের পর বসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে যেতে লাগলেন। যখন তিনি সালাতের শেষ পর্যায়ে ছিলেন, তখন সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজ্দা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

১১৫৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا سَتَيْقِنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

১১৫৪. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালাফ (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার সালাতে সন্দেহ পতিত হয় এবং সে স্থির করতে ব্যর্থ হয় যে, তিন রাক'আত পড়েছে, না চার রাক'আত, তখন সে সন্দেহ পরিত্যাগ করবে এবং যে-কয় রাক'আতের উপর দৃঢ় প্রত্যয় হয়, সেটিই ধারণ করবে। তারপর সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সিজ্দা করবে। যদি তার পাঁচ

রাক'আতই পড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এই দুই সিজ্দা মিলে ছয় রাক'আত হয়ে যাবে। আর যদি তার সালাত পূর্ণ চার রাক'আতই হয়, তবে দুই সিজ্দা শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে।

১১৫৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

১১৫৫. আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ওয়াহব (র).....যায়দ ইবন আসলাম (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, সালামের পূর্বে দু'টি সিজ্দা করবে। যেমন সুলায়মান ইবন বিলাল বলেছেন।

১১৫৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১১৫৬. আবু শায়বার দুই পুত্র আবু বাকর ও উসমান এবং ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) সালাত আদায় করলেন। ইব্রাহীম বলেন, ঐ সালাতে কিছু বেশ-কম হয়ে গেল। যখন সালাম ফিরালেন, তখন বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতে কি কোনও নতুন হুকুম হয়েছে? তিনি বললেন, সেটি কি? তারা বলল, আপনি এরূপ এরূপ করেছেন। তখন তিনি স্বীয় পদদ্বয় ঘুরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজ্দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সালাতে যদি নতুন কোনও হুকুম হতো, তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতাম। কথা হচ্ছে, আমিও একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও তেমনি ভুল করে থাকি। অতএব আমি যদি ভুল করি, তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কারও যদি সালাতে সন্দেহ হয়, তবে ভেবেচিন্তে যেটি সঠিক মনে হবে, তার ভিত্তিতে সালাত পূর্ণ করে নিবে। তারপর দু'টি সিজ্দা করবে।

১১৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرِحٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَشْرِحٍ فَلْيَنْظُرْ أَحَرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ.

১১৫৭. আবু কুরায়ব, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র).....মানসূর সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি কিঞ্চিৎ শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৫৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ أُخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابُ.

১১৫৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....মানসূর (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্ত রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনার শব্দে সামান্য পার্থক্য রয়েছে।

১১৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يُرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ هُوَ لَاءٍ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابُ.

১১৫৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও ইব্ন আবু উমর (র).....মানসূর (র) থেকে সামান্য শব্দ পরিবর্তনের সাথে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

১১৬০- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১১৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আল-আম্বারী (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ যোহরের সালাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। যখন সালাম ফিরালেন, তখন তাঁকে বলা হলো, সালাত কি বেড়ে গেছে? তিনি বললেন, কিরূপে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তখন তিনি দু'টি সিজ্দা করলেন।

১১৬১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا شَيْبَةَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوا بَلَى قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلَى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِي وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَنْفَتَلَ فَسَجَدَ

النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمْ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمْ.

১১৬৬. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হার্ব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যোহর অথবা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আত পড়েই সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি একটি খজুর কাণ্ডের খুঁটির নিকট আসলেন, যা মসজিদের সম্মুখদিকে ছিল এবং এর সাথে হেলান দিয়ে রাগাশ্বিত অবস্থায় দাঁড়ালেন। জামা'আতে আবু বকর ও উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। আর যাদের তাড়াতাড়ি করে যাওয়ার ছিল, তারা এই বলে চলে গেল যে, সালাত কমে গিয়েছে। তখন যুল-ইয়াদায়ন নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত (-এর রাক'আত) কমে গিয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? নবী ﷺ ডানে ও বামে তাকিয়ে বললেন, যুল-ইয়াদায়ন বলে কি? লোকেরা বলল, সে সত্য বলেছে। আপনি দু'রাক'আতই পড়েছেন। তখন তিনি (আরো) দুই রাক'আত পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর তাক্বীর বললেন ও সিজ্দা (সাহ) করলেন। অতপর তাক্বীর বললেন ও মাথা উঠালেন। আবার তাক্বীর বললেন ও সিজ্দা করলেন। এরপর পুনরায় তাক্বীর বললেন ও মাথা উঠালেন। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (র) বলেন, ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন “এবং সালাম ফিরালেন।”

১১৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَى صَلَاتَيِ الْعِشِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

১১৬৭. আবু রাবী আয-যাহরানী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১৬৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

১১৬৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আসরের সালাত পড়ালেন এবং দুই রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদায়ন দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর

কোনোটাই হয়নি। যুল-ইয়াদায়ন বললেন, যে কোনও একটি অবশ্যই হয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, যুল-ইয়াদায়ন কি সত্য বলেছে? তারা বলল, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট সালাত পূর্ণ করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা (সাহ) করলেন।

১১৬৭. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ وَ سَأَلَ الْحَدِيثَ.

১১৬৯. হাজ্জাজ ইবন শাঈর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের সালাত দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন বনু সুলায়ম-এর জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি হ্রাস করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাবী হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেন।

১১৭. وَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ.

১১৭০. ইসহাক ইবন মানসূর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যোহরের সালাত আদায় করছিলাম। তিনি দুই রাক'আত আদায় করেই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তখন সুলায়ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর রাবী উপরোক্তরূপ অবশিষ্ট হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

১১৭১. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخُرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَ خَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৭১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন খিরবাক নামক জনৈক ব্যক্তি যার হাত দু'টি কিছুটা লম্বা ছিল, তাঁর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং “হে আল্লাহর রাসূল” বলে সম্বোধন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তিনি চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে

রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকদের নিকট এসে বললেন, এই লোকটি কি সত্য বলছে? তারা বলল, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি এক রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সিজ্দা (সাহ) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

১১৭২. وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَ هُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بِسَيْطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرُّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ.

১১৭২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত তিন রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি উঠে হুজুরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইত্যবসরে দীর্ঘ দুই হাতবিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে এলেন এবং তিনি যে রাক'আতটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেটি আদায় করলেন। এবং সালাম ফিরালেন। এরপর দু'টি সিজ্দা (সাহ) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন।

২. باب سَجُودِ التَّلَاوَةِ

২০. পরিচ্ছেদ : সিজ্দা-ই-তिलाওয়াত

১১৭৩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَ نَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جِبْهَتِهِ.

১১৭৩. যুহায়র ইব্ন হারব, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যে সূরায় সিজ্দার আয়াত রয়েছে, তা পাঠ করে সিজ্দা (তिलाওয়াত) করতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করতাম। এমনকি আমাদের কেউ কেউ (ভিড়ের দরুন) কপাল রাখার জায়গাও পেত না।

১১৭৪. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى اَزْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

১১৭৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কখনও কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমাদের নিয়ে সিজদা করতেন। ভিড়ের কারণে আমাদের কেউ কেউ সিজদার জায়গাও পেত না। এ ছিল সালাতের বাইরের ঘটনা।

১১৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا وَ سَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

১১৭৫. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা ওয়ান্ নাজ্ম পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। তাঁর সাথে যারা ছিলেন, তারাও সকলে সিজদা করলেন। কিন্তু এক বৃদ্ধ (উমায়্যা ইবন খালফ) সিজদা করল না। সে একমুষ্টি মাটি ও পাথরকুচি উঠিয়ে কপালে লাগাল এবং বলল, আমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি, পরবর্তীতে (বদরের যুদ্ধে) সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়।

১১৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ.

১১৭৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আয়ুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র)..... আতা ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তিনি যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরা'আত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোনও কিরা'আত নেই এবং আরও বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে সূরা وَالنَّجْمَ إِذَا هَوَى পাঠ করলাম, কিন্তু তিনি সিজদা করলেন না।

১১৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا

১১৭৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) সালাতে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সূরায় সিজদা করেছেন।

১১৭৮- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১১৭৮. ইব্রাহীম ইবন মুসা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত-রূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৭৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

১১৭৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমর আন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাহয়ে সিজ্দা করেছি।

১১৮০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

১১৮০. মুহাম্মাদ ইবন রুমহ্ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করে সিজ্দা করেছেন।

১১৮১- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৮১. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৮২- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْبَارِيُّ وَمُحَمَّدُ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ فَقَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا.

১১৮২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আল-আস্বারী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র).....আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাতে إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ পাঠ করলেন এবং সিজ্দা করলেন। (সালাতশেষে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কিসের সিজ্দা? তিনি বললেন, এ সিজ্দাটি আমি আবুল কাসিম পাঠাতাহ আলহাদিহ ওয়াসহাবাহ (রাসূলের কুনিয়াত)-এর পিছনেও করেছি। সুতরাং আমি এটি তাঁর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) করতে থাকব। ইব্ন আবদুল আলা বলেন, (তিনি বলেছেন) আমি এই সিজ্দা সর্বদা করতে থাকব।

১১৮৩- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْأِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১১৮৩. আমর আন-নাকিদ, আবু কামিল ও আহমাদ ইব্ন আবদা আত-তায়মী (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এঁরা “আবুল কাসিম পাঠাতাহ আলহাদিহ ওয়াসহাবাহ-এর পিছনে” কথাটি বলেন নি।

১১৮৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى الْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ.

১১৮৪. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....আবু রাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ পাঠ করে সিজ্দা করতে দেখলাম। আমি বললাম, আপনি এ সূরায় সিজ্দা করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আমার বন্ধু পাঠাতাহ আলহাদিহ ওয়াসহাবাহ-কে এ সূরায় সিজ্দা করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তাঁর সাথে মুলাকাত (মৃত্যু) পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্দা করতে থাকব। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, নবী পাঠাতাহ আলহাদিহ ওয়াসহাবাহ (-এর কথা বলছেন)? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২১-بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخْذَيْنِ

২১. পরিচ্ছেদ : সালাতে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম

১১৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

১১৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার ইব্ন রিবঈ আল-কায়সী (র).....আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে বসতেন, বাম পা'খানি বিছিয়ে দিতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর ও ডান হাতখানি ডান উরুর উপর রাখতেন, আর অঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন।

১১৮৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَوَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

১১৮৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ ইবনু যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু'আ করার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর। শাহাদাত অঙ্গুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন এবং অঙ্গদুষ্ঠকে মধ্যমার উপর রাখতেন। আর বাম হাতের তালু দ্বারা বাম হাঁটু আঁকড়িয়ে ধরতেন।

১১৮৭ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بِاسِطَهَا عَلَيْهَا.

১১৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে যখন বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের (শাহাদত) অঙ্গুলি উঠিয়ে তা দ্বারা (ইংগিতে) দু'আ করতেন। আর বাম হাতখানি বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন।

১১৮৮ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

১১৮৮. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (ডান হাতের অঙ্গুল দ্বারা) তেপ্পান বানিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

১১৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصْنَعْ كَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلَى الْأَبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى.

১১৮৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....আলী ইবন আবদুর রহমান মু'আবী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আমাকে সালাতে কংকর নিয়ে খেলা করতে দেখলেন। আমি সালাত শেষ করার পর তিনি আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ করতেন তুমিও তদ্রূপ কর। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তিনি সালাতে যখন বসতেন, তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সমস্ত আঙ্গুল গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটস্থ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বাম হাতের তালুখানি বাম উরুর উপর রাখতেন।

১১৮৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ.

১১৯০. ইবন আবু উমর (র)..... আলী ইবন আবদুর রহমান মু'আবী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি। তারপর উপরোক্ত হাদীস সদৃশ বর্ণনা করেন।

২২- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ

২২. পরিচ্ছেদ : সালাত সমাপনীর সালাম ও তার পদ্ধতি

১১৯১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنِّي عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

১১৯২. যুহায়র ইবন হারব (র).....আবু মা'মার (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মক্কায় একজন আমীর ছিলেন, তিনি দু'টি সালাম করতেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, তিনি এটা কোথা থেকে পেয়েছেন? হাকাম তাঁর রিওয়াযাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ (দু'টি সালাম) করতেন।

১১৯২- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنِّي عَلِقَهَا.

১১৯২. আহমাদ ইবন হাম্বল (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, জনৈক আমীর অথবা ব্যক্তি (সালাত শেষ করার জন্য) দু'টি সালাম ফিরালেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কোথেকে তিনি তা হাসিল করেছেন?

১১৯৩- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ.

১১৯৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর ডানদিকে ও বামদিকে সালাম করতে দেখতাম। এমনকি সালাম করাকালীন তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখতাম।

২৩-بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

২৩. পরিচ্ছেদ : সালাতের পর যিকর

১১৯৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبُدٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

১১৯৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের সমাপ্তি তাঁর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দ্বারা বুঝতে পারতাম।

১১৯৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبُدٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا قَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

১১৯৫. ইবন আবু উমর (র).....‘আমর ইবন দীনার হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু মা'বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে হযরত ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের সমাপ্তি তাকবীর দ্বারাই বুঝতে পারতাম। আমর বলেন, আমি বিষয়টি আবার আবু মা'বাদের কাছে উল্লেখ করলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি তা তোমার নিকট বলি নি। অথচ ইতিপূর্বে তিনি তা আমার নিকট বলেছিলেন।

১১৯৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالدُّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

১১৯৬. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম ও ইসহাক ইবন মানসুর (র).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ফরয সালাতের পর উচ্চস্বরে যিকর করা নবী ﷺ-এর যামানায় প্রচলিত ছিল এবং আমি যখন তা শুনতাম, তখন বুঝতাম যে, লোকেরা সালাত শেষ করেছে।

২৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ وَمِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَغْرَمِ بَيْنَ النُّشْهُدِ وَالتَّسْلِيمِ.

২৪. পরিচ্ছেদ : তাশাহুদ ও সালামের মাঝখানে কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব এবং জীবন, মৃত্যু, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা ও গুনাহ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

১১৯৭- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ هُرُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَهِيَ تَقُولُ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَبِثْنَا لِيَالِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৭. হারুন ইবন সাঈদ ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এলেন। আমার নিকট তখন এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক বসা ছিল। সে বলছিল, তোমরা কি জান যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হলেন এবং বললেন, ইয়াহুদীরাই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর আমরা কয়েক দিন অতিবাহিত করলাম। পরে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি জান যে, এই মর্মে আমার নিকট ওহী নাযিল হয়েছে, তোমরা কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে? আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

১১৯৮- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৮. হারুন ইবন সাঈদ, হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আমর ইবন সাওয়াদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

১১৯৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَجُوزٍ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَتْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْعَمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عَجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَى فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُنَّ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১১৯৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দু'জন ইয়াহুদী বৃদ্ধা আমার কাছে এল এবং বলল, কবরবাসীদের কবরের মধ্যে আযাব দেওয়া হয়। আমি তাদের মিথ্যাবাদিনী বললাম। সত্যবাদিনী বলে তাদেরকে খুশি করতে আমার মনে চাইল না। তারা চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনার দু'জন বৃদ্ধা ইয়াহুদী আমার নিকট এসেছিল। তারা বলেছে, কবরের মধ্যে কবরবাসীদের আযাব দেওয়া হয়। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে। তাদের এরূপ আযাব দেওয়া হয় যে, তা জীবজন্তুরা শুনতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁকে প্রত্যেক সালাতে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।

১২০০- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتْ وَمَا صَلَّيْتُ صَلَاةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১২০০. হান্নাদ ইবনুস সারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে, আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সালাতে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

২৫-بَابُ مَا يَسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ

২৫. পরিচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

১২০১- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيزُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

১২০১. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সালাতে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

১২.২- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

১২০২. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী, ইব্ন নুমায়র, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে তাশাহুদ পড়বে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।”

১২.৩- حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

১২০৩. আবু বাকর ইব্ন ইসহাক (র).....নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সালাতে এই দু'আ পড়তেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে, আপনার কাছে পানাহ চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং আপনার কাছে পানাহ চাই জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই, পাপকার্য ও ঋণগ্রস্ততা থেকে।” আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে এতবেশি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন কেন? তিনি বললেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তার খেলাফ করে।

১২.৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ﷺ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوّذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

১২০৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ আখেরী (বৈঠকে) তাশাহুদ শেষ করবে, তখন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাইবে : জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

১২.৫ - وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخِرَ.

১২০৫. হাকাম ইব্ন মুসা ও আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... আওয়াঈ (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ শেষ করবে, এতে আখেরী (বৈঠকের) কথাটি নেই।

১২.৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيرَةَ يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

১২০৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মরণে বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।”

১২.৭ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ رِيرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُوذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ عُوذُوا بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১২০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, আল্লাহর নিকট মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং আল্লাহর নিকট জীবন-মরণের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

১২.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১২০৮. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২০৯. মুহাম্মাদ ইবন আব্বাদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১২১০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কবর আযাব, জাহান্নামের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

১২১১. কুতয়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনি এদু'আও শিক্ষা দিতেন। বলতেন, বল :

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الدَّجَالِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট পানাহ চাই জাহান্নামের আযাব থেকে, আমি আপনার নিকট পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে, আমি আপনার নিকট পানাহ চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং আমি আপনার নিকট পানাহ চাই জীবন-মরণের ফিতনা থেকে।”

মুসলিম ইবন হাজ্জাজ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, তাউস তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সালাতে এই দু'আ পড়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার সালাত আবার আদায় কর। কেননা (তোমার পিতা) তাউস এই হাদীসটি তিনজন অথবা চারজন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি যে রূপ বলেছেন।

২৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ.

২৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের পর যিকর মুস্তাহাব এবং এর বিবরণ

১২১২- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ (إِسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ * قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ اسْتَغْفَرُ قَالَ تَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ.

১২১২. দাউদ ইবন রশায়দ (র)..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর সালাত শেষ করতেন, তখন তিনবার ‘ইস্তিগ্ফার’ করতেন এবং বলতেন :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ

“হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনা থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত।”

ওয়ালীদ বলেন, আমি আওয়াজকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইস্তিগ্ফার’ কিরূপ? তিনি বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বলবে।

১২১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ نُمَيْرٍ يَأْذَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ.

১২১৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাম ফিরিয়ে এই দু’আ পাঠ করার পরিমাণের চেয়ে বেশি বসতেন না। ইবন নুমায়রের একটি রিওয়ায়াতে আছে : يَأْذَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ

১২১৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَأْذَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ.

১২১৪. ইবন নুমায়র (র) আসিম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি يَأْذَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ বলেছেন।

১২১৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَأْذَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ.

১২১৫. আবদুল ওয়ালিস ইবন আবদুস সামাদ (রা)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে يَأْذَا جَلَّالَ وَالْأَكْرَامِ বলতেন।

১২১৬- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২২৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... মুগীর ইবন শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) মু'আবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতশেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

“আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! আপনি যা দিতে চান, তা কেউই রোধ করতে পারে না এবং আপনি যা রোধ করেন, তা কেউ দান করতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদ আপনার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না।”

১২১৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَآحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ * قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا قَالَ فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ.

১২১৭. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও আহমদ ইবন সিনান (র)..... মুগীরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু বাক্র ও আবু কুরায়ব তাঁদের রিওয়াযাতে বলেন যে, মুগীরা (রা) হাদীসটি আমাকে দিয়ে লেখান। আমি তা লিখে মু'আবিয়ার নিকট পাঠাই।

১২১৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ (كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ) إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا إِلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ.

১২১৮. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... মুগীরা ইবন শু'বার আযাদকৃত গোলাম ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট যে পত্রখানা লিখেছিলেন, তা তিনি লিখেছেন। (এতে ছিল যে,) আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে সালাম ফিরিয়ে বলতেন,..... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত আবু বাক্র ও আবু কুরায়বের হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু তাতে “وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ” বাক্যটি নেই। কারণ তা তিনি উল্লেখ করেন নি।

১২১৭- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ.

১২১৯. হামিদ ইবন উমর আল-বাকরাবী ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মুগীরা ইবন শু'বা-র কাতিব (লেখক) ওয়ারাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট লিখলেন,..... পরবর্তী অংশ মানসূর ও আ'মশের অনুরূপ।

১২২০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَى بِشْرٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২২০. ইবন আবু উমর আল-মাক্কী..... আবদা ইবন আবু লুবাবা ও আবদুল মালিক ইবন উমায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-র কাতিব (লেখক) ওয়ারাদকে বলতে শুনেছেন, মু'আবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছ একরূপ কিছু আমাকে লিখে জানাও। তখন তিনি তাঁকে লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি সালাত শেষ করে বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১২২১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

১২২১. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনুয যুবায়র (রা) প্রত্যেক সালাতের পর সালাম ফেরানোর সময় বলতেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

“আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করি না। তাঁরই সমস্ত নি'আমত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। যদিও তা কাফিরগণ অপসন্দ করে।” ইবনুয-যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ্র একত্ব বর্ণনা করতেন।

১২২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَهْلُلُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُلُ بِهِنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

১২২২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....হিশাম ইবন উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম আবুয যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) প্রত্যেক সালাতের পর ইবন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ কালেমা তাওহীদ পাঠ করতেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের পর এই কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ্র একত্ব বর্ণনা করতেন।

১২২৩- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

১২২৩. ইয়া'কুব ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র)..... আবুয যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে এই মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুত্বা দান করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন, পরবর্তী অংশ হিশাম ইবন উরওয়ার হাদীসের অনুরূপ।

১২২৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي آثِرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১২২৪. মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-মুরাদী (র)..... আবু যুবায়র আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে সালাতের পর সালাম ফিরিয়ে বলতে শুনেছেন, পরবর্তী অংশ হিশাম ও হাজ্জাজের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসের শেষে রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২২৫- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَهَذَا حَدِيثٌ قُتَيْبَةَ) أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اتُّوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا أَعَلَّكُمْ شَيْئًا تَذَرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ * وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَى فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ وَهَمْتُ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَآخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ * قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثَ رَجَاءَ بَنٍ حَيَوَةٍ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১২২৫. আসিম ইবন নাযর আত-তায়মী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটির শব্দ কুতায়বা থেকে গৃহীত। তিনি বলেন, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ধনী লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী নি‘আমত নিয়ে গেল, তিনি বললেন, তা কেমন করে? তাঁরা বললেন, তাঁরা সালাত আদায় করেন, যে রূপ আমরা সালাত আদায় করি, তাঁরা সাওম পালন করেন, যে রূপ আমরা সাওম পালন করি এবং তাঁরা সাদকা করেন, আমরা সাদকা করতে পারি না। তাঁরা (দাস-দাসী) আযাদ করেন, আমরা (দাস-দাসী) আযাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিক্ষা দিব না, যদ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং অন্যদের থেকে অগ্রগামী থাকবে? আর তোমাদের অপেক্ষা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না—অবশ্য যারা তোমাদের মত করবে, তাদের কথা ভিন্ন। তাঁরা বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আক্বার ও আলহামদু লিল্লাহ পড়বে। আবু সাঈদ বলেন, এরপর দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের আমলের বিষয়টি শুনে ফেলেছেন এবং তাঁরাও আমাদের মত আমল করা শুরু করেছেন। তিনি বললেন, এটা আল্লাহর দান—তিনি যাকে ইচ্ছা তা দেন। কুতায়বা ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ এই হাদীসে ইবন আজলান সূত্রে বাড়িয়ে বলেছেন যে, সুমায়্য বলেন, এই হাদীসটি আমি

আমার পরিবারের একজনের কাছে বর্ণনা করলাম। সে আমাকে বলল, তুমি ভুল করেছ। তিনি তো বলেছেন, তুমি সুবহানাল্লাহ্ বলবে তেত্রিশবার, আলহামদু লিল্লাহ্ বলবে তেত্রিশবার এবং আল্লাহ্ আকবার বলবে তেত্রিশবার। সুমায়্য বলেন, তারপর আমি আবু সালিহের নিকট গেলাম এবং তাঁকে ঐ কথা বললাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, ‘আল্লাহ্ আকবার, সুবহানাল্লাহ্, আলহামদু লিল্লাহ্;’ ‘আল্লাহ্ আকবার, সুবহানাল্লাহ্’, আলহামদু লিল্লাহ্ এইভাবে সবগুলো মিলিয়ে তেত্রিশবার বলবে। ইবন আজলান বলেন, আমি এই হাদীস রাজা ইবন হাওয়ার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কাছে আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

১২২৬- وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدرجاتِ العُلى والنَّعيمِ الْمُقيمِ بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ يَقُولُ سُهَيْلٌ أَحَدَى عَشْرَةَ أَحَدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعُ ذَلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ.

১২২৬. উমায়্য ইবন বিস্তাম আল-আয়শী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্। ধনবান লোকেরা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী অনুগ্রহ নিয়ে গেল। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লায়স থেকে কুতায়বার বর্ণনার মত। কিন্তু তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে আবু সালিহের কথা, “তারপর গরীব মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন” থেকে শেষ পর্যন্ত সংযোজন করেছেন। এ হাদীসে এ কথাটিও বেশি বলেছেন যে, সুহায়ল বলতেন, প্রত্যেকটি বাক্য এগারবার করে বলবে, তাতে সর্বমোট তেত্রিশবার হবে।

১২২৭- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً.

১২২৭. হাসান ইবন ঈসা (র)..... কা’ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এমন কিছু যিক্র আছে যা পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনও বঞ্চিত হবে না। (তাহলো) তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ্ ও চৌত্রিশবার আল্লাহ্ আকবার।

১২২৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْرَةُ الزِّيَّاتُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ

قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

১২২৮. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র)..... কা'ব ইব্ন উজ্জরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সালাতের পর পাঠ করার এমন কিছু যিক্র আছে, যা পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনো বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার।

১২২৯- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمَلَائِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১২২৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... হাকাম (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৩০- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ (قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১২৩০. আবদুল হামীদ ইব্ন বায়ান আল-ওয়াসিতী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আল-হামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার ও আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার বলবে, এই হল নিরানব্বই, আর একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।

১২৩১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১২৩১. মুহাম্মদ ইব্নুস সাব্বাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৭-بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْأَحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ.

২৭. পরিচ্ছেদ : তাক্বিরে তাহরীমা ও কিরা'আতের মধ্যে কী পাঠ করবে

১২৩২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالتَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

১২৩২. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে তাক্বীর তাহরীমা বলে কিরা'আত পাঠের পূর্বে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান, আপনি তাক্বীর তাহরীমা ও কিরা'আতের মাঝখানে নীরব থেকে কী বলেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আমি পড়ি :

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالتَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ.

“হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ আপনি ব্যবধান করে দিয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দিন, যেরূপ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার পাপসমূহকে ধুয়ে ফেলুন বরফ, পানি ও শিলা (বৃষ্টির ন্যায় স্বচ্ছ পানি) দ্বারা।”

১২৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ * قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ وَيُونُسَ الْمُؤَدَّبِ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

১২৩৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবু কামিল (র)..... উমারা ইবন কা'কা (র) থেকে উক্ত সনদে জারীরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, আমার নিকট ইয়াহইয়া ইবন হাস্‌সান ও ইউনুস আল-মুআদিব প্রমুখ থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই আবদুল ওয়াহিদ ইবন যিয়াদ ও উমারা

ইবন কা'কা'র মাধ্যমে আবু যুর'আর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়াতে, তখন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরা'আত শুরু করতেন এবং নীরব থাকতেন না।

১২২৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفْسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

১২৩৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে সালাতের কাতারে शामिल হলো। সে হাঁফাচ্ছিল। এরপর সে বলল “الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ” রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সালাত শেষ করার পর বললেন, শব্দগুলোর কথক তোমাদের মধ্যে কে? সকলে নীরব থাকল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কে এই বাক্যগুলো বলেছে? বস্তুত সে কোনও মন্দ কথা বলেনি। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি যখন এলাম, তখন আমি হাঁফাচ্ছিলাম। তখন আমি তা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আমি বারোজন ফেরেশতাকে দেখলাম, তারা তাড়াহুড়া করছে, কে ঐগুলো উপরে নিয়ে যাবে।

১২৩৫- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَنَ اللَّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَجِبْتُ لَهَا فَتَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.

১২৩৫. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَنَ اللَّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কে এই বাক্যগুলোর বক্তা? লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি বলেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, আমি আশ্চর্যাব্বিত হলাম, ঐগুলোর জন্য আকাশের সব দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই কথা শোনার পর থেকে আমি কোনও দিন এই বাক্যগুলো পড়া বাদ দেইনি।

২৮- بَابُ اسْتِحْبَابِ اثْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ اثْيَانِهَا سَعْيًا.

২৮. পরিচ্ছেদ : সালাতে ধীরে সুস্থে আসা উত্তম এবং দৌড়ে আসা নিষেধ

১২৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَتَوَّهََا تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّوا.

১২৩৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যিয়াদ ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সালাত শুরু হয়ে গেলে তার জন্য দৌড়ে আসবে না। বরং ধীরেসুস্থে আসবে। তারপর যা ইমামের সাথে পাবে, আদায় করবে, আর যা ছুটে যায়, পূর্ণ করে নিবে।

১২৩৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ثُوبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّوا فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

১২৩৭. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হবে, তার জন্য দৌড়ে আসবে না, বরং ধীরেসুস্থে আসবে। তারপর যা পাবে, আদায় করবে আর যা ছুটে যায়, তা পূর্ণ করে নিবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে চলে, তখন সে সালাতেই গণ্য।

১২৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَاتُّوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّوا.

১২৩৮. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে এটিও যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা তার দিকে ধীরস্থিরভাবে হেঁটে আসবে। তারপর যা পাবে পড়বে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিবে।

১২৩৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ) عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكَتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ.

১২৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তোমাদের কেউ তার দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং ধীরস্থিরভাবে হেঁটে আসবে। যা পাবে আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা কাযা করে নিবে।

১২৪০- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ جَلْبَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَاتَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَاتِمُّوا.

১২৪০. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি পদধ্বনি ও গুঞ্জন শুনলেন। পরে বললেন, তোমাদের কি হয়েছিল? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। তিনি বললেন, এমন করবে না। তোমরা যখন সালাতে আসবে, শান্তভাবে আসবে। অতঃপর যা ইমামের সাথে পাবে, তা আদায় করে নেবে; আর যা তোমাদের আগে ছুটে গেছে, তা পূর্ণ করে নিবে।

১২৪১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهِذَا الْأَسْنَادِ.

১২৪১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... শায়বান (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৯- بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ.

২৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে মুক্তাদীরা কখন দাঁড়াবে

১২৪২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي * وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتِ أَوْ نُودِيَ.

১২৪২. মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামাত দেওয়া হয় আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ইব্ন হাতিম সন্দেহ করেছেন, إِذَا أُقِيمَتِ (যখন ইকামত দেওয়া হয়) বলেছেন, না أَوْ نُودِيَ (যখন আহবান করা হয়) বলেছেন।

১২৪৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.

১২৪৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইসহাক (র) মা'মার ও শায়বান সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, “যাবৎ না দেখ, আমি বের হয়েছি।”

১২৪৪- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَأَنْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا.

১২৪৪. হারুন ইব্ন মা'রুফ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সালাতের ইকামাত দেওয়া হয়। তখন আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বের হয়ে আসার আগে আমরা কাতারগুলো সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাঁর মুসাল্লায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকবীর তাহরীমা বাঁধার আগে হঠাৎ তাঁর (গোসলের কথা) স্মরণ হয়ে গেল। তিনি ফিরে গেলেন এবং আমাদেরকে বললেন, তোমরা আপন স্থানে থাক। আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে তিনি গোসল সেরে এমন অবস্থায় আমাদের সামনে এলেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল। তারপর তাকবীর বললেন এবং আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

১২৪৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ

صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَخَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

১২৪৫. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সালাতের ইকামাত হলো। লোকেরা তাদের কাতার করে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এসে তাঁর স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর তাদেরকে হাতের ইশারায় স্ব স্ব স্থানে থাকতে বললেন। তারপর বের হয়ে গেলেন। পরে তিনি গোসল করে আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। অনন্তর তিনি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

১২৪৬- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ.

১২৪৬. ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সালাতের ইকামাত বলা হতো। তিনি আপন জায়গায় দাঁড়াবার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ কাতারে দাঁড়িয়ে যেত।

১২৪৭- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَخَصَتْ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

১২৪৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ত, তখন বিলাল (রা) আযান দিতেন এবং নবী ﷺ বের না হওয়া পর্যন্ত ইকামাত দিতেন না। তিনি বের হলে তাঁকে দেখে ইকামাত দিতেন।

৩- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

৩০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আতও পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে

১২৪৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

১২৪৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে উক্ত সালাত পেল।

১২৪৯- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

১২৪৯. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাতের এক রাক'আত পেল, সে উক্ত সালাতই পেল।

১২৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَيُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّهُ هَؤُلَاءِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

১২৫০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়ব ইবন হারব, আবু কুরায়ব, ইবন নুমায়র ও ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইয়াহইয়ার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের কারো হাদীসে مَعَ الْإِمَامِ (ইমামের সাথে) কথাটি নাই। উবায়দুল্লাহ-এর রিওয়াযাতে আছে “সে সম্পূর্ণ সালাতই পেয়েছে।”

১২৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

১২৫১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেয়েছে, সে ফজরের সালাত পেয়েছে এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে, সে আসরের সালাত পেয়েছে।

১২৫২. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَالسَّنِّيَّاقُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرُّكْعَةُ.

১২৫২. হাসান ইবন রাবী, আবুত-তাহির ও হারমালা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের একটি সিজ্দা পেয়েছে কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের (সালাতের একটি সিজ্দা পেয়েছে), সে উক্ত সালাত পেয়েছে। এখানে সিজ্দা দ্বারা রাক'আত বুঝানো হয়েছে।

১২৫৩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

১২৫৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৫৪- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.

১২৫২. হাসান ইব্ন-রাবী' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেয়েছে, সে উক্ত সালাত পেয়েছে।

১২৫৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

১২৫৫. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... মা'মার (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩১-بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.

৩১. পরিচ্ছেদ : পাঁচ ফরয সালাতের সময়

১২৫৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْرَجَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جَبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسَبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

১২৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ্ (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) একদিন আসরের সালাতে কিছুটা দেরী করলেন। তখন উরওয়া (রা) তাঁকে বললেন, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জিব্রাইল আলায়হিস্ সালাম অবতরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলবে, বুঝে বলবে। তিনি (উরওয়া) বললেন, আমি বাশীর ইব্ন আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জিব্রাইল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তারপর তাঁর সঙ্গে আবার সালাত আদায় করি। তিনি তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা (এরূপ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গণনা করেন।

১২৫৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া আত-তামীমী (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) একদা সালাতে দেরী করে ফেললেন। তখন উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন, মুগীরাত ইব্ন শু'বা (রা) কূফায় থাকতে একদিন সালাত দেরী করে আদায় করেছিলেন। তখন আবু মাসউদ আনসারী (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন, হে মুগীরাত। আপনি এ কি করলেন? আপনি কি জানেন না যে, জিব্রাইল (আ) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -ও (তাঁর সঙ্গে) সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনাকে এরূপই (সালাত আদায় করতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন উমর উরওয়াকে বললেন, হে উরওয়া। তুমি যা বলবে চিন্তা করে বলবে। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সালাতের ওয়াক্ত ঠিক করে দিয়েছেন? উরওয়া বললেন, বাশীর ইব্ন আবু মাসউদ তাঁর পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তারপর উরওয়া বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) আমার কাছে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করেছেন, যখন সূর্যের কিরণ হজ্রার আঙ্গিনায় ছিল—তা উপরে উঠার আগে।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَفِءِ الْفَيْءُ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ .

১২৫৮. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও আম্র আন-নাকিদ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্যের কিরণ আমার হুজ্রায় পড়ছিল। তখনো তার ছায়া পড়েনি। আবু বক্রের বর্ণনায় রয়েছে, “তখনো ছায়া উপরে উঠেনি।”

১২৫৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا بَنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

১২৫৯. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নবী-সহধর্মীণী আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্যের কিরণ তাঁর হুজরার ভিতর ছিল, হুজরা থেকে উপরে উঠেনি।

১২৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَأَقِيعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

১২৬০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন। যখন সূর্য কিরণ আমার হুজরায় পড়ছিল।

১২৬১- حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفُرَ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

১২৬১. আবু গাস্‌সান মিসমাইঈ ও মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন ফজরের সালাত আদায় করবে, সেটাই ফজরের ওয়াক্ত, যতক্ষণ না সূর্যের উপরাংশ উদিত হয়। তারপর যখন তোমরা যোহরের সালাত আদায় করবে, সেটাই যোহরের ওয়াক্ত, যতক্ষণ না আসরের ওয়াক্ত হয়। তারপর যখন তোমরা আসরের সালাত আদায় করবে, সেটাই আসরের ওয়াক্ত, সূর্যরশ্মি হলুদ বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত। অনন্তর যখন তোমরা মাগরিবের সালাত আদায় করবে, সেটাই মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাক (সন্ধ্যাকাশের পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত সাদা আলো চিহ্ন) অন্ত না যাওয়া পর্যন্ত। আর যখন তোমরা ইশার সালাত আদায় করবে, সেটাই তার ওয়াক্ত, অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত।

১২৬২- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغِيُّ حَى مِنْ الْأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

১২৬২. উবায়দুল্লাহ ইবন মু আয আল-আম্বারী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যোহরের ওয়াক্ত থাকে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত থাকে সূর্য কিরণ

হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত (পশ্চিমাকাশে) শাফাকের অন্ত না যাওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

১২৬২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعَهُ مَرَّتَيْنِ .

১২৬৩. যুহায়র ইবন হারব এবং আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)... উভয়ে উভয়ে উপরোক্ত সনদে শু'বা (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং এঁদের হাদীস রয়েছে যে, শু'বা (র) উক্ত হাদীস একবার 'মারফু' রূপে বর্ণনা করেন এবং আরো দুইবার বর্ণনা করতে গিয়ে 'মারফু' করেন নি।

১২৬৪- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجْلِ كَطَوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ .

১২৬৪. আহমাদ ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া ও আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা থাকে। আসরের ওয়াক্ত থাকে সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত থাকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের ওয়াক্ত থাকে উষার উদয়কাল হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য উদয় হতে থাকে, তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়।

১২৬৫- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ) عَنْ الْحَجَّاجِ (وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْعَاصِرَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .

১২৬৫. আহমদ ইবন ইউসুফ আল-আযদী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, ফজরের সালাতের

ওয়াক্ত সূর্যের উর্ধ্বাংশের উদয় না হওয়া পর্যন্ত । যোহরের সালাতের ওয়াক্ত মধ্যাকাশ থেকে সূর্য ঢলার পর আসর না হওয়া পর্যন্ত । আসরের সালাতের ওয়াক্ত সূর্য হরিদ্রাভ না হওয়া এবং তার নিম্নাংশ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত । মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত থেকে শাফাক গায়েব না হওয়া পর্যন্ত এবং ইশার সালাতের ওয়াক্ত অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ।

১২৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ .

১২৬৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যে, দৈহিক সুখ ভোগের সাথে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয় ।

১২৬৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَادَّانَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ بَيَاضًا نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَانْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ أَخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسْفَرَّ بِهَا ثُمَّ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ .

১২৬৭. যুহায়র ইবন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে । তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এই দুই দিন সালাত আদায় কর । তারপর (প্রথম দিন) সূর্য ঢলে পড়তেই তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বললেন । তিনি আযান দিলেন । তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের ইকামাত দিলেন । তারপর তিনি নির্দেশ দিলে বিলাল (রা) আসরের ইকামাত দিলেন; তখন সূর্য উপরে-অবস্থিত শুভ্র, স্বচ্ছ । তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন । তিনি মাগরিবের ইকামাত দিলেন; তখন সূর্য অস্তমিত হয়েছে । তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন । তিনি ইশার ইকামাত দিলেন; তখন শাফাক অদৃশ্য হয়েছে । তারপর নির্দেশ দিলেন । তিনি ফজরের ইকামাত দিলেন; তখন মাত্র সুবহে সাদিক হয়েছে । তারপর দ্বিতীয় দিন এলে তিনি যোহরের জন্য তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযানের নির্দেশ দিলেন । তিনি তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করলেন এবং তাপ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার পর যোহর আদায় করলেন । অতঃপর আসর পড়লেন । সূর্য তখনও উপরে, কিন্তু প্রথম দিন অপেক্ষা বিলম্বে । অতঃপর মাগরিব আদায় করলেন শাফাক অদৃশ্য হওয়ার আগে । তারপর ইশা আদায় করলেন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর । তারপর ফজর পড়লেন সুবহে

সাদিক ফরসা হওয়ার পর। তারপর বললেন, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। তিনি বললেন, তোমাদের সালাতের সময় এই দুইদিন যা দেখলে তার মাঝখানে।

১২৬৮- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرُورَةَ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فَأَذَّنَ بِغَلَسِ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَمَرَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغَدَاةِ فَتَوَرَّكَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ أَمَرَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ شَكَّ حَرَمِيُّ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ آيْنَ السَّائِلُ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتُ.

১২৬৮. ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আর'আরা আস-সামী (র).....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে সালাতে উপস্থিত থাকবে। তারপর বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন। তিনি আযান দিলেন ভোরের আঁধারে। তারপর ফজর আদায় করলেন সুবহে সাদিক হলে। তারপর যোহরের (আযান দিতে) আদেশ করলেন সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়লে। তারপর আসরের (আযান দিতে) নির্দেশ দিলেন যখন সূর্য উপরে রয়েছে। তারপর মাগরিবের (আযান দিতে) নির্দেশ দিলেন সূর্য অস্ত যেতেই। তারপর ইশার নির্দেশ দিলেন শাফাক গায়েব হয়ে গেলে। তারপর দ্বিতীয় দিন তাঁকে আদেশ করলেন। তিনি ফজর আদায় করলেন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর। তারপর তাকে যোহরের আদেশ দিলেন; সূর্যের তাপ ঠাণ্ডা হওয়ার পর তা আদায় করলেন। তারপর আসরের নির্দেশ দিলেন শাফাক শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে। তারপর মাগরিবের নির্দেশ দিলেন শাফাক ডুবে যাওয়ার ক্ষণিক আগে। তারপর তাঁকে ইশার নির্দেশ দিলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে, হারমীর এতে সন্দেহ হয়েছে। তারপর যখন ভোর হল তখন তিনি বললেন, কোথায় প্রশ্নকারী? তুমি যা দেখলে এর মাঝখানেই সালাতের ওয়াক্ত।

১২৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتْ

الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ أَحْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ.

১২৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক প্রশ্নকারী এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি তখন তার কোনও উত্তর দিলেন না। আবু মূসা (রা) বলেন, তারপর ফজর আদায় করলেন যখন ফজরের ওয়াক্ত (মাত্র) প্রতিভাত হলো। আর লোকেরা (অন্ধকারের জন্য) একে অন্যকে চিনতে পারছিল না। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি যোহরের ইকামত দিলেন সূর্য হেলামাত্র। তখন কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, এখন দুপুর হয়েছে মাত্র। অথচ তিনি তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি আসরের ইকামত দিলেন সূর্য তখনও উপরেই ছিল। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি মাগরিবের ইকামত দিলেন সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র। তারপর তাঁকে (বিলালকে) আদেশ করলেন। তিনি ইশার ইকামত দিলেন শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পর। এর পরের দিন ফজরের সালাত বিলম্বিত করলেন এমনকি সালাত শেষ করার পর কেউ কেউ বলাবলি করছিল যে, সূর্য উঠে গেছে কিংবা প্রায় উঠে উঠে। তারপর যোহর দেরী করে আদায় করলেন গত দিনের আসরের ওয়াক্তের কাছাকাছি সময়ে। তারপর আসর এতখানি দেরী করে আদায় করলেন যাতে সালাতশেষে লোকেরা বলছিল যে, সূর্য লাল হয়ে গিয়েছে। তারপর মাগরিবে এতখানি দেরী করলেন যে, শাফাক গায়েব হওয়ার কাছাকাছি সময় এসে গেল। তারপর ইশা রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করলেন। তারপর ভোর হলে প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন, ওয়াক্ত এই দুই সীমার মধ্যবর্তী।

১২৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي.

১২৭০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন এক প্রশ্নকারী নবী ﷺ-এর কাছে এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে রয়েছে, দ্বিতীয় দিন মাগরিবের সালাত আদায় করলেন 'শাফাক' গায়েব হওয়ার পূর্বে।

৩২- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

৩২. পরিচ্ছেদ : তীব্র গ্রীষ্মের সময় তাপ কমে আসলে যোহর আদায় করা মুস্তাহাব

১২৭১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

১২৭১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়ে যায়, তখন সালাত ঠাণ্ডা করে আদায় করবে। কেননা তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত।

১২৭২ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ .

১২৭২. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের ছবছ অনুরূপ।

১২৭৩ - وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَ سَلْمَانَ الْأَعْرَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَاْبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اْبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَلِكَ .

১২৭৩. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী, আমর ইব্ন সাওয়াদ ও আহমদ ইব্ন ইসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গ্রীষ্মের দিনে উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। কেননা তাপের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। আমর বলেন, আবু ইউনুস (র).....আবু হুরায়রা (রা)-থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় কর। কেননা গ্রীষ্মের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। আমর বলেন, ইব্ন শিহাব ইবনুল মুসায়্যাব ও আবু সালামা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৭৪ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاْبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ .

১২৭৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই উত্তাপ জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং তোমরা বেলা একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে।

১২৭৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اْبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১২৭৫. ইব্ন রাফি' (র).....হাম্মাম ইবনুল মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গ্রীষ্মের সময় সালাত বেলা একটু ঠাণ্ডা করে পড়বে। কেননা গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত।

১২৭৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَدْنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فِيَّ التَّلَوَّلَ.

১২৭৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র).....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন যোহরের আযান দিলেন। তখন নবী বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও! অথবা বললেন, একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর! আর বললেন, গ্রীষ্মের প্রখরতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। কাজেই যখন গ্রীষ্ম প্রখর হবে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। আবু যার (রা) বলেন, তিনি এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলার ছায়া দেখতে পেলাম।

১২৭৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَآذِنْ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِيرِ.

১২৭৭. আমর ইব্ন সাওয়াদ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত- (শব্দ হারমালা-র), তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলল, হে রব! আমার একাংশ আরেকাংশকে খেয়ে ফেলল। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি গ্রীষ্মকালে। এ কারণেই তোমরা গ্রীষ্মের প্রখরতা ও ঠাণ্ডার তীব্রতা অনুভব করে থাক।

১২৭৮- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَآذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ.

১২৭৮. ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন গ্রীষ্ম আসে, তখন একটু ঠাণ্ডা হলে সালাত আদায় করবে। কেননা গ্রীষ্মের তীব্রতা জাহান্নামের স্ফীত শিখা থেকে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেন, জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করল, তখন তিনি তাকে প্রতি বছর দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং আরেকটি গ্রীষ্মকালে।

১২৭৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيُّوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَتِ النَّارُ رَبِّ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَأُذِنَ لِي أَنْتَفَسُ فَأُذِنَ لَهَا أَنْتَفَسِيْنَ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَمَا وَجَدْتُ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ وَمَا وَجَدْتُ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنَّمَ .

১২৭৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নাম বলল, হে রব! আমার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলল। আমাকে নিঃশ্বাস ত্যাগের অনুমতি দিন। তখন তাকে দু'টি শ্বাসের অনুমতি দিলেন। একটি শীতকালে এবং আর একটি গ্রীষ্মকালে। অতএব, তোমরা যে শীত অনুভব কর, তা জাহান্নামের শ্বাস; আর যে গ্রীষ্ম অনুভব কর, তাও জাহান্নামের শ্বাস।

৩৩- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ

৩৩. পরিচ্ছেদ : প্রচণ্ড রোদ না হলে যোহরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব

১২৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَأَبْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَخَضَتِ الشَّمْسُ .

১২৮০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতেন।

১২৮১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

১২৮১. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র).....খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড রোদে সালাত আদায় করতে আমাদের অসুবিধার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন নি।

১২৮২- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ عَوْنٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُّونَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكِنَا قَالَ زُهَيْرٌ قُلْتُ لِأَبِي اسْحَقَ أَفِي الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفِي تَعَجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ .

১২৮২. আহমদ ইবন ইউনুস ও আওন ইবন সাল্লাম (র).....খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে রোদের প্রচণ্ডতার অভিযোগ পেশ করলাম, তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেন নি। যুহায়র (র) বলেন, আমি আবু ইসহাক (র)-এর কাছে জানতে চাইলাম, তা কি যোহরের সালাত ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, যোহরের সালাত আগেভাগে আদায় করার বিষয়ে ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১২৮৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمْكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْإِرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১২৮৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে প্রচণ্ড রোদে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে কপাল রাখতে না পারলে সে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করত।

৩৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَكُّيرِ بِالْعَصْرِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত আগেভাগে আদায় করা মুস্তাহাব

১২৮৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِي .

১২৮৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য উঁচুতে তেজোদীপ্ত থাকত। এরপর কোন কোন লোক মদীনার মহল্লার দিকে গমন করতেন। মহল্লায় পৌঁছার পরও সূর্য উঁচুতে থাকত। মহল্লায় পৌঁছার কথাটি কুতায়বা (র) উল্লেখ করেন নি।

১২৮৫- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

১২৮৫. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হত।

১২৮৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةً .

১২৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। এরপর কেউ কেউ কুবায়ে যেত, সে গন্তব্যে পৌঁছে যেত অথচ তখনও সূর্য উঁচুতে থাকত।

১২৮৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

১২৮৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। এরপর লোকজন বনী আমর ইব্ন আউফ-এর মহল্লায় যেত। সেখানে তাদের আসরের সালাতরত অবস্থায় পেত।

১২৮৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَيْتُمُ الْعَصْرَ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَنَقَّرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا .

১২৮৮. ইয়াহইয়া ইব্ন আযুয, মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র).....আলা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করে বসরায় আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর গৃহটি ছিল মসজিদের পার্শ্বেই। আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, তোমরা আসরের সালাত আদায় করেছ কি? আমরা তাঁকে বললাম, আমরা তো এখনই যোহরের সালাত আদায় করে ফিরছি। তিনি বললেন, তোমরা এখন আসরের সালাত আদায় কর। আমরা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। সালাত থেকে আমরা যখন ফিরলাম, তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, এটা মুনাফিকের সালাত, যে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে; এমনকি সূর্যটি শয়তানের দুই শিং এর মাঝামাঝি আসলে সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে, আল্লাহকে সে কমই স্মরণ করে।

১২৮৯- وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَحْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعُمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ .

১২৮৯. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম (র).....আবু উমামা ইবন সাহল (র) বলেন, আমরা উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর সাথে যোহরের সালাত আদায় করলাম। এরপর বের হয়ে আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা যেয়ে দেখি তিনি আসরের সালাত আদায় করছেন। আমি বললাম, চাচাজান, এটি কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন? তিনি বললেন, আসর, আর এটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত যা আমরা তাঁর সঙ্গে আদায় করতাম।

১২৯০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (وَالْفَاطِمُ الْمُتَقَارِبَةُ) قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جُزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نَحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقْ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجُزُورَ لَمْ تَنْحَرَ فَنَحَرْتُ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَقَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ لَهْيَعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

১২৯০. আমর ইবন সাওয়াদ আল-আমিরী, মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-মুরাদী ও আহমদ ইবন ইসা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতশেষে বনী সালমার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা একটা উট যবেহ করার ইচ্ছা করেছি, আমরা চাই যে, আপনি সেখানে তাশরীফ নেবেন। তিনি বললেন আচ্ছা। এরপর তিনি রওনা হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম। আমরা যেয়ে দেখলাম তখনও উটটি যবেহ করা হয় নি। এরপর আমরা যবেহ করলাম। তার গোশ্ত টুকরো করা হলো, তারপর তা রান্না করা হলো, এরপর সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই আমরা তা খেলাম। মুরাদী (র) বলেন, ইবন ওয়াহব (র) ইবন লাহী'আ ও আমর ইবনুল হারিস (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১২৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَنْحَرُ الْجُزُورَ فَتُقَسَّمُ عَشْرَ قِسْمٍ ثُمَّ تُطَبِّخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ .

১২৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান আর-রাযী (র).....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসর আদায় করতাম। এরপর উট সাথে যবেহ করা হত এবং তা দশভাগে বিভক্ত করা হত, এরপর তা রান্না করতাম এবং সূর্য ডুবে যাবার আগেই ভূনা গোশত খেতাম।

১২৯২- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدَّمَشَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِهَذَا الْأَسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نَصَلِّي مَعَهُ .

১২৯২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....আওয়াঈ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত, তবে রাবী বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় আসরের সালাতশেষে উট যবেহ করতাম, কিন্তু তিনি বলেন নি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম।

৩০-بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

৩৫ পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত ছুটে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী

১২৯৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي تَفَوَّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ .

১২৯৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার আসরের সালাত ছুটে যায়, তার অবস্থা এমন যে, যেন তার পরিজন ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

১২৯৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَفَعَهُ .

১২৯৪. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আমর বলেন, বর্ণনাটি তিনি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আবু বাক্র (র) বলেন, এ হাদীসটি মারফু।

১২৯৫- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ .

১২৯৫. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার আসর ছুটে যাবে, তার অবস্থা এরূপ যে, যেন তার পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল।

৩৬-بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : যারা বলেন, মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত, তাদের প্রমাণ

১২৯৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .

১২৯৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাদের কবর ও ঘরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন। কেননা তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্ত গেল।

১২৯৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ .

১২৯৭. মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর আল-মুকাদ্দামী ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১২৯৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى ابْتَدَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بَطُونَهُمْ (شَكَ شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونِ) .

১২৯৮. ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত আদায় থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। আল্লাহ তাদের কবর, গৃহ কিংবা উদর অগ্নিতে পরিপূর্ণ করে দিন। [শু'বা (র) 'ঘর নাকি উদর' এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন]।

১২৯৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ وَقَالَ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ (وَلَمْ يَشْكُ) .

১২৯৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঘর এবং কবর (এতে তিনি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন নি)।

১৩০০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ

عَلَى فُرُضَةٍ مِنْ فُرْضِ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ قَالَ قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارًا.

১৩০০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তিনি পরিখার কোন এক প্রবেশ পথে বসা ছিলেন : তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। আল্লাহ তাদের কবর ও ঘরকে অগ্নিময় করে দিন। অথবা বলেছেন, কবর ও উদরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন।

১৩.১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৩০১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের দিন বলেছেন, তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত-আসরের সালাত থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাদের ঘর ও কবরকে আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন। এরপর তিনি এ সালাত মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেন।

১৩.২- وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَاهَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجْوَاهَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا.

১৩০২. আওন ইবন সাল্লাম আল-কুফী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আসরের সালাত থেকে বিরত রাখে। এমনকি সূর্য লাল কিংবা হলুদ বর্ণ হয়ে গেল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওরা আমাদেরকে মধ্যবর্তী সালাত-আসরের সালাত থেকে বিরত রাখল। আল্লাহ তাদের উদর ও কবরকে অগ্নিময় করে দিন।

১৩.৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ قَالَ أَمَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَادْنِي «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا أَذْنْتُهَا فَأَمَلْتُ عَلَى «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১৩০৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র).....আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে তাঁর জন্য কুরআন শরীফের একটি কপি লিখে দিতে আদেশ করলেন। এবং বললেন, যখন তুমি আয়াত- “তুমি তোমার সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের” (সূরা বাকারা : ২৩৮) এ পর্যন্ত পৌছবে, তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমি উক্ত আয়াতে পৌছলে তাঁকে অবহিত করলাম এবং তিনি আমাকে দিয়ে লিখালেন : “তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসরের সালাত এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।” (এরপর) আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

১৩.৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتْ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى» فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ هِيَ إِذْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ إِلَّا شَجْعِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيثِ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

১৩০৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে এবং আসরের সালাতের প্রতি” এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আর আমরা তা পড়েছি যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা। এরপর আল্লাহ তা রহিত করে দিলেন। এরপর আবতীর্ণ হল, “তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের” (সূরা বাকারা : ২৩৮)। সে সময়ে এক ব্যক্তি যিনি শাকীক-এর কাছে বসা ছিলেন তিনি বললেন, তা হলে তো এটা আসরের সালাত। তখন বারা (রা) বললেন, কিরূপে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিভাবে আল্লাহ তা রহিত করে দিলেন আমি তা তোমাকে অবহিত করেছি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম মুসলিম বলেন, এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আশজাঈ (র).....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে। তিনি বলেন, আমরা এ আয়াতটি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কিছুকাল পাঠ করেছি। ফুযায়ল ইবন মারযুক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

১৩.৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ فَوَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

১৩০৫. আবু গাস্‌সান আল-মিসামাঈ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কুরায়শ কাফিরদেরকে ভৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারলাম না, অথচ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও তো ঐ সালাত আদায় করতে পারি নি। এরপর আমরা এক কংকরময় স্থানের দিকে নেমে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করলেন, আমরাও উযু করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

১৩.৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

১৩০৬. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....ইয়াহুইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

২৭-بَابُ فَضْلِ صَلَاتِي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا..

৩৭. পরিচ্ছেদ : ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত ও এ দু'সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়া

১৩.৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

১৩০৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাছে পালাক্রমে একদল ফেরেশতা রাতে এবং একদল ফেরেশতা দিনে আসতে থাকেন এবং তাঁরা উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতে একত্র হন। এরপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছিলেন তাঁরা উর্ধ্বলোকে চলে যান। এরপর তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অথচ তিনি তাঁদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত— “তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এলে?” তখন তাঁরা বলেন, আমরা যখন তাদেরকে রেখে আসি, তখনও তারা সালাত আদায় করছিলেন আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখনও তারা সালাত আদায় করছিলেন।

১৩.৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ.

১৩০৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র).... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, ফেরেশতারা তোমাদের মধ্যে পালাক্রমে আসতে থাকেন। এরপর আবুয-যিনাদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২-بابُ بَيَانِ أَنْ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

৩৮. পরিচ্ছেদ : সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মুহূর্তেই মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত

১৩.৯- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا .

১৩০৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে নয়র করে বললেন, শোন! তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তোমরা আল্লাহকে দেখতে গিয়ে পরস্পর ভিড়ের চাপে পড়বে না। যদি তোমরা সক্ষম হও, তোমরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করতে পিছপা হয়ো না। অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত। এরপর জারীর (রা) পাঠ করলেন : “এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা কর।” [সূরা তাহা : ১৩০]

১৩১০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَكَعْبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعَرِّضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرٌ .

১৩১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু উসামা ও ওয়াকী (র) আমার কাছে এই সনদে রিওয়ায়াত বর্ণনায় বলেন যে, তিনি বলেন : জেনে রেখ, অচিরেই তোমাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে পেশ করা হবে, তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে; যেমন দেখতে পাচ্ছ এ চাঁদকে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আয়াত পাঠ করেন। তিনি জারীরের নাম উল্লেখ করেন নি।

১৩১১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكَعْبٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَعْبٌ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَابْنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي .

১৩১১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবু বাকর ইবন উমারা ইবন রুয়াইবা (র) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের সালাত আদায় করে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন বসরাবাসী এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন। আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিজ কানে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি এবং আমার হৃদয়ে গেঁথে রেখেছি।

১৩১২- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ .

১৩১২. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র).....ইবন উমারা ইবন রুয়াইবা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন তাঁর কাছে বাসরাবাসী এক লোক ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি কি নবী ﷺ থেকে একথা শুনেছেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি। লোকটি বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি নবী ﷺ-কে এটা বলতে শুনেছি সে স্থানে, যে স্থানে আপনি তাঁর থেকে শুনেছেন।

১৩১৩- وَحَدَّثَنَا هَذَابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১৩১৩. হাদাব ইবন খালিদ আল-আযদী (র)..... আবু বাকর (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শান্ত-শিথল দুই সময়ের সালাত অর্থাৎ ফজর ও আসর আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৩১৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَنَسَبًا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَا ابْنُ أَبِي مُوسَى .

১৩১৪. ইবন আবু উমর ও ইবন খিরাশ (র)..... হাম্মাম (র) সূত্রে বর্ণিত, উক্ত সনদে উভয় রাবী আবু বাকর (র)-এর পিতার নাম উল্লেখ করে বলেন যে, আবু বাকর ইবন মুসা।

১৩১৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

১৩১৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....সালামা ইব্নুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সূর্য ডুবে গেলে এবং পর্দার অন্তরালে চলে গেলে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

١٣١٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَّاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

১৩১৬. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান আর-রাযী (র).....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম এমন সময়ে যে, আমাদের কেউ ফিরে যেত এবং নিষ্কিণ্ত তীর যে স্থানে পৌঁছত সে স্থান দেখতে পেত।

١٣١٧- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَّاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ بَنَحْوِهِ .

১৩১৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র).....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাগরিবের সালাত আদায় করতাম, অতঃপর পূর্বের অনুরূপ।

۳۹- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَاخِيرِهَا

৩৭. পরিচ্ছেদ : ইশার সময় ও তাতে দেবী করা

١٣١٨- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ
اعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةُ فَلَمْ يَخْرُجْ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
لَأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ غَيْرُكُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ
يَفْشُوا الْإِسْلَامَ فِي النَّاسِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الصَّلَاةِ وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

১৩১৮. আম্র ইব্ন সাওয়াদ আমিরী ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইশার সালাত, যাকে আতামা বলা হতো. দেরী করলেন। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বের হলেন না, যতক্ষণ না উমর (রা) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বেরিয়ে এসে মসজিদের লোকদের বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। এটি ছিল সেই সময়ের ঘটনা, যখন মানুষের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেনি। হারমালা

তার বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, ইবন শিহাব বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের জন্য উচিত নয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের জন্য পীড়াপীড়ি করবে। এটি তখনই বলেছিলেন, যখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছিলেন।

১২১৯- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَذَكَرَ لِي وَمَا بَعْدَهُ .

১৩১৯. আবদুল মালিক ইবন শু'আয়ব ইবন-লায়স (র).....ইবন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে যুহরী এ কথা উল্লেখ করেন নি যে, 'আমাকে বলা হয়েছে' এবং তার পরবর্তী অংশ।

১২২০- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ ح وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ) قَالُوا جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ قَتَلَهَا لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا أَنْ يَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي .

১৩২০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন হাতিম, হারুন ইবন আবদুল্লাহ, হাজ্জাজ ইবনুশ শাঈর ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইশার সালাতে) দেৱী করেন। এমনকি রাতের এক বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। যারা মসজিদে ছিল তারাও ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন, এটাই সালাতের প্রকৃত সময়, যদি না আমি আমার উম্মতের জন্য একে কষ্টকর মনে করতাম। আবদুর রায্যাকের বর্ণনায় রয়েছে, যদি আমার উম্মতের উপর তা কষ্টকর না হতো।

১২২১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكُنَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى .

১৩২১. যুহায়র ইবন হার্ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা শেষ ইশার সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন।

আমরা জানতাম না যে, পারিবারিক কোন কাজ তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল, না অন্য কোন কাজে তিনি মশগুল ছিলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, তোমরা এমন এক সালাতের অপেক্ষা করছ, যার জন্য তোমরা ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা করে নি। আমার উম্মতের উপর যদি তা ভারী না হতো, তাহলে তাদের নিয়ে এই সময়ই সালাত আদায় করতাম। তারপর তিনি মু'আযযিনকে আদেশ দিলেন। সে সালাতের ইকামত দিল এবং তিনি সালাত আদায় করলেন।

১২২২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ .

১৩২২. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাতের সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে সালাতে দেরী করেন। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ি, আবার জেগে উঠি, আবার ঘুমিয়ে পড়ি, আবার জেগে উঠি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই এই রাতে এই সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না।

১২২৩- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُبُنُ أَسَدِ الْعَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسُ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ اصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصَرِ

১৩২৩. আবু বাকর ইবন নাফি' আবদী (র)..... সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝরাত পর্যন্ত অথবা মাঝ রাত অতিবাহিত হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ইশার সালাত বিলম্ব করেন। এরপর তিনি এসে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে শুয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে, ততক্ষণ তোমরা সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য হবে। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে রূপার আংটির চমক দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি তাঁর বাম হাতের আঙ্গুল উঠিয়েছিলেন।

১২২৪- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ

১৩২৪. হাজ্জাজ ইবনুশ্ শাদির (রা).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমনকি মাঝ রাতের কাছাকাছি সময় হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। এখনও আমি যেন তাঁর হাতের রূপার আংটির চমক দেখতে পাচ্ছি।

১৩২৫- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

১৩২৫. আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ আল-আত্তার (র).....কুররা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এতে “তারপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন” অংশটি উল্লেখ করেন নি।

১৩২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعِ بَطْحَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَاقَبُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاقْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي أَمْرِهِ حَتَّى اعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى بَهَارَ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رَسُولِكُمْ أَعْلِمَكُمْ وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ أَوْ قَالَ مَاصِلِي هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرَكُمْ لَأَنْذَرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَرَحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৩২৬. আবু আমির আল-আশ‘আরী ও আবু কুরায়ব (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সঙ্গীরা—যারা নৌকায় করে আমার সাথে এসেছিল, মদীনার একটি কংকরময় প্রান্তরে অবতরণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ছিলেন। তাদের মধ্যে একদল প্রত্যেক রাতে ইশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পালাক্রমে আসত। আবু মূসা (রা) বলেন, একরাতে আমি ও আমার কতিপয় সাথী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাজে মশগুল ছিলেন। ফলে ইশার সালাতে দেরী করলেন; এমনকি অর্ধরাত্রি হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা নিজ জায়গায় থাক, আমি তোমাদের বাতলিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই সময় তোমরা ছাড়া আর কেউই সালাত আদায় করছে না অথবা তিনি বললেন, তোমরা ছাড়া কেউই এ সময় সালাত আদায় করে নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঠিক করে বলতে পারছি না, তিনি এই দু’টি বাক্যের কোনটি বলেছিলেন। আবু মূসা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে আনন্দের সাথে ফিরে এলাম।

১৩২৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حَيْنٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةُ إِمَامًا وَخَلَوْا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ يَقُولُ اعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةُ فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَأَضِعَا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ لَوْلَا أَنِ يَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَلِكَ قَالَ فَاسْتَنْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّلِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يَمْرُهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ ابْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصَّدُغِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَلِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ ذَكَرَ لَكَ آخِرَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِيَلْتَنِيذَ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَطَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا وَخَلُوءًا مُؤَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ لِيَلْتَنِيذَ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خَلُوءًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامٌ مُهْمٌ فَصَلَّاهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً .

১৩২৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন যে, আমি আতা-কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নিকট কোন্ সময়টি উত্তম যে, আমি একাকী বা জামা'আতে ইশার সালাত আদায় করব, যাকে লোকেরা আতামা বলে? আতা বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ একরাতে ইশার সালাতে উপস্থিত হতে দেরী করেন। এমনকি লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে উঠে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে উঠে। তারপর উমর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আস-সালাত! আতা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে এলেন, আমি এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর মাথা থেকে পানি পড়ছে, তখন তাঁর হাত তাঁর মাথার একপাশে রাখা ছিল। আর তিনি বললেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের এই সময় সালাত আদায় করতে আদেশ দিতাম। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, আমি আতা'র কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে তাঁর মাথার উপর হাত রেখেছিলেন? তখন আতা তাঁর আঙ্গুলগুলো কিছুটা ফাঁক এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো মাথার উপরিভাগে রাখেন। তারপর এভাবে আঙ্গুল টেনে আনেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলি চেহারার দিকের কানের পার্শ্ব স্পর্শ করে। এরপর হাত নিয়ে আসেন চোখ-কানের মধ্যস্থল ও দাড়ির পার্শ্ব পর্যন্ত। তিনি এটা ধীরেও করেননি, দ্রুতও নয়, এভাবেই নিয়ে আসেন। ইব্ন জুরায়জ বলেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ রাতে ইশার সালাত কতক্ষণ বিলম্ব করে আদায় করেছিলেন, বলে আপনার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে? তিনি বললেন, আমি জানি না, আতা বলেন, আমি এটাই পছন্দ করি যে, একাকীই হই বা ইমাম হিসাবে আদায় করি, ইশার সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত দেরী করে আদায় করব, যে রূপ দেরী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদায় করেছিলেন। একাকী আদায় করার সময় দেরী করা যদি তোমার জন্য কষ্টকর হয় অথবা জামা'আতে পড়া অবস্থায় যদি লোকদের জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে মধ্যম সময়ে এই সালাত আদায় করবে। তাড়াতাড়িও করবে না অথবা বেশি দেরীও করবে না।

১২২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ .

১৩২৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ এবং আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র).....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার শেষ সালাত দেরী করে আদায় করতেন।

১২২৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاةٍ تَكُمُ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفُّ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ يُخَفُّ .

১৩২৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল আল-জাহদারী (র).....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মতই সালাত আদায় করতেন; তবে ইশার সালাত তোমাদের চাইতে একটু দেরী করে আদায় করতেন এবং তিনি সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন। আবু কামিলের অপর এক বর্ণনায় يُخَفُّ এর স্থলে يُخَفِّفُ বর্ণিত হয়েছে।

১২৩০- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ إِلَّا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتَمُونَ بِالْأَبْلِ .

১৩৩০. যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন আবু উমর (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বেদুঈনরা যেন তোমাদের সালাতের নামকরণে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার না করে। স্মরণ রেখো, এ সালাতের নাম ইশা। বেদুঈনরা রাত অন্ধকার হলে উটের দুগ্ধ দোহন করে (যাকে ‘আতামা’ বলে) তাই তারা একে ‘আতামা’ নামে অভিহিত করে থাকে।

১২৩১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتَمُ بِحِلَابِ الْأَبْلِ .

১৩৩১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেদুঈনরা যেন ইশার সালাতের নামকরণে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ না করে। কেননা আল্লাহর কিতাবে একে ইশা নামে অভিহিত করা হয়েছে; কিন্তু বেদুঈনরা সে সময় উটের দুগ্ধ দোহনে বিলম্ব করে বলে একে ‘আতামা’ বলে।

৪.- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَكُّيرِ بِالصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيْسُ وَبَيَانُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

৪০. পরিচ্ছেদ : ফজরের সালাত প্রত্যয়ে প্রথম ওয়াক্তে যাকে ‘তাগলীস্’ বলা হয়, আদায় করা মুস্তাহাব এবং তাতে সূরা পাঠের পরিমাণ

১২২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ .

১৩৩২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'মিন মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরতেন নিজ নিজ চাদর গায়ে জড়িয়ে এবং কেউ তাঁদেরকে চিনতে পারতো না।

১২২৩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرِفَنَّ مِنْ تَغْلِيْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ .

১৩৩৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (রা).....নবী ﷺ এ সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাতে শরীক হতেন। তারপর নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন বিধায় তাদেরকে চেনা যেতো না।

১২২৪- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يَعْرِفَنَّ مِنَ الْفَلَسِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مُتَلَفَّعَاتٍ .

১৩৩৪. নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী ও ইসহাক ইবন মুসা আল-আনসারী (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেতেন, কিন্তু অন্ধকারহেতু তাদেরকে চেনা যেতো না। আনসারী তাঁর অপর এক বর্ণনায় مُتَلَفَّعَاتٍ এর স্থলে مُتَلَفَّعَاتٍ বলেছেন।

১২২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْهَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرُو بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُهَا إِذَا رَأَاهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَاهُمْ قَدْ ابْطَأُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ (قَالَ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِهَا بَغْلَسَ .

১৩৩৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).....মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাসান ইবন আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ মদীনাতে উপস্থিত হলে আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে (সালাতের সময় সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়লেই যোহরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যের আলো পরিষ্কার থাকা অবস্থাতেই আসরের সালাত আদায় করতেন, সূর্য ডুবলেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন এবং ইশার সালাত কখনো দেরী করে, আবার কখনো ত্বরান্বিত করে আদায় করতেন। যখন দেখতেন যে, লোকজন সমবেত হয়েছে, তখন ত্বরায় করে নিতেন। আর যখন দেখতেন যে, লোকদের দেরী হচ্ছে, তখন তিনিও বিলম্ব করতেন। আর ফজরের সালাত সাহাবীগণ অথবা রাবী বলেছেন, নবী ﷺ অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

১৩৩৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَمْعٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ .

১৩৩৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (রা).....মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাসান ইবন আলী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ সালাত দেরী করে আদায় করতেন। অতঃপর আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সালাতের সময় সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৩৩৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرَزَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا قَالَ يَعْنِي الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَالْمَغْرِبَ لَا أَدْرِي أَيَّ حِينٍ ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسُّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ .

১৩৩৭. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র).....সায়্যার ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আবু বারযা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। শু'বা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নিজেই শুনেছেন? সায়্যার বলেন, আমি যেন এই মুহূর্তেই শুনেতে পাচ্ছি। এরপর সায়্যার বলেন, আমি আমার পিতাকে আবু বারযা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। আবু বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সালাত অর্থাৎ ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তবে ইশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যেতে এবং পরে আলোচনায় মশগুল হতে অপছন্দ করতেন। শু'বা বলেন, এরপর আমি আবু বারযা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য ঢলে পড়ত। আসরের সালাত আদায় করতেন, যখন সালাত শেষে কোন ব্যক্তি মদীনার শেষ প্রান্তে চলে যেতো এবং সূর্য তখনো সজীব থাকতো। শু'বা বলেন, পরে আমি আবার আবু বারযা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, সালাত শেষ করে মুসল্লী যখন ফিরে বসত, তখন সামনে বসা লোকটি পরিচিত হলে তাকে চিনতে পারতো। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

১২৩৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ أَوْتَلْتُ اللَّيْلَ .

১৩৩৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র).....আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশা'র সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি ইশা'র সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং সালাতের পরে গল্পগুজব করাকে পসন্দ করতেন না। রাবী শু'বা বলেন, এরপর আমি আবার আমার উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন। অথবা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

১২৩৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ .

১৩৩৯. আবু কুরায়ব (র).....আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতেন। ইশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা তিনি অপসন্দ করতেন। ফজরের সালাতে তিনি ষাট-থেকে একশ আয়াত পাঠ করতেন। এমন সময় সালাত শেষ করতেন, যখন আমরা একে অপরের চেহারা চিনতে পারতাম।

৬১-بابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الْأَمَامُ

৪১. পরিচ্ছেদ : সালাতের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় মাকরুহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদি কি করবে

১২৬০- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ خَلْفٌ عَنْ وَقْتِهَا .

১৩৪০. খালাফ ইব্ন হিশাম, আবু'র রাবী আয-যাহরানী ও আবু কামিল আল-জাহদারী (র).....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, যখন তোমার উপর এমন সব আমীর হবেন, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে অথবা সালাতের সময় শেষ করে সালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবু যার (রা) বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি সালাত যথাসময়ে আদায় করে নেবে। তারপর তাদের সঙ্গেও যদি পাও তবে তুমি আবার আদায় করে নিবে এবং তা হবে তোমার জন্য নফল। বর্ণনাকারী খালাফ তাঁর বর্ণনায় عَنْ وَقْتِهَا শব্দ উল্লেখ করেন নি।

১২৬১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّيْتَ لَوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ .

১৩৪১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু যার! আমার পরে এমন সব শাসক আসবে, যারা সালাতকে মেরে ফেলবে। তখন তুমি তোমার সালাত যথাসময়ে আদায় করে নেবে। আর সময়মত যদি তাদের সঙ্গে পড়তে পার, তবে তা হবে তোমার জন্য নফল। নতুবা তুমি তো তোমার সালাত হিফায়ত করেই ফেলেছ।

১২৬২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ وَأَنْ أُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتُ قَدْ أَحْرَزْتُ صَلَاتَكَ وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةٌ .

১৩৪২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলীল (বন্ধু) আমাকে এই অসিয়্যত করেছেন যে, আমি যেন (আমীরের) কথা শুনি ও মানি, যদিও তিনি হাত-পা কাটা দাস হন এবং আমি যেন যথাসময়ে সালাত আদায় করি। অতএব যদি দেখতে পাও যে, লোকেরাও সালাত আদায় করে ফেলেছে, তাহলে তুমি তো তোমার সালাত আদায় করেই নিয়েছ। অন্যথায় (তুমি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করলে) তা তোমার জন্য নফল হবে।

১৩৪৩- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِي كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ .

১৩৪৩. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব আল- হারিসী (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ আমার উরু স্পর্শ করে বললেন, তুমি কি করবে, যখন এমন এক সমাজে থাকবে যারা সালাতকে যথাসময় থেকে বিলম্বিত করবে? আবু যার (রা) বললেন, আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি যথাসময় সালাত আদায় করে নিজের প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে। এরপর যদি সালাতের ইকামত হয় এবং তুমি মসজিদে উপস্থিত থাক, তাহলে তুমিও সালাত আদায় করে নেবে।

১৩৪৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخْرَأْبَنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَجَاءُنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفْتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكَتَكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي .

১৩৪৪. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবুল আলিয়া বাররা (র) থেকে বর্ণিত যে, একদিন ইবন যিয়াদ সালাত আদায়ে দেরী করলেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনু'স সামিত (রা) আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁর জন্য একটি কুরসী রাখলাম এবং তিনি তাতে বসলেন। আমি তাঁর কাছে ইবন যিয়াদের এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। (তা শুনে) তিনি তাঁর ঠোঁটে কামড় দিলেন এবং আমার রানে হাত মেরে বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমিও তেমনি আবু যার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আর তিনিও আমার রানে হাত মারলেন যেমনভাবে আমি তোমার রানে হাত মেরেছি। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে এ প্রশ্ন করেছিলাম, যেমনভাবে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ এবং তিনিও আমার রানে হাত মেরেছিলেন। যেমনভাবে আমি তোমার রানে হাত মেরেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি সালাত যথাসময় আদায় করে নাও। তারপর যদি তাদের সঙ্গে সালাত পাও তাহলে তুমিও আদায় করে নিও। আর এমন বলো না যে, আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি, তাই আবার সালাত আদায় করব না।

১২৪৫- وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ أَوْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةٌ خَيْرٌ .

১৩৪৫. আসিম ইবনু'ন নাযর আত-তায়মী (র).....আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা এমন এক সমাজে থাকবে যারা যথাসময় থেকে বিলম্ব করে সালাত আদায় করবে, তখন কি করবে? অথবা বলেছেন, তুমি কি করবে? অতঃপর বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করবে। এরপর যদি সালাতের ইকামাত হয়, তাহলে তাদের সঙ্গেও সালাত আদায় করবে এবং তা হবে তোমার জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব।

১২৪৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ فَضْرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْ جَعَتْنِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ فَضْرَبَ فَخِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذِكْرِي أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ضْرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرٍّ .

১৩৪৬. আবু গাস্‌সান আল-মিস্মাঈ (র).....আবুল আলিয়া বাররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু'স সামিতকে বললাম, আমরা জুমু'আর দিন এমন শাসকদের পেছনে সালাত আদায় করি, যারা সালাত বিলম্বিত করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবদুল্লাহ ইবনু'স সামিত আমার রানে এমনভাবে চাপড় মারলেন যে, আমি ব্যথা পেলাম। তারপর বললেন, আমিও আবু যার (রা)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তিনি আমার রানে চাপড় মেরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, তোমরা যথাসময়ে সালাত আদায় করে নিও এবং তাদের সঙ্গে আদায়কৃত সালাতকে নফল ধরে নিও। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্‌ অপর এক বর্ণনায় বলেছেন, “আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী ﷺ আবু যার (রা)-এর রানে চাপড় মেরেছিলেন।”

৬২- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا .

৪২. পরিচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত, তা বর্জনকারীর প্রতি কঠোরতা

১২৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخُمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا .

১৩৪৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো একাকী সালাত আদায় করার চাইতে জামা'আতে পড়ার ফযীলত পঁচিশগুণ বেশি।

১৩৪৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةٍ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

১৩৪৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী বলেছেন, কারো একাকী সালাত আদায়ের চাইতে জামা'আতে সালাত আদায় করার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশি। তিনি বলেন, রাতের এবং দিনের ফেরেশতারা ফজরের সালাতে এসে একত্র হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে, (প্রমাণ স্বরূপ) এই আয়াতটি পাঠ কর : إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“আর (কায়েম কর) ফজরের সালাত, কেননা ফজরের সালাত (একত্রে) উপস্থিত হওয়ার সময়।”

১৩৪৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا.

১৩৪৯. আবু বাকর ইবন ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বলতে শুনেছি। তবে এই বর্ণনায় -بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً-এর পরিবর্তে -بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا- বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে।

১৩৫০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرَضِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ.

১৩৫০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, জামা'আতে সালাত একাকী সালাতের পঁচিশগুণ সমান।

১৩৫১- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ أَبِي الْجَوَارِ أَنَّهُ بَيْنَاهُمَا جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَطْعَمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ.

১৩৫১. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমামের সঙ্গে একবার সালাত আদায় করা একাকী পঁচিশবার সালাত আদায়ের চাইতে উত্তম।

১৩৫২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً .

১৩৫২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামা'আতে সালাত আদায় করার মর্যাদা একাকী সালাত আদায়ের চাইতে সাতাশ গুণ বেশি।

১৩৫৩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرَيْنَ .

১৩৫৩. যুহায়র ইবন হার্ব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায়ের সাতাশ গুণ বেশি।

১৩৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْأِسْنَادِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بِضْعًا وَعِشْرَيْنَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعًا وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً .

১৩৫৪. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) উপরোক্ত সনদে ইবন নুমায়র (র).....তঁর পিতা থেকে বর্ণনা, করেন, 'বিশ গুণেরও বেশি; এবং আবু বাক্র (রা) তঁর বর্ণনায় বলেন, সাতাশ গুণ।

১৩৫৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَفِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِضْعًا وَعِشْرَيْنَ .

১৩৫৫. ইবন রাফি' (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, বিশ গুণেরও বেশি।

১৩৫৬- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ نَاسَأْنِي بَعْضَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأَمْرُي بِهِمْ فَيُحْرَقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزْمِ الْحَطَبِ بَيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا يَغْنَى صَلَاةَ الْعِشَاءِ .

১৩৫৬. আমর আন-নাকিদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সালাতে কতিপয় লোককে অনুপস্থিত পান। তখন তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোন একজনকে এই মর্মে আদেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুক এবং আমি তাদের পিছনে যাই, যারা সালাতে আসেনি। তারপর আমি নির্দেশ দেই যে, তাদের ঘর জ্বালানী কাঠের আঁটি দ্বারা তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। তারা যদি জানতো যে, এখানে আসলে উঠের গোশত ভর্তি মোটা হাঁড় পাওয়া যাবে, তবে নিশ্চয়ই এই সালাতে অর্থাৎ ইশার সালাতে উপস্থিত হত।

১৩৫৭- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

১৩৫৭. ইবন নুমায়র, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সব চাইতে ভারী সালাত হলো ইশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি এই দুই সালাতে কী মর্যাদা আছে জানতে পারত, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এ দুই সালাতে উপস্থিত হত। আমি মনস্থ করেছিলাম যে, আমি সালাত সম্পর্কে আদেশ করি যে, ইকামত দেওয়া হোক। এরপর একজনকে নির্দেশ করি, সে লোকদের নিয়ে সালাত কায়েম করুক। তারপর আমি লাকড়ির বোঝাসহ একদল লোক নিয়ে সেই সব লোকের ঘরে চলে যাই যারা সালাতে উপস্থিত হয় না। অতঃপর তাদের ঘর আগুন দিয়ে তাদের সহ জ্বালিয়ে দেই।

১৩৫৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزْمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرِّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا

১৩৫৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....হাম্মাম ইবন মুনাবিহ' (র) বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কতকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি মনস্থ করি যে, আমি আমার যুবকদেরকে লাকড়ির আঁটি আমার জন্য প্রস্তুত করে দেয়ার নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে আদেশ দেই যে, সে লোকদের সালাত কায়েম করে। এরপর যারা (জামা'আতে শরীক না হয়ে) গৃহে বসে থাকবে, তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

১৩৫৯- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

১৩৫৯. যুহায়র ইবন হারব, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১২৬০-وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرَقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَيُوتَهُمْ.

১৩৬০. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই সমস্ত লোক যারা জুমু'আয় शामिल হয় না, তাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমি মনস্থ করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেই; আর যারা জুমু'আয় शामिल হয় না, সে সব লোকসহ তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

৬২- بَابُ يَجِبُ اثْنَانِ الْمَسْجِدَ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

৪৩. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আযান শোনে, মসজিদে আসা তার উপর ওয়াজিব

১২৬১-وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبٌ.

১৩৬১. কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ ও ইয়াকুব আদ-দাওরাকী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এমন কোন লোক নেই, যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজ ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে তুমি (জামা'আতে) হাযির হবে।

১২৬২-وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَاءِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضِيُّ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

১৩৬২. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা দেখেছি যে, সেই সমস্ত মুনাফিক, যাদের মুনাফিকী সম্পর্কে জানাজানি হয়ে পড়েছিল, তারা এবং রোগী ব্যক্তির ব্যতীত অন্য কেউ জামা'আতে

অনুপস্থিত থাকে না; যে সব রোগী দুইজনের কাঁধে ভর করে চলতে সক্ষম, তারাও জামা'আতে শরীক হতো। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে হিদায়াতের রীতিনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এই সকল রীতিনীতির একটি হলো, সেই মসজিদে সালাত আদায় করা যেখানে আযান দেয়া হয়েছে।

১৩৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَمِيسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهْدَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ.

১৩৬৩. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, আগামীকাল (বিচার দিবসে) সে মুসলমান হিসাবে আল্লাহ তা'আলায় সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করবে, তার উচিত এই সালাতসমূহের সংরক্ষণ করা, যেখানে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন। আর এই সমস্ত সালাত হলো হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। তোমরা যদি এই সকল সালাত ঘরে আদায় কর, যেমন একদল লোক জামা'আত ছেড়ে ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাতকে ছেড়ে দিলে। তোমরা যদি নবীর সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহ হয়ে যাবে। যে উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে এই সকল মসজিদের একটির দিকে অগ্রসর হবে, তার প্রত্যেক কদমের জন্য একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ মাফ করা হবে। তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কাউকে জামা'আত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখি নি। অনেক লোক দু' জনের কাঁধে ভর করে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মসজিদে আসত এবং তাদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত।

১৩৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَاتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

১৩৬৪. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু'শ-শা'সা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা একদিন আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। মুয়াযযিন আযান দিলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে লাগল। আবু হুরায়রা (রা) নিজ দৃষ্টিকে তার অনুগামী করলেন। তারপর লোকটি মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ)-এর কথার নাফরমানী করল।

১৩৬৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

১৩৬৫. ইবন আবু উমর মাক্কী (র).....আবু'শ শা'সা আল-মুহারিবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে আযানের পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, লোকটি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ) -এর নাফরমানী করল।

১৩৬৬- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ .

১৩৬৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র).....আবদুল রহমান ইবন আবু আমরা (র) বলেন, একদিন উসমান ইবন আফ্ফান (রা) মাগরিবের সালাতের পর মসজিদে প্রবেশ করেন এবং একাকী বসে থাকেন; তখন তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। তখন তিনি বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'আতে ইশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি জামা'আতে ফজরের সালাত আদায় করল, সে যেন সারারাত সালাত আদায় করল।

১৩৬৭- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৩৬৭. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....আবু সাহল উসমান ইবন হাকীম (র) থেকে একই সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩৬৮- وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ (يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ) عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جَنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

১৩৬৮. নাসর ইবন আলী আল-জাহ্‌যামী (র).....আনাস ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায়

করল, সে আল্লাহর যিম্মায় রইল। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তোমাদের কাউকে তলব করবেন এবং তাকে ধরে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

১৩৬৯- وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَّكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَدْرِكُهُ ثُمَّ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

১৩৬৯. ইয়া'কুব ইবন ইব্রাহীম আত-দাওরাকী (র).....আনাস ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুন্দুব আল-কাসরী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল, সে আল্লাহর যিম্মায় চলে গেল। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর যিম্মাভুক্ত কোন বিষয়ে তলব করে বসেন। কেননা তিনি তাঁর যিম্মাভুক্ত কোন ব্যাপারে কাউকে তলব করলে নিশ্চিত তাকে ধরে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

১৩৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَكْبَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

১৩৭০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র).....জুন্দুব ইবন সুফয়ান (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু সেখানে এ উল্লেখ নেই।

৪৪- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخْلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ.

৪৪. পরিচ্ছেদ : কোন ওয়রবশত জামা'আতে শরীক না হওয়া

১৩৭৬- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلَى لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ فِي مِصْلَى فَاتَّخِذْهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عَثْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ آيُنْ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاشْرَبْتُ إِلَى نَاحِيَةِ مَنْ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَأَاهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ

صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ فَثَابَ رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رَجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَّشَنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ .

১৩৭১. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র).....মাহমূদ ইবনুর রাবী‘ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইতবান ইবন মালিক (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি একজন আনসারও ছিলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি (সালাতে) আমার গোত্রের ইমামতি করি। কিন্তু যখন বৃষ্টি হয়, তখন আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা পানিতে ডুবে যায়। ফলে তখন আমি তাদের মসজিদে আসতে পারি না। অতএব ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আমার ঘরে আসবেন এবং আমার ঘরের কোন একটি অংশে সালাত আদায় করবেন। আর আমি সেই স্থানটি আমার সালাতের স্থান হিসাবে ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনশআল্লাহ শীঘ্রই আমি তা করব। ইতবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরদিন দ্বিপ্রহরে আবু বাকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে আসেন এবং প্রবেশের অনুমতি চান। আমি তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার ঘরের কোন অংশে আমার সালাত আদায় পসন্দ কর? তখন আমি আমার ঘরের একটি কোণের প্রতি ইঙ্গিত করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’রাক‘আত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। ইতবান (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খায়ীর^১ পাক করেছিলাম। এ জন্য তাঁকে আটকে রাখলাম। ইতিমধ্যে মহল্লার অন্যান্য প্রতিবেশীরাও এসে একত্র হলো। এ সময় তাদের মধ্যে একজন বলল, মালিক ইবন দাখশান কোথায়? কেউ বলল, সে তো মুনাফিক, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপ বলবে না। কেননা তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহকে রাজী করার উদ্দেশ্যে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে? রাবী বলেন, উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। এক ব্যক্তি বলল, আমরা তো মুনাফিকদের প্রতিই তার প্রীতি ও সহানুভূতি দেখতে পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

ইবন শিহাব (র) বলেন, আমি হুসায়ন ইবন মুহাম্মদ আনসারী, যিনি সালিম গোত্রের লোক ছিলেন, তাঁকে মাহমূদ ইবনু’র রাবী (রা)-এর হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি হাদীসটির যথার্থতা স্বীকার করেছেন।

১. খায়ীর গোশতের কিমা, আটা ও পানি মিশিয়ে রান্না করা খাদ্যবিশেষ।

১৩৭২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَشَنِ أَوِ الدُّخَيْشَنِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا ظَنُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتُ قَالَ فَحَلَفْتُ أَنْ رَجَعْتُ إِلَى عِثْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّتِي إِلَيْهَا فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ .

১৩৭২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... 'ইত্বান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম, তারপর তিনি ইউনুস-এর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই কথাগুলো বাড়িয়ে বলেন যে, একব্যক্তি বলল, মালিক ইব্ন দাখশান কোথায়? মাহমূদ ইব্নুর রাবী (রা) বলেন, আমি এই হাদীসটি অনেকের কাছে বর্ণনা করেছি। তাদের মধ্যে আবু আয়ুব আনসারী (রা)-ও शामिल। তিনি বললেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ বলেননি। তখন আমি কসম করে বললাম, আমি ইতিবানের কাছে যাব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তারপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে খুবই বৃদ্ধ দেখতে পেলাম। তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাঁর গোত্রের ইমাম ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম এবং হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সেই রকমই বললেন, যে রকম প্রথম আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। যুহরী (র) বলেন, এরপর আল্লাহর বহু আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার জানা আছে। অতএব যে ব্যক্তি ধোঁকায় না পড়তে সক্ষম হয়, সে যেন ধোঁকায় না পড়ে।

১৩৭৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ أَنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِي دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ .

১৩৭৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....মাহমূদ ইব্নুর রাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই কুলির কথা এখনও আমার স্মরণ আছে, যেটি তিনি আমাদের ঘরে বালতির পানি থেকে আমার উপর ছুঁড়েছিলেন। মাহমূদ (র) বলেন, ইত্বান ইব্ন মালিক (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর তিনি সমুদয় হাদীসটি এই পর্যন্ত বর্ণনা করেন যে, এরপর

আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। আর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিলম্ব করলাম, ঐ জাশীশার^১ জন্য যা আমরা তাঁর জন্য তৈরি করেছিলাম। তিনি ইউনুস ও মা'মার থেকে বর্ণিত পরবর্তী অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন নি।

৪৫. **بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَثَوْبٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ.**

৪৫. **পরিচ্ছেদ : জামা'আতে নফল সালাত এবং চাটাই, জায়নামায ও কাপড় ইত্যাদি পাক বস্তুর উপর সালাত আদায় করা প্রসঙ্গ**

১২৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مَلِيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَوْمُوا فَأَصْلَى لَكُمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبَسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنُورَانَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৩৭৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁর দাদী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহ তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তারপর আমি উঠে আমাদের চাটাইয়ের কাছে গেলাম, যা দীর্ঘ দিন ব্যবহারের কারণে কাল হয়ে গিয়াছিল। আমি তা পানি ছিটিয়ে ধুয়ে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সেটির উপর দাঁড়ালেন। আমি আর ইয়াতীম বালক তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং বৃদ্ধাও আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

১২৭৫- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَخَضَّرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ثُمَّ يَنْضَحُ ثُمَّ يَوْمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.

১৩৭৫. শায়বান ইব্ন ফাররুখ ও আবুর-রাবী (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কখনো তিনি আমাদের ঘরে থাকাকালে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে পড়ত। তিনি আমাদের সেই বিছানা সম্পর্কে, যাতে তিনি বসা ছিলেন, আদেশ করতেন, তখন তা ঝেড়ে তাতে পানি ছিটিয়ে দেয়া হতো। তারপর রাসূলুল্লাহ ইমাম হতেন এবং আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম। আর আমাদের নিয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের বিছানা ছিল খেজুর পাতার তৈরি।

১. আটার ভেতর গোশত বা খেজুর দিয়ে রান্না করা খাদ্য বিশেষ।

১৩৭৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُومُوا فَلَا صَلَی بَكُمْ (فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ) فَصَلَّی بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِّثَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دَعَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُودِمُكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ.

১৩৭৬. যুহায়র ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের এখানে আসলেন। ঘরে আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া কেউ ছিলেন না। তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব (সে সময় কোন ফরয সালাতের ওয়াক্ত ছিল না)। তখন তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এক ব্যক্তি সাবিতকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনাসকে কোথায় দাঁড় করিয়েছিলেন? বললেন, তাঁর ডান পার্শ্বে। তারপর তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন। আমার মা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এইটি আপনার ক্ষুদ্র খাদিম, তার জন্য আল্লাহর কাছে একটু দু'আ করুন। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার সার্বিক মঙ্গলের জন্য দু'আ করলেন, যার শেষাংশে এইরূপ ছিল; ইয়া আল্লাহ! তার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং তাতে বরকত দান কর।

১৩৭৭- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

১৩৭৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এবং তাঁর মা কিংবা খালাকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর ডানপার্শ্বে দাঁড় করালেন এবং মহিলাকে আমাদের পেছনে দাঁড় করালেন। ---মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইবন হারব (র) শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৩৭৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ.

১৩৭৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া আত-তামীমী ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাত আদায় করছিলেন, আর আমি তাঁর পাশেই ছিলাম। তিনি সিজদায় গেলে কখনো কখনো তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেতো। তিনি চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করছিলেন।

১৩৭৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

১৩৭৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তার উপর সিজদা করছিলেন।

৬৬-بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَفَضْلِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَكَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ الْمَشْيِ إِلَيْهَا.

৪৬. পরিচ্ছেদ : ফরয সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত এবং সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ও মসজিদের দিকে অধিক পদচারণ ও যাতায়াতের ফযীলত

১৩৮০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.

১৩৮০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামা'আতে সালাত আদায় করায় তার ঘরে বা বাজারে সালাত আদায়ের চাইতে বিশ গুণের অধিক মর্যাদা রাখে। কারণ যখন তাদের কেউ উযু করে, এরপর মসজিদে আসে, একমাত্র সালাতের জন্যই উঠে আসে, সালাত ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য না রাখে, তখন যে কদম উঠায় তার জন্য তাকে

একটি ফযীলত দেওয়া হয় এবং তার থেকে একটি গুনাহ মোচন করা হয়, যে পর্যন্ত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। এরপর যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতের স্থানে বসে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকবে যে, ইয়া আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তুমি তার তাওবা কবুল কর, যতক্ষণ না সে অপরকে কষ্ট দেয় এবং অপবিত্র না হয়।

১৩৮১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّثَرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ كُلِّهِمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

১৩৮১. সাঈদ ইবন আমর আল-আশ'আসী, মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন রাইয়ান ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩৮২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَحَدِكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ.

১৩৮২. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতারা তোমাদের মধ্যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে, যতক্ষণ সে সালাতের স্থানে বসে থাকে। তারা বলতে থাকে, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উযূ নষ্ট না করে। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে গণ্য যতক্ষণ তাকে সালাত আটকে রাখে।

১৩৮৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِبُ.

১৩৮৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতক্ষণ কোন বান্দা সালাতের স্থানে থেকে সালাতের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ তাকে সালাতের মধ্যেই গণ্য করা হয়। আর ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি উঠে যায় অথবা হাদাস করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাদাস কী? তিনি বললেন, নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু নিঃসরণ।

১৩৮৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.

১৩৮৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে সালাতের মধ্যে গণ্য। সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে তার পরিবারের দিকে যেতে বাধা দেয় নি।

১২৮৫- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَدُكُمْ مَاقَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَالَمْ يُحْدِثْ تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

১৩৮৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইবন সালামা আল-মুরাদী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে সালাতে আছে বলেই গণ্য করা হয়, যতক্ষণ সে হাদাস না করে। আর ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর, ইয়া আল্লাহ! তার উপর রহমত বর্ষণ কর।

১২৮৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا.

১৩৮৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১২৮৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ.

১৩৮৭. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশ'আরী ও আবু কুরায়ব (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সালাতের সব চাইতে বড় প্রতিদানের অধিকারী, যে অধিক দূর থেকে হেঁটে সালাতে আসে। তারপর ঐ ব্যক্তি যে অপেক্ষাকৃত অল্প দূর থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করার অপেক্ষায় থাকে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সাওয়াবের অধিকারী, যে (একাকী) সালাত আদায় করে নিদ্রা যায়। আবু কুরায়বের অপর এক বর্ণনায় “জামা'আতের সাথে ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের অপেক্ষায় থাকে” উল্লেখ রয়েছে।

১২৮৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تَخْطِئُهُ صَلَاةٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَوْقُلْتُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَنَزَلِي

إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ.

১৩৮৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ছিল, যার বাড়ি অপেক্ষা কারো বাড়ি মসজিদ থেকে অধিক দূরে ছিল বলে আমার জানা নাই। কিন্তু তার কোন সালাত বাদ পড়ত না। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে বলা হলো অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি যদি একটি গাধা ক্রয় কর, তাহলে তাতে চড়ে অন্ধকারে এবং গরমের সময় আসতে পারবে। সে বলল, আমার বাড়ি মসজিদের নিকটবর্তী হোক, তাতে আমি খুশি নই। আমি চাই যে, মসজিদে হেঁটে যাওয়া এবং আমার ঘরে ফিরে আসা আমার আমলনামায় লিখা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তা তোমার জন্য পুরাপুরি জমা করেছেন।

১৩৮৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ.

১৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) তায়মী থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩৯০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَبِي أَبِي بَكْرٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا تُخَطِّبُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَتَوَجَّعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحِبُّ أَنْ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ.

১৩৯০. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাক্র আল-মুকাদামী (র).....উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ি ছিল মদীনার শেষ প্রান্তে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তার কোন সালাতই বাদ পড়ত না। আমরা তার জন্য দুঃখিত হলাম এবং আমি তাকে বললাম, হে অমুক! তুমি যদি একটি গাধা কিনে নিতে তাহলে তা তোমাকে তাপ এবং মাটির কীট থেকে রক্ষা করতো। লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! আমার বাড়ি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাড়ির সংলগ্ন হোক, আমি তা পসন্দ করি না। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথায় আমার মনে বাঁধলো। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন। তাঁর কাছেও সে অনুরূপ কথা বলল এবং জানাল যে, সে তার পায়ে হাঁটার সওয়াব কামনা করে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন; তুমি যা আশা করেছ, তা তুমি পাবে।

১৩৯১- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৩৯১. সাঈদ ইবন আমর আল-আশ'আসী, মুহাম্মদ ইবন আবু উমর ও সাঈদ ইবন আযহার আল-ওয়াসিতী (র).....আসিম (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৩৯২- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَهَئَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ .

১৩৯২. হজ্জাজ ইবনুশ-শাঈর (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। ফলে আমরা ইচ্ছা করলাম যে, আমরা আমাদের বাড়িটি বিক্রি করে দেব এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের প্রতি কদমে সওয়াব রয়েছে।

১৩৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَلَّتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ .

১৩৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের কাছাকাছি কিছু জায়গা খালি হয়। তাতে বনু সালামার লোকেরা মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এই খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা নাকি মসজিদের কাছাকাছি স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা রাখ? তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মসজিদের কাছাকাছি যাওয়ার মনস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বনু সালামা! তোমরা তোমাদের মহল্লায় থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তোমরা মহল্লায় থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে।

১৩৯৪- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَيَبْلِيغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ فَقَالُوا مَا كَانَ يَسْرُنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا .

১৩৯৪. আসিম ইবন নাযর আত-তায়মী (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সালামার লোকেরা বাড়ি পরিবর্তন করে মসজিদের কাছে আসতে ইচ্ছা করে। রাবী বলেন, একটি জায়গাও

খালি ছিল। এই খবরটি নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, হে বনু সালামা! তোমরা তোমাদের মহল্লায় থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হবে। তখন তারা বলল, আমরা যদি স্থানান্তরিত হতাম, সেটা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না।

১৩৯৫- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ أَحَدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

১৩৯৫. ইসহাক ইবন মানসুর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বগৃহে পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর হেঁটে আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে গেল, এ জন্য যে আল্লাহর ফরযগুলোর কোন ফরয আদায় করবে, তাহলে তার এক কদমে একটি গুনাহ মাফ হবে এবং আরেকটি কদমে এক ধাপ মর্যাদা উন্নীত হবে।

১৩৯৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَفِي حَدِيثٍ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا.

১৩৯৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, বাকরের হাদীসে আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বল তো তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার (শরীরে) কোন ময়লা থাকতে পারে? তাঁরা বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত এ-ই। আল্লাহ তা'আলা এরদ্বারা পাপ মোচন করেন।

১৩৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَسَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ الْحَسَنُ وَمَا يَبْقَى ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

১৩৯৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র).....জাবির অর্থাৎ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ হলো প্রবল স্রোতস্বিগী নদীর মত, যা

তোমাদের কারো দরজার পাশ দিয়ে প্রবাহিত, যাতে সে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে। হাসান বলেন, তাতে তার গায়ে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না।

১৩৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

১৩৯৮. আবু বাক্র আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে আসা-যাওয়া করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে প্রতি সকাল-সন্ধ্যার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন।

৪৭. بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ .

৪৭. পরিচ্ছেদ : ফজরের সালাতের পর বসে থাকার ফযীলত এবং মসজিদের মর্যাদা

১৩৯৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ .

১৩৯৯. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....সিমাক ইব্ন হার্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বহুবার। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্থানে ফজরের অথবা বলেছেন ভোরের সালাত আদায় করতেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতেন। তারপর যখন সূর্য উদিত হতো তখন তিনি সালাতে দাঁড়াতেন। আর লোকেরা সেখানে কথাবার্তা বলত ও জাহিলী যুগের বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসতেন।

১৪০০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

১৪০০. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি মুসাল্লায় বসে থাকতেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিতেন।

১৪.১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابُوبَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا حَسَنًا.

১৪০১. কুতায়বা, আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র).....সিমাক (র) থেকে এ সনদে বর্ণিত। কিন্তু তাতে 'ভালভাবে' (حَسَنًا) শব্দটির উল্লেখ নেই।

১৪.২- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي رِوَايَةِ هُرُونٍ وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

১৪০২. হারুন ইবন মারুফ এবং ইসহাক ইবন মুসা আল-আনসারী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় স্থান হলো মসজিদ এবং সব চাইতে অপসন্দনীয় স্থান বাজার।

৪৮. بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৪৭. পরিচ্ছেদ : ইমামতির জন্য কে বেশি যোগ্য

১৪.৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ.

১৪০৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তিনজন একত্র হয় তবে একজন তাদের ইমামতি করবে। আর ইমাম হওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য তিনি, যিনি তাদের মধ্যে কুরআন পাঠে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ।

১৪.৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৪০৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার, আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা এবং আবু গাস্‌সান আল-মিসমাদী (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৪.৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১৪০৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও হাসান ইবন দ্বীসা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

১৪.৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي سَوَاءٍ فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا وَلَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّحْلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشْجِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنًا .

১৪০৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। কুরআন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তবে যিনি তাদের মধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও যদি সকলে এক রকম হয় তবে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলেই সমান হয়, তবে যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের ভেতর ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবে না। আশাজ্জ তাঁর রিওয়ায়াতে ইসলামের স্থলে বয়সের কথা বলেছেন।

১৪.৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْأَشْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৪০৭. আবু কুরায়ব, ইসহাক, আশাজ্জ ও ইবন আবু উমর (র)..... আ'মাশ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

১৪.৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤْمِّمْهُمْ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمِّمْهُمْ أَكْبَرَهُمْ سِنًا .

وَلَا تَوُمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ .

১৪০৮. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেন, সেই ব্যক্তিই লোকদের ইমামতি করবে যে আল্লাহর কিতাব সম্পর্ক অধিক অভিজ্ঞ এবং তার পাঠে সবার অগ্রগামী। যদি কিতাব পাঠে সকলেই সমান হয়, তবে সে ইমামতি করবে যে আগে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সকলেই সমান হয়, তবে বয়সে যে বড়, সে ইমামতি করবে। তোমাদের কেউ অন্য কারো ঘরে কিংবা অন্য কারো কর্তৃত্বের স্থানে ইমামতি করবে না এবং অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে তার আসনে বসবে না।

১৪.৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّ قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُّوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

১৪০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম। আমরা সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। আমরা বিশ দিন তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের জন্য উদগ্রীব আছি। তিনি আমাদের পরিজনদের কাকে কাকে রেখে এসেছি জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে তা জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে অবস্থান কর। আর তাদের শিক্ষা দাও ও সৎকাজের আদেশ কর। আর যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সালাতের ইমামতি করবে।

১৪১. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِّ بَيْعُ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَاسٍ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ وَاقْتَصَا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِنَهْوِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةٍ .

১৪১০. আবু'র রাবী আয-যাহরানী, খালফ ইব্ন হিশাম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস আবু সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কয়েকজন লোকসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম। আর আমরা সকলেই সমবয়সী যুবক ছিলাম। পরবর্তী অংশ ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ।

১৪১১- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبُ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَادْنَا ثُمَّ اقِيمَا وَلِيَامُكُمَا أَكْبَرُ كَمَا .

১৪১১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র)..... মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আমার একজন সাথীসহ এলাম। আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে ফিরে যেতে চাইলাম, তখন তিনি আমাদের বললেন, যখন সালাতের সময় হয়, তখন আযান দিও; তারপর ইকামত দিও। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে ইমামতি করবে।

১৪১২- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَذَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ .

১৪১২. আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র).....খালিদ আল-হায্যা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, হায্যা (র) বলেছেন, তারা উভয়ে কুরআন পাঠে প্রায় সমান ছিলেন।

৪৯. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ .

৪৯. পরিচ্ছেদ : যখন মুলমানদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন সকল সালাতে ‘কুনূতে নাযিলা’ পাঠ মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গ

১৪১৩- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَاهُ رِيرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَيْنِ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَا شَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَشَدُّ وَطْأً تَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسَنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنِ لِحَيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ بَلَّغْنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ . »

১৪১৩. আবুত তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র).....আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাতে কিরা'আত শেষ করতেন ও তাকবীর বলতেন এবং (রুকু থেকে) মাথা উঠাতেন, তখন “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদা” “রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ” বলতেন। পরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা ইব্ন হিশাম এবং আয়্যাশ ইব্ন আবু রাবী‘আকে মুক্তি দাও এবং অন্যান্য দুর্বল মু‘মিনদের নাজাত দাও। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর কাঠের শাস্তি অবতীর্ণ কর। তাদের উপর

ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। হে আল্লাহ! লা'নত কর লিহ্যান, রি'ল, যাকওয়ানের উপর এবং উসায়্য গোত্রের উপরও, যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। কিন্তু পরে আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি লা'নত করা বাদ দিয়েছেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.

“আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন না শাস্তি দেবেন তা আপনার ইখতিয়ারভুক্ত নয়; তারা নিশ্চয়ই যালিম।”

১৪১৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسَنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

১৪১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, “হে আল্লাহ! তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের বছরগুলোর অনুরূপ দুর্ভিক্ষ আপতিত কর।” কিন্তু তিনি এর পরের অংশ বর্ণনা করেন নি।

১৪১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَخْضَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَاتَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا.

১৪১৫. মুহাম্মদ ইবন মিহরান আর-রাযী (র)..... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে রুকু'র পর একমাস ব্যাপী কুনূত পড়েছেন। ‘সামি’ আল্লাহ লিমান হামিদা’ বলার পর কুনূতে তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদকে মুক্তি দাও; হে আল্লাহ! সালামা ইবন হিশামকে নাজাত দাও; হে আল্লাহ! আয়্যাশ ইবন আবু রাবী'আকে মুক্তিদান কর; হে আল্লাহ! অত্যাচারিত দুর্বল মু'মিনদের মুক্তি দাও; হে আল্লাহ! ‘মুদার’ গোত্রের শাস্তি কঠোর কর। হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ)-এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, পরে আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ ছেড়ে দিয়েছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের (নির্যাতিত মু'মিনদের) জন্য দু'আ করা ছেড়ে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (র) বললেন, বলা হলো, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তারা এসে গেছে। (অর্থাৎ কাফিরগণ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নির্যাতিত মুসলিমগণ মুক্তি পেয়ে মদীনায়ে এসে গেছে)।

১৪১৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ كَسَنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

১৪১৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করছিলেন। তিনি 'সামি আল্লাহ লিমান হামিদা' বললেন, তারপর সিজদা করার আগে বললেন : হে আল্লাহ! আয়্যাশ ইব্ন আবু রাবী'আকে (কাফিরদের হাত থেকে) মুক্তি দান কর। অতঃপর আওয়াঈর হাদীসের অনুরূপ..... ইউসুফ (আ)-এর সময়ের বছরগুলোর মত দুর্ভিক্ষ নাযিল কর' পর্যন্ত বর্ণনা করেন; কিন্তু এর পরের অংশটি বর্ণনা করেন নি।

১৪১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا قُرْبَنَ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةَ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

১৪১৭. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)..... আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র), আবু হুরায়রা (র)-কে বলতে শোনেন যে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের অনুরূপ চিত্র পেশ করব। সুতরাং আবু হুরায়রা (রা) যোহর, ইশা ও ফজরের সালাতে 'কুনূত' পড়তেন। এতে মুসলমানদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতেন।

১৪১৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بَيْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِجْلِ وَذَكَوَانَ وَلِحِيَّانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ أَنَسُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ قَتَلُوا بَيْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأَ نَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ « أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ » .

১৪১৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বির-ই মা'উনার মুবািল্লিগদের হত্যাকারীদের প্রতি ক্রমাগত ত্রিশ দিন ফজরের সালাতে বদ দু'আ করেছেন। তিনি বদ-দু'আ করতেন বিল, যাকওয়ান ও লিহয়ান গোত্রের প্রতি এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতিও, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। আনাস (রা) বলেন, বির-ই মা'উনায় শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা

কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। আর আমরা সেই আয়াতটি পাঠ করতাম, অবশেষে তা মানসুখ হয়ে যায়। আয়াতটি হলো : “أَن بَلَّغُوا قَوْمَنَا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرْضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ” : “আমার কাওমের কাছে সংবাদ পৌছে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছি; তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আমরাও তাঁর প্রতি খুশি।”

১৪১৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسَ هَلْ قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا .

১৪১৯. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রুকু করার পর কিছু সময়।

১৪২০- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَلِلْفُظِّ لَابْنُ مُعَاذٍ قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِجْلِ وَذَكَوَانَ وَيَقُولُ عُصِيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

১৪২০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আল-আনবারী, আবু কুরায়ব, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে রুকু পরে এক মাস কুনূত পাঠ করেছেন। রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের উপর বদদু'আ করেছেন। উসায়্যা গোত্র সম্পর্কে বলেছেন, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করেছে।

১৪২১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُبُنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصِيَّةِ .

১৪২১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে রুকু পরে এক মাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেছেন। উসায়্যা গোত্রের উপর বদদু'আ করেছেন।

১৪২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ إِنَّمَا قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَنْاسٍ قَتَلُوا أَنْاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ .

১৪২২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি রুকূর আগে না পরে? তিনি বললেন, রুকূর আগে। আসিম (র) বলেন, আমি বললাম, লোকেরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূর পরে কুনূত পাঠ করেছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রুকূর পরে) একমাস কুনূত পাঠ করেছেন, তিনি সেই সমস্ত লোকের প্রতি বদদু'আ করেছেন, যারা তাঁর একদল সাহাবীকে হত্যা করেছিল, যাদেরকে 'কারী' বলা হতো।

১৪২৩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الذِّبْنَ أُصِيبُوا يَوْمَ بَيْتْرِ مَعُونَةَ كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَاءَ فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ

১৪২৩. ইবন আবু উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন সারিয়্যার (বাহিনীর) সম্বন্ধে এত বেশি দুঃখিত হতে দেখি নি। যতখানি দুঃখিত হয়েছিলেন সেই সত্তরজন সাহাবীর জন্য যাদের 'বির-ই মা'উনা'র দিন শহীদ করা হয়েছিল, তাঁদের 'কারী' বলা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হত্যাকারীদের এক মাস ধরে বদদু'আ করতে থাকলেন।

১৪২৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

১৪২৪. আবু কুরায়ব এবং ইবন আবু উমর (র)..... আনাস (রা) উক্ত হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ কারও অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

১৪২৫- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بَنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ.

১৪২৫. আমর আন নাকিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি লা'নত করেন রি'ল ও যাক্বওয়ান গোত্রের প্রতি এবং উসায়্যা গোত্রের প্রতি-যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

১৪২৬- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১৪২৬. আমর আন-নাকিদ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

১৪২৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। এতে তিনি আরবের কয়েকটি গোত্রের উপর বদ্ দু'আ করেন। অতঃপর তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

১৪২৮. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

১৪২৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও মাগরিবে কুনূত পাঠ করতেন।

১৪২৯. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ .

১৪২৯. ইবন নুমায়র (র)..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর ও মাগরিবে 'কুনূত' পাঠ করেছেন।

১৪৩০. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ اللَّهِ الْعَنُ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ .

১৪৩০. আবুত তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারাহ আল-মিসরী (র)..... খুফাফ ইবন ঈমা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি লানত করুন বনু লিহ্যান, রি'ল ও যাকওয়ানকে এবং উসায়্যাকে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন এবং আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদের নিরাপত্তা দান করুন।

১৪৩১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ خُفَّافٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خُفَّافُ بْنُ إِيمَاءٍ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ الْعَنُ بَنِي لِحْيَانَ وَالْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا قَالَ خُفَّافٌ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكُفْرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

১৪৩১. ইয়াহইয়া ইবন আযুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... হারিস ইবন খুফাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুফাফ ইবন ঈমা (র) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করে মাথা উঠানোর পর বলেন : গিফার,

আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন; আসলাম, আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা দান করুন। আর উসায়্যা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করেছে। হে আল্লাহ্! বনু লিহ্যানের প্রতি লানত কর এবং রিল ও যাকওয়ানের প্রতি লানত কর। তারপর নবী ﷺ সিজ্দায় যান। খুফাফ (র) বলেন, এ কারণে কাফিরদের লানত দেওয়া হয়।

১৪৩২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءٍ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكُفْرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

১৪৩২. ইয়াহইয়া ইবন আয়্যুব (র)..... খুফাফ ইবন ঈমা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে 'এ কারণে কাফিরদের লানত কার হয়' উল্লেখ করেন নি।

৫০- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا.

৫০. পরিচ্ছেদ : কাযা সালাত আদায় এবং কাযার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

১৪৩৩- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَأْسِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَأْسِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ لَهُمْ اسْتَيْقَظَ فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَّاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَأُهَا لِلذِّكْرِ .

১৪৩৩. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাত্রে সফর করলেন। অবশেষে যখন তাঁর তন্দ্রা পেল, তখন তিনি শেষরাত্রে (একস্থানে) মনযিল করলেন এবং বিলাল (র)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি আমাদের জন্য এ রাতের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তারপর বিলাল (রা) সালাত আদায় করেন যা তাঁর ভাগ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) ঘুমিয়ে পড়েন। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে বিলাল (রা) পূর্বদিকে মুখ করে তাঁর বাহনের উপর হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। বিলালের চোখ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তখন তিনি তাঁর সওয়ারীতে হেলান দেয়া অবস্থায়ই ছিলেন।

ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ, বিলাল (রা) বা সাহাবীদের কেউই জাগলেন না, যতক্ষণ না সূর্যের কিরণ তাঁদের উপর পতিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম জাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পেরেশান হয়ে ডাক দিলেন, হে বিলাল! বিলাল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আপনার আত্মা যিনি ধরে রেখেছেন, আমার আত্মাও তিনি ধরে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সওয়ারীগুলোকে এখান থেকে নিয়ে চল। তারপর কিছু দূর নেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করলেন এবং বিলাল (রা)-কে আদেশ দিলেন। তিনি সালাতের ইকামত দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যদি সালাত ভুলে যায়, তবে স্মরণমাত্র যেন আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِی "আমার স্মরণে সালাত কয়েম কর"। ইউনুস (র) বলেন, এর স্থলে ইবন শিহাব لِلذِّكْرِی পাঠ করতেন।

১৪২৪-وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَأْخُذَ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ يَعْقُوبُ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

১৪৩৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা একবার শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা জাগতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সকলেই নিজ সাওয়ারীর মাথায় ধরে নিয়ে চল। কেননা এই মনযিলে আমাদের কাছে শয়তান এসে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তা-ই করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি আনিয়ে উযু করলেন এবং দু'টি সিজদা করলেন; আর ইয়াকুব (র) বলেন, দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর সালাতের ইকামত দেয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন।

১৪৩৫-وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا فَاَنْطَلِقَ النَّاسُ لَا يَلُؤِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَاتَّيَتْهُ فِدْعَمَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فِدْعَمَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحْرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَى حَتَّى كَادَ

يَنْجِفِلُ فَاتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةً رَكِبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَرَعَيْنَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسَرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعَا بِمِيضَاءٍ كَانَتْ مَعِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وَضُوءًا دُونَ وَضُوءٍ قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَاءَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَآكَفَارَةً مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا لَكُمْ فِي أُسُوءَةٍ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ يَرْشُدُوا قَالَ فَاَنْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمَى كُلُّ شَيْءٍ وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلَكْنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لَاهُكَ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا لِي غُمْرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَاءِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعُدْ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَاءِ تَكَابَّوْا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيَرَوِي قَالَ فَفَعَلُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَابَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي اشْرَبْ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ أُخِرُهُمْ شَرِبًا قَالَ فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامَيْنِ رِوَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِبَاحٍ إِنِّي لَأَحَدُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي أَحَدُ الرُّكَبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

قَالَ قُلْتُ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ حَدَّثْتُ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ قَالَ فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَاشَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ .

১৪৩৫. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ভাষণে আমাদেরকে বললেন, তোমরা চলতে থাক অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ইনশ'আল্লাহ্ আগামীকাল সকালে পানির নিকট পৌঁছে যাবে। তারপর লেকেরা এমনভাবে পথ চলতে লাগল যে, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছিল না। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এভাবে চলছিলেন। এমনকি অর্ধরাত হয়ে গেল, আমি তাঁর পাশে ছিলাম। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তন্দ্রা পেল। তিনি সওয়ারীর উপর থেকে হেলে পড়লেন। আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে না জাগিয়ে ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তারপর চলতে থাকলেন। অবশেষে রাতের বেশি অংশ গত হলে তিনি সওয়ারীর উপর আবার একদিকে ঢুলতে লাগলেন। আমি তাঁকে না জাগিয়ে আবার ঠেস দিলাম। ফলে তিনি সওয়ারীর উপর সোজা হয়ে গেলেন। তারপর আবার চলতে লাগলেন। যখন সাহরীর শেষ সময় এলো, তখন তিনি পূর্বের দু'বারের চাইতে এত অধিক ঢুলে পড়লেন যে, প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আবার ঠেস দিলাম। তিনি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, এই কে? আমি বললাম, আবু কাতাদা। তিনি বললেন, তুমি কখন থেকে এভাবে আমার সাথে চলেছ? আমি বললাম, সারা রাত ধরে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে হিফায়ত করুন, যেহেতু তুমি আল্লাহ্র নবীকে হিফায়ত করেছ। তারপর বললেন, তোমার কি মনে হয়? আমরা কি লোকদের থেকে আড়ালে পড়ে গেছি? তিনি আবার বললেন, কাউকে কি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, এই একজন সওয়ার। আবার বললাম, এই আর একজন সওয়ার। এরূপ আমরা সাতজন সওয়ারী একত্রিত হলাম। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তা থেকে একটু সরে গেলেন এবং (আরাম করার জন্য) মাথা রাখলেন তারপর বললেন, তোমরা আমাদের সালাতের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অতঃপর যারা জাগলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। রোদ তাঁর পিঠ স্পর্শ করছিল। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমরা সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমরা আরোহণ কর। আমরা আরোহণ করলাম এবং চলতে লাগলাম। এমনকি সূর্য যখন উপরে উঠলো, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং উযূর পানির পাত্র চাইলেন, যেটি আমার কাছে ছিল এবং তাতে অল্প পানি ছিল। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পানি থেকে ভালভাবে উযূ করলেন। তিনি বলেন, তাতে কিছু পানি অবশিষ্ট রইল। তারপর আবু কাতাদা (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের জন্য তোমার এ উযূর পাত্রটি হিফায়তে রাখ। শীঘ্রই তা থেকে বিরাট ঘটনা প্রকাশ পেতে পারে। তারপর বিলাল (রা) সালাতের আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ফজরের দু'রাক'আত (ফরয) আদায় করলেন। অন্যান্য দিনে যেমনভাবে আদায় করতেন, আজও সেভাবেই আদায় করলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমরা সওয়ার হয়ে চললাম। তিনি বলেন, আমরা একে অপরকে চুপে চুপে বলতে লাগলাম, আমরা সালাতের ব্যাপারে যে ক্রটি করেছি, তার কাফ্ফারা কি হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য আদর্শ নেই? তারপর বললেন, ঘুমের ভেতর কোন শৈথিল্য-দোষ নেই। শৈথিল্য-দোষ তার, যে সালাত আদায় করে না, এমনকি অন্য সালাতের সময় এসে পড়ে। কারো যদি এরূপ হয়, তবে তার উচিত সজাগ হওয়ামাত্র তা আদায় করে নেয়া। তারপর যখন দ্বিতীয় দিন আসবে, তখন যেন ঠিক সময়

মত সেই সালাত আদায় করে। তারপর বললেন, লোকেরা কি করছ বলে তোমরা মনে কর? অতঃপর নিজেই বললেন, “ভোর হলে লোকেরা তাদের নবীকে দেখতে পেল না। আবু বকর ও উমর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনেই রয়েছেন। তিনি তোমাদের পেছনে ফেলে যেতে পারেন না। আর অন্যরা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চয়ই তোমাদের সামনে রয়েছেন। তারা আবু বকর (রা) ও উমর (রা) ﷺ-এর কথা মেনে নিলেই ঠিক করত। আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমরা দুপুরের দিকে তাদের কাছে পৌঁছলাম। তখন সকল কিছু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। লোকেরা বলতে লাগল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিপাসায় আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ধ্বংস হবে না। তারপর বললেন, আমার পেয়ালাটি আন। তিনি বলেন, তারপর সেই উযুর পানির পাত্রটি তলব করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে পানি ঢাললেন। আর আবু কাতাদা (রা) লোকদের পান করাতে লাগলেন। লোকেরা পাত্রের পানি দেখে এতই ভীড় করল যে, সকলেই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখ। তোমরা সকলেই তৃপ্তি লাভ করবে। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তারা তাই করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি ঢালতে লাগলেন। আর আমি তাদের পান করাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ বাদ রইল না। আবু কাতাদা (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি ঢেলে আমাকে বললেন, তুমি পান কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি পান করার আগে আমি পান করব না। তিনি বললেন, যে লোকদের পানি পান করায়, সে সকলের শেষেই পান করে। তিনি বলেন, আমি পানি পান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করলেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, লোকেরা পানি পান করল আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে। রাবী বলেন, [আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনাকারী রাবী] আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি জামে মসজিদে এই হাদীসটি বর্ণনা করছিলাম। এমন সময় ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বললেন, হে যুবক! তুমি ভেবে দেখ, তুমি কী বলছ। কেননা আমি সে রাতে একজন আরোহী ছিলাম। আমি বললাম, নিশ্চয়ই আপনি হাদীসটি অধিক জানেন। তিনি বললেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, আনসার। তিনি বললেন, তবে তুমি বর্ণনা কর। কারণ তোমাদের ঘটনা তোমরাই ভাল জান। তারপর আমি পূর্ণ হাদীসটি লোকদের কাছে বর্ণনা করলাম। ইমরান (রা) বললেন, আমি সেই রাতে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু তুমি যেভাবে মনে রেখেছ অন্য কেউ এভাবে মনে রেখেছে বলে আমার জানা নেই।

১৬২৬- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ زَرِيرٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ ارْتَحِلُوا فَسَارَبْنَا حَتَّى إِذَا أَبْيَضَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَأَعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَيَمَّمْتُ بِالصَّعِيدِ فَصَلَّى ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رُكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ

الْمَاءِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَمْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رَجُلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ أَيُّهَا أَيُّهَا لَأَمَاءَ لَكُمْ قُلْنَا فَكُم بَيْنَ أَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ مَسِيرَةٌ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُمْلِكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنَا وَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوْتِمَةٌ لَهَا صَبِيَّانُ أَيْتَامٌ فَأَمَرَ بِرَأْوِيَّتِهَا فَأَنْيَخَتْ فَمَجَّ فِي الْعِزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ ثُمَّ بَعَثَ بِرَأْوِيَّتِهَا فَشَرَبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عَطَاشٌ حَتَّى رَوَيْنَا وَمَلَأْنَا كُلَّ قَرِيبَةٍ مَعَنَا وَادَاءَةً وَغَشَلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ (يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ) ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسْرٍ وَتَمْرٍ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَاطْعِمِي هَذَا عِيَالَكَ وَأَعْلِمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْ مَائِكَ فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذِيَّتْ وَذِيَّتْ فَهَدَى اللَّهُ ذَالِكَ الصَّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَاسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

১৪৩৬. আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর আদ-দারিমী (র).....ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা রাতে পথ চলতে ছিলাম। যখন প্রভাতের কাছাকাছি সময় হল তখন আমরা মনযিল করলাম। আমাদের চোখ বুজে গেল, এমনকি সূর্য উঠে গেল। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে আবু বাকর (রা) সর্বপ্রথম জেগে উঠলেন। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, যখন নবী ﷺ ঘুমাতে তখন তাঁর ঘুম থেকে তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না তিনি নিজে জেগে উঠতেন। এরপর উমর (রা) জেগে উঠলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়া দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তাক্বীর দিতে লাগলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি মাথা তুলে দেখতে পেলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা চল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে চললেন। যখন সূর্যের আলো পরিষ্কার হয়ে গেল তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। লোকদের মধ্য থেকে একজন আলাদা রইল। সে আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করল না। সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! কি সে তোমাকে আমাদের সাথে সালাত আদায় থেকে বিরত রাখল? সে বলল, ইয়া নবী আল্লাহ! আমি জুנוবী হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাটিদ্বারা তায়াম্মুমের আদেশ করলেন। সে মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন আরোহীসহ আমকে পানির তালাশে আগে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হয়েছিলাম। আমরা যখন পথ চলছিলাম, তখন আমরা এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। সে উটের পিঠে দু'টি পানির মশকের মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায় আছে? সে বলল, অনেক অনেক দূরে, তোমরা পানি পাবে না। আমরা বললাম, তোমার বাড়ি থেকে পানির স্থানের দূরত্ব কতটুকু? সে বলল, একদিন ও একরাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলো। সে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কী? আমরা তার সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললাম এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নিয়ে গেলাম। তিনিও তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে তাঁর কাছেও সেরূপই বলল, যেমন আমাদের

فِي شَفْرِ فَعْرَسَ بَلِيلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَقِهِ.

১৪৩৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সফরে থাকতেন এবং তখন শেষরাতে নিদ্রা যেতেন, তখন ডান কাতে শুতেন। আর যখন ভোরের পূর্বক্ষণে নিদ্রা যেতেন, তখন বাহু খাড়া করে হাতের উপর মাথা রাখতেন।

১৪৩৯- قَالَ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

১৪৩৯. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায়, স্মরণ হওয়ামাত্র সে তা আদায় করে নেবে। এ ছাড়া তার কোন কাফ্যারার প্রয়োজন নেই। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।'

১৪৪০- وَحَدَّثَنَا هُيَّاحُ بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

১৪৪০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটিতে 'এ ছাড়া তার কোন কাফ্যারার প্রয়োজন নাই' অংশটি উল্লেখ করেন নাই।

১৪৪১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

১৪৪১. মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি সালাতের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে এর কাফ্যারা হলো স্মরণ হওয়ামাত্র তা আদায় করে নেয়া।

১৪৪২- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

১৪৪২. নাসর ইব্ন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে তার স্মরণ হওয়ামাত্রই তা আদায় করে নেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার স্মরণে সালাত আদায় কর।'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

অধ্যায় : মুসাফিরের সালাত ও তার কসর

১-بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

১. পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের সালাত এবং তার কসর

১৪৪৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَتُ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

১৪৪৩. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় সালাত দু'দু'রাক আত ফরয করা হয়েছিল। পরে সফরের সালাত ঠিক রাখা হলো কিন্তু মুকিমের সালাতে বৃদ্ধি করা হলো।

১৪৪৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّ مَلَّةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأَقْرَتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى.

১৪৪৪. আবু তাহির (র) ও হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন সালাত ফরয করেছিলেন, তখন দু'রাক আত ফরয করেছিলেন। এরপর মুকিমের সালাত পূরা করেন কিন্তু সফরের সালাত প্রথম ফরযের অবস্থায়ই রাখা হয়।

১৪৪৫- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَتُ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تَتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

১৪৪৫. আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সালাত প্রথমে দু' রাক'আত ফরয করা হয়েছিল; এরপর সফরের সালাত ঠিক রাখা হলো এবং মুকিমের সালাত পুরা করা হলো। যুহরী (র) বলেন, আমি উরওয়া'কে জিজ্ঞেস করলাম আয়েশা (রা) যে সফরে সালাত পূর্ণ করেন, এর কারণ কী? তিনি বললেন, তিনি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন, যেমনভাবে উসমান (রা) ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছিলেন।

১৪৪৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ مَنْ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا" فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

১৪৪৬. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, (আল্লাহ তা'আলা বলেছেন) “যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে, তবে সালাত সংক্ষেপ করে পড়তে কোন দোষ নেই” কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপদ। উমর (রা) বললেন, তুমি যাতে বিস্মিত হয়েছ, আমিও তাতে বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি সদকা। তোমরা তাঁর সদকাটি গ্রহণ কর।

১৪৪৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

১৪৪৭. মুহাম্মাদ ইব্ন আবু বাক্র আল-মুকাদ্দামী (র)..... ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমি উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম। অতঃপর ইব্ন ইদরীসের হাদীসের অনুরূপ।

১৪৪৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১৪৪৮. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র), সাঈদ ইব্ন মানসূর (র), আবুর রবী (র) ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুকিমের জন্য চার রাক'আত মুসাফিরের জন্য দু' রাক'আত এবং শংকিত অবস্থায় এক রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

১৬৪৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدِ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْذَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১৪৪৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ও আমরুন নাকিদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর ভাষায় মুসাফিরের উপর দু' রাক'আত, মুকীমের উপর চার রাক'আত এবং ভয়ের অবস্থায় এক রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

১৬৫০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصَلَّى إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أَصِلْ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

১৪৫০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ও ইবন বাশ্শার (র)..... মুসা ইবন সালামা আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যখন মক্কায় থাকি এবং ইমামের সঙ্গে সালাত আদায়ের সুযোগ না পাই, তখন কিরূপ সালাত আদায় করব? তিনি বললেন, দু' রাক'আত। এটিই আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুনাত।

১৬৫১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৫১. মুহাম্মদ ইবন মিনহাল আদ-দারীর (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... কাতাদা (রা) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬৫২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَاصِمٍ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ قِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلُهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ التِّفَافَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَا تَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى

قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ".

১৪৫২. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... ঈসা ইব্ন হাফস ইব্ন আসিম ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার রাস্তায় আমি ইব্ন উমরের সহচর হলাম। তিনি আমাদের যোহরের সালাত দু' রাক'আত পড়ালেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হলাম। তারপর তিনি তাঁর মনযিলে এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম। এরপর যে স্থানে তিনি সালাত আদায় করেছিলেন, সে স্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি দেখলেন কিছু লোক দাঁড়ান। তিনি বললেন, তারা সেখানে কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল সালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, আমি যদি নফল আদায় করতাম, তাহলে আমি আমার সালাত (ফরয)-কেই পূর্ণ করতাম। হে ভ্রাতাপুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে থেকেছি। কিন্তু ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আমি আবু বাক্র (রা)-এর সঙ্গেও থেকেছি, তিনিও তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আমি উমর (রা)-এর সঙ্গেও ছিলাম। তিনিও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত পড়েননি। আমি উসমান (রা)-এরও সঙ্গে ছিলাম। তিনিও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু' রাক'আতের অতিরিক্ত আদায় করেননি। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।”

১৪৫৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَا تَمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

১৪৫৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... হাফস ইব্ন আসিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। ইব্ন উমর (রা) আমাকে দেখতে আসেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে সফরে সুন্নাত সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, কিন্তু তাঁকে কখনো সুন্নাত আদায় করতে দেখি নি। যদি আমি সুন্নাত পড়তাম তাহলে আমি (ফরয) সালাতকেই পূর্ণভাবে আদায় করতাম। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।”

১৪৫৪- وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْعَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৪. খাল্ফ ইব্ন হিশাম (র), আবুর রাবী আয-যাহরানী (র), কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), যুহায়র ইব্ন হারব (র), ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেন এবং যুল-হুলায়ফায় আসরের সালাত দু' রাক'আত আদায় করেন।

১৪৫৫- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৫. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মদীনায় যোহরের সালাত চার রাক'আত আদায় করেছি। আর যুল-হুলায়ফায় তাঁর সঙ্গে আসরের সালাত দু' রাক'আত পড়েছি।

১৪৫৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنْأِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قَرَّاسِيخَ (شُعْبَةُ الشَّامِ) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৪৫৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইয়াহুয়া ইব্ন ইযায়ীদ আল-হুনাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট সালাত কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিন মাইল অথবা (রাবী শু'বার সন্দেহ) তিন ফারসাখ দূরত্বে বের হতেন, তখন দু' রাক'আত পড়তেন।

১৪৫৭- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةِ عَشَرَ مِيلًا أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

১৪৫৭. যোহায়র ইব্ন হারব (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... যুহায়র ইব্ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুরাহ্বিল ইবনুস সিম্ত (র)-এর সঙ্গে একটি গ্রামের দিকে রওনা দিলাম, যা সতের বা আঠার মাইলের মাথায় অবস্থিত। তারপর তিনি দু' রাক'আত সালাত পড়লেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি উমর (রা)-কে দেখেছি, তিনি যুল-হুলায়ফায় দু' রাক'আত পড়েছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে রূপ করতে দেখেছি, সে রূপই করছি।

১৪৫৮- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَنْ ابْنِ السَّمُطِ وَلَمْ يُسَمَّ شَرْحَبِيلَ وَقَالَ إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دَوْمَيْنُ مِنْ حِمَصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ مِيلًا.

১৪৫৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, ইবন সিমত থেকে তিনি শুরাহবীলের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি যে গ্রামটিতে গিয়েছিলেন, সেটি ছিল হিমসের অন্তর্ভুক্ত দুমীন, সেটি আঠার মাইলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

১৪৫৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا.

১৪৫৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া তামিমী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিলাম। সেই সফরে তিনি মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত দু' রাক'আত করে সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন।

১৪৬০- وَحَدَّثَنَا هُشَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

১৪৬০. কুতায়বা (র) ও আবু কুরায়ব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে হুশায়মের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪৬১- وَحَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

১৪৬১. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১৪৬২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ

১৪৬২. ইবন নুমায়র (র) ও আবু কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় হজ্জের কথা উল্লেখ করেন নি।

২-بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِمِنَى

২. পরিচ্ছেদ : মিনায় সালাত কসর করা

১৪৬৩- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنَى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا.

১৪৬৩. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনা ও অন্যান্য জায়গায় মুসাফিরের সালাত হিসেবে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেন। আবু বাক্র (রা) এবং উমর (রা)-ও দু' রাক'আত পড়েন। উসমান (রা) তাঁর খিলাফকের প্রথমদিকে দু' রাক'আত পড়েন। পরে তিনি চার রাক'আত পুরা করেন।

১৪৬৪- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنَى وَلَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ.

১৪৬৪. যুহায়র ইবন হার্ব (র), ইসহাক ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় মিনার কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু 'অন্যান্য স্থানে' শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

১৪৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

১৪৬৫. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর আবু বাক্র (রা) এবং আবু বাক্রের পর উমর (রা)-ও দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথমদিকে দু' রাক'আত পড়েছেন। পরবর্তী সময় উসমান (রা) চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। ইবন উমর (রা) যখন ইমামের সঙ্গে পড়তেন, তখন চার রাক'আত পড়তেন, যখন একাকী পড়তেন তখন দু' রাক'আত পড়তেন।

১৪৬৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْةُ ابْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৬৬. ইবনুল মুসান্না (র), উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র), আবু কুরায়ব (রা) ও ইবন নুমায়র (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

১৪৬৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ خُبَيْبٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمِنَى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ قَالَ سِتِّ سِنِينَ قَالَ حَفْصٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ أَيْ عَمَّ لَوْ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ لَأَتَمَمْتُ الصَّلَاةَ.

১৪৬৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মিনায় মুসাফিরের সালাত আদায় করেন। আর আবু বাকর (রা), উমর (রা) ও উসমান (রা) (তাঁর খিলাফতের) আট বছর অথবা ছয় বছর পর্যন্ত সফরের সালাত আদায় করেন। হাফস (র) বলেন, ইবন উমর (রা) মিনায় দু' রাক'আত পড়তেন। তারপর বিছানায় ফিরে আসতেন। আমি বললাম, হে চাচাজান! আপনি যদি এরপর আরো দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন (তাহলে ভাল হতো)। তিনি বললেন, আমি যদি তা করতাম, তাহলে ফরয সালাতই পূর্ণ করতাম।

১৪৬৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ بِمِنَى وَلَكِنْ قَالََا صَلَّى فِي السَّفَرِ.

১৪৬৮. ইয়াহয়া ইবন হাবীব (র) ও ইবনুল মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ হাদীসে মিনার কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু “সফরে সালাত আদায় করেন” বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

১৪৬৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانَ بِمِنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ.

১৪৬৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনায় আমাদের নিয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এই কথাটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট বলা হলে, তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি; আবু বাকর (রা)-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত

সালাত আদায় করেছি। উমর (রা)-এর সঙ্গেও মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। চার রাক'আতের স্থলে আমার ভাগ্যে যদি গ্রহণযোগ্য দু' রাক'আতই থাকত!

১৪৭০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৪৭০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র), আবু কুরায়ব (র), উসমান ইবন আবু শায়বা (র), ইসহাক (র) ও ইবন খাশরাম (র)..... আ'মাশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪৭১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى أَمِنْ مَكَانِ النَّاسِ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ.

১৪৭১. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র) ও কুতায়বা (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহ্ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছি। অথচ সে সময় লোকজন সর্বাধিক সংখ্যক ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ছিল।

১৪৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهَبٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (قَالَ مُسْلِمٌ) حَارِثَةُ بْنُ وَهَبٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأُمِّيِّ.

১৪৭২. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহ্ব খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় সালাত আদায় করেছি। সে সময় বহু লোকের সমাগম ছিল। তিনি বিদায় হজ্জে দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হারিসা ইবন ওয়াহ্ব আল-খুযাঈ (র) ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবন উমর ইবনুল খাত্তাবের বৈপিত্রেয় ভাই।

২- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الرَّحَالِ فِي الْمَطَرِ

৩. পরিচ্ছেদ : বৃষ্টির দিনে ঘরে সালাত আদায় করা

১৪৭৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَدَّانَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ الْأَصْلُوهَا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ.

১৪৭৩. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) ঠাণ্ডা ও ঝড়ের রাতে আযান দেন। পরে বলেন, তোমরা (নিজ নিজ) ঘরে সালাত আদায় কর। তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও বৃষ্টি ঠাণ্ডার রাতে মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিতেন যেন সে বলে দেয় যে, “তোমরা তোমাদের অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও।”

১৪৭৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.

১৪৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ঠাণ্ডা ও ঝড়বৃষ্টির রাতে আযান দেন এবং তিনি তাঁর আযানের শেষে বলেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও। অবস্থানস্থলে সালাত আদায় করে নাও। তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে ঠাণ্ডা বা বাদলা রাতে মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিতেন, সে যেন বলে দেয় যে, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে ফেল।

১৪৭৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدْ ثَانِيَةً أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

১৪৭৫. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি দাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং বলেন, ‘তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করে নাও। তিনি ইব্ন উমর (রা)-এর উক্তি ‘অবস্থানস্থলে সালাত আদায় করে নাও’ কথাটির পুনরাবৃত্তি করেননি।

১৪৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمَطَرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.

১৪৭৬. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র) ও আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম। তারপর আমরা বৃষ্টিতে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা, সে নিজ অবস্থানে সালাত আদায় করতে পারে।

১৪৭৭- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَاتَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ
عَزَمْتُ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطَّيْنِ وَالِدَّخْصِ.

১৪৭৭. আলী ইব্ন হুজর আস-সাদী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়াযযিনকে বললেন, যখন ‘আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ ও ‘আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলবে, তারপর ‘হায়া আলাস্ সালাহ্’ (‘সালাতের দিকে আসা’) না বলে বলবে, তোমরা তোমাদের ঘরে ঘরে সালাত আদায় কর। এই আদেশ শুনে লোকেরা যেন তা নাপসন্দ করল। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছে? এটি তো তিনিই করেছেন যিনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। যদিও জুমু‘আর সালাত ফরয, তথাপি আমি তোমাদের কষ্টে ফেলা পসন্দ করি না যে, তোমরা কাদায়ুক্ত পিছল পথ হেঁটে আসবে।

১৪৭৮- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدَغٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ
وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ.

১৪৭৮. আবু কামিল জাহ্দারী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) কাদাপানির দিনে আমাদের খুত্বা দিয়েছেন। অতঃপর ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনায় জুমু‘আ শব্দটি উল্লেখ করেন নি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই কাজ তো তিনিই করেছেন, যিনি আমার চাইতে উত্তম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। আবু কামিল, আসিমের সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৪৭৯- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ (هُوَ الزُّهْرَانِيُّ) قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ النَّبِيَّ ﷺ.

১৪৭৯. আবু’র রাবী আতাকী যাহরানী (র)..... আয্যুব ও আসিম আহুওয়াল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত হাদীসে ‘অর্থাৎ নবী ﷺ’ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

১৪৮০- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ أَذِنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ
عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ وَقَالَ وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي
الدَّخْصِ وَالزَّلَلِ.

১৪৮০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মুয়াযযিন বৃষ্টির দিন জুমু'আর দিবসে আযান দেন। তারপর তিনি ইব্ন উলায়্যার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন এবং বললেন, পিচ্ছিল কদমের মধ্যে তোমাদের হেঁটে আসা আমি পসন্দ করি নি।

১৪৮১- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

১৪৮১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ষণ মুখর জুমু'আর দিনে তাঁর মুয়াযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। মা'মারের হাদীসে রয়েছে, বৃষ্টির দিনে জুমু'আর দিবসে উক্ত বর্ণনাকারীর অনুরূপ এবং মা'মারের হাদীসে এও রয়েছে, 'তা করেছেন আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ।

১৪৮২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

১৪৮২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) জুমু'আর দিবসে বৃষ্টির দিনে তাঁর মুয়াযযিনকে নির্দেশ দেন। তার পূর্বোক্ত বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪- بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

৪. পরিচ্ছেদ : সফরে সাওয়ারী জন্তুর উপর নফল সালাত আদায় বৈধ, জন্তুটি যদিকেই গমন করুক

১৪৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَدَّثَنَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

১৪৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের পিঠে নফল সালাত আদায় করতেন, উটের মুখ যদিকেই থাক না কেন।

১৪৮৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

১৪৮৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উষ্ট্রের পিঠে সালাত আদায় করতেন, উষ্ট্রী যদিকেই মুখ করে চলুক।

১৪৮৫- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِي يُرَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَتَمَّ وَجْهُهُ اللَّهُ.

১৪৮৫. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনা আসছিলেন, তখন তাঁর সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করেছেন, যদিকেই তাঁর মুখ ছিল। ইবন উমর (রা) বলেন, এ বিষয়ে নাযিল হয় : “যদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর দিক”।

১৪৮৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا إِلَّا سِتَادَ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَتَمَّ وَجْهُهُ اللَّهُ وَقَالَ فِي هَذَا نَزَلَتْ.

১৪৮৬. আবু কুরায়ব (র) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইবন মুবারক ও ইবন আবু যাইদা (র), ইবন নুমায়র (র) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা আর তারা সকলে আবদুল মালিক (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন মুবারক ও ইবন আবু যাইদা (র) বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, অতঃপর ইবন উমর (রা) তিলাওয়াত করেন..... فَأَيْنَمَا تُولَّوْا এবং তিনি বলেন, এই বিষয়েই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

১৪৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

১৪৮৭. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধার উপরে সালাত আদায় করতে দেখেছি যখন তিনি খায়বারের দিকে মুখ করেছিলেন।

১৪৮৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.

১৪৮৮. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... সাঈদ ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে মক্কার পথে যাচ্ছিলাম। সাঈদ (র) বলেন, যখন ভোর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন আমি

সাওয়ারী থেকে নেমে বিতর সালাত আদায় করলাম। তারপর ইবন উমরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, ফজর হওয়ার আশংকায় আমি নেমে বিতরের সালাত আদায় করেছি। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে কি তোমার জন্য আদর্শ নেই?” আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর বসে বিতর আদায় করতেন।

১৪৮৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

১৪৮৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করতেন, যদিকেই সে তাঁকে নিয়ে চলুক না কেন। আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র) বলেন, ইবন উমর (রা) তাই করতেন।

১৪৯০- وَحَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِرُ عَلَى رَأْسِهِ.

১৪৯০. ইসা ইবন হাম্মাদ মিসরী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাওয়ারীর উপর বিতর আদায় করতেন।

১৪৯১- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

১৪৯১. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাওয়ারীর উপর নফল আদায় করতেন, যদিকেই সে মুখ করুক না কেন এবং বিতরও তার উপর আদায় করতেন। তবে ফরয সালাত সাওয়ারীর উপর বসে আদায় করতেন না।

১৪৯২- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

১৪৯২. আমর ইবন সাওয়াদ (র) ও হারমালা (র)..... আমির ইবন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সফর অবস্থায় রাতে সাওয়ারীর পিঠে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন। যদিকেই সে মুখ করুক না কেন।

১৪৭৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ تَلَقَّيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَاكَ الْجَانِبِ (وَأَوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ) فَقُلْتُ لَهُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَفْعَلْهُ.

১৪৭৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... অনাস ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনাস ইবন মালিক (রা) যখন সিরিয়া থেকে আসলেন, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তাঁকে দেখলাম যে, তিনি গাধার উপর বসে সালাত আদায় করছেন এবং তাঁর মুখ ছিল এইদিকে (রাবী হাম্মাম ইঙ্গিত করলেন, কিবলার বাঁ দিকে)। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে কিবলার বিপরীতমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা করতে না দেখতাম, তবে আমি তা করতাম না।

৫- بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

৫. পরিচ্ছেদ : সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার বৈধতা

১৪৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

১৪৭৪. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত তখন মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

১৪৭৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

১৪৭৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। ইবন উমর (রা)-এর যখন তাড়াহুড়া থাকত, তখন পশ্চিমাকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং বলতেন, তাড়াহুড়ার সফরের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

১৪৭৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

১৪৭৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... সালিমের পিতা [ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেছি, যখন তাঁর সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

১৪৯৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .

১৪৯৭. হারমালা ইবন ইয়াহয়া (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তাঁর সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করতেন। পরে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

১৪৯৮- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১৪৯৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে সফর করতেন, তখন যোহরের সালাত আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর অবতরণ করে এ দুই সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর যদি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর রওনা দিতেন, তখন যোহরের সালাত আদায় করে সাওয়ার হতেন।

১৪৯৯- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ آخِرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

১৪৯৯. আমরুন নাকিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন যোহরের সালাত আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। এরপর উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন।

১৫০০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا عَجَلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ قِيَّجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

১৫০০. আবু তাহির (র) ও আমর ইবন সাওয়াদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন তিনি যোহরের সালাত আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। মাগরিবের সালাতে বিলম্ব করতেন এমনকি লালিমা অন্তিমিত হওয়ার সময় হলে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন।

৬-بابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

৬. পরিচ্ছেদ : মুকীম অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায়

১৫০১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

১৫০১. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ভয়-ভীতি ও সফর ছাড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহর ও আসরের সালাত এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।

১৫০২- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَامٍ جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

১৫০২. আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও আওন ইব্ন সাল্লাম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অথবা ভয়-ভীতি ছাড়াই মদীনাতে যোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এইরূপ করলেন? তিনি বললেন, তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, আমিও তেমনি ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর উম্মাতের কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

১৫০৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ.

১৫০৩. ইয়াহুয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধে সফরকালে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন।^১ সাঈদ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁকে তা করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছিল? তিনি বলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল উম্মাতকে কষ্টে না ফেলা।

১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি সালাত নিজ ওয়াক্তে প্রথম সালাত শেষ ওয়াক্তে এবং পরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করেছেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একত্রে আদায় করা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ একত্রে আদায় জায়েয।

১৫.৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

১৫০৪. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হই। সে সময় তিনি যোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন।

১৫.৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ.

১৫০৫. ইয়াহয়া ইবন হাবীব (র)..... মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধের সময় যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর এরূপ করার কারণ কি? তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর উম্মাতকে কষ্ট না দেওয়া।

১৫.৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَبِيبُ بْنُ أَبِي وَابُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ) قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كَى لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَيَلَّ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ.

১৫০৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা বৃষ্টি-বাদলা ছাড়াই মদীনাতে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাবী বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেন তিনি এরূপ করলেন? তিনি বললেন, যেন তাঁর উম্মাতের কোন কষ্ট না হয়। আবু মুআবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসে আছে, ইবন আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, এইরূপ করার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উম্মাতকে কষ্টে না ফেলা।

১৫০৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظْنُ أَنْهُ آخِرَ الظُّهْرِ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَآخِرَ الْمَغْرِبِ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ.

১৫০৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী-এর সঙ্গে আট রাক'আত একত্রে এবং সাত রাক'আত একত্রে আদায় করেছি। আমি বললাম, হে আবুশ শাসা! আমার মনে হয়, তিনি যোহরের সালাত বিলম্বে এবং আসরের সালাত ত্বরান্বিত করেছেন। অনুরূপভাবে মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে এবং ইশার সালাত ত্বরান্বিত করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমিও তাই মনে করি।

১৫০৮- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرِيُّ أَنِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

১৫০৮. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে আট রাক'আত ও সাত রাক'আত অর্থাৎ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

১৫০৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ الزُّبَيْرِ الْخَرِيتِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتْ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتَرُ وَلَا يَنْتَنِي الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمُّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ.

১৫০৯. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইবন আব্বাস (রা) আসরের পরে আমাদের সামনে ভাষণ দেন এমনকি সূর্য ডুবে গেল এবং তারকাসমূহ প্রকাশ পেল। লোকেরা বলতে লাগল, আস-সালাত, আস-সালাত। বনী তামীমের এক ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে অন্য দিকে না তাকিয়ে অবিরাম বলতে লাগল, আস-সালাত, আস-সালাত। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমাকে সুন্নাহের শিক্ষা দিচ্ছ? তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) বলেন, তা শুনে আমার অন্তরে কিছু খটকা লাগল। তারপর আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইবন আব্বাসের বিবরণটির সত্যতা স্বীকার করলেন।

১৫১০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِبْنِ عَبَّاسٍ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَا أُمَّ لَكَ أَتَعَلَّمْنَا بِالصَّلَاةِ نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاةَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৫১০. ইবন আবু উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলেন, আস-সালাত, তিনি নীরব রইলেন। সে আবার বলল, আস-সালাত। তিনি নীরব রইলেন। লোকটি আবার বলল, আস-সালাত। তিনি এবারও নীরব রইলেন। তার পর তিনি বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি আমাকে সালাত শিক্ষা দিচ্ছ? আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় দুই সালাত একত্রে আদায় করতাম।

৭-بَابُ جَوَازِ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشُّمَالِ

৭. পরিচ্ছেদ : সালাতশেষে ডানে-বামে ফেরার বৈধতা

১৫১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ .

১৫১১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউই যেন শয়তানকে নিজে থেকে কোন অংশ না দেয়। অর্থাৎ কেউ যেন মনে না করে যে, (সালাত শেষে) কেবল ডানদিকে ফেরা তার উপর ওয়াজিব। আমি অনেক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বামদিকে ফিরতেও দেখেছি।

১৫১২- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ خَثْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১৫১২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আলী ইবন খাশরাম (র) আমাশ (র) থেকে উক্ত নসদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫১৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أَمَا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

১৫১৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সুদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সালাতশেষে আমি কিভাবে ফিরব? ডানদিকে না বামদিকে? তিনি বললেন, আমি বেশির ভাগ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডানদিকে ফিরতে দেখেছি।

১৫১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

১৫১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... অনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে ডানদিকে ফিরতেন।

৪-بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ

৮. পরিচ্ছেদ : ইমামের ডানপাশে থাকা মুস্তাহাব

১৫১৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

১৫১৫. আবু কুরায়ব (র)..... আল-বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন তাঁর ডানপাশে থাকাই পসন্দ করতাম, যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান। রাবী বলেন, আমি তাঁকে এ দু'আ বলতে শুনেছি : رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ : “হে রব! আমাকে তোমার সেদিনের আযাব থেকে বাঁচাও, যে দিন তুমি তোমার বান্দাদের উত্তীর্ণ করবে কিংবা (তিনি বলেছেন) একত্র করবে।”

১৫১৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

১৫১৬. আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... মিস'আর (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় (যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরান) উল্লেখ করেন নি।

৯-بَابُ كَرَاهَةِ الشَّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ

৯. পরিচ্ছেদ : মুয়াযযিন ইকামত দেওয়া শুরু করলে নফল সালাত আরম্ভ করা মাকরুহ

১৫১৭- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

১৫১৭. আহমাদ ইবন হাম্বল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য সালাত নই।

১৫১৮- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ.

১৫১৮. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইব্ন রাফি (র)..... ওয়ারাকা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৫১৯- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

১৫১৯. ইয়াহয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

১৫২০- وَحَدَّثَنَا هُ عُبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫২০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যাকারিয়া ইব্ন ইসহাক (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫২১- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

১৫২১. হাসান আল-হলওয়ানী (র)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, আমি আমার সঙ্গী সাক্ষাত করলে তিনি আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু মারফুরূপে বর্ণনা করেননি।

১৫২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحْطَنَّا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ (قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مَسْلَمٌ) وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأً.

১৫২২. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা কানাবী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক ইব্ন যুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে আসছিলেন, সে সালাত আদায় করছিল। তখন ফজরের সালাতে ইকামত দেওয়া হয়েছে। তিনি তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। কি বলেছেন, আমরা তা জানি না। আমরা

যখন সালাত শেষ করলাম তখন আমরা তাকে ঘিরে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কি বলেছেন? সে বলল, তিনি আমাকে বলেছেন, মনে হচ্ছে, তোমাদের কেউ ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছে? কা'নাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মালিক ইবন যুহায়না (র) তাঁর পিতা থেকে। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন যে, 'তাঁর পিতা থেকে' কথাটি এ হাদীসে ভুল।

১০২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ اتَّصَلِيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.

১৫২৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন যুহায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের সালাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছে। মুয়াযযিন তখন তাকবীর দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বললেন, তুমি কি ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছ?

১০২৪- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَرَجٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا فُلَانُ بَايَ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ ابِصْلَاتِكَ وَحَدَّكَ أَمْ بِصِلَاتِكَ مَعَنَا.

১৫২৪. আবু কামিল জাহদারী, হামিদ ইবন উমর বাকরাবী, ইবন নুমায়র ওজু হায়র ইবন হারব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। লোকটি মসজিদের কোণায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে शामिल হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে বললেন, হে অমুক! তুমি এ দু' সালাতের মধ্যে কোন্টিকে (আসল) গণ্য করেছ? যা তুমি একাকী পড়লে তা, না যা আমাদের সাথে পড়লে তা?

১.-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

১০. পরিচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশের সময় কী পাঠ করবে

১০২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

فَضْلِكَ (قَالَ مُسْلِمٌ) سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَّالٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِي يَقُولُ وَأَبَى أُسَيْدٍ.

১৫২৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবু উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বলবে, “হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।” যখন বের হয়ে যাবে, তখন বলবে, “আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী।”

১৫২৬- وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ أَوْ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ سُؤَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫২৬. হামিদ ইব্ন উমর বাকরাবী (র)..... আবু উসায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَوَتِهِمَا.

১১. পরিচ্ছেদ : দু' রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ আদায় করা মুস্তাহাব এবং এ দু' রাকআত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরুহ

১৫২৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

১৫২৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার আগে দু'রাকআত সালাত আদায় করবে।

১৫২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ حَبَّانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامْنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাঝে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমিও বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, বসার আগে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে বসা দেখলাম এবং লোকেরাও বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দু' রাক'আত সালাত আদায়ের আগে বসবে না।

১২-بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ

১২. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে এসে মসজিদে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব

১৫২৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৫২৯. আহমাদ ইবন জাওয়াস আল-হানাফী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার পাওনা ছিল, তিনি আমাকে তা পরিশোধ করলেন এবং কিছু বেশি দিলেন। আমি মসজিদে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় কর।

১৫৩০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ سَمْعٍ جَابُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

১৫৩০. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে উট খরিদ করলেন। আমি যখন মদীনা আসলাম, তখন তিনি আমাকে মসজিদে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং বললেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় কর।

১৫৩১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَى ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتُ قُلْتُ نَمَّ قَالَ فَدَعُ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ.

১৫৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক যুদ্ধে বের হলাম। আমার উট পথ চলতে বিলম্ব করল। এমনকি পথ চলতে অক্ষম হয়ে

পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই পৌঁছে গেলেন, আর আমি পরদিন সকালে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদের দরজায় দেখতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখনই পৌঁছেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, উট রেখে মসজিদে আস এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করো। তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করে ফিরে এলাম।

১০২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

১৫৩২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মাহমুদ ইবন গায়লান (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে পূর্বাহ্নে মদীনাতে প্রবেশ করতেন। প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করে বসতেন।

১২-بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى

১৩. পরিচ্ছেদ : চাশতের (পূর্বাহ্নের) সালাত মুস্তাহাব হওয়া

১০২৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

১৫৩৩. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পূর্বাহ্নে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আদায় করতেন।

১০২৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا كَثْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

১৫৩৪. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দু'হার (চাশতের) সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না; কিন্তু সফর থেকে ফিরে এলে (আদায় করতেন)।

১০২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَأَنِّي لَأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَفْعَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

১৫৩৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'হার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো সালাত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু আমি তা আদায় করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন কাজ পসন্দ করতেন; কিন্তু পাছে লোকেরা তা আঁকড়ে ধরে এবং তাদের উপর তা ফরয হয়ে পড়ে এ আশংকায় তা ছেড়ে দিতেন।

১৫৩৬. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হার সালাত কত রাক'আত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার রাক'আত। ইচ্ছে হলে বেশিও পড়তেন।

১৫৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইয়াযীদেদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

১৫৩৮. ইয়াহুয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হার সালাত চার রাক'আত আদায় করতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশিও পড়তেন।

১৫৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৩৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي
الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِيٍّ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ
مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ بَشَّارٍ فِي
حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ.

১৫৪০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে দু'হার (চাশতের) সালাত আদায় করতে দেখেছেন বলে উম্মে হানী (রা) ব্যতীত
কেউ আমাকে বলেননি। তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে আসেন এবং আট রাক'আত
সালাত আদায় করেন। আমি আর কখনও তাঁকে এর চাইতে সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি
রুকু ও সিজদা ঠিকমতো আদায় করেছিলেন। তবে ইব্ন বাশ্শার (র) তার বর্ণনায় قَطُّ (কখনও) শব্দটি উল্লেখ
করেননি।

১৫৪১- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتَ أَبِي
طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتَى بِثَوْبٍ فَسُتِرَ
عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ
ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِيُّ عَنْ يُونُسَ وَلَمْ يَقُلْ
أَخْبَرَنِي.

১৫৪১. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন
নাওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করতাম এবং কৌতুহলী হতাম যাতে এমন কাউকে পাই,
যে আমাকে বলে দেবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হার সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু আমি উম্মে হানী বিনত আবু
তালিব (রা) ব্যতীত আর কাউকে এ বিষয়ে বর্ণনাকারী পাইনি। উম্মে হানী (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন পূর্বাঙ্কে
রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং একটি কাপড় এনে তাঁর জন্য পর্দা করা হল। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়িয়ে
আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি জানি না, তাঁর সালাতে দাঁড়ানো অথবা তাঁর রুকু অথবা তাঁর সিজদা
কোনটা দীর্ঘ ছিল। এর প্রত্যেকটিই প্রায় সমান ছিল। তিনি বলেন, এর পূর্বে বা পরে তাঁকে আর দু'হার (চাশতের)
সালাত আদায় করতে দেখিনি।

১৫৪২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّیُّ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلٍ أَجَرْتَهُ فَلَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِيٍّ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ وَذَلِكَ ضُحَى.

১৫৪২. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে হানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং আমি তাঁকে গোসল করতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি জবাব দিলাম, উম্মে হানী বিন্ত আবু তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! তারপর তিনি গোসল সেরে দাঁড়িয়ে আট রাকআত সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি একই কাপড় জড়িয়ে ছিলেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সহোদর আলী ইবন আবু তালিব, হুযায়রার পুত্র অমুককে কতল করার সংকল্প করেছে, যাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী (রা) বললেন, এ ছিল চাশতের সময়।

১৫৪৩- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

১৫৪৩. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে একটি কাপড় পরে আট রাকআত সালাত আদায় করেন। তিনি সে কাপড়ের দু'আঁচল বিপরীতদিকে জড়িয়েছিলেন।

১৫৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عِيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدٍ كُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

১৫৪৪. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা আয-যুবায়্ঈ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি সদকা থাকে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতি আলহামদু লিল্লাহ সদকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতিটি আল্লাহু আকবার সদকা, আমার বিল মা'রুফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা। অবশ্য চাশ্তের সময় দু'রাকআত সালাত আদায় করা এ সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।

১৫৪৫ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمَانَ الذَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْ صَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ بَصِيَّامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

১৫৪৫. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন : প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা, চাশ্তের দু'রাকআত সালাত আদায় করা এবং নিদ্রা যাওয়ার আগে যেন আমি বিত্র সালাত আদায় করে নিই।

১৫৪৬ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسِ الْجَرِيرِيِّ وَأَبِي شِمْرِ الصُّبَعِيِّ قَالَا سَمِعْنَا أَبَا عُمَانَ النَّهْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫৪৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৪৭ - وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْ صَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

১৫৪৭. সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু আবুল কাসিম আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর আবু উসমান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১৫৪৮ - وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْ صَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثِ لَنْ أَدْعُهُنَّ مَاعِشْتُ بِصِيَّامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبَانَ لَا أَنَامُ حَتَّى أُوتِرَ.

১৫৪৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... আব্দ দারদা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী সাহাবা/আলহাদিহ/উম্মাহাদিহ আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন; যতদিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন তা ছাড়ব না। প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, চাশতের সালাত আদায় করা এবং বিতর আদায় না করা পর্যন্ত যেন আমি নিদ্রায় না যাই।

১৫-بَالُ اسْتِحْبَابِ رُكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحِثِّ عَلَيْهِمَا وَتَخْفِيفُهُمَا وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهِمَا وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيهِمَا.

১৪. পরিচ্ছেদ : ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত মুস্তাহাব, তা আদায়ে উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব

১৫৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ رُكْعَ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ

১৫৪৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুয়াযযিন যখন ফজরের আযান দিয়ে নীরব হয়ে যেতেন এবং ভোর প্রকাশ হয়ে যেত, তখন ফজরের ইকামতের আগে রাসূলুল্লাহ সাহাবা/আলহাদিহ/উম্মাহাদিহ সংক্ষেপে দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন।

১৫৫০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

১৫৫০. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, কুতায়বা ইবন রুমহ, যুহায়র ইন হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... নাফি' (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে মালিকের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৫১- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

১৫৫১. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম (র)..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবা/আলহাদিহ/উম্মাহাদিহ ফজর হলে সংক্ষিপ্ত দু' রাকআত ছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করতেন না।

১৫৫২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৫৫২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১০৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

১৫৫৩. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র)..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর আলোকিত হওয়ার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১০৫৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.

১৫৫৪. আমরুন নাকিদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আযান শোনার পর ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন এবং তা সংক্ষিপ্ত করতেন।

১০৫৫- وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ كُرَيْبٍ وَابْنُ نَعِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.

১৫৫৫. আলী ইবন হুজর, আবু কুরায়ব, আবু বাকর ও আমরুন নাকিদ (র)..... হিশাম (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। আবু উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে আছে 'إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ' (যখন ফজর হত)।

১০৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

১৫৫৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দু' রাক'আত আদায় করতেন।

১০৫৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ لَوْهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقَوَانِ.

১৫৫৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন আর তা এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি মনে মনে বলতাম, তিনি এতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তো?

১০৫৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

১৫৫৮. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ফজর হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি মনে মনে বলতাম তিনি এতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন তো।

১৫৫৭- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

১৫৫৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল সালাতের প্রতি এত বেশি যত্নবান থাকতে দেখি নি।

১৫৬০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

১৫৬০. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সালাতের জন্য যতটা ব্যস্ত হতেন, অন্য কোন নফল সালাতের জন্য ততটা ব্যস্ত হতে আমি তাঁকে দেখি নি।

১৫৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

১৫৬১. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ গুবারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছু চেয়ে উত্তম।

১৫৬২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرُّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

১৫৬২. ইয়াহুয়া ইবন হাবীব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ওয়াক্ত আসার পরে দু' রাক'আত সুন্নাত সম্পর্কে বলেছেন যে, তা আমার নিকট দুনিয়ার সকল কিছু অপেক্ষা শ্রেয়।

১৫৬৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

১৫৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও ইব্ন আবু উমর (র)..... হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত দু' রাক'আতে **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ يَأْتِيهَا الْكَافِرُونَ** পাঠ করতেন।

১৫৬৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا قَوْلُوا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

১৫৬৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে **قُلُوا أَمَّنَّا بِاللَّهِ** আয়াতটি পাঠ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে **قُلُوا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** আয়াতটি পাঠ করতেন।

১৫৬৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَوْلُوا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْآيَةُ.

১৫৬৫. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত সালাতের প্রথম রাক'আতে **قُلُوا أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا** দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে ইমরানের **تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ** পাঠ করতেন।

১৫৬৬- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ.

১৫৬৬. আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... উসমান ইব্ন হাকীম (র) সূত্রে উক্ত সনদে মারওয়ান ফাজারী (র)-র অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১১- **بَابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانُ عَدَدِهِنَّ.**

১৫. পরিচ্ছেদ : ফরযের আগে ও পরে নিয়মিত সুন্নাতের ফযীলত এবং তার সংখ্যার বিবরণ

১৫৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَنبَسَةُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ

حَبِيبَةَ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ عَنبَسَةَ فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ.

১৫৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... ‘আমর ইব্ন আউস (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আনবাসা ইব্ন আবু সুফিয়ান (র) তাঁর সেই রোগের সময়—যেই রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যা বড়ই আনন্দদায়ক। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে বার রাক‘আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করবে, তার প্রতিদানে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি হবে। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনেছি, তখন থেকে এগুলো কখনো ছাড়িনি। আনবাসা (র) বলেন, আমি যখন উম্মে হাবীবা (রা) থেকে একথা শুনেছি, তখন থেকে আমিও এগুলো ছাড়িনি। আমর ইব্ন আউস (র) বলেন, আমি যখন থেকে আনবাসার নিকট থেকে এ কথা শুনেছি, তখন থেকে এগুলো ছাড়িনি। নু‘মান ইব্ন সালিম (র) বলেন, আমি যখন আমর ইব্ন আউস (র) থেকে এগুলোর কথা শুনেছি, তখন থেকে এগুলো আমিও ছাড়িনি।

১৫৬৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَافَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

১৫৬৮. আবু গাস্‌সান মিসমাঈ (র)..... নু‘মান ইব্ন সালিম (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দিনে বার বাক‘আত অতিরিক্ত (নিয়মিত) সালাত আদায় করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে।

১৫৬৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بُنِيَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ الْبُنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيَهُنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرُو مَابَرِحْتُ أُصَلِّيَهُنَّ بَعْدُ وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

১৫৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলিম বান্দা দৈনিক ফরয ব্যতীত অতিরিক্ত বার রাক‘আত সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন অথবা বলেছেন, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি এই সালাত নিয়মিত আদায় করে আসছি। বর্ণনাকারী আমর (র) বলেন, এরপর থেকে আমিও এ সালাত নিয়মিত আদায় করে আসছি। নু‘মান (র)-ও অনুরূপ বলেছেন।

১৫৭০- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّأَ فَاسْتَبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

১৫৭০. ‘আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র ও ‘আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম আল-আবদী (র)..... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম বান্দা উত্তমরূপে ওযু করে দৈনিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করে..... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৭১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ.

১৫৭১. যুহায়র ইব্ন হারব, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের পূর্বে দু’ রাক‘আত ও তার পরে দু’ রাক‘আত, মাগরিবের পরে দু’ রাক‘আত, ইশার পরে দু’ রাক‘আত এবং জুমু‘আর পরে দু’ রাক‘আত সালাত আদায় করেছি। আর মাগরিব, ইশা, জুমু‘আর (দু’ রাক‘আত) সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরেই আদায় করেছি।

১৬- بَابُ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرُّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا.

১৬. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে ও বসে নফল সালাত আদায় এবং একই রাক‘আতের অংশবিশেষ দাঁড়িয়ে ও অংশ-বিশেষ বসে আদায় করার বৈধতা

১৫৭২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتُوْ وَكَانَ يُصَلِّيْ لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعٌ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعٌ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

১৫৭২. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত অর্থাৎ তাঁর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যোহরের আগে আমার ঘরে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এরপর বেরিয়ে গিয়ে লোকদের নিয়ে (যোহর) সালাত আদায় করতেন। তারপর ঘরে এসে দু' রাক'আত আদায় করতেন। আর তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিব সালাত আদায় করতেন। এরপর ঘরে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর ইশা'র সালাত লোকদের নিয়ে আদায় করতেন। তারপর আমার ঘরে এসে দু' রাক'আত পড়তেন এবং তিনি রাতের বেলা নয় রাক'আত সালাত আদায় করতেন, যার মাঝে বিতরও রয়েছে। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘরাত বসে সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর অভ্যাস ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করলে রুকু'-সিজদা করতেন দাঁড়ানো অবস্থায়, আর যখন বসে কিরা'আত পাঠ করতেন তখন বসেই রুকু' ও সিজদা করতেন এবং ফজর উদিত হওয়ার পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১০৭৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْ لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمٌ رَكَعٌ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعٌ قَاعِدًا.

১৫৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত (কিরা'আত) আদায় করতেন তখন রুকু'ও দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে করতেন আর বসে সালাত আদায় করার সময় রুকু'ও বসা অবস্থায় করতেন।

১০৭৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِغَارِسَ فَكُنْتُ أَصَلِّي قَائِمًا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيْ لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

১৫৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পারস্য দেশে অসুস্থ অবস্থায় ছিলাম। তখন আমি বসে সালাত আদায় করতাম। পরে আয়েশা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন..... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৭৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ

يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا وَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭৫. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক আল-উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি দীর্ঘরাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘরাত পর্যন্ত বসে সালাত আদায় করতেন। যখন দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে রুকু' করতেন আর বসে কিরা'আত পাঠ করলে রুকুও বসা অবস্থায় থেকেই করতেন।

১৫৭৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْثُرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

১৫৭৬. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন শাকীক আল-উকায়লী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে এবং উপবিষ্ট অবস্থায় বহু সালাত আদায় করতেন। দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলে দাঁড়ানো থেকেই রুকু' করতেন এবং উপবেশন করে সালাত শুরু করলে উপবিষ্ট অবস্থায় থেকে রুকু' করতেন।

১৫৭৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنِ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبَّرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

১৫৭৭. আবুর রাবী' যাহরানী, হাসান ইবনুল রাবী', আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, ওয়াকী, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইবন হারব (র) (শব্দ যুহায়রের)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সালাতের কোন অংশেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে কিরা'আত পাঠ করতে দেখি নি। অবশেষে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন বসে কিরা'আত পাঠ করতেন এবং যখন সে সূরার ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সেগুলো পাঠ করার পরে রুকু' করতেন।

১৫৭৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ وَابْنِ النُّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ

جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدْرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

১৫৭৮. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন এবং উপবিষ্ট অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াতের পরিমাণ তাঁর কিরা'আত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় তা পাঠ করতেন। তারপর রুকু' করতেন ও পরে সিজদায় যেতেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন।

১৫৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.

১৫৭৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন।

১৫৮০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

১৫৮০. ইব্ন নুমায়র (র)..... 'আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উপবিষ্ট অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, তখন সে দু' রাক'আতে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, সে দু' রাক'আতে তিনি কিরা'আত পাঠ করতেন। যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন, এরপর রুকু' করতেন।

১৫৮১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ.

১৫৮১. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কি বসে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লোক সমাজ যখন তাঁকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল (অর্থাৎ যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন)।

১৫৮২- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا كَثْمَسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৫৮২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম..... অতঃপর তিনি নবী ﷺ থেকে উক্তরূপ বর্ণনা করেন।

১৫৮৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১৫৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন নি যতক্ষণ না তাঁর অধিকাংশ সালাত উপবিষ্ট অবস্থায় আদায় হয়েছে।

১৫৮৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلُوْ أَنِي كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا.

১৫৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও হাসান হুলওয়ানী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স হয়ে গেলে এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেলে তাঁর অধিকাংশ সালাত বসা অবস্থায় আদায় হত।

১৫৮৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرْتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلُ مِنْ أَطْوَالِ مِنْهَا.

১৫৮৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে নফল সালাত আদায় করতে দেখি নি। অবশেষে তাঁর ইন্তিকালের এক বছর আগে থেকে নফল সালাত বসে আদায় করতেন এবং যে সূরা পাঠ করতেন তা এতই তারতীলের সাথে (স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে) পাঠ করতেন যে, তা এর চেয়ে দীর্ঘ সূরার চাইতেও দীর্ঘ হয়ে যেত।

১৫৮৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّ مَلَّةٌ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ.

১৫৮৬. আবু তাহির, হারমালা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ দু'জন (ইসহাক ও আব্দ) বলেছেন, “এক বছর অথবা দু' বছর।”

১৫৮৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا.

১৫৮৭. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বসে সালাত আদায় না করা পর্যন্ত নবী ﷺ-এর ইত্তিকাল হয়নি।

১০৮৮- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قُلْتُ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلَ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ.

১৫৮৮. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এ হাদীস শোনান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ব্যক্তির বসা অবস্থার সালাত অর্ধেক সালাত।” আমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে আসলাম এবং তখন তাঁকে বসে সালাত আদায় করতে পেলাম। আমি তাঁর মাথায় হাত রাখলাম। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন আমর! কি ব্যাপার? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে হাদীস শোনানো হয়েছে যে, আপনি বলেছেন, কারও উপবিষ্ট অবস্থায় সালাত অর্ধেক সালাতের সমান। অথচ আপনি বসে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, হাঁ (আমি তাই বলেছি) কিন্তু আমি তো তোমাদের কারো মত নই।

১০৮৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

১৫৮৯. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) শু'বা থেকে এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) সুফিয়ান (র) থেকে উভয়ে মানসূর (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে- ‘আবু ইয়াহুয়া আল-আ'রাজ থেকে’.....।

১৭-بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَبْدُ الرَّكْعَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الرُّكْعَةَ صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ.

১৭. পরিচ্ছেদ : রাতের সালাত, রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাতের রাক'আত সংখ্যা, বিতর সালাত এক রাক'আত এবং এক রাক'আত সালাতও বিগত হওয়া প্রসঙ্গ

১০৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ أَحَدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ حَقِيقَتَيْنِ.

১৫৯০. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এর মধ্যে এক রাক'আত বিতর হিসেবে আদায় করতেন।^১ এ সালাত শেষ করে তিনি ডান পার্শ্বে শুতেন। অবশেষে মুয়াযযিন তাঁর কাছে এলে তিনি সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

১৫৯১- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَا حِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

১৫৯১. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইশা'র সালাত-যাকে লোকেরা 'আতামা' নামে অভিহিত করে থাকে- থেকে অবসর হওয়ার পর হতে ফজর পর্যন্ত সময়ের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং প্রতি দু' রাক'আতের মাঝে (শেষে) সালাম ফিরাতেন। আর বিতর পড়তেন এক রাক'আত। পরে ফজর সালাতের (আযান) থেকে মুয়াযযিন নীরব হলে এবং ফজর-এর ওয়াক্ত তাঁর কাছে পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে এবং মুয়াযযিন তাঁর কাছে এলে তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর ইকামতের জন্য মুয়াযযিন তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত তিনি ডানপার্শ্বের উপর শুয়ে থাকতেন।

১৫৯২- وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو سَوَاءً.

১৫৯২. হারমালা (র)..... ইবন শিহাব (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হারমালা (র) তাঁর বর্ণনায় “তাঁর কাছে ফজর উদ্ভাসিত হলে এবং মুয়াযযিন তাঁর নিকটে এলে” উল্লেখ করেন নি। সেরূপ ইকামতের কথাও উল্লেখ করেন নি। হাদীসের অবশিষ্টাংশ হুবহু আমর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ।

১৫৯৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَّا فِي آخِرِهَا. أَمِنَ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ

১. এ এক রাক'আত দিয়ে আদায়কৃত সালাতের অংশবিশেষকে বিতর ও বেজোড় করে দিতেন-অনুবাদক।

১৫৯৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত দিয়ে তিনি বিত্র আদায় করতেন, এর শেষে ব্যতীত কখনও বসতেন না।

১৫৯৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

১৫৯৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা এবং আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৫৯৫- وَحَدَّثَنَا قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتِي الْفَجْرِ.

১৫৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রাতের বেলা) ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সহ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১৫৯৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

১৫৯৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত কিরূপ ছিল? আয়েশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে এবং রমযান ছাড়াও এগার রাক'আতের অধিক পড়তেন না। চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই, তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারপর তিনি তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিত্র আদায়ের আগে নিদ্রা যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! উভয় চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।^১

১৫৯৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي

১. এ কারণে নিদ্রায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ু ভঙ্গ হতো না।

ثُمَّانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُؤْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْأَقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

১৫৯৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর বিতর। পরে বসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে রুকু' করতেন। তারপর আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাক'আত আদায় করতেন।

১৫৯৮- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بَشَرَ الْحَرِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُؤْتِرُ مِنْهُنَّ.

১৫৯৮. যুহায়র ইবন হারব ও ইয়াহুয়া ইবন বিশর হারীরী (র)..... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এদের দু'জনের হাদীসে রয়েছে, “নয় রাক'আত আদায় করতেন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে বিতরও রয়েছে।”

১৫৯৯- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَيُّ أُمَّهُ أَخْبَرِيَنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكَعَتَا الْفَجْرِ.

১৫৯৯. আমরুন নাকিদ (র)..... আবু সালামা (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আম্মাজান! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, তাঁর সালাত ছিল রমযান এবং রমযানের বাইরে রাতের বেলায় তের রাক'আত। এর মধ্যে ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত)-ও রয়েছে।

১৬০০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُؤْتِرُ بِسُجْدَةٍ وَيُرْكَعُ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً.

১৬০০. ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত ছিল দশ রাক'আত এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর আদায় করতেন। আর ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত)-ও আদায় করতেন। এই হল তের রাক'আত।

১৬.১- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ (قَالَتْ) وَثَبَ (وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ) فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وَضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ.

১৬০১. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র)-কে ঐ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাতে আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, রাতের প্রথম অংশে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং শেষ অংশে জাগতেন। পরে তাঁর স্ত্রীর প্রতি ‘প্রয়োজন’ থাকলে তা পূরণ করতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। প্রথম আযানের সময় হয়ে গেলে আয়েশা (রা) বলেছেন, ত্বরিত উঠে পড়তেন। (আল্লাহর কসম! তিনি বলেন নি যে, উঠে পড়তেন)। তারপর তিনি নিজের গায়ে পানি ঢেলে দিতেন [আল্লাহর কসম, আয়েশা (রা) বলেন নি যে, তিনি গোসল করেছেন কিন্তু আমি তাঁর কথার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলি]। আর তিনি জুনুবী না থাকলে সালাতের জন্য মানুষ যেমন ওযু করে তেমন ওযু করতেন। এরপর দু’রাক‘আত সালাত আদায় করতেন।

১৬.২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ الْوُثْرَ.

১৬০২. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা সালাত আদায় করতেন। আর তাঁর শেষ সালাত হত বিতর।

১৬.৩- وَحَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي فَقَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى.

১৬০৩. হান্নান ইবন সারী (র)..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি সর্বদা আমল করা পসন্দ করতেন। মাসরুক (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোন সময় (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, যখন (মোরগের) ডাক শুনতেন তখন উঠে সালাত আদায় করতেন।

১৬.৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ السَّحَرُ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا نَاتِمًا.

১৬০৪. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে অথবা (তিনি বলেছেন) আমার কাছে রাতের শেষ প্রহরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া পাইনি (অর্থাৎ সে সময়ই তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন)।

১৬.৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ.

১৬০৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, নাসর ইবন আলী ও ইবন আবু 'উমর (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি সজাগ থাকলে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, অন্যথায় কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন।

১৬.৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৬০৬. ইবন আবু উমর (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬.৭- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ قَوْمِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ.

১৬০৭. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন। বিতর আদায় করার সময় হলে বলতেন, হে আয়েশা! উঠ বিতর আদায় কর।

১৬.৮- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُفْتَرِضَةٌ (بَيْنَ يَدَيْهِ) فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

১৬০৮. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাঁর সালাত আদায় করতেন এবং তিনি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে (শুয়ে) থাকতেন। যখন নবী ﷺ-এর কেবল বিতর বাকী থাকত, তখন তাঁকে জাগাতেন। তিনি বিতর আদায় করে নিতেন।

১৬০৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَسْمُهُ وَأَقْدُ وَلَقَبُهُ وَقَدَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ.

১৬০৯. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া, আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর আদায় করেছেন। তবে শেষদিকে তাঁর বিতর আদায়ের অভ্যাস ছিল সাহরীর সময়।

১৬১০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحَرِ.

১৬১০. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর আদায় করেছেন। রাতের প্রথম অংশে, মাঝরাতে এবং শেষ রাতে। পরিশেষে তিনি বিতর আদায় করতেন সাহরীর সময়।

১৬১১- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَأْنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.

১৬১১. আলী ইব্ন হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর আদায় করেছেন। পরে তাঁর বিতর উপনীত হয়েছে রাতের শেষভাগে।

১৬১২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ بْنَ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أَنْسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَتَنَّهُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَتَنَاهُمُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أُسْوَةٍ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَ عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَّا أَدُلُّكَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ بَوْتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَأَتَيْهَا فَاسْأَلَهَا ثُمَّ اتَّيَنِي

فَاخْبِرْ نَبِيَّ بَرَادَهَا عَلَيْكَ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَاتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهَا إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشَّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَابْتَ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَاَنْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَادْنَيْتَ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَحْكِيمُ (فَعَرَفْتُهُ) فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامُ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا (قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ) فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنْ خُلِقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَأَ لِي فَقُلْتُ أَنْبِئِي عَنِ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَلَسْتُ تَقْرَأُ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ وَثَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نَعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَةً فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيُ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَجْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يَسْلَمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّيُ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَسْلَمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَسْلَمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَابُنَى فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَابُنَى وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ فَالَ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ صَدَقْتُ لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ ادْخُلْتُ عَلَيْهَا لَا تَيِّتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا.

১৬১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না 'আনাযী (র)..... যুরারা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইবন হিশাম ইবন 'আমির (র) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ইচ্ছা করে মদীনার এলেন এবং সেখানে তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করে তা যুদ্ধাশ্র ও ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করার এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প

করলেন। মদীনায় আসার পর মদীনাবাসী কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত হলে তাঁরা ঐ কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ছয়জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এরূপ ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিষেধ করেন এবং বলেন, ‘আমার মধ্যে তোমাদের জন্য কি কোন আদর্শ নেই?’ মদীনাবাসীরা তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি নিজের স্ত্রীর সাথে ‘রাজা’আত’ (পুনরায় স্ত্রীত্বে বরণ) করলেন। কেননা তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর এ রাজা’আতের ব্যাপারে সাক্ষীও রাখলেন। এরপর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিত্ৰ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ‘বিত্ৰ’ সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পর্কে কি তোমাকে বলে দেব না? তিনি বললেন, তিনি কে? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি আয়েশা (রা)। তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেওয়া তাঁর জবাব সম্পর্কে অবহিত করবে। আমি তখন তাঁর কাছে রওয়ানা হলাম। আর হাকীম ইব্ন আফ্লাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে আমার সঙ্গে আয়েশা (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, আমি তো তাঁর নিকট যাই না। কেননা (বিবাদমান) দু’দল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা হতে নিবৃত্ত থাকতে অস্বীকার করেন। সা’দ (রা) বলেন, তখন আমি তাঁকে কসম দিলাম। শেষে তিনি তৈরি হলেন। আমরা আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্যে চললাম এবং তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। আমরা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, হাকীম না কি? তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। উত্তরে হাকীম (রা) বললেন, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, তোমার সঙ্গে কে? হাকীম (রা) বললেন, সা’দ ইব্ন হিশাম। আয়েশা (রা) বললেন, কোন হিশাম? হাকীম (রা) বললেন, ইব্ন আমির। তখন আয়েশা (রা) তাঁর জন্য রহমতের দু’আ করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন। রাবী কাতাদা (র) বলেছেন, আমির (রা) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমি (সা’দ) বললাম, হে, উম্মুল মু’মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র তো ছিল আল-কুরআনই। সা’দ (র) বলেন, তখন আমি ইচ্ছে করলাম উঠে যাব এবং মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করব না। পরে আমার মনে হল (আরো কিছু জিজ্ঞেস করি) তাই আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের ইবাদত সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন! তিনি বললেন, তুমি কি সূরা ‘ইয়া আয়্যুহাল মুয্যায্মিল’ পড় না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ এ সূরার প্রথমার্শে (ইবাদত) রাত্রি জাগরণ ফরয করে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বছর যাবত (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রি জাগরণ করলেন। আর আল্লাহ তা’আলা এ সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আসমানে আটক রাখেন। অবশেষে এ সূরার শেষ অংশ নাযিল করে সহজ করে দিলেন। ফলে রাত্রি জাগরণ ফরয হওয়ার পরে নফলে পরিণত হল। সা’দ (র) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু’মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিত্ৰ সম্পর্কে অবহিত করুন! তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্য তাঁর মিস্ওয়াক ও ওযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। রাতের যে সময় আল্লাহর ইচ্ছা হত তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি তখন মিস্ওয়াক ও ওযূ করতেন এবং নয় রাক’আত সালাত আদায় করতেন। তিনি এর মাঝে আর বসতেন না অষ্টম রাক’আত ব্যতীত। তখন তিনি আল্লাহর যিক্র করতেন, তাঁর হাম্দ করতেন এবং তাঁর কাছে দু’আ করতেন। তারপর সালাম না করেই উঠে পড়তেন এবং দাঁড়িয়ে নবম রাক’আত আদায় করে বসতেন এবং আল্লাহর যিক্র ও তাঁর হাম্দ ও তাঁর কাছে দু’আ করতেন। পরে এমনভাবে সালাম করতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। সালাম করার পরে তিনি বসে দু’ রাক’আত সালাত আদায় করতেন। বৎস, এ হল মোট এগার রাক’আত। পরে যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়োবৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং তিনি স্থূলদেহী হয়ে গেলেন, তখন

সাত রাক'আত দিয়ে বিতর আদায় করতেন। আর শেষ দু' রাক'আতে তাঁর আগের আমলের অনুরূপ আমল করতেন। বৎস, এ হল নয় রাক'আত। নবী ﷺ যখন কোন সালাত আদায় করতেন তখন তাতে স্থায়িত্ব রক্ষা করা পসন্দ করতেন। আর কখনো নিদ্রা বা কোন ব্যাধি তাঁর রাত জেগে ইবাদতের ব্যাপারে ব্যাঘাত ঘটালে দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আর আল্লাহর নবী ﷺ একই রাতে পূর্ণ কুরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই এবং তিনি ভোর পর্যন্ত সারা রাত সালাত আদায় করেন নি এবং রমযান ব্যতীত অন্য কোন পূর্ণ মাস সাওম পালন করেন নি। সা'দ (র) বলেন, পরে আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম এবং আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ঠিকই বলেছেন। আমি যদি তাঁর কাছে যেতাম, অথবা বললেন, আমি যদি তাঁর কাছে প্রবেশ করতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর মুখে এ হাদীস শুনতাম। সা'দ (র) বলেন, আমি বললাম, আমি যদি জানতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তবে তাঁর হাদীস আমি আপনাকে শোনাতাম না।

১৬১২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৬১৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... সা'দ ইব্ন হিশাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পরে তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে চললেন..... অতঃপর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬১৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوِثْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نَعَمْ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ أَصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

১৬১৪. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সা'দ ইব্ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এরপর ঘটনা সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তাতে তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেন, কোন হিশাম? আমি বললাম, ইব্ন 'আমির। তিনি বললেন, 'আমির বড় ভালো লোক ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

১৬১৫- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نَعَمْ الْمَرْءُ كَانَ أَصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحٍ أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا.

১৬১৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... যুরারা ইবন আওফা (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন হিশাম (র) তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি রাবী সাঈদ (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে রয়েছে আয়েশা (রা) বললেন, কোন হিশাম? তিনি বললেন, ইবন 'আমির। আয়েশা (রা) বললেন, তিনি বড় ভালো লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাতে আরো রয়েছে, হাকীম ইবন আফলাহ (রা) বললেন, আচ্ছা! আমি যদি জানতাম যে, আপনি তাঁর কাছে যান না, তবে আমি আপনাকে তাঁর হাদীস বলতাম না।

১৬১৬- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬১৬. সাঈদ ইবন মানসূর ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত ছুটে যেত, তবে তিনি দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

১৬১৭- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَّاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ.

১৬১৭. আলী ইবন খাশরাম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন আমল করতেন তখন নিয়মিত করতেন আর যখন রাতের বেলা নিদ্রা মগ্ন হয়ে পড়তেন কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখন দিনের বেলা বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন রাতে ভোর পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ করতে এবং রমযান ব্যতীত কোন মাসে লাগাতার সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

১৬১৮- وَحَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

১৬১৮. হারুন ইবন মা'রুফ, আবু তাহির ও হারমালা (র)..... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নিয়মিত ওযীফা বা তার অংশবিশেষ আদায় করতে না পেরে

ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরে ফজর সালাত ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময় তা পড়ে নিল, তবে তার জন্য তেমনই লিপিবদ্ধ করা হবে যেন সে তা রাতেই পড়েছে।

১৬১৭- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْاَوْبَيْنِ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

১৬১৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র)..... কাসিম আশ-শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবন আরকাম (রা) একদল লোককে ‘দুহা’ সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ওহে! এরা তো জানে না যে, এ সময় ছাড়া অন্য সময় সালাত আদায় করাই বেশি ফযীলতের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর দিকে ধাবিতদের সালাতের ওয়াক্ত (রোদে বালু তণ্ডু হওয়ার কারণে) উট শাবকের পায়ে গরম সেকা লাগার সময় হয়ে থাকে।

১৬২০- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَلَاةُ الْاَوْبَيْنِ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ.

১৬২০. যুহায়র ইবন হারব (র)..... যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবা‘বাসীদের ওখানে গেলেন, তখন তারা সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহর দিকে ধাবিতদের সালাতের সময় হল যখন উট শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি গরম হয়ে যায়)।

১৬২১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْتِرُ لَهُ مَا صَلَّى.

১৬২১. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, রাতের সালাত দু’ রাক‘আত দু’ রাক‘আত। পরে যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তখন এক রাক‘আত পড়বে, যা তার আদায়কৃত সালাতকে বিতর করে দেবে।

১৬২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.

১৬২২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু সালিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন। অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে..... অন্য সনদে যুহরী (র) সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাতের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দুই দুই (রাক'আত)। পরে যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত দিয়ে বিতর করে নেবে।

১৬২৩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

১৬২৩. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতের সালাত কি রকম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত দিয়ে বিতর করে নেবে।

১৬২৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبَدِيلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وَتَرَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

১৬২৪. আবুর রবী যাহরানী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করল, তখন আমি ছিলাম তাঁর ও প্রশ্নকারীর মাঝে। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতের সালাত কি রূপ? তিনি বললেন, দুই দুই রাক'আত করে। পরে যখন তুমি ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত আদায় করবে এবং বিতরকে তোমার শেষ সালাত বানাবে। পরে সেই বছরের শেষে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সে অবস্থানে ছিলাম। তবে আমি জানি না যে, এই প্রশ্নকারী (সে ব্যক্তিই) ছিল, না অন্য কোন লোক। এবারও তিনি তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন।

১৬২৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبَدِيلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخَرَيْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ.

১৬২৫. আবু কামিল ও মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ওবারী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল..... দু' জনই পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে “পরের বছরের মাথায় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল”..... এবং এর পরবর্তী বিবরণ তাঁদের দু'জনের হাদীসে নেই।

১৬২৬- وَحَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسَرِيحُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ هَرُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُتْرِ.

১৬২৬. হারুন ইবন মা'রুফ, সুরায়হ ইবন ইউনুস ও আবু কুরায়ব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, 'ভোর হওয়ার আগেই বিত্র আদায় করে নাও।'

১৬২৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَبِثُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرَاءً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

১৬২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে, সে যেন বিত্রকে তার শেষ সালাত বানায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ আদেশ করতেন।

১৬২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاءً.

১৬২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, যুহায়র ইবন হারব ও ইবনুল মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের রাতের শেষ সালাত বিত্রকে বানিও।

১৬২৯- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرَاءً قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

১৬২৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাতের বেলা যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে সে যেন ভোরের আগে বিত্রকে শেষ সালাত করে নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের এরূপ নির্দেশ দিতেন।

১৬৩০- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ.

১৬৩০. শায়বান ইবন ফারক্ব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিতর হল এক রাক'আত রাতের শেষভাগে।

১৬৩১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

১৬৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন মিজলায (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বিতর রাতের শেষভাগে এক রাক'আত।

১৬৩২- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

১৬৩২. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আবু মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষরাতে এক রাক'আত। আমি ইবন উমর (রা)-কেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রাতের শেষভাগে এক রাক'আত।

১৬৩৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُوتِرُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مِثْنِي مِثْنِي فَإِنْ أَحْسَرَ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً فَأُوتِرَتْ لَهُ مَا صَلَّى قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عُمَرَ.

১৬৩৩. আবু কুরায়ব ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রাতের সালাতকে কিরূপে বিতর করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে সালাত আদায় করতে চায়, সে যেন দুই দুই (রাক'আত) করে আদায় করে। যখন ভোর হয় বলে অনুভব করবে, তখন যেন এক রাক'আত আদায় করে নেয়। এটি সে যে সালাত আদায় করেছে, তাকে বিতর বানিয়ে দেবে। আবু কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ রয়েছে, 'তিনি ইবন উমর বলেন নি'।

১৬৩৪- وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الْأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى بْنِ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَيُوتِرُ بِرُكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ
إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلَا تَدْعُنِي أَسْتَقْرِئُكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي
وَيُوتِرُ بِرُكْعَةٍ وَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ خَلْفُ أَرَأَيْتَ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الْغَدَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةً .

১৬৩৪. খালফ ইবন হিশাম ও আবু কামিল (র)..... আনাস ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ভোরের সালাতের আগের দু' রাক'আত সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, আমি কি তাতে কিরা'আত দীর্ঘ করব? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে দুই দুই (রাক'আত) করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর করতেন। আনাস (র) বলেন, আমি বললাম, আমি তো এ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বললেন, তুমি তো স্থূলবুদ্ধির লোক। তুমি কি আমাকে পুরো হাদীস বলার অবকাশ দিবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্ৰিকালে দুই দুই রাক'আত আদায় করতেন এবং এক রাক'আত দিয়ে বিতর করতেন এবং ফজরের আগে দু' রাক'আত সুন্নাত এত দ্রুত আদায় করতেন যেন আযান অর্থাৎ ইকামত তাঁর কানে বাজছে। খালফ (র) তাঁর রিওয়াযাতে বলেছেন, ফজরের আগের দু' রাক'আত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি 'সালাত' শব্দ উল্লেখ করেননি।

১৬৩৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوتِرُ بِرُكْعَةٍ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَفِيهِ فَقَالَ بِهِ إِنَّكَ لَضَخْمٌ .

১৬৩৫. ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম..... পূর্বোক্ত রিওয়াযাতের অনুরূপ। তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, রাতের শেষভাগে এক রাক'আত দিয়ে বিতর আদায় করতেন। তাতে আরো রয়েছে, বাঃ বাঃ তুমি তো বড় স্থূলবুদ্ধির লোক।

১৬৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا مَثْنِي مَثْنِي قَالَ أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ .

১৬৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের সালাত দুই দুই (রাক'আত); পরে যখন তুমি দেখবে যে, সুব্হে সাদিক তোমাকে পেয়ে বসেছে, তখন তুমি এক (রাক'আত) দিয়ে বিতর আদায় করে নেবে। ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, দুই দুই কি? তিনি বললেন, প্রতি দুই রাক'আতে তুমি সালাম ফিরাবে।

১৬৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا.

১৬৩৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ভোর হওয়ার আগেই তোমরা বিত্র আদায় করে নেবে।

১৬৩৮- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَ هُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ.

১৬৩৮. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে বিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সুব্হে সাদিক-এর আগের বিত্র আদায় করবে।

১৬৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَسَّالٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَحْضُورَةٌ.

১৬৩৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার আশংকা থাকে যে, শেষরাতে সে উঠতে পারবে না, সে যেন প্রথম রাতেই বিত্র আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে আশা রাখে, সে যেন রাতের শেষভাগে বিত্র আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাত রহমতের ফেরেশতার উপস্থিতির কাল এবং তাই উত্তম। রাবী আবু মু'আবিয়া (র) 'مَشْهُودَةٌ' শব্দের স্থলে 'مَحْضُورَةٌ' শব্দ বলেছেন (অর্থ একই)।

১৬৪০- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

১৬৪০. সালামা ইবন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের যার আশংকা হবে যে, শেষরাতে সে উঠতে পারবে না, সে যেন বিত্র আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। আর যে রাতে ওঠার ব্যাপারে আস্থাবান, সে যেন শেষরাতে বিত্র আদায় করে। কেননা শেষরাতের কিরা'আত (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময় এবং তা উত্তম।

১৬৪১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ.

১৬৪১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম সালাত দীর্ঘ সময় দাঁড়ান (অর্থাৎ লম্বা কীরা'আতের সালাত)।

১৬৪২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْقُنُوتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ.

১৬৪২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল কোন সালাত উত্তম? তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়ান।

১৬৪৩- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

১৬৪৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, রাত্ৰিকালে এমন একটি সময় রয়েছে যে, কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোন কল্যাণের প্রার্থনা করা অবস্থায় যদি সময়টির আনুকূল্য পায়, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর তা রয়েছে প্রতি রাতে।

১৬৪৪- وَحَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

১৬৪৪. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের এমন একটি ক্ষণ রয়েছে যে, কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণের প্রার্থনারত অবস্থায় সে সময়টি পেয়ে গেলে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দান করবেন।

১৬৪৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

১৬৪৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের বরকতময় ও মহান প্রতিপালক প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকার সময় নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দিয়ে দেব; কে আছে আমার কাছে মাগফিরাত কামনা করবে, আমি তাকে মাফ করে দেব।

১৬৪৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيَءَ الْفَجْرُ.

১৬৪৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতি রাতে যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন আর বলতে থাকেন, আমিই বাদশাহ্। কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছে এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দিয়ে দেব; কে আছে এমন যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। ফজর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

১৬৪৭- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

১৬৪৭. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, আছে কি কোন প্রার্থী? তাকে প্রদান করা হবে; আছে কি কোন দু'আকারী? তার দু'আ কবুল করা হবে; আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী? তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে; এরূপ চলতে থাকে ভোর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।

১৬৪৮- حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ أَبُو الْمُورَعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي

فَاعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ (قَالَ مُسْلِمٌ) ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ.

১৬৪৮. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)..... ইব্ন মারজানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের আধাআধির সময় কিংবা রাতের শেষ তৃতীয় ভাগের সময় মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কিংবা কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে দিয়ে দেব। অতঃপর বলতে থাকেন, কে আছে করয দেবে এমন সত্তাকে যিনি নিঃস্ব নন এবং যিনি যুলুম করেন না। মুসলিম (র) বলেন, ইব্ন মারজানা হচ্ছেন সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) এবং মারজানা (রা) হচ্ছেন তাঁর মাতা।

১৬৪৯- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يَقْرِضُ غَيْرَ عَدُوٍّ وَلَا ظَلُومٍ.

১৬৪৯. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... সা'দ ইব্ন সাঈদ (রা) উপরোক্ত সনদে বর্ণিত এবং তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু' হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, কে আছে করয দেবে এমন সত্তাকে যিনি নিঃস্ব নন এবং যিনি যুলুম করেন না।

১৬৫০- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ مَنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

১৬৫০. আবু শায়বার পুত্র উসমান ও আবু বাকর এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)..... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে তিনি নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে বলেন, কেউ কি আছে মাগফিরাতকারী? কেউ কি আছে তাওবাকারী? কেউ কি আছে প্রার্থনাকারী? কেউ কি আছে দু'আকারী? এরূপ বলতে থাকেন ফজর উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত।

১৬৫১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ.

১৬৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... শু'বা সূত্রে ইসহাক (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে মানসূর (র) বর্ণিত আবু ইসহাক (র)-এর হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক বিবরণ সম্বলিত।

১৮-بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ

১৮. পরিচ্ছেদ : কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ সম্পর্কে উৎসাহ দান

১৬৫২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৬৫২. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে (সাওয়াব প্রাপ্তির বিশ্বাস নিয়ে) রমযানে রাত্রি জাগরণ করে (তারাবীহ পড়ে), তার পূর্ববর্তী গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়।

১৬৫৩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ هُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

১৬৫৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে রাত্রি জাগরণের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ না দিয়ে তাদের উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে রমযানে রাত্রি জাগরণ করবে, তার বিগত গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয় আর বিষয়টি এরূপই ছিল। পরে আবু বাকর (রা)-এর খিলাফত যুগে অবস্থা অনুরূপ থাকে, উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথমদিকেও অবস্থা অনুরূপ অব্যাহত ছিল।

১৬৫৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৬৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কাদরে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় রাত জাগরণ (ইবাদত) করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

১৬৫৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُؤَافِقُهَا (أُرَاهُ قَالَ) إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ.

১৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লায়লাতুল কাদরে রাত জাগরণ করে রাবী বলেন, আমার ধারণা যে তিনি বলেছেন, ঈমান ও সাওয়াবের আশায়, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

১৬৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

১৬৫৬. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে লোকজন সালাত আদায় করল। এরপর পরবর্তী রাতে তিনি সালাত আদায় করলেন, এতে বহু লোক হল। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাতেও তাঁরা সমবেত হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে আসলেন না। পরে সকালে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ তা তো আমি দেখেছি। তোমাদের কাছে বের হয়ে আসতে আমাকে শুধু এ-ই বাধা দিয়েছে যে, আমি আশংকা করছিলাম, সে সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে। এ ঘটনা রমযানের।

১৬৫৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَنُوسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ الثَّانِيَةِ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَى شَأْنِكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعَجَزُوا عَنْهَا.

মুসাফিরের সালাত ও তার কসর

১৬৫৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যরাতে বেরিয়ে মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তখন একদল লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল এবং সকালে লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। ফলে তাদের চাইতে অনেক বেশি লোক সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাতে বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। এদিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করতে থাকল। এতে তৃতীয় রাতে মসজিদের লোক সংখ্যা আরো বেশি হল। তখন নবী ﷺ বের হয়ে এলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করল। চতুর্থ রাতে মসজিদ লোকদের স্থান সংকুলানে অক্ষম হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে বের হলেন না। তখন তাদের মাঝে কিছু লোক বলতে লাগল, সালাত! সালাত! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও তাঁদের কাছে বের হলেন না। অবশেষে ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন। ফজরের সালাত আদায় করার পরে লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং তাশাহুদ পাঠের পরে বললেন, আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকে নি। তবে আমার আশংকা হয়েছিল যে, পাছে রাতের (তারাবীহ) সালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায়; আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হও।

১৭-بَابُ النَّذْبِ الْإِكْيَدِ إِلَى قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ دَلِيلٍ مَنْ قَالَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

১৯. পরিচ্ছেদ : শবে-কাদরে রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান এবং তা যে সাতাশে রমযান তার প্রমাণ

১৬৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أَبِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ (يَحْلِفُ مَا يَسْتَتْنِي) وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ الْلَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي يَوْمِهَا بَيَاضًا لَا شُعَاعَ لَهَا.

১৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁকে বলা হয় যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা বছর (ইবাদতে) রাত্রি জাগরণ করবে, সে শবে-কাদর পাবে; তখন উবাই (রা) বললেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তা অবশ্যই রমযানে রয়েছে। তিনি কসম করে বলেছিলেন এবং তিনি কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই কসম করে বলেছিলেন। আবার তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন, ভাল করেই জানি যে, সেটি কোন্ রাত; সেটি হল সে রাত যে রাত জেগে ইবাদত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হুকুম করেছিলেন। যে রাতের ভোর হয় সাতাশে রমযান। আর সে রাতের আলামত হল এই যে, দিনের সূর্য উদিত হয় শুভ্র হয়ে তাতে (কিরণের) তীব্রতা থাকে না।

১৬৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهَا وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ الْلَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

وَأَنْتُمْ أَشَكُّ شُعْبَةً فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبُ لِي عَنْهُ.

১৬৫৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লায়লাতুল কাদর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তা অবশ্যই জানি এবং আমার অধিক ধারণা যে, সেই রাত, যে রাত জেগে ইবাদত করার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের আদেশ দিয়েছিলেন, সেটি সাতাশের রাত। রাবী শু'বা এ বাক্যে সন্দেহ পোষণ করছেন—‘তা সেই রাত যে রাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।’ তিনি বলেন, আমার এক সঙ্গী আমাকে তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।

১৬৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)..... শু'বা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে শু'বা (র) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তী বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

২. -بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ وَدُعَائِهِ بِاللَّيْلِ.

২০. পরিচ্ছেদ : রাতের বেলা নবী ﷺ-এর সালাত ও দু'আ

১৬৬১- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَاتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاتَى الْقُرْبَةَ فَاطْلُقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهَ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَمَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَاتَهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَعَظْمِي لِي نُورًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي وَذَكَرَ خَصَلَتَيْنِ.

১৬৬১. আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম হায়্যান আল-আব্দী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। রাতের বেলা এক সময় নবী ﷺ উঠে নিজের প্রয়োজন সমাধা করলেন। তারপর তিনি নিজের হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে (পানির) মশকের কাছে গিয়ে বন্ধন খুললেন। তারপর দুই ওয়ূর মাঝামাঝি ওয়ূ করলেন। অতিরিক্ত পানি খরচ করলেন না, তবে পূর্ণাঙ্গ ওয়ূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। আমি জেগে আড়মোড়া দিলাম। আমার পসন্দ ছিল না যে, আমি জেগে জেগে তাঁকে লক্ষ্য করছি এটা তিনি বুঝে ফেলুন। এরপর আমি ওয়ূ করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর বামপাশ দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে হাতে ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডানদিকে আনলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) তের রাকআত হল। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমালে তাঁর নাক ডাকত।^১ তখন বিলাল (রা) এসে তাঁকে সালাতের সময় হওয়ার খবর দিলেন। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন এবং ওয়ূ করলেন না। (এ রাতে) তাঁর দু'আর মধ্যে ছিল.....

“হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডানদিকে নূর, আমার বামদিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর এবং বিরাট নূর দান করুন। রাবী কুরায়ব (র) বলেন, আরও সাতটি বিষয় যা আমার অন্তরে রয়েছে। সালামা ইব্ন কুহায়ল বলেন, এরপর আমি আব্বাস পরিবারের কোন একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি ঐ বিষয়গুলো আমাকে বর্ণনা করলেন। আমার শিরায়, আমার গোশ্তে, আমার রক্তে, আমার পশমে এবং আমার ত্বকে..... আরও দু'টি বিষয় বললেন।

১৬৬২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طَوْلِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ زَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

১৬৬২. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর কাছে একবার রাত্রি যাপন করেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার প্রস্থে শয়ন করলাম এবং

১. ঘুমের সময় ছন্দোবদ্ধ হালকা নাক ডাকা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে সুস্বাস্থ্যের পরিচায়করূপে স্বীকৃত-অনুবাদক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী (মায়মূনা) শয়ন করলেন তার দৈর্ঘ্যে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের অর্ধেক হলে অথবা তার কিছু আগে বা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগলেন এবং নিজের হাতে তাঁর চেহারা মুবারক থেকে ঘুমের আমেজ মুছতে লাগলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পড়লেন। তারপর একটি লটকিয়ে রাখা মশকের কাছে গিয়ে তার থেকে ওয়ূ করলেন এবং উত্তমরূপে ওয়ূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে তেমনই করলাম যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছিলেন। পরে আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথায় রাখলেন এবং আমার কান ধরে তা মলতে লাগলেন। তখন তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত তারপর দু' রাক'আত, তারপর দু' রাক'আত, তারপর বিত্র আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়াযযিন তাঁর নিকটে এলেন। তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত সালাত (ফজরের সুনাত) আদায় করলেন। এরপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

১৬৬৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَلَمْ يَهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَلِيلًا ثُمَّ حَرَّكَنِي فَقُمْتُ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

১৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা মুরাদী (র) উক্ত সনদে..... মাখরামা ইব্ন সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি পানির মশক বুলিয়ে রাখার খুঁটির কাছে গেলেন এবং মিস্ওয়াব করলেন ও ওয়ূ করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ ওয়ূ করলেন। তবে পানি পরিমাণে কমই ঢাললেন। তারপর আমাকে নাড়া দিলে আমি উঠে পড়লাম। হাদীসের বাকী অংশ মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

১৬৬৪- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَفَجَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَجَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَّجِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

১৬৬৪. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে শুলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ রাতে তাঁর ঘরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ূ করার পরে সালাতে দাঁড়ালেন। আমি গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তিনি সে রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে পড়লেন। এমনকি

নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে নাক ডাকতেন। এরপর মুয়াযযিন তাঁর নিকটে এলে তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন আর তিনি ওযু করলেন না। রাবী ‘আমর (র) বলেন, পরে আমি বুকাযর ইবন আশাজ্জ (র)-কে এ হাদীস শোনাতে তিনি বললেন, কুরায়ব (র) আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬৬৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنَا الضُّحَّاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقُلْتُ لَهَا إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَيُّقِظِينِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قَالَ فَصَلَّى أَحَدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفْسَهُ رَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

১৬৬৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনত হারিস (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করলাম এবং আমি তাঁকে বলে রাখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে (সালাতে) দাঁড়ালেন। তখন আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। এরপর আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেই তিনি আমার কানের লতি ধরতেন (ধরে মোচড় দিতেন)। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তখন এগার রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। তারপর হাঁটু খাড়া করে দু’হাত দিয়ে জড়িয়ে বসলেন। অবশেষে আমি তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। পরে ফজর প্রকাশ পেলে তিনি সংক্ষিপ্ত দু’রাকআত (সালাত) আদায় করলেন।

১৬৬৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنْ مَعْلَقٍ وَضُوءًا خَفِيفًا (قَالَ وَصَفَ وَضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَادْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةٌ لِأَنَّهُ بَلَّغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ.

১৬৬৬. ইবন আবু উমর ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠে একটি লটকানো পুরানো মশক থেকে হাল্কাভাবে ওযু করলেন। বর্ণনাকারী [কুরায়ব (র)] বলেন, ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ এর ওযুর বিবরণ দিতে

গিয়ে তাঁর স্বল্পতা ও হাল্কাভাবের ব্যাখ্যা দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উঠে দাঁড়ালাম এবং নবী ﷺ যেরূপ করেছিলেন আমি সেরূপ করলাম। তারপর এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে তাঁর ডানপাশে নিলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। এরপর বিলাল (রা) তাঁর নিকট এসে ডাকে সালাতের (সময় হওয়ার) খবর দেন। তখন তিনি বের হয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন কিন্তু ওয়ূ করলেন না। সুফিয়ান (র) বলেন, এ ব্যাপার (ঘুমে ওয়ূ ভঙ্গ না হওয়া) নবী ﷺ-এর জন্য খাস, কেননা, আমাদের কাছে হাদীস পৌছেছে যে, তাঁর দু' চোখ নিদ্রা যায় কিন্তু তাঁর অন্তর নিদ্রা যায় না।

১৬৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقِيتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقُرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوْ الْقَصْعَةِ فَأَكَبَهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلْتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْفَى سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا أَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا.

১৬৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি প্রকারে সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে পেশাব করলেন, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে উঠে মশকের কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুলে পাত্রে পানি ঢেলে নিলেন। তিনি হাত দিয়ে মশকটি পাত্রের উপরে কাত করে ধরলেন। তারপর দুই ওয়ূর মাঝামাঝি উত্তমরূপে ওয়ূ করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। আমি দাঁড়ালাম তাঁর বামপাশে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত তের রাক'আত হল। এর পরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। আমরা তাঁর নাকের আওয়াজ দিয়ে তাঁর ঘুমিয়ে পড়া বুঝতে পারতাম। তিনি তাঁর সালাতের মধ্যে অথবা (রাবী বলেন) তাঁর সিজ্দায় বলতে লাগলেন “হে আল্লাহ! আমার কলবে নূর দান করুন, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর এবং আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমরা পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, এবং আমার নিচে নূর দান করুন এবং আমাকে নূর দান করুন অথবা তিনি বলেছিলেন আমাকে নূরে পরিণত করুন।”

১৬৬৮- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةُ فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ كَرَّ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَقَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا وَلَمْ يَشْكُ.

১৬৬৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন। অতঃপর গুনদার (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে, এতে তিনি বলেন, “আমাকে নূরে পরিণত করুন”।-এ রিওয়াযাতে সন্দেহ নেই।

১৬৬৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ أَبِي رِشْدَيْنِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَاقْتَصَرْتُ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقُرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَاتَى الْقُرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ وَقَالَ أَعْظَمَ لِي نُورًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَاجْعَلْنِي نُورًا.

১৬৬৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও হান্নাদ ইবন সারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। এরপর পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেন। এতে হাত-মুখ ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তারপর মশকের কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুললেন এবং দুই ওয়ূর মাঝামাঝি ওয়ূ করলেন। তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার উঠে মশকের কাছে গেলেন এবং তার বাঁধন খুলে ওয়ূ করলেন ঐ ওয়ূর মতই। আর তিনি আমাকে এতে বলেছেন, “আমাকে বিরাট নূর দান করুন।” এ বর্ণনায় “আমাকে নূরে পরিণত করুন” এ কথা উল্লেখ করেননি।

১৬৭০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجَرِيِّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كَهِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْقَرْيَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ وَلَمْ يَقْصُرْ فِي الْوُضُوءِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَتَيْنِ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ

تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَي نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا.

১৬৭০. আবু তাহির (র)..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত, ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রাত্রি যাপন করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে মশকের দিকে গেলেন এবং তা থেকে (পানি) ঢেলে ওয়ূ করলেন। পানি খুব বেশি ব্যবহার করেননি এবং ওয়ূতেও কোন ক্রটি করেননি। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আর এতে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উনিশটি বাক্যের দ্বারা দু'আ করলেন। সালামা (র) বলেন, কুরায়ব (র) আমাকে সেগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন, আমি তার বারটি মুখস্থ রেখেছি এবং বাকীগুলো ভুলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : “হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে নূর দিয়ে দিন, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর দিন, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর এবং আমার পেছনে নূর দিন এবং আমার অন্তরে নূর প্রদান করুন এবং আমাকে বিরাট নূর দান করুন।”

১৬৭১- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْ.

১৬৭১. আবু বাক্র ইবন ইসহাক (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ মায়মূনা (রা)-এর কাছে অবস্থান করার রাতে আমি তাঁর (মায়মূনা) ঘরে রাত্রি যাপন করলাম যাতে নবী ﷺ-এর রাতের সালাত কেমন হয় তা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের সাথে কিছু সময় কথা বললেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে, এরপর উঠে তিনি ওয়ূ করলেন ও মিসওয়াব করলেন।

১৬৭২- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكْعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي

سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا.

১৬৭২. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আলা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শয়ন করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হয়ে মিস্ওয়াক করলেন ও ওযু করলেন। তখন তিনি পাঠ করছিলেন : **إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ** : (আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য,.... (৩ : ১৯০) এই আয়াতগুলো থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাতে কিয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। তা শেষ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকতে লাগলেন। এভাবে তিনবারে তিনি ছয় রাক'আত আদায় করলেন, প্রতিবারে মিস্ওয়াক ও ওযু করেন এবং ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করেন। এরপর তিন রাক'আত বিতর আদায় করলেন। তখন মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি তখন বলছিলেন : “হে আল্লাহ! দান করুন আমার কুলবে নূর, আমার জিহ্বায় নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার পিছনে নূর, সম্মুখে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, হে আল্লাহ! আমাকে নূর দিয়ে দিন।”

১৬৭৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْتُ ذَاتِ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْقُرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقُرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِّ الْاَيْمَنِ قُلْتُ أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

১৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনার কাছে এক রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ সে রাতের নফল সালাতের জন্য উঠলেন। নবী ﷺ মশকের কাছে গিয়ে ওযু করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, যখন তাঁকে ঐ সব করতে দেখলাম, আমিও উঠলাম এবং মশক থেকে (পানি নিয়ে) ওযু করলাম। এর পরে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি তখন তাঁর পিঠের পিছন দিয়ে আমাকে ডানপাশে নিয়ে এলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি নফল সালাতে ছিল? ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ।

১৬৭৪- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

১৬৭৪. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) আমাকে নবী ﷺ-এর কাছে পাঠালেন, তিনি তখন আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। সে রাতে আমি তাঁর সঙ্গে থাকলাম। রাতের একাংশে উঠে তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি নিজের পিঠের পিছন থেকে আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে রাখলেন।

১৬৭৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ.

১৬৭৫. ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে আমি রাত যাপন করলাম..... (পরবর্তী অংশ) ইব্ন জুরায়জ (র) এবং কায়স ইব্ন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

১৬৭৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬৭৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১৬৭৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ بْنُ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৬৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের প্রতি লক্ষ্য রাখব। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা তাঁর পূর্ববর্তী রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা তাঁর পূর্ববর্তী দু' রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা ছিল পূর্ববর্তী দু' রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর বিত্র আদায় করলেন। এই হল মোট তের রাক'আত।

১৬৭৮- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ أَلَا تُشْرِعُ يَا جَابِرُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

১৬৭৮. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি (পানির) ঘাটে পৌঁছলাম। নবী ﷺ বললে, জাবির! তুমি কি উটকে ঘাটে নামাবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ। জাবির (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ অবতরণ করলেন এবং আমি (উটকে) ঘাটে নামালাম। জাবির (রা) বলেন, এরপর তিনি নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে (পেশাব করতে) গেলেন। আমি তাঁর জন্য ওয়ূর পানি ঠিক করে রাখলাম। জাবির (রা) বলেন, তিনি এসে ওয়ূ করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত ছিলেন যার দু' প্রান্ত বিপরীতদিকে জড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাতে ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

১৬৭৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

১৬৭৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠতেন তখন সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত দিয়ে তাঁর সালাত আরম্ভ করতেন।

১৬৮০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،

১৬৮০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে ওঠে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত দু' রাক'আত দিয়ে সালাত শুরু করে।

১৬৮১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُمَّ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ

وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالْيَكِ اَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ
وَالْيَكِ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَآخَرْتُ وَاسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِي لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

১৬৮১. কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝরাতে যখন সালাতের উদ্দেশ্যে উঠতেন তখন (এ দু'আ) বলতেন : “হে আল্লাহ! আপনারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আপনিই আসমান-যমীনের নূর (জ্যোতি), আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আসমান-যমীনের রক্ষক, আপনারই জন্য সকল প্রশংসা, আপনি আসমান-যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবার রব। আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আপনারই কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনার প্রতি ঈমান আনছি, আপনারই উপর ভরসা করছি, আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমি আগে যা কিছ করেছি, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশ্যে করেছি, তা ক্ষমা করুন। মা'বুদ, আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নেই।

১৬৮২- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ قِيَامٍ قِيمٌ وَقَالَ وَمَا اسْرَرْتُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَأَبْنُ جُرَيْجٍ فِي أَحْرَفٍ.

১৬৮২. আমরুন নাকিদ, ইব্ন নুমায়র, ইব্ন আবু উমর ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে এ সনদে উদ্ধৃতন রাবী জুরায়জ (র)-এর হাদীসের শব্দ ও ভাষা পূর্ববর্তী সনদের মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। শুধু দুটি শব্দে তাদের বর্ণনায় ব্যবধান রয়েছে। মালিকের 'قِيَام' শব্দের স্থলে ইব্ন জুরায়জ (র) 'قِيم' বলেছেন আর 'اسْرَرْتُ' স্থলে বলেছেন 'اسْرَرْتُ' তবে ইব্ন উয়ায়না (র)-এর হাদীসে কিছু অধিক বিবরণ রয়েছে এবং কয়েকটি শব্দে মালিক ও ইব্ন জুরায়জ (র)-এর সাথে তাঁর বর্ণনায় বিরোধ রয়েছে।

১৬৮৩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْفُظُّ قَرِيبٌ مِنَ الْفَاطِمِ.

১৬৮৩. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দ পূর্বোল্লিখিতগণের ভাষ্যের কাছাকাছি।

১৬৮৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بَأَى شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

১৬৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, মুহাম্মাদ ইবন হাতিম, আব্দ ইবন হুমায়দ ও আবু মা'ন রাকাসী (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নবী ﷺ রাতে যখন উঠতেন তখন কি দিয়ে (কোন দু'আ পড়ে) তিনি তাঁর সালাত আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন রাতে উঠতেন তখন সালাত শুরু করতেন اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ..... صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (আ)-এর প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজনকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! আপনিই মীমাংসা করবেন আপনার বান্দাদের মাঝে সে বিষয়ে, যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। আপনি নিজ হুকুমে আমাকে হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, সত্য ন্যায়ের বিপরীত বিষয়ে আপনিই হিদায়াত করেন যাকে ইচ্ছা হয়, সরল পথের দিকে।”

১৬৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي قَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَأَهْدِنِي لِحَسَنِ الْإِسْلَامِ لَا يَهْدِي لِحَسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْيِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ

أَخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

১৬৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাকর আল-মুকাদামী (র)..... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতে তখন বলতেন لِلَّذِي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي (হে আল্লাহ!) অভিমুখী করলাম একনিষ্ঠ হয়ে আমার চেহারা সে সত্তার দিকে যিনি আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার সালাত, আমার ইবাদত ও কুরবানী এবং আমার হায়াত ও মাওত রাব্বুল আলামীন (বিশ্ব প্রতিপালক) আল্লাহর জন্য যার কোন শরীক নেই। আর আমি এ বিষয় আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের একজন। হে আল্লাহ! আপনিই বাদশাহ, আপনি ব্যতীত ইলাহ নেই, আপনি আমার প্রতিপালক এবং আমি আপনার বান্দা। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি। অতএব আমার সব গুনাহ মা'ফ করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কেউ-ই তো ক্ষমাকারী নেই এবং আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করুন। আপনি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না এবং মন্দ চরিত্র থেকে আমাকে দূরে নিন। মন্দ চরিত্রগুলো আপনি ব্যতীত কেউ আমা থেকে সরাতে পারে না। আপনার দরবারে আমি হাযির! আনুগত্য আপনারই জন্য নিবেদিত! সকল কল্যাণ আপনারই হাতে, অকল্যাণ আপনার প্রতি সম্পৃক্ত নয়। আমি আপনার ওপর নির্ভরশীল এবং আপনার দিকেই রুজু হই। আপনি বরকতময়, আপনি মহামহিম, আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনার জন্য বিনীত। আমার কান, আমার চোখ, আমার অস্থি-মজ্জা এবং আমার শিরা-উপশিরা। আর যখন রুকু' থেকে উঠতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ! আমাদের রব, আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। হে আমাদের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ভর্তি ও যমীন এবং দুয়ের মধ্যবর্তী আকাশ ভর্তি এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করবেন তাও ভর্তি। আর তিনি যখন সিজদার যেতেন তখন বলতেন : হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সিজদা করছি। আপনার প্রতি ঈমান আনছি। আমার চেহারা সিজদাবনত সে সত্তার জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তার আকৃতি দান করেছেন, তার মধ্যে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন, কতই মহান বরকতময় আল্লাহ সর্বোত্তম স্রষ্টা। তারপর তাশাহুদ ও সালামের মাঝে সর্বশেষ এ দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী গুনাহ এবং পরবর্তী গুনাহ এবং যা আমি গোপন করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমালঙ্ঘন করেছি এবং সে সকল অপরাধ যা আপনি আমার চেয়ে অধিক অবগত। আপনি এগিয়ে দেওয়ার ও পিছিয়ে দেওয়ার মালিক। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

১৬৮৬- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَفَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ وَقَالَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَقَالَ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ وَقَالَ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ غْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ.

১৬৮৬. যুহায়র ইব্ন হারব এবং ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আ'রাজ (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলার পরে তিনি বলতেন, “আমি অভিমুখী করলাম আমার চেহারা, তিনি আরো বলেছেন, এবং আমি প্রথম মুসলমান।” রাবী বলেছেন, রুকু' থেকে মাথা তুলবার সময় তিনি বলতেন : আল্লাহ শোনে তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের রব! আপনার জন্য সকল প্রশংসা। তারপর বলেন, যখন সালাম করতেন তখন বলতেন : ইয়া আল্লাহ! ক্ষমা করুন আমার পূর্ববর্তী গুনাহ এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত, এতে তিনি ‘তাশাহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী কথা উল্লেখ করেন নি।

২১-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.

২১. পরিচ্ছেদ : রাতের সালাতে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করা মুস্তাহাব

১৬৮৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتْرَسَلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ (قَالَ) وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

১৬৮৭. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, ইব্ন নুমায়র (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সূরা বাকারা শুরু করলেন, আমি মনে করলাম, সম্ভবত একশত আয়াতের মাথায় রুকু' করবেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন। তখন আমি ভাবলাম, তিনি সূরা বাকারা দিয়ে সালাত পূর্ণ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা আরম্ভ করলেন এবং তাও পড়ে আলে ইমরান শুরু করে তাও পড়ে ফেললেন। তিনি ধীর-স্থিরতার সাথে পাঠ করতেন এবং যখন প্রার্থনার কোন আয়াতে উপনীত হতেন তখন তিনি প্রার্থনা করে নিতেন। আর যখন (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় গ্রহণের আয়াতে পৌঁছতেন তখন (আল্লাহর কাছে) পানাহ চাইতেন। তারপর রুকু' করলেন এবং রুকু'তে: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), বলতে থাকেন। তাঁর রুকু' ছিল প্রায় তাঁর দাঁড়ানোর সমান (দীর্ঘ)। এরপর বললেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (যে ব্যক্তি আল্লাহর

প্রশংসা করে আল্লাহ তা শোনে)। তারপর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকু'তে যতক্ষণ ছিলেন তার কাছাকাছি। তারপর সিজ্দা করলেন এবং: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** (আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি), বললেন। তাঁর সিজ্দার পরিমাণ ছিল তার দাঁড়ানোর কাছাকাছি। বর্ণনাকারী বলেন, জারীর (র)-এর হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে যে, নবী ﷺ বললেন, **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا أَكْ الْحَمْدُ**: (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তা শোনে, আমাদের প্রতিপালক আপনারই জন্য সকল প্রশংসা)।

১৬৮৮- **وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قَالَ قِيلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدْعَهُ**.

১৬৮৮. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু ওয়ায়ল (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (রাতের) সালাত আদায় করছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ করলেন যে, আমার মন্দ ইচ্ছা উদিত হচ্ছিল। বর্ণনাকারী আবু ওয়ায়ল (র) বলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কি মন্দ ইচ্ছা উদিত হচ্ছিল? তিনি বললেন, “আমি ইচ্ছা করছিলাম যে, আমি বসে পড়ব এবং তাঁকে (তাঁর ইকতিদা) ছেড়ে দেব।”

১৬৮৯- **وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ**.

১৬৮৯. ইসমাইল ইবন খালীল ও সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... আ'মাশ (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২- **بَابُ الْحِثِّ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَإِنْ قَلَّتْ**

২২. পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাতের প্রতি উৎসাহ দান যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয়

১৬৯০- **وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالِ الشَّيْطَانِ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ**.

১৬৯০. উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক (র)..... আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন একজন লোকের কথা আলোচনা করা হল, যে ভোর পর্যন্ত রাতভর ঘুমিয়ে থাকে। নবী ﷺ বললেন, সে এমন ব্যক্তি, যার দু' কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে অথবা বললেন, তার কানে।

১৬৯১- **وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَقَاطِمَةٌ فَقَالَ الْآتِصْلُونِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا يَبْعَثُنَا فَأَنْصَرِفَ رَسُولُ**

اللَّهُ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.

১৬৯১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রাতের বেলা তাঁর ও ফাতিমা (রা)-এর গৃহে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করছ না? (আলী রা বলেন) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের আত্মা আল্লাহর কবজায়, তাই তিনি যখন আমাদের উঠাবার ইচ্ছা করেন, তখন উঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে চলে গেলেন, যখন আমি তাঁকে এ কথা বলি। আর তাঁর চলে যাওয়ার সময় আমি শুনতে পেলাম তিনি নিজের রানে হাত মারছেন এবং বলছেন, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, “মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।” (সূরা কাহ্ফ : ৫৪)

১৬৯২- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا سَتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقْدُ فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَالْأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ.

১৬৯২. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের মাথার পেছন দিকে তিনটি গিঁট দেয়-যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি গিঁটে এই বলে ফুঁ দেয় যে, তোমার সামনে দীর্ঘ রাত..... সে যখন জেগে উঠে আল্লাহর নাম নেয়, তখন একটি গিঁট খুলে যায়, যখন ওযু করে তখন দু'টি গিঁট খুলে যায়। আর যখন সালাত আদায় করে, তখন সবকটি গিঁটই খুলে যায়। ফলে সে উৎফুল্ল ও আনন্দিত মনে ভোর করে। অন্যথায় সে ভোর করে বিমর্ষ মনে ও আলসে অবস্থায়।

২৩- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ

২৩. পরিচ্ছেদ : নফল সালাত নিজের ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব, মসজিদে আদায় করাও জায়েয

১৬৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

১৬৯৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের সালাতের কিছু অংশ তোমাদের ঘরে (আদায়ের জন্য) নির্ধারিত করবে এবং সে (ঘর)-গুলোকে কবর বানাবে না।

১৬৯৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

১৬৯৪. ইবনুল মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেদের ঘরে সালাত আদায় করবে এবং সেগুলোকে কবর বানিও না।

১৬৯৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

১৬৯৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মসজিদের (ফরয) সালাত সমাধা করে, তখন সে যেন তার ঘরের জন্য তার সালাতের একটি অংশ রাখে। কেননা তার সালাতের কারণে আল্লাহ তার ঘরে বরকত দান করবেন।

১৬৯৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

১৬৯৬. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশ্'আরী ও মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ঘরে আল্লাহর যিক্র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিক্র করা হয় না, তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

১৬৯৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

১৬৯৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিও না। যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে।

১৬৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَيْرَةً بِخَصْفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِيهَا قَالَ فَتَتَبَعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاءُوا يَصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضِبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاذَا لَكُمْ صَنَعْتُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُمْ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.

১৬৯৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাটাই কিংবা একটি মাদুর দিয়ে (মসজিদে) একটি ছোট 'হজরা' তৈরি করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে সেখানে সালাত আদায় করতে লাগলেন। রাবী বলেন, তখন কিছু লোক তাঁকে খোঁজ করে সেখানে সমবেত হল। তারা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আর এক রাতে তারা এসে উপস্থিত হল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে বের হয়ে আসতে বিলম্ব করতে লাগলেন এবং তাদের কাছে বের হলেন না। তখন লোকেরা তাদের আওয়ায উঁচু করল এবং (হজরার) দরজায় কংকর মারল। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুগ্ন হয়ে তাদের কাছে বের হয়ে এলেন। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কর্ম তো তোমরা চালাতে থাকলে, এমনকি আমার ধারণা হল যে, তা (রাতের সালাত) অচিরেই তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হতে পারে। সুতরাং তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করবে। কেননা মানুষের সেই সালাতই উত্তম, যা তার ঘরে আদায় করা হয়, তবে ফরয সালাত ছাড়া।

১৬৯৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ زُيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيْالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ.

১৬৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাদুর দিয়ে মসজিদে একটি হজরা তৈরি করেন এবং তিনি কয়েক রাত সেখানে সালাত আদায় করেন। অবশেষে তাঁর কাছে কিছু লোক সমবেত হল। অতঃপর পূর্বানুরূপ উল্লেখ করেছেন। এ রিওয়াযাতে অতিরিক্ত আছে 'আর তোমাদের উপরে তা ফরয করে দেয়া হলে তোমরা তা পালন করতে না।'

২৪-بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : রাতের ইবাদত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থায়ী ও নিয়মিত আমলের ফযীলত

১৭০০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحْجَرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَتَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَوَّومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ أَلْ مُحَمَّدٌ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا اثْبَتُوهُ.

১৭০০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মাদুর ছিল, যা দিয়ে রাতের বেলা তিনি 'হজরা' বানিয়ে নিতেন এবং সেখানে সালাত আদায় করতেন। লোকেরাও তাঁর সালাতের সঙ্গে (মুকতাদী হয়ে) সালাত আদায় করতে লাগল। আর দিনের বেলা তিনি সেটা বিছিয়ে দিতেন। এক রাতে তারা উদগ্রীবতার সাথে সালাতের জন্য আসলে নবী ﷺ তাদের বললেন, "লোক সকল! তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যদূর তোমরা সামর্থ্য রাখ। কেননা, আল্লাহ নিশ্চয়ই (সাওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন

না, যাবৎ না তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড় (ও আমল ছেড়ে দাও)। আর আল্লাহর নিকট সমধিক প্রিয় আমল তাই, যা নিয়মিত করা হয়— যদিও তা কম হয়।" আর (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার—পরিজন কোন আমল শুরু করলে তা তারা স্থায়ী রাখতেন।

১৭.১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي رَاهِيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.

১৭০১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু সালামা (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল— আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, যা স্থায়ী হয়, যদিও তা (পরিমাণে) কম হয়।

১৭.২- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ أَبِي هَيْمٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَاهِيْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ كَانَ يَخْصُرُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَأَيْكُمُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَطِيعُ.

১৭০২. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... ইব্রাহীম ইবন আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল কোন প্রকৃতির ছিল? তিনি কি নিজের জন্য কোনদিন বিশেষভাবে নির্ধারিত করতেন? তিনি বললেন, না; তাঁর আমল ছিল নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে সমর্থ ছিলেন, তোমাদের মাঝে কে তা করতে সমর্থ হবে?

১৭.৩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتْ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ.

১৭০৩. ইবন নুমায়র(র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল অধিক নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন আমল, যদিও তা স্বল্প হয়। আর আয়েশা (রা) যখন কোন আমল শুরু করতেন তখন স্থায়ীভাবে করতেন।

১৭.৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّيْ فَإِذَا كَسَلَتْ أَوْفَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حُلُوهُ لِيُصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَةً فَإِذَا كَسِلَ أَوْفَتَرَقَعَدَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ فَلْيَقْعُدْ.

১৭০৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) এবং যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তখন দুই খামের মাঝে একটি রশি টানানো ছিল। তা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, এটি কি? তারা বলল, এটা যায়নাবের। তিনি সালাত আদায় করতে থাকেন। যখন অলসতা কিংবা দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করেন তখন ঐ রশির সাথে নিজেকে আটকে রাখেন। নবী ﷺ বললেন, ওটি খুলে দাও! তোমাদের যে কেউ তার উদ্যম ও স্মৃতি পরিমাণ সালাত আদায় করবে। যখন অবসাদ ও ক্লান্তি অনুভব করবে, তখন বসে পড়বে। যুহায়র (র)-এর হাদীসে ‘বসে পড়বে’ (قَعَدَ) স্থলে সে যেন বসে পড়ে’ (فَلْيَقْعُدْ) রয়েছে।

১৭.৫- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭০৫. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

১৭.৬- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتِ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَاتَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاتَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسَامُ اللَّهُ حَتَّى تَسَامُوا.

১৭০৬. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া ও মুহাম্মদ ইবন সালামা মুরাদী (র)..... ‘উরওয়া ইবন যুযায়র (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) খবর দিয়েছেন যে, হাওলা বিন্ত তুওয়াযত ইবন হাবীব ইবন আসাদ ইবন আবদুল উয্যা তাঁর (আয়েশা) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তার কাছে ছিলেন। (আয়েশা রা বলেন) আমি বললাম, “এ হচ্ছে হাওলা বিন্তে তুওয়াযত, লোকেরা বলে যে, সে রাতে ঘুমায় না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতে ঘুমায় না।”..... এমন আমল তোমরা গ্রহণ কর, যাতে তোমরা সমর্থ হবে। কেননা, আল্লাহ তো (সাওয়াব দানে) বিরক্ত হন না, যাবৎ না তোমরাই বিরক্ত হয়ে আমল ছেড়ে দাও।

১৭.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لَاتَنَامُ تُصَلِّيُ قَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ.

১৭০৭. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব এবং যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আগমন করলেন, তখন আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক ছিল। তিনি বললেন, এটি কে? আমি বললাম, এ এক নারী, যে রাতে ঘুমায় না, সালাত আদায় করতে থাকে। তিনি বললেন, তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যা পালনে তোমাদের সামর্থ্য রয়েছে। কেননা, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তো (সাওয়াব দানে) ক্লান্ত বিরক্ত হবেন না, ততক্ষণে তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পসন্দনীয় দীন ছিল যার পালনকারী তাতে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করত। আবু উসামা (র) (প্রথম সনদ)-এর হাদীসে রয়েছে, সে ছিল বনু আসাদ গোত্রের এক নারী!

২৫- بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوْ الذَّكْرُ بَانَ يَرْقُدُ أَوْ يَقْعُدُ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ.

২৫. পরিচ্ছেদ : সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিংবা কুরআন তিলাওয়াত বা যিকরে জিহ্বা জড়িয়ে যেতে লাগলে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা বিশ্রাম দেয়ার আদেশ, যাতে তার তন্দ্রাভাব কেটে যায়

১৭.৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ.

১৭০৮. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র; আবু কুরায়ব এবং কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন শুয়ে পড়ে, যাতে তার ঘুম চলে যায়। কেননা, তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সালাত আদায় করবে, তখন এমন হতে পারে যে, সে ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইবে, অথচ সে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। (দু'আ করতে গিয়ে বদ্-দু'আ করে ফেলবে)।

১৭.৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ.

১৭০৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটি হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন..... তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করলেন, যার একটি এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে জেগে উঠে এবং কুরআন তার জিহ্বায় জড়িয়ে যেতে থাকে এবং কি বলছে তা বুঝতে না পারে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

অধ্যায় : ফাযাইলিল কুরআন

১- بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُدِ الْقُرْآنِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيْتُ آيَةٍ كَذًا وَجَوَازِ قَوْلِ أَنْسِيْتُهَا.

১. পরিচ্ছেদ : কুরআন সংরক্ষণে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ; ‘অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি’ বলার অপসন্দনীয়তা ও ‘আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে’ বলার বৈধতা প্রসঙ্গ

১৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذًا وَكَذًا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذًا وَكَذًا.

১৭১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এক ব্যক্তিকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি বাদ দিয়েছিলাম।

১৭১১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أَنْسِيْتُهَا.

১৭১১. ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে মনোযোগ দিয়ে এক ব্যক্তির তিলাওয়াত শুনছিলেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ্ তাকে রহম করুন! আমাকে এমন আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল।”

১৭১২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِثْنُ عَاهِدٍ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

১৭১২. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনওয়ালা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তো বেঁধে রাখা উটের মত। তার দেখাশুনা করলে তাকে আটকে রাখতে পারে, আর তাকে ছেড়ে দিলে সে (নিরুদ্দেশে) চলে যায়।

১৭১৩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كُلُّهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَلَنَهَارٍ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.

১৭১৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ‘উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র, ইব্ন আবু ‘উমর (র), কুতায়বা ইব্ন সাঈদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আল মুসায়্যিবী (র)..... সকলেই নাফি’ (র) সূত্রে ইব্ন ‘উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত (ইয়াহুয়া সনদের) মালিক (র)-এর হাদীসের অর্থসম্পন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে (মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও সহযোগী সনদের) মুসা ইব্ন উক্বা (র)-এর হাদীসে আরও আছে, “যখন কুরআনওয়ালা ব্যক্তি (ইবাদতে) সচেষ্টিত হয় এবং রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকে, তখন সে তা স্মরণ রাখতে পারে, আর তার জন্য যত্নবান না হলে তা ভুলে যায়।”

১৭১৪- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِئْسَمَا لَا حَدِّهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا.

১৭১৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব, ‘উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য এমন করে বলা কতই নিন্দনীয় যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি।” এবং (এরূপ না বলে সে বলবে যে,) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।..... তোমরা কুরআন মুখস্থ করতে থাকবে। কেননা রশি হতে উটের পলায়নের চেয়ে অবশ্যই তা (কুরআন) মানুষের হৃদয় হতে অধিকহারে পলায়নকারী ও বিচ্ছিন্নতা প্রয়াসী।

১৭১৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ وَرُبَّمَا

قَالَ الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النِّعَمِ مِنْ عَقْلِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْلُ أَحَدُكُمْ نَسِيَتْ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسَى.

১৭১৫. ইবন নুমায়র এবং ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... শাকীক (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ মুসহাফ (পবিত্র গ্রন্থ)-সমূহের এবং অনেক সময় বলেছেন, এ কুরআনের হিফায়ত সংরক্ষণ করবে। কেননা, দড়ি ছিঁড়ে উটের পলায়নের অপেক্ষাও তা মানুষের হৃদয়পট থেকে অধিক পলায়নকারী। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ 'আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি' বলবে না; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৭১৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيْتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسَى.

১৭১৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... শাকীক ইবন সালামা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মাসউদ (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, মানুষের জন্য এরূপ বলা খুবই নিন্দনীয় যে, আমি অমুক অমুক সূরা ভুলে গিয়েছি, কিংবা আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৭১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفْلُتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عَقْلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ بَرَّادٍ.

১৭১৭. 'আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আল-আশ'আরী ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ কুরআন সংরক্ষণে তোমরা যত্নবান হও। কেননা যাঁর হাত মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম! অবশ্যই রশি ছিঁড়ে পলায়নরত উটের তুলনায় তা অধিক পলায়নপর। এ হাদীসের ভাষ্য ইবন বাররাদ (র)-এর।

২-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ.

২. পরিচ্ছেদ : কুরআন পাঠের আওয়াযে মাধুর্য সৃষ্টি করা মুস্তাহাব

১৭১৮- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا أَدْنَى اللَّهُ لِمَنْ شَاءَ مَا أَدْنَى لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

১৭১৮. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হাবর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি সনদটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ কোন কিছুর প্রতি এত কান দেন না (সত্ত্বষ্টি প্রকাশ করেন না) যত কান দেন কোন নবীর প্রতি, যিনি মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করেন।

১৭১৯- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

১৭১৯. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া ও ইউনুস ইবন আবদুল আলা (র)..... ইবন শিহাব (র) সূত্রে ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, যেমন কান দিয়ে থাকেন মধুর সুরে কুরআন পাঠকারী কোন নবীর প্রতি।

১৭২০- حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

১৭২০. বিশ্র ইবনুল হাকাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ কোন কিছুর প্রতি সত্ত্বষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সত্ত্বষ্টি প্রকাশ করে থাকেন সুকণ্ঠ কোন নবীর প্রতি, যিনি সুর দিয়ে কুরআন পাঠ করেন এবং সশব্দে তা পাঠ করতে থাকেন।

১৭২১- وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي اللَّهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ.

১৭২১. ইবন ওয়াহ্বের ভাতিজা (র)..... ইবনুল হাদ (র) সূত্রে ঐ সনদে অবিকল অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন’ ‘আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন’ বলেন নি।

১৭২২- وَحَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشْلٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ كَأَذْنِهِ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

১৭২২. হাকাম ইবন মুসা (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা শব্দ করে সুর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারী নবীর প্রতি কান দেয়ার মত অন্য কোন কিছুর প্রতি কান লাগান না।

১৭২৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ كَاذِبٌ.

১৭২৩. ইয়াহুয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইয়াহুয়া ইবন আবু কাসীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

১৭২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مَغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوْ الْأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

১৭২৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন কায়স কিংবা তিনি বলেছিলেন, (আবু মুসা) আল-আশ'আরীকে দাউদ (আ) পরিবারের বাশরীসমূহের একটি বাশরী (অর্থাৎ সুমধুর সুর) দান করা হয়েছে।

১৭২৫- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي مُوسَى لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَائَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

১৭২৫. দাউদ ইবন রুশায়দ (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যদি আমাকে দেখতে, গতরাতে যখন আমি তোমার কিরা'আত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম (তখন আমার মনে হচ্ছিল যে,) তোমাকে দাউদ (আ)-এর বাঁশরীসমূহের (সুরমালার) একটি বাঁশরী (সুর) দান করা হয়েছে।

১৭২৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعْوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ قَالَ سَسِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ الْمُزْنِيَّ يَقُولُ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى النَّاسِ لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ.

১৭২৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর নবী ﷺ তাঁর কোন একটি সফরে তাঁর বাহনে থেকে সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করছিলেন এবং তিলাওয়াতে তিনি 'তারজী' (কণ্ঠনালীতে আওয়াযের উত্থান পতন) করছিলেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমার কাছে লোকের ভিড় জমে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি তোমাদের (ছাত্রদের) সামনে তাঁর কিরা'আত অনুকরণ করে শোনাতাম।

১. হযরত দাউদ (আ)-কে আল্লাহ পাক অতি মধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন।

১৭২৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مَغْفَلٍ وَرَجَعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭২৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর উস্তীর পিঠে সূরা আল-ফাত্হ তিলাওয়াত করতে দেখলাম। মুআবিয়া (রা) বলেন, (এ হাদীস বর্ণনার সময়) ইবন মুগাফফাল (রা) তিলাওয়াত করলেন এবং তাতে গলায় আওয়াযের দোলা তুললেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, লোকেদের ভীড়ের আশংকা না হলে আমি তোমাদের জন্য ঐ (কিরাআতের) বিষয়টি তুলে ধরতাম যা ইবন মুগাফফাল (রা) নবী ﷺ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

১৭২৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ.

১৭২৮. ইয়াহুয়া ইবন হাবীব হারিসী (র) এবং উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (রা)..... শু’বা (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে (ইয়াহুয়া সনদের) খালিদ ইবন হারিস (র)-এর হাদীসে আছে, একটি বাহনের উপরে বসা অবস্থায় তিনি সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করছিলেন।.....

৩-بَابُ نَزُولِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

৩. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতের সময় ‘সাকীনা’ বা প্রশান্তি অবতরণ

১৭২৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَظْنَيْنِ فَتَفَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ لِلْقُرْآنِ.

১৭২৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... বারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিল। আর দু’গাছি পাকানো দড়ি দিয়ে একটি ঘোড়া তার কাছে বাঁধা ছিল। সে সময় একখণ্ড মেঘ এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলল এবং তা চক্রর দিতে লাগল ও নিকটবর্তী হতে লাগল। তার ঘোড়াটি সে কারণে ভয়ে ছটফট করছিল। ভোর হলে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বিষয়টি উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, ও হল সাকীনা (প্রশান্তি) যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৭৩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ.

১৭৩০. ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করলেন। এ সময় তার বাড়িতে একটি পশু বাঁধা ছিল। সেটি ছটফট করতে লাগল। তখন তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে, একখণ্ড মেঘ তাকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছে। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে সাকীনা (প্রশান্তি), কুরআন তিলাওয়াতের সময় বা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

১৭৩১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ فَذَكَرْنَا نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا تَنْقُرُ.

১৭৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... বারা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তারা শব্দটি বলেছেন।

১৭৩২- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خُبَّابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أَسِيدٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَطَّأَ يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوْ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ ابْنُ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ ابْنُ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ ابْنُ حُضَيْرٍ قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا خَشِيتُ أَنْ تَطَّأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظِّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوْ حَتَّى مَا أَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ.

১৭৩২. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী ও হাজ্জাজ ইবনুশ শাইর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) যখন তাঁর আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলেন, তখন হঠাৎ তার ঘোড়াটি

অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। তিনি আবার তিলাওয়াত করলে ঘোড়া আবার অস্থির হয়ে উঠল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করলে ঘোড়াটি আবারও অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। উসায়দ (রা) বলেন, আমার আশংকা হল যে, ঘোড়া (ওখানে কাছেই গুয়ে থাকা আমার (ত্র) ইয়াহ্যাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। তাই আমি উঠে তার (ঘোড়ার) কাছে গেলাম। তখন দেখলাম যে, আমার মাথার উপরে একটি চাঁদোয়ার মত কিছু, যার মাঝে প্রদীপের ন্যায় কিছু শূন্যে লটকে রয়েছে। পরে আমি তা আর দেখলাম না। উসায়দ (রা) বলেন, সকালে আমি রাসূলুল্লাহ্ -এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! গত মাঝরাতে যখন আমি আমার আস্তাবলে তিলাওয়াত করছিলাম, হঠাৎ আমার ঘোড়া অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ বলেন, ইব্ন হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বললেন, আমি পাঠ করতে থাকলাম, সে আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ বলেন, ইব্ন হুযায়র! পাঠ করতে থাকতে, তিনি বললেন, আমি আবার পাঠ করতে থাকলাম, ঘোড়াটি আবারো অস্থির হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ বলেন, ইব্ন হুযায়র! তুমি পাঠ করতে থাকতে! ইব্ন হুযায়র (রা) বলেন, তখন আমি পাঠ সমাপন করলাম। (আমার ছেলে) ইয়াহ্য ছিল ঘোড়াটির কাছে। তাই আমার আশংকা হল যে, সে তাকে মাড়িয়ে দিতে পারে। আমি তখন দেখলাম একটি চাঁদোয়ার মত, যার নিচে যেন অনেক প্রদীপ ঝুলে রয়েছে। পরে আর তা দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ্ তখন বললেন, এরা ছিল ফেরেশতা। তারা তোমার তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তুমি যদি তিলাওয়াত করতে থাকতে, তবে তারা সকাল পর্যন্ত থেকে যেত এবং লোকেরা তা দেখতে পেত, তারা তাদের নিকট হতে আত্মগোপন করত না।

৬-بَابُ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ

৪. পরিচ্ছেদ : হাফিযুল কুরআনের মর্যাদা

১৭২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الثَّمَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

১৭৩৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে উত্ৰুজ্জা (লেবু তুল্য ফল) যার ঘ্রাণ মনোহর এবং যার স্বাদও আকর্ষণীয়। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুরমা, যার (বিশেষ কোন) ঘ্রাণ নেই তবে তার স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত সুগন্ধি ফুল। যার ঘ্রাণ আকর্ষণীয় অথচ স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার দৃষ্টান্ত 'মাকাল'। যার কোন ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত।

১৭২৪- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرَ.

১৭৩৪. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) হতে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। তবে (হাদ্দাব সনদের) হাম্মাম (র)-এর হাদীসে ‘মুনাফিক’ শব্দের বদলে ‘ফাজির’ (পাপী) শব্দ রয়েছে।

১৬২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتُعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

১৭৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ উবায়দ গুবারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যক্তি পুণ্যবান, মহান দূতবর্গের (ফেরেশতাকুলের) সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সে তো-তো’ করে ও তার উচ্চারণ তার কাছে কঠিন মনে হয়, আর জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব।

১৬২৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ.

১৭৩৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না এবং আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... কাতাদা (র)-এর অনুরূপ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে ওয়াকী (র)-এর হাদীসে বলেছেন, “আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কঠিন অনুভূত হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।”

৫- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحِذَاقِ فِيهِ وَأَنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ.

৫. পরিচ্ছেদ : বিশিষ্ট ও দক্ষ লোকদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো মুস্তাহাব তিলাওয়াতকারী শ্রোতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও

১৭২৭- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي أَنْ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبِي يَبْكِي.

১৭৩৭. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, মহান আল্লাহ তোমাকে পড়ে শোনার জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ (নির্দিষ্ট করে) আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন কি? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ আমার কাছে বিশেষ করে তোমার নাম বলেন। রাবী বলেন, উবাই (রা) তখন কাঁদতে লাগলেন।

১৭৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَنْ كَعْبٍ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى.

১৭৩৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেন لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ (বায়িনা) সূরাটি তোমাকে শোনার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ কি আপনার কাছে আমার নামসহ উল্লেখ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, তখন উবাই (রা) কেঁদে ফেললেন।

১৭৩৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بِمِثْلِهِ.

১৭৩৯. ইয়াহুয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই (রা)-কে অনুরূপ বলেছেন।

৬-بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّذَبُّرِ.

৬. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াত শোনার ফযীলত, তিলাওয়াত শোনার জন্য হাফিযুল কুরআনকে তিলাওয়াত করার অনুরোধ ও তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন এবং চিন্তা করা

১৭৪০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْ عَلَى الْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.

১৭৪০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আমি পড়ে শোনাব, অথবা আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, অন্য কারো নিকট থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম, যখন..... “فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا” যখন প্রত্যেক উম্মাত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থিত করব, তখন অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে? (নিসা : ৪১) এ আয়াতে পৌছলাম, আমি মাথা তুললাম কিংবা আমার পাশের এক ব্যক্তি আমাকে হাত দিয়ে চাপ দিলে আমি আমার মাথা তুললাম। দেখলাম, তাঁর অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।

১৭৪১- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ هَنَادٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ اقْرَأْ عَلَى.

১৭৪১. হান্নাদ ইবন সারী ও মিনজাব ইবন হারিস তামীমী (র)..... আ'মশ (র) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। হান্নাদ (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও তখন তিনি মিন্বরের উপর ছিলেন।”

১৭৪২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اقْرَأْ عَلَى قَالَ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَأَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النَّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَبَكَى قَالَ مِسْعَرٌ فَحَدَّثَنِي مَعْنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ (شَكَّ مِسْعَرٌ).

১৭৪২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে বললেন, আমাকে পড়ে শোনাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনাকে আমি পড়ে শোনাব? অথচ আপনার উপরেই তো তা নাযিল হয়েছে! নবী ﷺ বলেন, আমি অন্যের নিকট থেকে তা শুনতে পসন্দ করি। বর্ণনাকারী (ইব্রাহীম) বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) সূরা নিসার শুরু হতে..... (সূরা নিসা : ৪১) পর্যন্ত নবী ﷺ-কে পড়ে শোনালেন। তখন নবী ﷺ কেঁদে ফেলেন। মিসআর (র)... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন, “তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী যতক্ষণ তাদের মাঝে বর্তমান ছিলাম”-কিংবা (রাবী মিসআরের সন্দেহ) তিনি বলেছেন, “যতক্ষণ তাদের মাঝে ছিলাম।”

১৭৪৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ بِحِمَصَ فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ اقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أَنْزَلْتَ قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَكَلِمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ قَالَ فَجَلَدَتْهُ الْحَدَّ.

১৭৪৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিমস-এ অবস্থান করছিলাম। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমাদের তিলাওয়াত করে শোনান। আমি তখন তাদের সামনে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তখন উপস্থিত দলের এক ব্যক্তি আমাকে বললো, “আল্লাহর কসম! এভাবে তো নাযিল করা হয়নি।” আবদুল্লাহ (রা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আমি তো (খোদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটা পড়ে শুনিয়েছি। তিনি বলেছেন, ভাল পড়েছ। আমি তার সঙ্গে কথা বলছিলাম এ অবস্থায় হঠাৎ তার মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ পেলাম। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, তুমি মদ পান কর আর আল্লাহর কিতাবকে সঠিক প্রতিপন্ন করছ? (আচ্ছা) তুমি যেতে পারছ না, যতক্ষণ না আমি তোমাকে চাবুকের ঘা লাগাচ্ছি! আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তখন তাকে (মদ পান করার অপরাধে) হদ্দ ও দণ্ডের চাবুক লাগালাম।

১৭৪৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ.

১৭৪৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আলী ইব্ন খাশরাম, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আ'মাশ (র) থেকে এ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী আবু মুআবিয়া (র)-এর হাদীসে “তিনি আমাকে বলেছেন, ভাল পড়েছ।” কথাটির উল্লেখ নেই।

৭-بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعْلُمِهِ.

৭. পরিচ্ছেদ : সালাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন শিক্ষা করার ফযীলত

১৭৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانَ.

১৭৪৫. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এ কথা পসন্দ করে যে, যখন সে তার বাড়িতে ফিরে যায়, তখন সেখানে সে তিনটি গর্ভবতী তাজা উট পেয়ে যাবে? আমরা বললাম জ্বী, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তা হলে

তিনটি আয়াত, যা তোমাদের কেউ তার সালাতে পাঠ করে, তা তার জন্য তিনটি গর্ভবতী মোটাতাজা উটের চেয়ে উত্তম।

১৭৪৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اثْمٍ وَلَا قَطْعٍ رَحِمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثُ خَيْرُ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ.

১৭৪৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসলেন, আমরা তখন সুফফায় ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমনটা পসন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন সকালে 'বুতহান' কিংবা 'আকীক' নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন পাপের আশ্রয় না নিয়ে কিংবা কোন প্রকার আত্মীয়তা ছিন্ন না করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তা পসন্দ করি। তিনি বললেন, তবে তোমাদের যে কেউ সকাল বেলা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিখবে অথবা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য তা দুটি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তা ততো উটনীর চেয়ে উত্তম।

৮-بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা বাকারা তিলাওয়াতের ফযীলত

১৭৪৭- وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُّوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَأُوا الزَّهْرَ أَوْ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غِيَابَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَّغْنِي أَنَّ الْبَطْلَةَ السَّحَرَةُ.

১৭৪৭. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র)..... আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি; তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা, কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। দুই সমুজ্জুল সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান

তिलाওয়াত করবে। কেননা, এ দু'টি কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে যেন সে দু'টি গামামা কিংবা (তিনি বলেছিলেন) যেন সে দু'টি 'গায়ায়া' (মেঘ) কিংবা যেন সে ডানা বিস্তারকারী দু'টি পাখির ঝাঁক যারা তাদের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে সাহায্যকারী হবে। তোমরা সূরা বাকারাত তিলাওয়াত করবে। কেননা, তা তিলাওয়াত করাতে বরকত রয়েছে এবং তা বর্জন করা আফসোসের কারণ। বাতিলপন্থীরা তা আয়ত্ত করতে পারবে না। (সনদের মধ্যবর্তী রাবী) মু'আবিয়া (র) বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, বাতাল (বাতিলপন্থীরা) অর্থ হলো যাদুকর।

১৭৪৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَأَنَّهُمَا فِي كُلِّهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَّغْنِي.

১৭৪৮. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)..... মু'আবিয়া (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (তুলনার) উভয় স্থানে এবং সে দু'টি যেন, বলেছেন এবং তিনি মুআবিয়া (র)-এর উক্তি আমার কাছে তথ্য পৌঁছেছে.. উল্লেখ করেননি।

১৭৪৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْأَمْرَانِ وَضُرِبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَانَسِيَّتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ طُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا.

১৭৪৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জুবায়র ইবন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাওয়াস ইবন সামআন কিলাবী (রা) বলেছেন যে, নবী ﷺ-কে আমি বলত শুনেছি, কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন-ওয়ালাদের—যারা তদনুসারে আমল করেছে—উপস্থিত করা হবে, সূরা বাকারাত ও সূরা আলে ইমরান তার সামনে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টির জন্য তিনটি উপমা উল্লেখ করেছেন যেগুলো এখনও আমি ভুলে যাইনি। তিনি বললেন, সে দু'টি যেন দু'টি গামামা-বাদল কিংবা দু'টি কাল শামিয়ানা যার মাঝে রয়েছে দ্যুতি, কিংবা সে দু'টি যেন পাখা বিস্তারকারী পাখির দু'টি ঝাঁক যারা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সাহায্যকারী হবে।

৯-بَابُ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثُّ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

৯. পরিচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ অংশের ফযীলত, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াতে উৎসাহ দান

১৭৫- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ

النَّبِيُّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحَ الْيَوْمَ لَمْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبَشِّرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ.

১৭৫০. হাসান ইবনুর রাবী ও আহমাদ ইবন জাওয়াস হানাফী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী ﷺ-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, ইত্যবসরে উপরের দিকে তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে নিজের মাথা তুললেন এবং বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা যা আজই খুলে দেয়া হল; আজকের দিন ব্যতীত কখনও তা খোলা হয়নি। তখন সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। জিবরীল বললেন, ইনি একজন ফেরেশতা যিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া অন্য কখনো তিনি অবতরণ করেননি। এরপর উক্ত ফেরেশতা সালাম করে বললেন, দু'টি নূর-এর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং যা আপনার আগে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। তা হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এ দু'টির যে কোন হরফ আপনি পাঠ করবেন তা আপনাকে দিয়েই দেয়া হবে।^১

১৭৫১- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَدِيثُ بَلْغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

১৭৫১. আহমাদ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর নিকটে আমি আবু মাসউদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, সূরা বাকারার দু'টি আয়াত সম্পর্কে আপনার পক্ষ হতে এক হাদীসের খবর আমার কাছে পৌছেছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত যে ব্যক্তি কোন রাতে তিলাওয়াত করবে, আয়াত দু'টি তার জন্যে যথেষ্ট হবে।

১৭৫২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ.

১৭৫২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)... মানসূর (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৫৩- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. অর্থাৎ এতে যে দু'আর বিষয়বস্তু রয়েছে তা কবুল করা হবে - অনুবাদক।

ﷺ مَنْ قَرَأَهَا تَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفْتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৭৫৩. মিনজাব ইবন হারিস তামীমী (র)..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ আয়াতদ্বয় রাতে পাঠ করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন, পরে আমি আবু মাসউদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। আমি তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নবী ﷺ থেকে আমাকে হাদীসটি শুনিয়ে দিলেন।

১৭৫৪- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭৫৪, আলী ইবন খাশরাম ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৭৫৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

১৭৫৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... আবু মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১.-بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

১০. পরিচ্ছেদ : সূরা কাহফ এবং আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

১৭৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ.

১৭৫৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল এর ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।

১৭৫৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ وَقَالَ هَمَّامٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ كَمَا قَالَ هِشَامٌ.

১৭৫৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশশার ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... কাতাদা (র) উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী শু'বা (র) বলেছেন, সূরা কাহফের শেষ অংশ থেকে এবং রাবী (র) বলেছেন, সূরা কাহফের শুরু হতে যেমন হিশাম (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে।

১৭৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضْرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ.

১৭৫৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি তোমার কাছে যে আল্লাহর কিতাব রয়েছে এর কোন আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ অধিক জ্ঞাত। নবী ﷺ (আবার) বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি জান কি, তোমার কাছে আল্লাহর যে কিতাব রয়েছে এর কোন আয়াতটি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান? উবাই (রা) বলেন, আমি বললাম, اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী) উবাই (রা) বলেন, তখন নবী ﷺ আমার বুকে হাত মেরে বললেন, আবুল মুনযির! মুবারক হোক তোমার জন্য ইল্ম।

১১- بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

১১. পরিচ্ছেদ : সূরা ইখলাস পাঠের ফযীলত

১৭৫৯- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْجَزُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

১৭৫৯. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এতে সক্ষম যে, এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়বে? সাহাবীগণ বললেন, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ কেমন করে পড়তে পারবে? নবী ﷺ বলেছেন, কুরআনের কুল হুও ল্লাহু আহদ, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

১৭৬০- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا

الْأَسْتَدِرْ وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَزَأَ الْقُرْآنَ أَنْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَجْزَاءً مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ.

১৭৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম এবং আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... কাতাদা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন! তবে দু'জনের হাদীসে নবী ﷺ-এর বাণীর এ অংশও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং 'قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ' কে কুরআনের অংশসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাব্যস্ত করেছেন।

১৭৬১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّي أَرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَلِكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ إِلَّا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

১৭৬১. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সমবেত হও! আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ব। ফলে যাদের পক্ষে সম্ভব তারা সমবেত হল। এরপর নবী ﷺ বের হয়ে এলেন এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। তখন আমাদের একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, মনে হয়, এই যে আসমান হতে (এখনই) কোন খবর এসে পড়েছে এবং তাই তাঁকে (ঘরে) প্রবেশ করিয়েছে। পরে নবী ﷺ বের হয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, তোমাদের সামনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করব। শোন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

১৭৬২- وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اقْرَأُوا عَلَيَّ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ حَتَّى خَتَمَهَا.

১৭৬২. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করছি। তিনি তখন 'قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ' শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন।

১৭৬৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجَرٍ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقَوْلِ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَلُّوهُ لَأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لَا نَهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ.

১৭৬৩. আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ওয়াহ্ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে পাঠালেন। তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে গিয়ে তার কিরা'আত "هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" দ্বারা শেষ করতেন। তারা ফিরে এলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস কর সে কিসের জন্য এমন করে থাকে? তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কেননা, এ সূরাটি রাহমানের গুণাবলী সম্বলিত। কাজেই আমি তা পাঠ করতে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।

১২-بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ

১২. পরিচ্ছেদ : মু'আব্বিয়াতায়ন (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠের ফযীলত

১৭৬৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أَنْزَلَتْ اللَّيْلَةَ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

১৭৬৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... 'উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যা আজ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে? সেগুলোর সদৃশ্য আর কখনও দেখা যায়নি। (তা হল) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বি রাব্বিন নাস।'

১৭৬৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْزَلَ أَوْ أَنْزِلَتْ عَلَى آيَةٍ لَمْ يَرِ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوَّذَتَيْنِ.

১৭৬৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... 'উক্বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উপরে এমন কতক আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার মত আর কখনও দেখা যায় নি। তা হল মু'আব্বিয়াতায়ন।

১৭৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

১৭৬৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... ইসমাইল (র) থেকে পূর্বোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু উসামা (র)-এর রিওয়াযাতে রয়েছে, উক্বা ইবন আমির জুহানী (রা) থেকে.... এবং তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান সাহাবীগণের অন্যতম।

১৩- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلُ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : কুরআন অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে রত ব্যক্তির ফযীলত এবং যে ব্যক্তি ফিক্হ ইত্যাদির সূক্ষ্ম জ্ঞান আহরণ করে, তদনুসারে আমল করে ও শিক্ষা দেয়, তার ফযীলত

১৭৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَحْسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ.

১৭৬৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না, কিন্তু দু' ব্যক্তির ব্যাপারে : ১. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে দিনরাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে; ২. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, আর সে রাতদিনের মুহূর্তগুলোতে তা ব্যয় করতে থাকে।

১৭৬৮- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحْسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ.

১৭৬৮. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... সালিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) বলেছেন, দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না। সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ও কিতাব দান করেছেন এবং সে দিবারাতের মুহূর্তগুলোতে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং সে দিবারাতের মুহূর্তগুলোতে তা দান করতে থাকে।

১৭৬৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحْسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

১৭৬৯. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু' ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ (ঈর্ষা) করা যায় না : সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে তা হক পথে উজাড় করার ক্ষমতা দিয়েছেন, আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দীনের সূক্ষ্মজ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার আলোকে ফয়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়।

১৭৭০. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بَعْثَفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي قَالَ وَمَنْ ابْنُ أَبِي قَالَ مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنْ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ إِنْ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ.

১৭৭০. যুহায়র ইবন হারব (র)..... 'আমির ইবন ওয়াসিলা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইবন আবদুল হারিস (রা) উসফানে উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। উমর (রা) তাকে মক্কার আমিল ও শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। (পথিমধ্যে সাক্ষাতে) উমর (রা) বললেন, উপত্যকাবাসীদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কাকে ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা নিয়োগ করে এসেছ? তিনি (নাফি (রা) বললেন, ইবন আবযা (রা)-কে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইবন আবযা আবার কে? তিনি (নাফি রা) বললেন, আমাদের আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে একজন। উমর (রা) বললেন, তুমি কি একজন দাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে এসেছ? নাফি' (রা) বললেন, সে তো মহা মহীয়ান আল্লাহর কিতাবের একজন কারী (হাফিয) ও আহকামে শরীআত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। উমর (রা) বললেন, শোন! তোমাদের নবী ﷺ ই তো বলেছেন যে, আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে বহু লোককে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং এরই কারণে অনেক জাতির পতন ঘটাবেন।

১৭৭১. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْثَفَانَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান দারিমী ও আবু বাক্র ইবন ইসহাক (র)..... 'আমির ইবন ওয়াসিলা লায়সী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাফি' ইবন 'আবদুল হারিস খুযাই (রা) 'উসফানে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন..... (পূর্বোক্ত সনদের) ইবরাহীম ইবন সা'দ (রা) কর্তৃক যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

১৪-بَابُ بَيَانِ أَنْ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ ও এর মর্মার্থ

১৭৭২. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اقْرَأَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ.

১৭৭২. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আব্দ কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, আমি যেভাবে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করি, হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা)-কে তা থেকে ভিন্ন রকম তিলাওয়াত করতে শুনলাম। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ই এ সূরাটি এভাবে পড়তে আমাকে শিখিয়েছেন। আমি তখনই তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তাকে অবকাশ দিলাম। তিনি সালাত সমাপ্ত করলেন। এরপরই আমি তার চাদর দিয়ে তাকে পেঁচিয়ে ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একে সূরা ফুরকান পাঠ করতে শুনেছি, আপনি আমাকে যেমন পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে ভিন্নরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও (এবং তাকে বললেন) পড় তো। সে তখন পূর্বের কিরা‘আতই পড়ে শোনাতে, যেমন তাকে আমি পড়তে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (আয়াতটি) অনুরূপ নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি পড়! আমি তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত হরফে (ধরনে) নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং যার যেভাবে সহজ হয় তোমরা তা (সেভাবে) পাঠ করবে।

১৭৭৩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ.

১৭৭৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও আবদুর রহমান ইব্ন আব্দ কারী (র) সূত্রে বর্ণিত। তারা দু’জন শুনেছেন যে, ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকাকালে একবার হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম।..... হাদীসটির পূর্বানুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তবে তিনি এতে আরো বলেছেন, “সালাতের মাঝেই আমি তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হয়েছিলাম। পরে সালাম করা পর্যন্ত কোন রকমে সবর করে থাকলাম।”

১৭৭৪- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةٍ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ.

১৭৭৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র)-এর রিওয়াযাতের অনুরূপ তারই সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৭৭৫- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُؤْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَرْفٍ فَرَأَجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ السَّبْعَةُ الْأَحْرُفُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.

১৭৭৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জিব্রাইল (আ) (প্রথমে) আমাকে এক হরফে কুরআন পাঠ করালে আমি তাঁর কাছে (আরো বৃদ্ধির) আবদার জানালাম। এভাবে আমি তাঁর কাছে কুরআনের ধরন বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করতে থাকি, তিনিও প্রতিবার বাড়াতে থাকেন। অবশেষে সাত হরফে গিয়ে পরিসমাপ্তি হয়। ইব্ন শিহাব (র) বলেছেন, আমার কাছে রিওয়াযাত পৌঁছেছে যে, সে সাত হরফ সেসব নির্দেশের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যেখানে অর্থ এক হয়; হালাল-হারামের ব্যাপারে কোনো বিরোধ সৃষ্টি করে না।

১৭৭৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

১৭৭৬. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে ঐ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سَوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سَوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ قَحَسَنَ النَّبِيِّ ﷺ شَأْنَهُمَا فَسَقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ غَشَيْنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِي يَا أَبُي أُرْسِلْ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوْنٌ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ أَقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوْنٌ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ أَقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَلَمْ يَكُلْ

رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَتِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَتِّي وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ
يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقِ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

১৭৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করতে লাগল। সে এমন এক ধরনের কিরা'আত করতে লাগল যা আমার কাছে অভিনব মনে হল। পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরা'আত করতে লাগল। সালাত শেষে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরা'আত করেছে যা আমার কাছে অভিনব ঠেকেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তীজন হতে ভিন্ন কিরা'আত পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে (কিরা'আত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই কিরাআত পাঠ করল। নবী ﷺ তাদের দু'জনের (কিরাআতের) ধরনকে সুন্দর বললেন। ফলে আমার মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মেষ দেখা দিল। এমনকি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগেনি। আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন। ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহকে দেখছিলাম। নবী ﷺ আমাকে বললেন, ওহে উবাই! আমার কাছে (জিব্রাঈল আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন এক হরফে তিলাওয়াত করি। আমি তখন তাঁর কাছে পুনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন। দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হয় যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে। তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে। তৃতীয়বার আমাকে বলা হয় যে, সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যতবার আপনাকে জবাব দিয়েছি, তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি প্রার্থনা বরাদ্দ করা হল যা আপনি করতে পারতেন। আমি বললাম হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখেছি সেদিনের জন্য, যেদিন সারা সৃষ্টি এমনকি ইব্রাহীম (আ)-ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

১৭৭৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي بَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَرَأَ قِرَاءَةً وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

১৭৭৮. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) খবর দিয়েছেন যে, তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখনই এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, নামায পড়ল এবং এমনভাবে কিরাআত পাঠ করলো যে,..... ইব্ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

১৭৭৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ

بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَصَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ فَاتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمِّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمِّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنْ أُمِّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَايُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

১৭৭৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনু গিফারের জলাভূমি (ডোবা)-র কাছে ছিলেন। উবাই (রা) বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরনের কুরআন পাঠ করবে। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আমার উম্মাত তো এ হুকুম পালনে সমর্থ হবে না। পরে জিবরাঈল (আ) দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু' ধরনের কুরআন পাঠ করবে। নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর সকাশে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো তা পালনে সমর্থ হবে না। তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত তিন হরফে কুরআন পাঠ করবে। নবী ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো এটি পালনের সামর্থ্য রাখে না। তারপর জিবরাঈল (আ) চতুর্থবার নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হরফে কুরআন পাঠ করবে এবং এর যে কোন হরফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থ হবে।

১৭৮০. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... শু'বা (র) সূত্রে সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫-بَابُ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذْوِ وَالْإِفْرَاطِ فِي السَّرْعَةِ وَابَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَاكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ

১৫. পরিচ্ছেদ : ধীরস্থিরতার সাথে কিরাআত পড়া। অতি দ্রুত পাঠ বর্জন করা এবং রাক'আতে দুই ও ততোধিক সূরা পড়ার বৈধতা

১৭৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَقُولُ لَهُ نَهَيْكَ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنْ أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنْ
 قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمَفْصَلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ
 فَرَسَخَ فِيهِ نَفْعٌ إِنَّهُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِنِّي لَأَعْلَمُ النُّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلَ عُلُقَمَةً فِي إِثْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ
 فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ
 نَهَيْكَ بْنُ سِنَانٍ.

১৭৮১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) একত্রে..... আবু ওয়ায়ল (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাহীক ইবন সিনান নামের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা)-এর কাছে এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! এ শব্দটি আপনি কিভাবে পাঠ করে থাকেন; ‘আলিফ’ সহকারে, নাকি ‘ইয়া’ সহকারে অর্থাৎ আবু ওয়ায়ল (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আর এ শব্দটি না مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنْ না مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنْ ছাড়া বাকী কুরআন সবটাই কি তুমি আয়ত্ত্ব করে ফেলেছ? সে বলল, আমি তো মুফাস্সাল (সূরাসমূহ)^১ এক রাক‘আতেই পড়ে থাকি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতার ফড়ফড়ানির ন্যায় ফড়ফড় করে কী? একদল লোক কুরআন পাঠ করে থাকে যা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তবে যখন তা কলবে পতিত হয় এবং তা তাতে দৃঢ় অবস্থান নেয়, তখনই তা উপকারে আসে। উত্তম সালাত হল রুকু ও সিজদা (র আধিক্য)। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক‘আতে যে সদৃশ দু’টি দুটি সূরা মিলিয়ে পাঠ করতেন, আমি সেগুলোর কথা ভালভাবেই জানি। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) উঠে দাঁড়ালে আলকামা (র) তাঁর পিছনে পিছনে প্রবেশ করলেন। পরে বের হয়ে এসে বললেন, তিনি আমাকে সেগুলো সম্পর্কে অবগত করেছেন। (এ ছিল আবু বাকর র-এর বিবরণ) আর ইবন নুমায়র (র) তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, বনু বাজীলার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে আসল। তিনি নাহীক ইবন সিনান (নামটি) বলেননি।

১৭৮২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ نَهَيْكَ بْنُ سِنَانٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عُلُقَمَةً لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النُّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عَشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمَفْصَلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ.

১৭৮২. আবু কুরায়ব (র)..... আবু ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহীক ইবন সিনান নামে এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এলেন..... (পূর্ববর্তী সনদের) ওয়াকী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি বলেছেন, পরে আলকামা (র) তাঁর কাছে প্রবেশ করার জন্য আসলেন। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক

১. সূরা হুজুরাত থেকে পরবর্তী সূরাসমূহকে মুফাস্সাল বলা হয় - অনুবাদক।

রাক'আতে যে সদৃশ সূরাগুলো (২০ টি করে) তিলাওয়াত করতেন, সে বিষয়ে আপনি তাঁকে (আবদুল্লাহকে) জিজ্ঞেস করুন। তখন আলকামা (২) তাঁর কাছে গেলেন এবং পরে আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, তা হল আবদুল্লাহ (রা)-এর কুরআন সংকলনের বিশটি মুফাস্সাল সূরা।

১৭৮৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ إِنِّي لَا عَرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ عَشْرَيْنِ سُورَةٍ فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

১৭৮৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আ'মশ (র) থেকে এই সনদে পূর্ববর্তী দু'জনের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি সে নযীর সূরাগুলো জানি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতেন, দুই সূরা প্রতি রাক'আতে, বিশটি সূরা দশ রাক'আতে।

১৭৮৪- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْذَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا قَالَ فَمَكَّنَّا بِالْبَابِ هُنَيْئَةً قَالَ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ لَا تَدْخُلُونَ فَدَخَلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَسْبَحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لَا إِلَّا إِنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ قَالَ ظَنَنْتُمْ بِأَبْنِ أُمِّ عَبْدِ غَفْلَةً قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَجَارِيَةُ أَنْظِرِي هَلْ طَلَعَتْ فَانْظُرْتُ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَا جَارِيَةُ أَنْظِرِي هَلْ طَلَعَتْ فَانْظُرْتُ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالْنَا يَوْمَنَا هَذَا (فَقَالَ مَهْدِيُّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ) وَلَمْ يَهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَرَأْتُ الْمِفْصَلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا الشَّعْرُ إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقُرْآنَ مِنْ إِبْنِ وَائِلٍ لَا حَفْظَ الْقُرْآنِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمِفْصَلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمٍّ.

১৭৮৪. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আবু ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সকালে (ফজরের) সালাত আদায়ের পরে আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র)-এর কাছে গেলাম। আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম করলে তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। রাবী আবু ওয়ায়ল (র) বলেন, আমরা কিছুক্ষণ দরজায় অবস্থান করলাম। তখন বাঁদী বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা প্রবেশ করেছেন না কেন? আমরা তখন প্রবেশ করলাম। তিনি (আবদুল্লাহ) বসে বসে তাসবীহ পড়ছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কিসে তোমাদের প্রবেশে বাধা দিয়েছিল? তখন আমরা বললাম, না (তেমন কিছু নয়) তবে কিনা আমরা ধারণা করেছিলাম যে, ঘরের কেউ হয়ত ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, ইবন উম্মু আব্দ-এর পরিবারে তোমরা আলসেমী ও উদাসীনতার

ধারণা করলে? রাবী (ওয়ায়ল) বলেন, তারপর তিনি তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। পরে যখন ধারণা করলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি না? রাবী বলেন, সে নযর করে দেখল যে, তখনও সূর্য উঠেনি। তিনি আবার তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। অবশেষে যখন তাঁর ধারণা হল সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি? এবার সে দেখতে পেল যে, তা উদিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাদের এ দিনটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। [মাহ্দী (র) বলেন, আমার ধারণা যে, আবদুল্লাহ (রা) আরও বলেছেন] এবং তিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদের ধ্বংস করে দেননি। রাবী বলেন, তখন (উপস্থিত) দলের একজন বলল, গতরাতে আমি (সালাতে) মুফাস্সাল সম্পূর্ণটা পাঠ করেছি। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতার মত দ্রুত? আমার তো সেই জোড়া জোড়া সূরাগুলো মুখস্থ আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন। মুফাস্সালের আঠারটি সূরা এবং হা মীম শ্রেণীর দু'টি সূরা।

১৭৮৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهْيُكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

১৭৮৫. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহিক ইব্ন সিনান (র) নামে পরিচিত বনু বাজীলার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি এক রাক'আতেই মুফাস্সাল সূরা পাঠ করে থাকি। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতা আবৃত্তি করার ন্যায় (তাড়াতাড়ি)? আমি তো সে সদৃশ সূরাগুলোর কথা জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাক'আতে দুই সূরা করে পাঠ করতেন।

১৭৮৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَثَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْيَلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

১৭৮৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)..... আমর ইব্ন মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ওয়ায়ল (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কাছে এসে বলল, আজ (গত) রাতে আমি মুফাস্সাল (সূরাগুলো) সম্পূর্ণই এক রাক'আতে পড়ে ফেলেছি। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, কবিতা আবৃত্তি করার মত তাড়াতাড়ি করে? পরে আবদুল্লাহ (রা) আরো বললেন, আমি তো সে সদৃশ (সূরা) গুলো জানি, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলিয়ে পাঠ করতেন। রাবী বলেন, তিনি তখন মুফাস্সালভুক্ত বিশটি সূরা (-র নাম) উল্লেখ করলেন (যার) দুই দুই সূরা প্রতি রাক'আতে (পাঠ করা হত)।

১৬-بَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ

১৬ পরিচ্ছেদ : কিরা'আত সম্পর্কিত বিষয়াবলী

১৭৮৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ أَدَالًا أَمْ ذَالًا قَالَ بَلْ ذَالًا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مُدَكِّرٍ ذَالًا.

১৭৮৭. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (রা)..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র)-এর কাছে প্রশ্ন করছে। তিনি তখন মসজিদে কুরআনের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। লোকটি বলল, فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ আয়াতটি কি ভাবে পাঠ করেন مُدَكِّر শব্দে দাল দিয়ে না যাল দিয়ে? আসওয়াদ (র) বললেন مُدَكِّر 'দাল' দিয়ে। আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে مُدَكِّر 'দাল' সহকারে বলতে শুনেছি।

১৭৮৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ.

১৭৮৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আসওয়াদ সূত্রে আবদুল্লাহ (রা) থেকে নবী ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ শব্দটি مُدَكِّر (দাল সহকারে) পাঠ করতেন।

১৭৮৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَاتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا قَالَ فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى قَالَ وَأَنَا وَاللَّهُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ فَلَا أَتَابِعُهُمْ.

১৭৮৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... 'আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শাম দেশে (সিরিয়ায়) গেলাম। আবুদ দারদা (রা) আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে, যে আবদুল্লাহ (রা)-এর কিরা'আত অনুসরণে কুরআন পাঠ করতে পারে? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ (রা)-কে এ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى আয়াত কি ভাবে পাঠ করতে শুনেছ? আমি বললাম, আমি তাকে পড়তে শুনেছি وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى..... وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى-আবুদ দারদা (রা) বললেন,

আমিও আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এরা তো চাচ্ছে, যেন وَمَا خَلَقَ সহ পাঠ করি, আমি তাদের অনুসরণ করব না।

১৭৯০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَى عَلْقَمَةَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيَّئْتَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثُمَّ قَالَ أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

১৭৯০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্রাহীম (র) বলেন, আরকামা (র) সিরিয়ায় আগমন করলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন। তারপর একটি (তালিমী) হাল্কার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে বসে পড়লেন। আরকামা (র) বলেন, তারপর এক ব্যক্তি আগমন করলেন। আমি তার প্রতি লোকের সমীহ ও শুদ্ধাভাবে দেখতে পেলাম। আরকামা (র) বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার পার্শ্বে বসে পড়লেন। তারপর আমাকে বললেন : আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ রা) যেভাবে পড়েন তা কি তোমার স্মরণ আছে? পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ....।

১৭৯১- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيِّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى قَالَ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى وَالذِّكْرَ وَالْأُنْثَى قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا.

১৭৯১. আলী ইব্ন হুজ্জর আস্ সা'দী..... আরকামা (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোথেকে? আমি বললাম, ইরাকের বাসিন্দা। তিনি বললেন, কোন অঞ্চলের? আমি বললাম, কূফার অধিবাসী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরা'আত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে পার? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى..... وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى وَالذِّكْرَ وَالْأُنْثَى পড়ো তো। আরকামা (র) বলেন, আমি পড়লাম وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى وَالْأُنْثَى (আমার পড়া শুনে) তিনি হেসে দিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে সূরাটি পড়তে শুনেছি।

১৭৯২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ.

১৭৯২. মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র)..... আরকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম এবং আবুদ দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটল। পরবর্তী অংশ ইব্ন উলায়্যার হাদীসের অনুরূপ।

১৭-بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

১৭. পরিচ্ছেদ : যে সকল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা নিষেধ

১৭৯৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৭৯৩. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যাবৎ না সূর্য অস্ত যায় এবং ফজরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন যাবৎ না সূর্যোদয় হয়।

১৭৯৪- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَاسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ هُثَيْمٍ قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

১৭৯৪. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (রা)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু সাহাবী হতে শুনেছি, তাঁদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও রয়েছেন আর তাদের মধ্যে তিনিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যে পর্যন্ত না সূর্য উদিত হয়। আসরের পরও (নিষেধ করেছেন) সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত।

১৭৯৫- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهْشَامٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.

১৭৯৫. যুহায়র ইব্ন হারব, আবু গাসসান মিসমাদি ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... সবাই কাতাদা (র) হতে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ ও হিশামের বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, “ফজরের পর সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত।”

১৭৯৬- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৭৯৬. হারমালা ইবন ইয়াহয়া (রা)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আসরের পর কোন সালাত নেই সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর কোন সালাত নেই সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত।

১৭৯৭- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.

১৭৯৭. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় সালাত আদায় করার ইচ্ছা না করে।

১৭৯৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِي الشَّيْطَانِ.

১৭৯৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সালাত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আদায় করার ইচ্ছা করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখানে উদিত হয়।

১৭৯৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بَشْرٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

১৭৯৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্যের কিনারা যখন প্রকাশিত হয় তখন তোমরা সূর্য পুরাপুরি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করবে এবং যখন সূর্যের কিনারা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন পুরাপুরি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় বিলম্ব করবে।

১৮০০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْعَصْرُ بِالْمُخْمَصِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ).

১৮০০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু বাসরা আল-গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মুখাম্মাস নামক স্থানে আসরের সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, এ সালাত তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এ সালাতকে বিনষ্ট করল। অতএব যে ব্যক্তি এ সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে, তাকে দ্বিগুণ সাওয়াব দেয়া হবে। এ সালাতের পর অন্য কোন সালাত নেই 'শাহিদ' উদয় না হওয়া পর্যন্ত (শাহিদ হল তারকা)।

১৮.১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَّائِيَّ (وَكَانَ ثِقَةً) عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ.

১৮০১. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু বাসরা গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত পড়লেন। তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮.২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ تَغْرُبُ.

১৮০২. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র)..... উলাঈ (র) বলেন, আমি উক্বা ইব্ন আমির জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি সময়ে সালাত আদায় এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে আমাদেরকে নিষেধ করতেন, সূর্য যখন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উদয় হতে থাকে তখন থেকে পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত। যখন সূর্য ঠিক মধ্যাকাশে থাকে, তখন থেকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হলে, যাবৎ না সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়।

১৮.৩- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَلَقِيَ شَدَّادُ أَبَا أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَصَحْبَ أَنْسَاءٍ إِلَى الشَّامِ وَأَتْنِي عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ

لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعِيدُونَ الْاَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَاِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جِرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوحِدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ (قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ) فَقُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا إِلَّا تَرَى حَالِي وَحَالِ النَّاسِ وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَاِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ اتَّخَبِرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَثُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمَحِ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَاِذَا أَقْبَلَ الْفَيْ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ اقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَاَلَوْ ضَوْءٌ حَدَّثَنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرُبُ وَضُوئُهُ فَيَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَا مِلْهُ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُسَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُسَامَةَ يَا عَمْرُو بْنُ

عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرُو يَا اَبَا اُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاَقْتَرَبَ اَجَلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ اَنْ اَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اِلَّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا (حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ) مَا حَدَّثْتُ بِهِ اَبَدًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

১৮০৩. আহমাদ ইব্ন জাফর আল মা'কিরী (র)..... ইকরিমা (র) বলেন, শাদ্দাদ, আবু উমামা ও ওয়াসিলার সাক্ষাত পেয়েছেন এবং সিরিয়া ভ্রমণকালে তিনি আনাস (রা)-এর সহচর ছিলেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। আবু উমামা (রা) বলেন, আমরা ইব্ন আবাসা সুলামী (রা) বলেন, আমি প্রাক-ইসলামী যুগে সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট বলে ধারণা করতাম। তারা কোন ধর্মের উপর নেই। তারা সবাই মূর্তি পূজা, দেব-দেবীর পূজা করত। তিনি বলেন, তখন আমি মক্কায় এমন এক ব্যক্তির কথা শুনলাম যিনি বিভিন্ন সংবাদ বর্ণনা করেন। তখন আমি সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁর নিকট এলাম এবং আমি জানতে পারলাম যে, তিনি জনসমাবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তাঁর কাওম তাঁর উপর নির্যাতন করে। আমি কৌশলে মক্কায় তাঁর নিকট পৌঁছলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পরিচয় কি? তিনি বললেন, আমি নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনাকে কি দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আমাকে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করা, দেব-দেবী ও মূর্তি ভেঙ্গে দেওয়া, আল্লাহকে এক বলে জানা এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করার বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কারা আছেন? তিনি বললেন, একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন ক্রীতদাস। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা) ও বিলাল (রা) ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হতে চাই। তিনি বললেন, বর্তমান অবস্থায় তুমি তা পারবে না। তুমি আমার অবস্থা ও লোকজনের অবস্থা কি, দেখছ না? তুমি বরং পরিজনদের কাছে ফিরে যাও। যখন আমি বিজয় লাভ করেছি বলে শুনে পাবে, তখন আমার কাছে এসো। তিনি বললেন, আমি পরিজনদের কাছে চলে গেলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদীনায় গমন করলেন। তখন আমি পরিজনদের মাঝে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় গমন করার পর থেকে আমি সর্বদা এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে এবং মানুষের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। মদীনাবাসীদের একদল লোক আমার কাছে এলেন। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। যে ব্যক্তি মদীনায় আগমন করেছেন তিনি কি করছেন, তাঁর অবস্থা কি? তারা বললেন, লোকজন অতি দ্রুত তাঁর সাহচর্যে যাচ্ছে। তাঁর কওম তাঁকে হত্যা করতে চাচ্ছিল কিন্তু তারা সফলকাম হয়নি। আমি এ কথা শুনে মদীনায় গেলাম এবং তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে চিনতে কি পেরেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি সে ব্যক্তি যে আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেছিলে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, ইয়া নবী-আল্লাহ! আল্লাহ পাক আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন অথচ আমি তা জানি না, তা আমাকে শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, ফজরের সালাত আদায় করবে। এরপর সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কারভাবে উপরে না ওঠা পর্যন্ত তুমি সালাত থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য যখন উদিত হয় তখন সেটা উদিত হয় শয়তানের দু' শিং-এর মাঝখান দিয়ে। সে সময়ে কাফিররা তাকে সিজ্দা করে।

এরপর সালাত আদায় করবে তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত। সালাতে ফেরেশতাগণের উপস্থিতি এবং সাক্ষ্যের ব্যাপার রয়েছে। এরপর সালাত থেকে বিরত থাকবে কেননা এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। এরপর যখন ছায়ায় পরিবর্তন শুরু হয়, তখন সালাত আদায় করবে। ফেরেশতাগণ সালাতে উপস্থিত থাকেন এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। তারপর আসরের সালাত আদায় করবে। তারপর সালাত হতে বিরত থাকবে সূর্য অস্তমিত না যাওয়া পর্যন্ত। কেননা সূর্য শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যে দিয়ে অস্ত যায়। ঐ সময় কাফিররা তাকে সিজ্জা করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ওয়ূ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে যখন ওয়ূর পানি পেশ করা হয়, এরপর সে কুলি করে ও নাকে পানি দেয় ও তা পরিষ্কার করে, তখন তার মুখমণ্ডল, মুখ গহ্বর ও নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়। তারপর যখন সে আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে মুখমণ্ডল ধোয়, তখন মুখমণ্ডলের চারিদিক থেকে সকল গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন দু' হাত ধোয় কনুই পর্যন্ত, তখন তার উভয় হাতের গুনাহসমূহ আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন মাথা মসেহ করে, তখন তার মাথার গুনাহসমূহ চুলের গোড়া থেকে পানির সাথে ঝরে যায়। এরপর উভয় পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলে উভয় পায়ের গুনাহগুলো আঙ্গুল দিয়ে পানির সাথে ঝরে পড়ে। এরপর যদি সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে যথাযথভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করে ও তার অন্তরকে আল্লাহর জন্য মুক্ত করে নেয়, তাহলে সে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেদিনের মত—যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল। আমর ইব্ন আবাস (রা)-ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী আবু উমামা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন আবু উমামা (রা) তাঁকে বললেন, হে আমর ইব্ন আবাস! ভেবে দেখ, তুমি কি বলছ! একই স্থানে ঐ ব্যক্তিকে এত মর্যাদা দেয়া হবে? তখন আমর (রা) বললেন, হে আবু উমামা (রা)! আমি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমার হাড়গুলো নরম হয়ে গিয়েছে। আমার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যা আরোপের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে না শুনতাম একবার দু'বার, তিনবার (এমনকি তিনি সাতবার পর্যন্ত গণনা করলেন); তবে আমি কখনো এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি হাদীসটি সাতবারের চেয়েও বেশিবার শুনেছি।

১৮.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهُمْ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا.

১৮০৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর ধারণা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কালে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

১৮.৫- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُو أَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدْعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ.

১৮০৫. হাসান হুলায়নী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর দু' রাক'আত সালাত ত্যাগ করেননি। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের অপেক্ষায় থেক না এবং সে সময় সালাত আদায় করো না।

১৮.৬ - حَدَّثَنِي حَرْمَةُ بْنُ مَلَةَ بْنِ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلِّمْ عَنْ الرُّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرُّكُعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخِرِي عَنْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَخَرْتُ عَنْهُ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنْ الرُّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرُّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

১৮০৬. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া তুজীবী (র)..... ইবন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুর রহমান ইবন আযহার এবং মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) সবাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং তাঁকে আসরের পরের দু' রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে এবং এ কথাও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি, আপনিও সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে থাকেন, অথচ আমাদের নিকট হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে এ সালাত হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখতাম। কুরায়ব (রা) বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁরা যে সব কথা বলে দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন তা সব পৌছে দিলাম। আয়েশা (রা) বললেন, উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস কর। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যাঁরা আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের কাছে ফিরে এলাম এবং তাঁদেরকে আয়েশা (রা) যা বলেছিলেন তা অবহিত করলাম। তাঁরা আমাকে পুনরায় উম্মে সালামা (রা)-এর

নিকট প্রেরণ করলেন, যেভাবে আমাকে পাঠিয়েছিলেন আয়েশা (রা)-এর কাছে। (আমার বক্তব্য শুনে) উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সালাত নিষেধ করতে শুনেছি। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি যে দু' রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন, তার ব্যাপার এই, তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর আমার হুজুরায় প্রবেশ করলেন। তখন আমার কাছে আনসারের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা বসা ছিলেন। তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমি দাসীকে তাঁর নিকট পাঠলাম এবং বলে দিলাম, তুমি তাঁর পার্শ্বে দাঁড়াবে এবং তাঁকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উম্মে সালামা (রা) বলেছেন যে, আপনাকে এ দু' রাকআত হতে নিষেধ করতে শুনেছেন। অথচ এখন দেখছি আপনি সে দু' রাকআত আদায় করেছেন? তখন তিনি যদি হাতদ্বারা ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে দাঁড়াবে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, দাসী তাই করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতদ্বারা ইশারা করলেন। দাসী পিছনে সরে দাঁড়াল। সালাত শেষ করে বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পরের দু' রাকআত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ? (ঘটনা হলো) আমার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরের দু' রাকআত আদায় করতে পারিনি। এ হলো সেই দু' রাকআত।

১৮.৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَنَّهُ شَغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ اثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً اثْبَتَهَا (قَالَ يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا).

১৮০৭. ইয়াহুয়া ইবন আযুব, কুতায়বা ও 'আলী ইবন হুজর (র)..... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর যে দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু' রাকআত আসরের পূর্বেই আদায় করতেন। অবশ্য অধিক ব্যস্ততা অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে ঐ দু' রাকআত আদায় করতে না পারায় তা আসরের পর আদায় করলেন। তারপর থেকে এ দু' রাকআত নিয়মিত আদায় করতে লাগলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, কোন সালাত আদায় করলে তা নিয়মিত আদায় করতেন। ইয়াহুয়া ইবন আযুব (র) বলেন, ইসমাইল বলেছেন যে, তিনি তা সর্বদা আদায় করতেন।

১৮.৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.

১৮০৮. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকটে (অবস্থানকালে) আসরের পরের দু' রাকআত কখনো ত্যাগ করেননি।

১৮০৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْفُطُّ لَه قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانِ مَاتَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৮০৮. আবু বাকর ইবন শায়বা (র) ও আলী ইবন হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সালাত আমার গৃহে অবস্থানকালে কখনো ত্যাগ করেননি, গোপনেও নয় প্রকাশ্যে নয়; ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকআত ও আসরের (ফরযের) পর দু' রাকআত।

১৮১০- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي تَعْنِي الرُّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১৮১০. ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... আসওয়াদ ও মাসরুক (র) বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-এর সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তিনি বলেন, আমার নিকট পালাক্রমে অবস্থানের দিনটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহে ঐ দু' রাকআত অবশ্যই আদায় করতেন। অর্থাৎ আসরের পরের দু' রাকআত।

১৮- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

১৮. পরিচ্ছেদ : মাগরিবের (ফরয) সালাতের পূর্বে দু' রাকআত পড়া মুস্তাহাব

১৮১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فَضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَّ عَلَى صَلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

১৮১১. আবু বাকর ইবন আবু শায়রা ও আবু কুরায়ব (র)..... মুখতার ইবন ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে আসরের পর নফল সালাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উমর (রা) আসরের পর নফল সালাত পড়ার কারণে মানুষের হাতে আঘাত করতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাতের পূর্বে দু'রাকআত পড়তাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ দু'রাকআত পড়তেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে পড়তে দেখেছেন কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কিছুই করেননি।

১৮১২- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَدْنَى الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السُّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيْتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا.

১৮১২. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে ছিলাম, তখন মুয়াযযিন মাগরিবের সালাতের আযান দিলে তারা তাড়াতাড়ি করে স্তম্ভের দিকে যেয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নিত। ফলে কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে মুসল্লিদের সংখ্যাধিক্য দেখে ধারণা করত যে, (ফরয) সালাত শেষ হয়ে গেছে।

১৮১৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ الْمُزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ.

১৮১৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উভয় আযানের (আযান ও ইকামত) মাঝে সালাত (নফল) রয়েছে। তিনি এ কথাটি তিনবার বলেছেন। তৃতীয়বারে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করতে ইচ্ছুক হয়।

১৮১৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ.

১৮১৪. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি চতুর্থবারে বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।”

১৯- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

১৯. পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতিকালে সালাত আদায়ের পদ্ধতি

১৮১৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّنْفَةَ الْآخَرَى مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَضَى هَوْلَاءِ رَكْعَةً وَهَوْلَاءِ رَكْعَةً.

১৮১৫. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শংকার সময় দুই দলের একটি দলকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুখোমুখি থাকল। এরপর প্রথম

দল ফিরে গিয়ে তাদের সাথীদের স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল এবং দ্বিতীয় দলটি আসল। তখন নবী পাকিস্তান
আলাহুত্ব
তয়াসাত্তা তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর এদল এক রাক'আত আদায় করল এবং ঐ দল আরেক রাক'আত আদায় করল।

১৮১৬- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْعٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَوْفِ وَيَقُولُ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى.

১৮১৬. আবুর রাবী যাহরানী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুত্ব
তয়াসাত্তা-এর শংকাকালীন সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলতেন যে, “আমি রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুত্ব
তয়াসাত্তা-এর সঙ্গে এ সালাত আদায় করেছি”। উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী।

১৮১৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رُكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تَوَمَّيْ أَيْمَاءً.

১৮১৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুত্ব
তয়াসাত্তা কোন এক যুদ্ধে ভয়-ভীতির মধ্যে সালাতুল-খাওফ আদায় করলেন। তখন একটি দল তাঁর সাথে সালাতে দাঁড়াল এবং অন্য দল শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান নিল। রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান
আলাহুত্ব
তয়াসাত্তা তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদের নিয়ে এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর তারা চলে গেল এবং অপর দল আগমন করলে তাদেরকে নিয়েও এক রাক'আত আদায় করলেন। এরপর উভয় দল এক-এক রাক'আত আদায় করল। রাবী বলেন, ইবন উমর (রা) আরো বলেন, যখন ভয়-ভীতি অত্যধিক হয়ে পড়ে, তখন কোন বাহনে আরোহণ অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইশারায় সালাত আদায় করে নেবে।

১৮১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ أَنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ أَنْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ

الصَّفِّ الْمَقْدَمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأَمْرَانِهِمْ.

১৮১৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতুল-খাওফে হাযির ছিলাম। তিনি আমাদের দু'দলে বিভক্ত করলেন। এক দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে। আর শত্রু ছিল আমাদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন, আমরাও একত্রে তাকবীর বললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করলেন এবং আমরাও একত্রে রুকু করলাম। এরপর তিনি রুকু হতে মাথা উঠালে আমরাও সকলে মাথা উঠলাম। এরপর তিনি সিজ্দায় গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে দলটি ছিল, সে দলটিও। তাঁর পিছনের দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। নবী ﷺ যখন সিজ্দা সমাপ্ত করলেন এবং তাঁর সংলগ্ন পেছনের দলটি দাঁড়িয়ে গেল, তখন পেছনের দলটি সিজ্দায় গেল। এরপর তারা দাঁড়াল। অতঃপর পেছনের দলটি সামনে গেল এবং সামনের দলটি পেছনে এল। এরপর নবী ﷺ রুকু করলেন এবং আমরাও সবাই রুকু করলাম। এরপর তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন। আমরাও মাথা উঠলাম। এরপর তিনি সিজ্দায় গেলেন এবং তাঁর সংলগ্ন যারা প্রথম রাক'আতে পেছনে ছিলেন তাঁরাও। আর পেছনের দলটি শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। যখন নবী ﷺ এবং তাঁর সংলগ্ন দল সিজ্দা সমাপন করলেন, তখন পেছনের দলটি সিজ্দায় গেল এবং তারা সকলে এভাবে সিজ্দা করল। এরপর নবী ﷺ ও আমরা সকলে সালাম ফিরালাম। জাবির (রা) বলেন, যেমন তোমাদের প্রহরীগণ তাদের আমীরগণের পাহারা দেয়।

১৮১৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُونُسٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَأَقْتَطَعْنَا هُمْ فَأَخْبَرَ جَبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَقَالُوا إِنَّهُ سَتَاتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ كَمَا يَصْلِي أُمَرَاءُ كُمْ هَؤُلَاءِ.

১৮১৯. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহায়না গোত্রের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তারা আমাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আমরা যখন যোহরের সালাত আদায় করে নিলাম, তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা যদি একযোগে আক্রমণ করতাম তা হলে মুসলমানদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতাম। জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানালেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা আরো বলেছে যে, মুসলমানদের নিকট এমন একটি সালাতের সময় উপস্থিত হচ্ছে যে সালাত তাদের নিকট নিজেদের সন্তান থেকেও অধিক প্রিয়। তিনি বলেন, যখন আসরের সময় হল, তখন তিনি আমাদের দু'কাতারে বিভক্ত করলেন। আর মুশরিকরা ছিল আমাদের এবং কিব্লার মাঝখানে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাক্বীর বললেন, আমরাও তাক্বীর বললাম। তিনি রুকু করলেন, আমরাও রুকু করলাম। এরপর তিনি সিজ্দা করলেন। তাঁর সাথে প্রথম সারির লোকেরাও সিজ্দা করল। এরপর প্রথম সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকল। আর দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজ্দা করল। এরপর প্রথম সারির লোকের পেছনে এল এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা সামনে আসল এবং প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে দাঁড়াল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাক্বীর বললেন, আমরাও তাক্বীর বললাম। তিনি রুকু করলেন, আমরাও রুকু করলাম। এরপর তাঁর সাথে প্রথম সারির লোকেরা সিজ্দা করল এবং দ্বিতীয় সারির লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর যখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজ্দা করল, তারপর সকলে বসে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। আবু যুযায়র (র) বলেন, এরপর জাবির (রা) বিশেষভাবে বললেন, যেভাবে তোমাদের বর্তমানকালের আমীরগণ সালাত আদায় করেন।

১৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رُكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رُكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّمَ هُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ.

১৮২০. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র)..... সাহল ইবন আবু হাসমাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করলেন। তাদেরকে তাঁর পেছনে দু'কাতারে দাঁড় করালেন। তাঁর সংলগ্ন কাতারের লোকদের নিয়ে তিনি এক রাকআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনের কাতারের লোকেরা এক রাকআত সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তারা সম্মুখে অগ্রসর হল এবং যারা সম্মুখভাগে ছিল তারা পিছনে সরে এল। তিনি তাদেরকে নিয়ে আরেক রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং পেছনে অবস্থানকারীগণ আরেক রাকআত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি বসে থাকলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন।

১৮২১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرُّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهُ

الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاتَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاءَ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي ثَبَتَ جَالِسًا وَاتَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

১৮২১. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... সালিহ ইব্ন খাওওয়াত (র) যাতুর রিকার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায়কারী জনৈক সাহাবী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি দল কাতারে দাঁড়ায় এবং অন্য দল শত্রুর মুখোমুখি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে যারা কাতারে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা নিজেরা তাদের সালাত পূর্ণ করল। এরপর তারা চলে গেল এবং কাতারবন্দী হয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় দল এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট রাকআতটি আদায় করলেন। এরপর তিনি বসে থাকলেন এবং তারা তাদের সালাত পূর্ণ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন।

۱۸۲۲- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرْكُنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَاخَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اتَّخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَتَوَدَّى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْآخَرَى رَكَعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ.

১৮২২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (রা).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করলাম এবং যাতুর-রিকা নামক স্থানে পৌঁছলাম। তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমরা যখন কোন ছায়াযুক্ত গাছের কাছে পৌঁছতাম তখন আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিতাম। রাবী বলেন, হঠাৎ মুশরিকদের এক ব্যক্তি এল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। মুশরিক লোকটি নবী ﷺ-এর তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে খাপ থেকে বের করে নিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? তিনি বললেন, না। মুশরিক বলল, তোমাকে আমার থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ ঐ ব্যক্তিকে তাড়া দিলেন। সে তরবারি খাপে ঢুকিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে সালাতের জন্য আযান দেওয়া হল। তখন একটি দলকে নিয়ে তিনি দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ

অপর দলকে নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। রাবী বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ -এর হল চার রাক'আত এবং সাহাবীগণের হল দু' রাক'আত।

১৮৩২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

১৮২৩. 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান দারিমী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ -এর সাথে সালাতুল-খাওফ আদায় করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ দু' দলের একটি দলকে নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরেক দল নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ দু' রাক'আত করে চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং প্রত্যেক দলকে নিয়ে আদায় করলেন দু' রাক'আত।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

১৮২৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৪. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া তামিমী, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির ও কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে যেতে ইচ্ছা করলে সে যেন গোসল করে নেয়।

১৮২৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمَنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মিন্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কেউ জুমু'আয় এলে সে যেন গোসল করে নেয়।

১৮২৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮২৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮২৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

১৮২৭. হারমালা ইবন ইয়াহয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

১৮২৮- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ آيَّةُ سَاعَةِ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

১৮২৮. হারমালা ইবন ইয়াহয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) জুমু'আর দিনে সমবেত লোকদের সামনে খুতবা দান করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন। উমর (রা) তাকে জোরে ডেকে বললেন, এটা কোন সময়? ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি আজ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ঘরে ফিরে না যেতেই আযান শুনতে পেলাম, তাই আমি ওয়ূর অতিরিক্ত কিছুই করতে পারিনি। উমর (রা) বললেন; শুধু ওয়ূই করেছ। অথচ তোমার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করে আসার জন্য আদেশ করতেন।

১৮২৯- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّتُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৮২৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের সামনে খুতবা দান করছিলেন, তখন উসমান ইবন আফফান (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। উমর (রা) তাঁর প্রতি ইংগিত করে বললেন : ঐ সমস্ত লোকের কি অবস্থা, যারা আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদে আগমনে বিলম্ব করে। উসমান (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আযান শোনার পর আমি ওয়ূর অতিরিক্ত আর কিছু করি নি। অতঃপর এসে গিয়েছি। উমর (রা) বললেন, আপনি কেবল ওয়ূই করেছেন। আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শোনান নি? তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর জন্য আগমন করলে অবশ্য গোসল করে নিবে।

১৮৩. - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

১৮৩০. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

১৮৩১ - حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لَيَوْمِكُمْ هَذَا.

১৮৩১. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইবন ঈসা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ তাদের স্ব স্ব গৃহ হতে এবং আওয়ালী (মদীনার নিকটবর্তী চতুর্পার্শ্বের গ্রামসমূহ) হতে জুমু'আর জন্য আগমন করতেন। তারা আবা পরিধান করে আসতেন। এগুলিতে ধুলাবালি লেগে যেত এবং ঘাম মিশ্রিত হয়ে এগুলি হতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। এদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তখন তিনি আমার গৃহে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যদি এদিনের জন্য অধিক পবিত্রতা হাসিল করতে! (তবে কতই না উত্তম হত)।

১৮৩২ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفْلٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৮৩২. মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী ছিলেন। তাদের কাজের জন্য অন্য কোন লোক ছিল না। তাদের ঘর্মাক্ত দেহে দুর্গন্ধ ও উকুন হয়ে যেত, তখন তাদেরকে বলা হত, তোমরা যদি জুমু'আর জন্য গোসল করে নিতে!

১-بَابُ الطَّيِّبِ وَالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা প্রসঙ্গ

১৮৩৩ - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبَكِيرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكَ وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ بُكِّرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطَّيِّبِ وَلَوْ مِنْ طَيِّبِ الْمَرْأَةِ

১৮৩৩. আমর ইবন সাওয়াদ আমিরী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর শুক্রবারে গোসল করা ও মিস্ওয়াক করা কর্তব্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তবে বুকায়র আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন নি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে বলেছেন, নিজের স্ত্রীর সুগন্ধি হলেও।

১৮২৪- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ طَاوُسٌ فَقَاتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ وَيَمَسُّ طَيِّبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ.

১৮৩৪. হাসান হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) জুমু'আর দিনে গোসল করা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর বাণী উল্লেখ করেন। তাউস (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সুগন্ধি ব্যবহার করবে অথবা তৈল ব্যবহার করবে যদি তার পরিবারে মওজুদ থাকে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তা জানি না।

১৮২৫- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

১৮৩৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (রা)..... উভয়ে ইবন জুরায়জ (রা) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন।

১৮২৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاتِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَقُّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

১৮৩৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা). থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহ তা'আলার হক হলো প্রতি সাত দিনে গোসল করবে, মাথা ও শরীর ধৌত করবে।

১৮২৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مَقْرَبَ بَدَنَةٍ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مَقْرَبَ بَقَرَةٍ وَمَنْ رَاحَ

فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

১৮৩৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে জানাবাতের মত গোসল করবে, অতঃপর দিনের প্রথমভাগে মসজিদে গমন করবে, সে যেন আল্লাহর পথে একটি উটনী কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে গমন করল, সে যেন গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল, সে যেন একটা ভেড়া কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল, সে যেন একটা মুরগী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তারপর গমন করল, সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। ইমাম যখন খুতবা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

২-بَابُ فِي الْأَنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ

২. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিন খুতবার সময় নীরব থাকা প্রসঙ্গ

১৮৩৮- وَحَدَّثَنَا قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بِنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتُ.

১৮৩৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে ইমামের খুতবাদানকালে তুমি যদি তোমার সঙ্গীকে বল 'চুপ থাক' তবে তুমিও অনর্থক কথা বললে।

১৮৩৯- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بِنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

১৮৩৯. আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১৮৪০- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ.

জুমু'আ

১৮৪০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উক্ত হাদীসের উভয় সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী ইবন জুরায়জ (র) বলেছেন, ইব্রাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন কারীয।

১৮৪১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ قَالَ أَبُو الزُّنَادِ هِيَ لُغَةٌ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১৮৪১. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল 'চুপ থাক' তাহলে তুমি অনর্থক কথা বললে। আবু যিনাদ (র) বলেন, 'لَغَيْتَ' শব্দটি আবু হুরায়রা (রা)-এর গোত্রের ভাষা। প্রকৃতপক্ষে তা হবে 'لَغَوْتَ'।

২- بَابُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৩. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিন দু'আ কবুলের মুহূর্ত প্রসঙ্গ

১৮৪২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ يَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَقْلَلُهَا.

১৮৪২. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সালাতরত অবস্থায় সে মুহূর্ত পেয়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দেবেন। কুতায়বা বর্ণিত রিওয়াযাতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, হাতদ্বারা ইশারা করে সময়ের স্বল্পতা বুঝিয়েছেন।

১৮৪৩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يَقْلَلُهَا يُزَهِّدُهَا.

১৮৪৩. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম বলেছেন, জুমু'আর দিবসে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোন মুসলিম বান্দা সালাতে দাঁড়ান অবস্থায় সে মুহূর্তটি পেলে এবং আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দেবেন। তিনি হাতদ্বারা ইশারা করে সময়ের স্বল্পতা বুঝিয়েছেন।

১৮৪৪- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَيُّو الْقَاسِمِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৪৪. ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম রাঃ বলেছেন,উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১৮৪৫- وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مَفْصَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

১৮৪৫. হুমায়দ ইবন মাসআদা বাহিলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম রাঃ বলেছেন..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

১৮৪৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

১৮৪৬. আবদুর রহমান ইবন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সঃ বলেছেন, জুমু'আর দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। কোন মুসলমান সে মুহূর্তটিতে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা দেবেন। এ মুহূর্তটি অতি অল্প।

১৮৪৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

১৮৪৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... নবী সঃ থেকে আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। এ বর্ণনায় তিনি 'এ মুহূর্তটি অতি অল্প' উল্লেখ করেননি।

১৮৪৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

১৮৪৮. আবু তাহির, আলী ইবন খাশরাম, হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইবন 'ঈসা (রা)..... আবু বুরদা ইবন আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতাকে জুমু'আর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, তা হল ইমামের বসা থেকে সালাত শেষ করার মধ্যবর্তী সময়টুকু।

৪-بابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

8. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর দিনের ফযীলত

১৮৪৭- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

১৮৪৯. হারমালা ইবন ইয়াহয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদয় হয় তন্মধ্যে জুমু'আর দিনই সর্বোত্তম। সেদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। সেদিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয় এবং সেদিনে তাঁকে জান্নাত হতে বের করা হয়।

১৮৫০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْغَيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

১৮৫০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য উদয়ের দিবসগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমু'আর দিবস। সেদিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। তাঁকে তা থেকে ঐ দিন বের করা হয়। আর কিয়ামতও হবে জুমু'আর দিবসেই।

১৮৫১- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيِّدَ أَنْ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْ تَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

১৮৫১. আমরুন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমরা অগ্রগামী থাকব। সকল উম্মাতকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারপর যে দিবসটি আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে সে দিবস সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। অন্যরা এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাতে রয়েছে। ইয়াহুদীরা পরের দিন, নাসারারা তারও পরে।

১৮৫২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ.

১৮৫২. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়াতে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমরা অগ্রগামী থাকব। অতঃপর পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

১৮৫৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى.

১৮৫৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে। কিন্তু আমরা কিয়ামতের দিবসে থাকব সবার প্রথমে। আমরা জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে অগ্রগামী থাকব। তবে তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারা মতবিরোধ করেছে, আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে সেই সত্যের হিদায়াত দিয়েছেন যা নিয়ে তারা মতভেদ করেছে, এটাই সেই দিন—যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে এবং আল্লাহ আমাদেরকে এ ব্যাপারে হিদায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য জুমু'আর দিন। ইয়াহুদীদের পরের দিন, নাসারারা তারও পরে।

১৮৫৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْيَةَ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنْبَهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

১৮৫৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের আগমন সবার শেষে কিন্তু কিয়ামতের দিনে থাকব সবার প্রথমে। তবে তাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। এ হল তাদের ঐ দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এতে তারা মতানৈক্য করল, কিন্তু আল্লাহ এ বিষয়ে আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। তারা এ বিষয়ে আমাদের পশ্চাতবর্তী। ইয়াহুদীদের জন্য কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের জন্য এর পরের দিন (রোববার)।

১৮৫৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَضَلُّ

اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَذَا نَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْأَخْرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ وَفِي رِوَايَةٍ وَأَصْلُ الْمَقْضَى بَيْنَهُمْ.

১৮৫৫. আবু কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) ও হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক জুমু'আর দিনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেননি। ইয়াহুদীদের জন্য হল শনিবার এবং নাসারাদের জন্য রোববার। আল্লাহ পাক আমাদেরকে (এ পৃথিবীতে) পাঠালেন এবং জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন এবং জুমু'আ, শনিবার ও রোববারকে ধারাবাহিক করে দিলেন। এভাবে তারা কিয়ামত দিবসে আমাদের পেছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে এবং কিয়ামতের দিবসে আমরা থাকব সবার প্রথমে। সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে আমাদের ফয়সালা করা হবে।

১৮৫৬ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُدَيْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فَضِيلٍ.

১৮৫৬. আবু কুরায়ব..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সে সম্পর্কে হিদায়াত করেননি। অতঃপর ইব্ন ফুযায়লের হাদীসের অনুরূপ।

১৮৫৭ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمٌ مَلَّةٌ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَيُّو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلُ قَالُوا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمِثْلُ الْمُهْجَرِ كَمِثْلِ الَّذِي يَهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي الْبَيْضَةَ.

১৮৫৭. আবু তাহির, হারমালা ও আমর ইব্ন সাওয়াদ আল-আমিরী (র)..... আবু আবদুল্লাহ আগার (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, শুক্রবার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করে এবং আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। ইমাম যখন (মিম্বরে) বসেন, তারা লিপিসমূহ গুটিয়ে নেয় এবং যিক্র (খুতবা) শোনার জন্য আসে। মসজিদে যে আগে

আসে, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে একটি উটনী কুরবানী করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে একটি গাভী কুরবানী করেছে। তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে ভেড়া কুরবানী করেছে এবং তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে একটি মুরগী দান করেছে। পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত, যে একটি ডিম দান করেছে।

১৮৫৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১৮৫৮. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া ও আমরুন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮৫৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ (مِثْلَ الْجَزُورِ ثُمَّ نَزَلَهُمْ حَتَّى صَغُرَ إِلَى مِثْلِ الْبَيْضَةِ) فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتْ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ.

১৮৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। যারা প্রথমে আসে, তাদের নাম ক্রমানুসারে লেখা হয়। (মসজিদে প্রথমে আগমনকারীর) দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে উটের কুরবানী সাথে। [এভাবে পর্যা্যক্রমে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এমনকি একটি ডিমের মত ক্ষুদ্র বস্তু দানের উপমা দিয়েছেন]। ইমাম যখন মিম্বরে বসেন, তখন ফেরেশতাগণ লিপিসমূহ গুটিয়ে নেন এবং তাঁরা যিক্র শোনার জন্য উপস্থিত হন।

১৮৬০- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ قَصَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلَّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

১৮৬০. উমাইয়া ইব্ন বিস্তাম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে অতঃপর জুমু'আর জন্য যায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে, এরপর ইমাম খুতবা সমাপ্ত করা পর্যন্ত নীরব থাকে, এরপর ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে, তার এ জুমু'আ হতে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

১৮৬১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

১৮৬১. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে, এরপর জুমু'আয় আসে, মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকে, তার তখন থেকে (পরবর্তী) জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। যে (অহেতুক) কংকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল।

৫- بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

৫. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে

১৮৬২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُزِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ لِحُجُوفِ فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالِ الشَّمْسِ

১৮৬২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (জুমু'আর) সালাত আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতাম এবং আমাদের উদ্ভীকে বিশ্রাম করতে দিতাম। হাসান (র) বলেন, আমি জাফর (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন মুহূর্তে হত? তিনি বনে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর।

১৮৬৩- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ الْجُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّيُ ثُمَّ نَذَهَبُ إِلَى جَمَالِنَا فَنُزِيحُهَا زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ يَغْنَى النَّوَاضِحُ.

১৮৬৩. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারিমী (র)..... জাফর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সময়ে জুমু'আর সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, তিনি সালাত আদায় করার পর আমরা আমাদের উটগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করতাম এবং সেগুলোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতাম। আবদুল্লাহর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, “যখন সূর্য ঢলে যেত”। উটগুলো ছিল পানি বহনকারী উট।

১৮৬৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَأْكُنًا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৬৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব, ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া ও আলী ইবন হুজর (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর পরেই দুপুরের আহার ও বিশ্রাম করতাম। ইবন হুজর (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে”।

১৮৬৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَعُ الْفَيْءَ .

১৮৬৫. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া ও ইসহাক ইব্রাহীম (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য মধ্যাকাশ হতে ঢলে যাওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। এরপর ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে প্রত্যাবর্তন করতাম।

১৮৬৬- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحَيْطَانِ فَيَأْتِيَانَا نَسْتَظِلُّ بِهِ .

১৮৬৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম এবং প্রত্যাবর্তন করতাম। তখন আমাদের ছায়া গ্রহণ করার মত প্রাচীরে কোন ছায়া হত না।

৬- بَابُ ذِكْرِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَلْسَةِ

৬. পরিচ্ছেদ : সালাতের আগে দু'টি খুত্বা এবং তার মাঝখানে বৈঠক

১৮৬৭- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِ يَرِي وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ .

১৮৬৭. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী ও আবু কামিল জাহদারী (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর বসে পুনরায় দাঁড়াতে যেন তোমরা বর্তমানে করে থাক।

১৮৬৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১৮৬৮. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, হাসান ইব্ন রাবী ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর খুতবা হত দু'টি। তিনি উভয়ের মাঝে বসতেন। কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।

১৮৬৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَحْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.

১৮৬৯. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এরপর বসে পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খুতবা দিতেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে দু'হাজারেরও অধিকবার সালাত আদায় করেছি।

১৮৭০- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَأَنْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا.

১৮৭০. 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। একবার সিরিয়া হতে একটি ব্যবসায়ী দল এসে পৌঁছল। সংবাদ পেয়ে ১২ জন লোক ব্যতীত সবাই সেদিকে ছুটে গেল। তখন সূরা জুমু'আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল : “যখন তারা ব্যবসায় ও ক্রীড়া দেখল, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল।” (সূরা জুমু'আ : ১১)

১৮৭১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا.

১৮৭১. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... হুসায়ন (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিতেন। ‘কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে’ শব্দটি বলেননি।

১৮৭২- وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدِمَتْ سُورَةُ قَالَ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَائِمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

১৮৭২. রিফা'আ ইব্ন হায়সাম ওয়াসিতী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিনে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন কিছু ছাতুর চালান এসে পৌঁছল। লোকেরা সেদিকে বেরিয়ে গেল। কেবল বারজন থাকল। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন : “যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও ক্রীড়া, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (সূরা জুমু'আ : ১১)

১৮৭৩- وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا".

১৮৭৩. ইসমাইল ইব্ন সালিম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিনে নবী ﷺ দাঁড়ান ছিলেন। তখন একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে মদীনাতে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ সেদিকে ছুটে গেলেন। মাত্র বারজন অবশিষ্ট থাকলেন যাদের মধ্যে আবু বাকর (রা) ও উমর (রা) ছিলেন। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল : “যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক তখন তারা সেদিকে ছুটে গেল।”

১৮৭৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَائِمًا".

১৮৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশশার (র)..... আবু উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'বা ইব্ন 'উজরা (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন আবদুর রহমান ইব্ন উম্মুল হাকাম বসে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, দেখুন এই অধমের প্রতি, সে বসে খুতবা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন! “যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল।” (সূরা জুমু'আ : ১১)

৭- يَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

৭. পরিচ্ছেদ : জুমু'আ ত্যাগ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

১৮৭৫- وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

১৮৭৫. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিসরের সিঁড়িতে বলতে শুনেছেন, যারা জুমু'আ পরিত্যাগ করে, তাদেরকে এ কাজ হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৮- بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : সালাত ও খুতবা সংক্ষিপ্তকরণ

১৮৭৬- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

১৮৭৬. হাসান ইবন রাবী ও আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তাঁর সালাত ও খুতবা ছিল মধ্যম ধরনের (দীর্ঘও নয়, একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়)।

১৮৭৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ زَكَرِيَاءُ عَنْ سِمَاكِ.

১৮৭৭. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... জাবির সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তাঁর সালাত ও খুতবা হত মধ্যম ধরনের।

১৮৭৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ اخْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَاءَكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ

كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَاهُلَّهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَالَى وَعَلَى.

১৮৭৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ হত, স্বর উঁচু হত এবং কণ্ঠের রাগ প্রকাশ পেত। মনে হত তিনি যেন আক্রমণকারী বাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন, বলছেন, তারা তোমাদের সকালে আক্রমণ করবে এবং বিকেলে আক্রমণ করবে। তিনি বলতেন, আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও কিয়ামত এ দু'টির ন্যায় তিনি মধ্যম অংগুলী ও শাহাদাত অংগুলী মিলিয়ে দেখাতেন। বলতেন, উত্তম বাণী হল আল্লাহ পাকের কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ -এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদ্'আত-(নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ)। সকল বিদ্'আতই হল পথভ্রষ্টতা। এর পর বলতেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার প্রাণ হতে অধিক প্রিয়তর। যে (মৃত) ব্যক্তি মাল-সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার-পরিজনদের জন্য। আর যে মৃত ব্যক্তি ঋণ অথবা ছোট ছেলেমেয়ে রেখে যায়, তাদের দায়িত্ব আমার উপর।

১৮৭৯- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ثُمَّ سَأَقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

১৮৭৯. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী জুমুআর দিন খুতবা দিতেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন। তারপর বক্তব্য রাখতেন। ঐ সময় তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৮৮০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ سَأَقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ.

১৮৮০. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন। এতে তিনি আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, যাকে আল্লাহ পাক হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারবে না এবং তিনি যাকে হিদায়াত না করবেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারবে না। সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব হল আল্লাহর কিতাব। এরপর সাকারী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪৪১- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضِمَّادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفْهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ أَعِدْ عَلَى كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ فَأَعَادَ هُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعْرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغَنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِي قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ الْجَيْشُ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوْهَا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ ضِمَّادٍ.

১৮৮১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যিমাদ (রা) মক্কায় আগমন করলেন। তিনি ছিলেন আয্দ শানুয়া গোত্রের লোক। তিনি বাতাস লাগার ঝাড় ফুঁক করতেন। তিনি মক্কার কতিপয় নির্বোধ লোককে বলাবলি করতে শুনলেন যে, মুহাম্মদ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম উম্মাদ। যিমাদ বললেন, আমি যদি এ লোকটিকে দেখতাম, হয়ত আমার হাতে আল্লাহ তাকে শেফা দিতেন। রাবী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি ঐ সব ব্যাধির ঝাড় ফুঁক করে থাকি আর আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা শেফা দান করেন। আপনি কি ঝাড়-ফুঁক করতে ইচ্ছুক? রাসূলুল্লাহ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সকল হামদ ও প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আমি তাঁরই হামদ বর্ণনা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন কেউ তাকে গুমরাহ করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল। অতঃপর বক্তব্য এই যে,... রাবী বলেন, তিনি (যিমাদ) বললেন, আপনার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করুন। রাসূলুল্লাহ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাবী বলেন, যিমাদ (র) বললেন, অনেক গণক, যাদুকর ও কবির কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মত আর শুনি নি। আপনার এ বাক্যগুলো সাগরের গভীরতায় পৌঁছে গিয়েছে। রাবী বলেন, যিমাদ (রা) বললেন, হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করব। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম তাকে বায়আত করে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পারোয়াহ আল্লাহরি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বায়আত কি তোমর কাওমের পক্ষ হতেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ,

আমার কাওমের পক্ষ হতেও। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। তারা যিমাদ (রা)-এর গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। সেনা প্রধান তার সৈন্যদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এদের নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করেছ? তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি একটি পানির (উয়ূর) পাত্র নিয়েছি। সেনানায়ক বললেন, তা ফিরিয়ে দাও। এরা যিমাদ (রা)-এর গোত্রের লোক।

১৮৮২- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارُ فَاَوْ جَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانَ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْ جَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنْفَسْتَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِئْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاطْيَلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنْ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.

১৮৮২. সুরায়জ ইবন ইউনুস (রা)..... আবু ওয়ায়ল (র) বলেন, আমার (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ খুতবা প্রদান করলেন। তিনি যখন (মিস্বর হতে) নেমে এলেন, তখন আমরা বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ খুতবা দিয়েছেন। যদি কিছুটা দীর্ঘ করতেন (তবে আরো ভাল হত)। তিনি (আমরা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সালাতকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক। সুতরাং সালাতকে দীর্ঘ ও খুতবাকে সংক্ষিপ্ত কর। কোন কোন বয়ান অনেক সময় যাদুর ন্যায় হয়ে থাকে।

১৮৮৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ غَوَى.

১৮৮৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর সম্মুখে খুতবা প্রদান করল। সে তার খুতবায় বলল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, সে সঠিক পথের অনুগামী হল, আর যে ব্যক্তি উভয়ের নাফরমানী করল সে পথভ্রষ্ট হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি অতি মন্দ বক্তা। তুমি এরূপ বল-“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করল এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।” ইবন নুমায়র বলেন, সে পথভ্রষ্ট হবে।

১৮৮৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءٌ يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَنَادَاوَا يَا مَالِكُ.

১৮৮৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক হানযালী (র)..... সাফওআন ইব্ন ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে মিসরের উপর থেকে পড়তে শুনেছেন : “তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক” (সূরা যুখরুফ : ৭৭)।

১৮৮৫- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ قَالَتْ أَخَذْتُ "قَالَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ" مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمَنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

১৮৮৫. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... ‘আমরা বিনত আবদুর রহমান (রা) তার জনৈকা বোন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি “কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ” সূরাটি জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক জুমু'আয় এ সূরাটি মিসর থেকে পাঠ করতেন।

১৮৮৬- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

১৮৮৬. আবু তাহির (র)..... আমরা (রা) তাঁর বড় বোন বিনত আবদুর রহমান (রা) থেকে সুলায়মান ইব্ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮৮৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قِ الْإِ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنْوَرُنَا وَتَنْوَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا.

১৮৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)..... হারিস ইব্ন নুমান (রা)-এর জনৈকা কন্যা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ‘কাফ’ সূরাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে কণ্ঠস্থ করেছি। তিনি প্রতি শুক্রবার ঐ সূরাটি খুতবায় পাঠ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর, চুলা ও আমাদের চুলা অভিন্ন ছিল।

১৮৮৮- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنْوَرُنَا وَتَنْوَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضُ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ

"قَالَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ" إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلُّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمَنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

১৮৮৮. আমরুন নাকিদ (র)..... উম্মে হিশাম বিনত হারিসা ইবন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুলা দু-কিংবা দেড় বছর অভিন্ন ছিল। আমি 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' সূরাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি শুক্রবার মিস্বরে থেকে লোকদের খুতবা প্রদানকালে এ সূরা পাঠ করতেন।

১৮৮৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةَ.

১৮৮৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত যে, উমারা ইবন রুয়ায়বা (রা) বিশ্র ইবন মারওয়ানকে মিস্বরে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠাতে দেখলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ হাত দু'টিকে ধ্বংস করে দিন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি। রাবী শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করলেন।

১৮৯০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَرَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৮৯০. কুতায়বা ইন সাঈদ (র)..... হুসায়ন ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশ্র ইবন মারওয়ানকে জুমু'আর দিনে উভয় হাত তুলতে দেখেছি। তখন উমারা ইবন রুয়ায়বা (রা) বললেন, অতঃপর উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন।

৯-بَابُ التَّحِيَّةِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

৯. পরিচ্ছেদ : ইমামের খুতবাকালে তাহিয়াতুল-মাসজিদ আদায় করা

১৮৯১- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ

১৮৯১. আবুর রাবী' যাহরানী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এল। নবী ﷺ তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, দাঁড়াও, সালাত আদায় করে নাও।

১৮৯২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُليَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّكْعَتَيْنِ.

১৮৯২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াকুব দাওরাকী (র)..... জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। যেমন হাম্মাদ (র) বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি দু'রাক'আত সালাতের কথা উল্লেখ করেননি।

১৮৯৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرُّكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةُ قَالَ صَلَّ رُكْعَتَيْنِ.

১৮৯৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল না। তিনি বললেন, দাঁড়াও, দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও। আর কুতায়বার বর্ণনা হল, তিনি বললেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

১৮৯৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَرَكْتَ رُكْعَتَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ ارْكَعْ.

১৮৯৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে এল। নবী ﷺ জুমু'আর দিন মিন্বরের উপর থেকে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

১৮৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْأَمَامُ فَلْيُصَلِّ رُكْعَتَيْنِ.

১৮৯৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যখন (মসজিদ) আসে আর তখন ইমাম (হুজুরা থেকে) বের হয়ে থাকেন, তবে সে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেবে।

১৮৯৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سَلِيكَ الْغَطَفَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ

عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرَكْعَتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكُعْهُمَا.

১৮৯৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়ক গাতফানী (রা) শুক্রবার দিনে (মসজিদে) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপরে বসা ছিলেন। সুলায়ক (রা) সালাত আদায় না করে বসে পড়লেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি দাঁড়াও, দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নাও।

১৮৯৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

১৮৯৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়ক গাতফানী (রা) জুমু'আর দিনে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। সুলায়ক (রা) বসে পড়লেন। নবী ﷺ বললেন, হে সুলায়ক! তুমি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও। তারপর বললেন, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে, ইমাম তখন খুতবারত থাকলে সে সংক্ষিপ্ত আকারে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নেবে।

১৮৯৮- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَاتِي بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَاتَمَّ اخِرَهَا.

১৮৯৮. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবু রিফাআ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একজন মুসাফির এসেছে, সে দীন সম্পর্কে জানতে চায়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে অগ্রসর হলেন এবং আমার নিকট এসে পৌঁছলেন। অতঃপর একটি কুরসী আনা হল, আমার ধারণা এর পায়াগুলো ছিল লোহার। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর বসলেন এবং আল্লাহ তাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে তিনি আমাকেও শিখালেন। এরপর তিনি পুনরায় খুতবা দিতে লাগলেন এবং খুতবা শেষ করলেন।

১- باب مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

১০. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর সালাতে যা পড়া হবে

১৮৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ" قَالَ فَادْرَكْتُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৮৯৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... ইব্ন আবু রাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনাতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কায় চলে গেলেন। আবু হুরায়রা (রা) আমাদের নিয়ে জুমুআর দিন সালাত আদায় করলেন। তিনি সূরা জুমু'আর পর দ্বিতীয় রাক'আত সূরা মুনাফিকুন পড়লেন। রাবী বলে, আবু হুরায়রা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে ধরলাম। তারপর তাঁকে বললাম, আপনি এমন দুটি সূরা পাঠ করলেন যে দু'টি সূরা আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) কুফায় পাঠ করতেন। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সূরা দু'টি জুমু'আর দিন পাঠ করতে শুনেছি।

১৯০০- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ حَاتِمٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السُّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

১৯০০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু রাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীসে অনুরূপ। তবে কুতায়বার উস্তাদ হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সূরা জুমু'আ পাঠ করলেন প্রথম রাক'আতে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঠ করলেন 'ইয়া জাকাল মুনাফিকুন। কুতায়বার অপর উস্তাদ আবদুল আযীযের রিওয়াযাতে সুলায়মান ইব্ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৯০১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ

"بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يقرأ بهما أيضاً في الصَّلَاتَيْنِ.

১৯০১. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক (র)..... নুমান ইব্ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদে এবং জুমুআর সালাতে هَلْ أَتَاكَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন। রাবী রাবী বলেন, ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হয়ে পড়লে তিনি উক্ত সূরা দু'টি উভয় সালাতে পাঠ করতেন।

১৯.২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

১৯০২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুন্তাশির (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটির অনুরূপ বর্ণিত।

১৯.৩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يقرأ هَلْ أَتَاكَ.

১৯০৩. আমরুন নাকিদ (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহ্যাক ইব্ন কায়স (র) নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-এর নিকট পত্র মারফত জানতে চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনে সূরা জুমু'আ ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ هَلْ أَتَاكَ পাঠ করতেন।

১৯.৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقرأ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "الْمَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ" وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقرأ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

১৯০৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমুআর দিন ফজরের সালাতে সূরা الْمَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ এবং هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ পাঠ করতেন এবং জুমুআর সালাতে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন।

১৯.৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

১৯০৫. ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (রা)..... সুফিয়ান (র) হতে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯.৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فِي الصَّلَاتَيْنِ كِلْتَاهِمَا كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

১৯০৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... মুখাওওয়াল (র) থেকে উক্ত সালাতে উভয় সূরা পাঠ করা সম্পর্কে সুফিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯.৭- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمِ تَنْزِيلٌ وَهَلْ أَتَى.

১৯০৭. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিনে ফজরে সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল, ও হাল আতা' পাঠ করতেন।

১৯.৮- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمِ تَنْزِيلٌ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا.

১৯০৮. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের প্রথম রাক'আতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'হাল আতা' পাঠ করতেন।

১১- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : জুমু'আর পরবর্তী (সুন্নাত) সালাত

১৯.৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

১৯০৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করলে তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করবে।

১৯১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سُهَيْلٌ فَإِنْ عَجَلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

১৯১০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জুমু'আর পর সালাত আদায় করলে চার রাকআত আদায় করবে। 'আমর-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, ইবন ইদ্রীস বলেন, সুহায়ল (র) বলেছেন, যদি তোমার তাড়াহুড়া থাকে তবে মসজিদে দু' রাকআত ও বাড়িতে গিয়ে দু'রাকআত পড়ে নিও।

১৯১১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنْكُمْ).

১৯১১. যুহায়র ইবন হারব, আমরুন নাকিদ ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুমুআর পর সালাত আদায় করতে চায়, সে যেন চার রাকআত আদায় করে। তবে জারীর (র)-এর হাদীসে “তোমাদের মধ্যে” বাক্যটি নাই।

১৯১২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

১৯১২. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুমু'আর সালাত শেষে চলে যেতেন এবং ঘরে গিয়ে দু' রাকআত পড়ে নিতেন। এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এরূপ করতেন।

১৯১৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ قَالَ يَحْيَى أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ الْبَتَّةَ.

১৯১৩. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) নবী ﷺ-এর নফল সালাতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জুমুআর পর তিনি কোন সালাত আদায় করতেন না। তবে বাড়িতে ফিরে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। ইয়াহুয়া (র) বলেন, আমার মনে হয়, আমি মালিকের কাছে পড়েছিলাম, তিনি সালাত আদায় করতেন অথবা এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

১৯১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৯১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর পর দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

১৯১৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ أُخْتِ نَمْرِيسَ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوَصِّلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

১৯১৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... 'উমর ইবন 'আতা ইবন আবুল খুওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। নাফি' ইবন জুবায়র (র) তাকে সাইব ইবন উখতে নামির (র)-এর নিকট প্রেরণ করলেন-একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে যা সালাত আদায় করার সময় মু'আবিয়া (রা) তার নিকট থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তার সঙ্গে মাকসুরায়^১ জুমু'আ আদায় করেছি। যখন ইমাম সালাম ফেরালেন, আমি নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ে নিলাম। যখন তিনি (মু'আবিয়া) প্রবেশ করলেন তখন আমাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, তুমি আর একরূপ করো না। যখন তুমি জুমু'আর সালাত আদায় কর, তখন অন্য কোন সালাত আদায় করো না, যে পর্যন্ত কথাবার্তা না বল অথবা বেরিয়ে না যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ সালাতকে অন্য সালাতের সাথে মিলিয়ে না ফেলি, যতক্ষণ কথা না বলি অথবা বেরিয়ে না যাই।

১৯১৬- وَحَدَّثَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمْرِيسَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمَامَ.

১৯১৬. হারুন ইবন 'আবদুল্লাহ (র)..... উমর ইবন 'আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, নাফি' ইবন জুবায়র (র) তাকে সাইব ইবন ইয়াযীদ ইবন উখতে নামিরের নিকট প্রেরণ করলেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তিনি বলেন, যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি 'ইমাম' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

১. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তার জন্য নির্মিত মসজিদের একটি অংশ।

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

অধ্যায় : দুই ঈদের সালাত

১৯১৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ الرَّجَالُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْفُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يُدْرِي حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ فِدَى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَحَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

১৯১৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সালাতে শরীক হয়েছি। তাঁরা সবাই খুতবা প্রদানের পূর্বেই এ সালাত আদায় করতেন। তারপর খুতবা দিতেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যেন এখন দেখছি, নবী ﷺ মিসর থেকে অবতরণ করছেন এবং মানুষকে হাতের ইশারায় বসিয়ে দিচ্ছেন এরপর পুরুষদের কাতার ভেদ করে অগ্রসর হলেন এবং মহিলাদের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন “হে নবী! মুমিন নারী যখন তোমার কাছে এসে বায়‘আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না”। (সূরা মুমতাহিনা : ১২)। সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করার পর তিনি বললেন, তোমরা কি এ আয়াতের শর্তের উপর স্থির আছ? তখন একজন মহিলা উত্তর দিল। এ মহিলা ব্যতীত অন্য কেউ কিছু বলেননি। “হ্যাঁ হে আল্লাহর নবী”! কিন্তু সে মহিলা কে, তা জানা যায়নি। তিনি বললেন, তোমরা সদকা কর। বিলাল (রা) তার কাপড় বিছিয়ে দিলেন এবং বললেন, এসো, আমার মাতাপিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গকৃত। মহিলাগণ তাদের বালা ও আংটি বিলালের কাপড়ে ফেলতে লাগলেন।

১৯১৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاتَّاهُنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٍ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ.

১৯১৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন। তারপর খুতবা দিতেন। একবার তাঁর মনে হল যে, মহিলারা (খুতবা) শুনতে পায়নি। তাই তিনি তাদের নিকট গেলেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং সাদকা করতে আদেশ দিলেন। আর বিলাল (রা) তার কাপড় পেতে রাখলেন এবং মহিলাগণ তাতে আংটি, কানের দুল ইত্যাদি অলংকার ফেলতে লাগল।

১৯১৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهِذِهِ الْأِسْذَارِ نَحْوَهُ.

১৯১৯. আবু রাবী যাহরানী ও ইয়াকুব দাওরাকী (র)..... আয়্যুব (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯২০- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ وَآتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بِأَسِطِ ثَوْبِهِ يُلْقِيْنَ النِّسَاءَ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقُّ عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيَذْكُرَهُنَّ قَالَ إِي لَعْمَرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَالَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

১৯২০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে প্রথমে খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করলেন। এর পর লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা শেষ করার পর মিস্বর হতে অবতরণ করলেন এবং মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তখন তিনি বিলালের হাতের উপর হেলান দিয়েছিলেন। আর বিলাল (রা) কাপড় পেতে রেখেছিলেন। মহিলারা সাদকা দিচ্ছিল। আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি সাদকায়ে ফিতর ছিল? তিনি বললেন, না। তবে তারা নফল সাদকা দিচ্ছিল। ঐ সময়ে মহিলাগণ সাদকা করছিল তাদের কানের বালা

এবং অন্যান্য জিনিস। আমি আতাকে বললাম, এখনও কি ইমামের খুতবা শেষ করার পর মহিলাদের নিকট যাওয়া এবং তাদের উপদেশ দেয়া কর্তব্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম। এ হল তাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাদের কি হয়েছে? তারা কেন তা করেন না?

১৯২১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَغِيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَنَكَرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنْ أَكْثَرُكُمْ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا نَكُنْ تَكْثِرُنَ الشُّكَاةَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلَنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِ طَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

১৯২১. মুহাম্মদ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে প্রথমে সালাত আরম্ভ করলেন। তাতে আযান ও ইকামত ছিল না। তারপর তিনি বিলালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর (আল্লাহর) অনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করলেন। লোকদের ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর মহিলাদের নিকট গেলেন। তাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করলেন এবং বললেন, সাদকা কর। কেননা তোমাদের অধিকাংশ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। মহিলাদের মাঝখান থেকে একজন মহিলা দাঁড়াল, যার উভয় গালে কাল দাগ ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কেন? তিনি বললেন। তোমরা বেশি অভিযোগ করে থাক। তোমরা উপকারকারীর উপকার অস্বীকার কর। রাবী বলেন, তখন মহিলাগণ তাদের অলংকারাদি সাদকা করতে লাগল। তারা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে তাদের আংটি, কানের দুল ইত্যাদি ফেলতে শুরু করল।

১৯২২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا نِدَاءٌ وَلَا شَيْءٌ لَا نِدَاءٌ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةٌ.

১৯২২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবসে আযান দেয়া হত না। ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, কিছুকাল পর আমি তাকে [আতাকে] এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ

আনসারী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ঈদুল ফিতরের সালাতের জন্য কোন আযান নেই। ইমাম (হজ্জরা থেকে) বের হওয়ার মুহূর্তেও নয়, পরেও নয়। ইকামতও নেই, নেদা-আহ্বান কিছুই নেই। সেদিন আহ্বানও নেই, ইকামতও নেই।

১৯২৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذَّنُ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذَّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

১৯২৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন যুবায়র (রা)-এর যখন প্রথম বায়আত অনুষ্ঠিত হল, তখন ইবন আব্বাস (রা) তার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, ঈদুল ফিতরের সালাতের জন্য আযান দেওয়া হত না। অতএব তুমিও আযান দিও না। রাবী বলেন, ইবন যুবায়র (রা) ঐ দিন ঈদুল ফিতরের সালাতে আযান দেননি তিনি আরও বলে পাঠান যে, খুত্বা সালাতের পর। পূর্বে এভাবেই করা হত। রাবী বলেন, ইবন যুবায়র (রা) খুত্বা দেয়ার পূর্বেই সালাত আদায় করে নিলেন।

১৯২৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَيُّو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

১৯২৪. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, হাসান ইবন রাবী, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একাধিকবার আযান-ইকামত ব্যতীত উভয় ঈদের সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আদায় করেছি।

১৯২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

১৯২৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ, আবু বাকর ও উমর (রা) খুত্বা দেয়ার পূর্বে উভয় ঈদের সালাত আদায় করতেন।

১৯২৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ قَائِلًا عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بَعَثَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ

أَمْرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ كَأَنَّهُ نَجُونِي نَحْوَ الْمَنْبَرِ وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا وَآيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تَرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلًّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مَرَّارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ.

১৯২৬. ইয়াহুয়া ইব্ন আয্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনে বের হতেন এবং সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতেন। সালাত আদায় করার পর সালাম ফিরিয়ে সবার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। তখন সবাই নিজ নিজ সালাতের জায়গায় বসে থাকতেন। যদি কোথাও বাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন হত তবে তিনি তা লোকদের নিকট উল্লেখ করতেন। অন্য কোন প্রয়োজন থাকলে তারও নির্দেশ দিতেন। আর তিনি বলতেন, সাদকা কর, সাদকা কর, সাদকা কর। মহিলাগণই বেশি সাদকা দিতেন। তারপর তিনি ফিরতেন, এটাই ছিল নিয়ম। যখন মারওয়ানের যুগ এল, তখন আমি ও মারওয়ান হাত ধরাধরি করে বের হলাম। ঈদগাহে পৌঁছে দেখতে পেলাম যে, কাসীর ইব্ন সালাত ইট ও মাটিদ্বারা একটি মিস্বর তৈরি করে রেখেছেন। তখন মারওয়ান আমার হাত ধরে টানতে লাগলেন যেন তিনি আমাকে মিস্বরের দিকে নিয়ে যাবেন। আর আমি তাকে সালাতের দিকে টানছি। যখন আমি এ অবস্থা দেখলাম, তখন তাকে বললাম, প্রথমে সালাত আদায় করার কি হল? তিনি বললেন, হে আবু সাঈদ! না, তুমি যা জান, তা বাদ দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, কখনো নয়, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমি যা জানি তার চেয়ে উত্তম কিছু তোমরা আনয়ন করতে পারবে না। এই কথাটি তিনবার বলে তিনি চলে গেলেন।

১-بَابُ ذِكْرِ ابَّاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى وَشُهُودِ الْخُطْبَةِ مُظَارِقَاتٍ لِلرِّجَالِ

১. পরিচ্ছেদ : ঈদগাহে নারীদের গমন ও খুত্বা শ্রবণের বৈধতা এবং পুরুষদের থেকে পৃথক থাকা

১৯২৭- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرِيُّ أَنِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا (تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ) أَنْ نُخْرِجُ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.

১৯২৭. আবুর রাবী যাহরানী (র)..... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী ﷺ আদেশ করেছেন, দু'ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য। সাবালক ও পর্দানশীন নির্বিশেষে সবার জন্য এ আদেশ। কিন্তু ঋতুমতী মহিলাদেরকে নিষেধ করেছেন মুসলমানদের ঈদগাহে হাযির হতে।

১৯২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نَوْمَرُ بِالْخُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّاءُ وَالْبِكْرُ قَالَتْ الْحَيْضُ يَخْرُجُنَ فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرُونَ مَعَ النَّاسِ.

১৯২৮. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে উভয় ঈদে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হত। পর্দানশীন ও কুমারী মহিলাদেরকেও। রাবী বলেন, ঋতুমতী মহিলারাও বের হবে কিন্তু দাঁড়াবে পুরুষের পেছনে এবং সকলের সাথে তাকবীর বলবে।

১৯২৯- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ بُنُسٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَخْرُجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ الْأَضْحَى الْعَوَاتِقُ وَالْحَيْضُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزُّ لِنِ الصَّلَاةِ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لَتَلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

১৯২৯. আমরুন নাকিদ (র)..... উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাবালিকা মেয়েদেরকে, ঋতুমতীদেরকে ও পর্দানশীনদেরকে ঈদে যাওয়ার জন্য বের করতে। তবে ঋতুমতী মহিলারা সালাতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তারা কল্যাণ কর্ম ও মুসলিমদের দু'আতে অংশগ্রহণ করবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কারো ওড়না থাকে না (সে কি করবে?) তিনি বললেন, তার বোন তাকে ওড়না পরিধান করতে দিয়ে সাহায্য করবে।

২- بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى

২. পরিচ্ছেদ : ঈদগাহে ঈদের সালাত আদায়ের আগে ও পরে নফল না পড়া

১৯৩০- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سَخَابَهَا.

১৯৩০. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতর দিবসে বের হলেন এবং দু'রাকআত ঈদের সালাত আদায় করলেন। এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। এরপর মহিলাদের কাছে গমন করলেন, বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে সাদকা করতে নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের আংটি ও কণ্ঠভরণ দিতে শুরু করল।

১৯৩১- وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৯৩১. আমরুন নাকিদ, আবু বাকর ইবন নাফি ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২- بَابُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

৩. পরিচ্ছেদ : দুই ঈদের সালাতে কোন কিরাআত পড়া হবে

১৯৩২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَأَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ.

১৯৩২. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকিদ লায়সী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, উভয় ঈদের সালাত সূরা “কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ” এবং “ইকতারা বাতিস সা’আ’ ওয়ান শাক্কাল কামারু” তিলাওয়াত করতেন।

১৯৩৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ قَالَ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِأَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ.

১৯৩৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু ওয়াকিদ লায়সী (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাতে কোন সূরা পাঠ করতেন। আমি বললাম, “ইকতারা বাতিস সা’আ’ ও “কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ” পাঠ করতেন।

৪- بَابُ الرُّخْصَةِ اللَّعْبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ

৪. পরিচ্ছেদ : ঈদের দিনসমূহে নিষ্পাপ খেলাধুলার বৈধতা

১৯৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلْتُ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَْا بِغُفْنِيَّتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِمُزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا.

১৯৩৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গৃহে আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন। তখন আমার নিকট দু'টি আনসারী বালিকা ছিল। তারা বীরত্বগাঁথা গাইছিল, যা আনসারগণ বুয়াস যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আসলে বালিকা দু'টি গায়িকা ছিল না। আবু বকর (রা) বললেন, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে গান গাওয়া হচ্ছে! সে দিনটি ছিল ঈদের দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু বাকর, প্রত্যেক জাতিরই ঈদ আছে, আর এটা হল আমাদের ঈদ।

১৯৩৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بَدْفٍ .

১৯৩৫. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে ঐ সনদে বর্ণিত। এতে আরও আছে যে, দুটি বালিকা দফ (বাদ্যযন্ত্র) নিয়ে খেলছিল।

১৯৩৬- حَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مَنَى تَغْنِيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَجًى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَ هُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَقَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبِشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرَبَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنِّ .

১৯৩৬. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) তাঁর নিকট এলেন। তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল আর গান গাইছিল। সেটা ছিল মিনা দিবসের মধ্যে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বস্ত্রাবৃত ছিলেন। আবু বকর (রা) বালিকাদের ধমকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখের আবরণ সরিয়ে বললেন, হে আবু বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও, যেহেতু এটা ঈদের দিন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখছি যে, তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা মাথা ঢেকে রেখেছেন। আর তখন আমি হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। আমি তখন বালিকা। অনুমান করে দেখ, অল্পবয়স্কা একজন আমোদিনী বালিকা কতক্ষণ তা দেখতে আগ্রহী হবে (তিনি ততক্ষণই দাঁড়িয়েছিলেন)।

১৯৩৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبِشَةُ يَلْعَبُونَ بِحُرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللُّهُو .

১৯৩৭. আবু তাহির (র)..... উরওয়া ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন আর হাবশীরা তাদের অস্ত্র দিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে খেলত (যুদ্ধের অনুশীলন করত)। তিনি তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন যেন আমি তাদের খেলাধূলা দেখতে পারি এবং ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তোমরা অনুমান কর, অল্পবয়স্কা ও খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী একজন বালিকা কতক্ষণ তা দেখতে পারে।

১৯২৮- حَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بَغْنَاءَ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَ نَبِيَّ وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزَتْهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْأَدْرَقِ وَالْحِرَابِ فَأَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا قَالَ تَشْتَهَيْنِ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَازْهَبِي.

১৯৩৮. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন আমার কাছে দু'টি বালিকা ছিল। তারা বুয়াসের ঘটনাবলী সম্পর্কে গান গাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানায় গুয়ে পড়লেন এবং তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে ধমকালেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শয়তানের বাজনা বাজানো হচ্ছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, এদেরকে গাইতে দাও। যখন আবু বকর (রা) নিশ্চুপ হলেন। তখন আমি তাদেরকে ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বেরিয়ে গেল। আর ঈদের দিনে সুদানীরা ঢাল- তলোয়ার জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলাধূলা করছিল। হয়ত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করেছিলাম কিংবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তোমার দেখার আগ্রহ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তাঁর গালের উপর ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, খেলা জারি রাখ হে আরাফিদার বংশধরগণ! শেষ পর্যন্ত আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি বললেন, তোমার দেখা শেষ হয়েছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে যাও।

১৯২৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ جَيْشُ بَزْ فَنُؤِنَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ.

১৯৩৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিনে মসজিদে একটি সেনাদল এসে অনুশীলন করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি আমার মাথা তাঁর কাঁধের উপর রেখে দিলাম এবং তাদের অনুশীলন দেখতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই তাদের দেখা ক্ষান্ত করে চলে গেলাম।

১৯৪০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ.

১৯৪০. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন নুমায়র (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা মসজিদের কথাটি উল্লেখ করেননি।

১৯৪১- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلْعَابِئِينَ وَدَدْتُ أَنْ أَرَاهُمْ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَ عَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ عَطَاءٌ "فَرَسٌ" أَوْ حَبَشٌ قَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ بَلْ حَبَشٌ.

১৯৪১. ইবরাহীম ইব্ন দীনার, 'উকবা ইব্ন মুকরাম আশ্মী ও 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... 'উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (র) আমাকে বলেছেন যে, তিনি অনুশীলনকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলেছিলেন যে, আমি তাদের দেখতে আত্মহী। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পিছনে দরজার পার্শ্বে দাঁড়ালাম এবং তাঁর কান ও কাঁধের মধ্য দিয়ে দেখতে লাগলাম। তখন তারা মসজিদে মহড়া দিচ্ছিল। আতা (র) বলেন, অনুশীলনকারী পার্শিয়ান অথবা হাবশী ছিল। রাবী বলেন, আমাকে ইব্ন আতিক (র) বলেছেন যে, বরং তারা হাবশী ছিল।

১৯৪২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُهُمْ يَا عُمَرُ.

১৯৪২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও 'আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাবশীরা নবী ﷺ-এর কাছে তাদের অস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। সে সময়ে উমর (রা) আগমন করলেন এবং কঙ্কর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর! তাদেরকে অনুশীলন করতে দাও।

كِتَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : ইসতিস্কার সালাত

১৯৪৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১৯৪৩. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (রা)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ আল-মাযিনী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহের দিকে বের হলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে চাদর উলটালেন (উপরদিককে নিচে এবং ডানদিককে বামদিকে করলেন)।

১৯৪৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ.

১৯৪৪. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (রা)..... আব্বাদ ইব্ন তামীমের চাচা আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদগাহে বের হলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন, কিবলার দিকে মুখ করলেন, চাদর উলটালেন এবং দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

১৯৪৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقَى وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِدَاءَهُ.

১৯৪৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (রা)... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহের দিকে গেলেন, বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে। যখন তিনি দু'আ করার ইচ্ছা করলেন, তখন কিবলার দিকে মুখ করলেন এবং নিজের চাদর উলটিয়ে নিলেন।

১৯৪৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِجَالِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

১৯৪৬. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... আব্বাদ ইবন তামীম মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার চাচাকে (যিনি সাহাবী ছিলেন) বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ একদিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকদেরকে পশ্চাতে রেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, কিবলার দিকে মুখ করলেন এবং চাদর উলটালেন, এর পর দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন।

১৯৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ ابْطِئِهِ.

১৯৪৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি দু'আ করাকালীন তিনি তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। এমনকি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

১৯৪৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ.

১৯৪৮. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন এবং হাতের পিঠদ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন।

১৯৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ ابْطِئِهِ غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ يُرَى بَيَاضُ ابْطِئِهِ أَوْ بَيَاضُ ابْطِئِهِ.

১৯৪৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ইসতিস্কা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। ইসতিস্কায় এতটা হাত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হত। তবে আবদুল আ'লা (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, রাবী বলেছেন, “বগলের শুভ্রতা বা উভয় বগলের শুভ্রতা।”

১৯৫০- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১৯৫০. ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৯৫১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يَغْنِثَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِثْنَا اللَّهُمَّ اغْنِثْنَا اللَّهُمَّ اغْنِثْنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَرْعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعْتُ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةً مِثْلُ الثُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوْلْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْكَامِ وَالظُّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَانَقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكَ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي.

১৯৫১. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, ইয়াহুয়া ইব্ন আয়ুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে দারুল কাযার দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদ বিনষ্ট হল। রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখিনি। আমাদের এবং সালা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘরবাড়িও ছিল না। হঠাৎ পাহাড়ের পশ্চাৎদিক হতে তীরের ন্যায় একখণ্ড মেঘ উদিত হল। যখন তা মধ্যাকাশে পৌঁছল তখন তা ছড়িয়ে পড়ল, এরপর বর্ষণ শুরু হল। রাবী বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য দেখিনি। পরবর্তী জুমু'আয় এক ব্যক্তি সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তি সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্পদ বিনষ্ট হল। রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করুন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপরে নয়, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! টিলা ও উপত্যকার মধ্যে এবং গাছগাছালি উৎপন্ন হওয়ার স্থানে। আনাস (রা) বলেন, তখন মেঘ সরে গেল। আমরা বের হলাম, আর সূর্যের তাপের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। শারীক (র) বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কি পূর্বের ব্যক্তি ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, আমি জানি না।

১৯৫২- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ الْأَتْفَرَجَتِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَّا أَخْبَرَ بِجَوْدٍ.

১৯৫২. দাউদ ইবন রুশায়দ (র)..... আনাস (র) বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক জুমু'আর দিনে নবী ﷺ মিসরে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়াল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজন অভুক্ত হয়ে পড়েছে। অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, হে আল্লাহ! আমাদের চতুস্পার্শ্বে, আমাদের উপরে নয়। তখন তিনি যদিকে তাঁর হাতদ্বারা ইশারা করছিলেন, সেদিক থেকেই মেঘ সরে যাচ্ছিল। ফলে আমরা মদীনার আকাশকে গোলাকার দেখতে পেলাম। কানাত উপত্যকা দিয়ে একমাসকাল পানি প্রবাহিত হতে থাকল। মদীনার প্রান্ত থেকে কেউ এলে প্রচুর বর্ষণ হয়েছে বলে খবর দিত।

১৯৫৩- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحِطَ الْمَطَرُ وَأَحْمَرَّ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَفِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تُمَطِّرُ حَوَالِيهَا وَمَاتُ مَطَرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَانْظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْأَكْلِيلِ.

১৯৫৩. আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর মুকাদ্দিমী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ জুমু'আর দিবসে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর সামনে দাড়িয়ে চীৎকার করে বলছিল, হে আল্লাহর নবী! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বৃক্ষরাজী বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, পশুপাখি মারা পড়ছে। এরপর রাবী পূর্বোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন। আবদুল আ'লার বর্ণনা রয়েছে যে, মদীনা হতে মেঘমালা সরে পড়ল, মদীনার আশেপাশে বর্ষণ হচ্ছিল কিন্তু মদীনায় একফোঁটাও বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন আমি মদীনার দিকে লক্ষ্য করে দেখছিলাম যে, তা মুকুটের ন্যায়।

১৯৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ نَحْوِهِ وَزَادَ فَالْفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكْثُنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهْمُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ.

১৯৫৪. আবু কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) হতে উপরোক্তভাবে বর্ণিত আছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে যে, আল্লাহ্ মেঘখন্ডকে একত্রিত করলেন, আমরা সবাই অপেক্ষা করতে লাগলাম, এমনকি আমি দেখতে পেলাম যে, অতি শক্তিশালী ব্যক্তিও ভাবনায় পড়ে গেল যে, কী করে বাড়িতে ফিরে যাবে?

১৯৫৫- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَتَّصَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فَرَأَيْتُ السُّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمَلَأُ حِينَ تَطْوَى.

১৯৫৫. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল, তখন তিনি মিন্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর পর রাবী অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, আমি মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখতে পেলাম, যেন তা ভাঁজ করে উঠিয়ে নেয়া লেপ।

১৯৫৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى.

১৯৫৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, ঐ সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেহের উপরিভাগ হতে কাপড় সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গেল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, যেহেতু মহান প্রভুর কাছে থেকে সদ্য আগত (তাই আমি শরীরে লাগিয়ে নিলাম বরকতের জন্য)।

১৯৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلُ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرْبُهُ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةً.

১৯৫৭. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় ভীতির ছাপ প্রকাশ পেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে আসতেন, বাইরে যেতেন। যখন বর্ষণ হয়ে যেত, তখন তাঁর চেহারায় আনন্দের

আভা বয়ে যেত, চিন্তা ও পেরেশানীভাব কেটে যেত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমার আশংকা হয়ে যেত, এতে আমার উম্মাতের উপর প্রেরিত কোন আযাব রয়েছে এবং তিনি যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, এটা আল্লাহর রহমত।

১৯০৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَشَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ قَالَتْ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغْيِيرَ لَوْنِهِ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَادْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّي عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّ يَاعَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِّرُنَا.

১৯৫৮. আবু তাহির (র)..... নবী সহধর্মিণী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হত, সেদিন নবী ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ! আমি মেঘের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর মধ্যে যে সব কল্যাণ রয়েছে এবং যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তাও এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এর ক্ষতি, ধ্বংস থেকে এবং যে মন্দ কাজের জন্য পাঠান হয়েছে তা থেকে। আকাশে যখন বিজলী চমকায়, বজ্রের বিকট গর্জন হয়, তখন তাঁর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে যেত, রং পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বের হতেন এবং আগে বাড়তেন ও পিছনে হটে যেতেন। যখন বর্ষণ শুরু হত, তখন তাঁর চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠত। আয়েশা (রা) তা অনুভব করতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। এতে তিনি উত্তর দিলেন, হে আয়েশা! আমার আশংকা হয়, এমন হতে পারে, যেমন হুদ (আ)-এর কাওম বলেছিল, যখন তারা মেঘমালাকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, এ প্রসারিত মেঘমালা, আমাদের উপর বারি বর্ষণ করবে।

১৯০৯- وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرَحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ مَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عَذَّبُ قَوْمٌ بَارِيحٍ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمَطِّرُنَا.

১৯৫৯. হারুন ইব্ন মারুফ ও আবু তাহির (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আল-জিব দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আয়েশা

(রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মেঘমালা বা ঝড়ো হাওয়া দেখতেন তখন তাঁর চেহায়ায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হত। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষকে দেখি মেঘমালা দেখলে তারা আনন্দিত হয় এই আশায় যে, তা থেকে বৃষ্টি হবে। অথচ আপনি যখন মেঘমালা দেখেন, তখন আমি আপনার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই? তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, হে আয়েশা! এর মধ্যে যে কোন আযাব নেই, সে সম্পর্কে আমি শংকামুক্ত হই কিভাবে? কোন কোন জাতিকে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে আযাব দেয়া হয়েছে। আরেক সম্প্রদায় আযাব দেখতে পেল আর তারা বলল, এটা মেঘ, আমাদের জন্য বর্ষণ করবে (পরে শান্তি বর্ষণ হলেও)।

১৭৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ نَصِرْتُ بِالصَّبَا وَ أَهْلَكْتُ عَادَ بِالْدَّبُورِ .

১৯৬০. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে সাহায্য করা হয়েছে পূবালী হাওয়াদ্বারা এবং কাওমে আদকে ধ্বংস করা হয়েছে পশ্চিমা বাতাসদ্বারা।

১৭৬১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَسْعُودٍ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১৯৬১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আবান আল-জু'ফী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

অধ্যায় : সালাতুল কুসূফ

১৭৬২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَاطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرٍ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عََلِمَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا إِلَّا هَلْ بَلَغْتُ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ إِنْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ.

১৯৬২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। তিনি অতি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তারপর রুকু করলেন, রুকুকেও অতি দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু পূর্বের দাঁড়াবার সময়ের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর রুকু করলেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন, কিন্তু প্রথম রুকু হতে কিছু কম। এরপর সিজদা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। কিন্তু প্রথম দাঁড়ানো হতে কম এরপর রুকু করলেন এবং রুকুকে দীর্ঘায়িত করলেন। তবে প্রথম রুকু হতে কম।

এরপর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, কিন্তু পূর্বের দাঁড়ানো হতে কম। এরপর পুনরায় রুকু করলেন এবং রুকু দীর্ঘায়িত করলেন। কিন্তু পূর্বের রুকু হতে কম। অতঃপর সিজ্দা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরলেন। এদিকে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিতে গিয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা করলেন। এরপর বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদ্রতের বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না। যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবীর বলো, দু'আ করো, সালাত আদায় কর ও সাদকা দিও। হে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত! এ ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কেউ নেই যে, তাঁর বান্দা ব্যভিচার করবে এবং তাঁর বান্দী ব্যভিচার করবে (অথচ তিনি শাস্তি দেবেন না)। হে মুহাম্মদের উম্মাত! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা জানতে, আমি যা জানি, তবে তোমরা কান্নাকাটি করতে অধিক এবং হাসতে অনেক কম। আমি কি আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে প্রচার করেছি? মালিকের বর্ণনায় আছে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর কুদ্রতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন।

১৭৬৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ.

১৯৬৩. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (রা)..... হিশাম ইন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, এরপর তিনি বলেন, “অতঃপর সূর্য-চন্দ্র আল্লাহর কুদ্রতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন।” আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, “এর পর তিনি তাঁর দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি।”

১৭৬৪- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ) ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخَرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ وَقَالَ أَيْضًا فَصَلُّوا حَتَّى يَفُرجَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ فِي

مَقَامِيْ هَذَا كُلِّ شَيْءٍ وَعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أُرِيدُ أَنْ أَخْذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِيْ جَعَلْتُ أُقَدِّمُ (وَقَالَ الْمُرَادِيُّ اتَّقَدَّمُ) وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا يَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِيْ تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو ابْنِ لُحَى وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السُّوَائِبَ وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَافْزَعْ عَوًّا لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

১৯৬৪. হারমালা ইবন ইয়াহয়া, আবু তাহির ও মুহাম্মদ ইবন সালামা মুরাদী (র)..... নবী ﷺ সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে মসজিদে গেলেন এবং তিনি দাঁড়ালেন, তাকবীর বললেন, লোকেরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন। তার পর তাকবীর বলে দীর্ঘ রুকু করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে “সামি ‘আল্লাহু লিমান হামিদা” রাক্বানা ওয়ালাকাল হামদ” বললেন এবং দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন, কিন্তু প্রথম কিরা'আতের তুলনায় কম, এরপর আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন কিন্তু প্রথম রুকু হতে কম, তার পর “সামি ‘আল্লাহু লিমান হামিদা” রাক্বানা ওয়া লাকাম হামদ” বললেন এবং সিজ্দা করলেন [রাবী আবু তাহির (র) সিজ্দা করার কথা উল্লেখ করেননি] এরপর দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ করলেন। এ ভাবে তিনি (দু' রাক'আত) চার রুকু ও চার সিজ্দা পূর্ণ করেন। তিনি (নবী ﷺ) মসজিদ হতে বেরিয়ে আসার পূর্বেই সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এরপর দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য হামদ ও সানা বর্ণনা করত বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আতংকিত হয়ে সালাতের দিকে ছুটে যেও এবং তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে (সূর্য) পরিষ্কার না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঐ সকল জিনিস দেখতে পেয়েছি যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। এমনকি আমি নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমি জান্নাতের আঙুরের একগুচ্ছ নিয়ে আসতে উদ্যত হয়েছি। এটা সেই সময় যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখেছিলেন। রাবী মুরাদী (র) أَتَقَدَّمُ বলেছেন। আমি জাহান্নামকে দেখতে পেলাম যে, তার একাংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। এটা সেই সময় যখন তোমরা আমাকে পিছু হটে আসতে দেখেছ। আমার ইবন লুহাইকে জাহান্নামে দেখেছি। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম দেবী-দেবীর নাম ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেছিল। রাবী আবু তাহির (র) “সালাতের দিকে ছুটে যেও” পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী অংশ বর্ণনা করেননি।

১৯৬৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَفْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمُ وَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الرُّكُعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৫. মুহাম্মদ ইবন মিহরান রাযী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন “আসসালাতু জামি'য়াতুন” বলে ডাকার জন্য তিনি আহ্বানকারী প্রেরণ

করলেন। সবাই সমবেত হলেন। তিনি সম্মুখ অগ্রসর হলেন এবং তাকবীর বলে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আতের মধ্যে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা করলেন।

১৯৬৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَائَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ চন্দ্র গ্রহণের সালাতে কিরা'আত উচ্চস্বরে পাঠ করলেন এবং দু'রাক'আত সালাতে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা করলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, কাসীর ইব্ন আব্বাস (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ দু'রাক'আত সালাতে চারটি রুকু ও চার সিজদা করেছেন।

১৯৬৭- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

১৯৬৭. হাজির ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... কাসীর ইব্ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই দিনের সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করতেন, যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। উরওয়া (র) কর্তৃক আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

১৯৬৮- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مَنْ أَصَدَّقُ (حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ) أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَاَنْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّخَذَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَادْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ.

১৯৬৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়াতেন এরপর রুকু করতেন আবার, দাঁড়াতেন, আবার

রুকু করতেন, আবার দাঁড়াতে আবার রুকু করতেন, এভাবে দু' রাকআত সালাত আদায় করলেন। প্রতি রাকআতে তিন রুকু ও চারটি করে সিজদা দিয়ে। এরপর তিনি প্রত্যাভর্তন করলেন এবং সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। যখন রুকু করতেন তখন আল্লাহ্ আকবর বলতেন। আবার রুকু করতেন এবং মাথা উঠার সময় 'সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদা' বলে দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর আল্লাহ্ হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। আর এটি হলো আল্লাহ্ নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ দু'টি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। অতএব যখন তোমরা সূর্যগ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, গ্রহণ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত।

১৭৬৯- وَحَدَّثَنِي أَيُّوْ غَسَّانُ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৯৬৯. আবু গাস্‌সান আল-মিসমাই ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ছয়টি রুকু করেছেন এবং চারটি সিজদা করেছেন। প্রতি রাকআতে তিনটি করে রুকু ও দু'টি করে সিজদা করেছেন।

১- بَابُ ذِكْرِ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ

১. পরিচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে কবর আযাবের উল্লেখ

১৭৭০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ بَحْيِيِّ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ يُعَذِّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذَا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرِي الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ يَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১৯৭০. আবদুল ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র)..... জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা 'আয়েশা (রা)-এর নিকট ভিক্ষা করতে এসে বলল, “আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন।” আয়েশা (রা) বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষকে কবরে আযাব দেয়া হবে কি? আমর (রা) বলেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন তখন সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কয়েকজন মহিলাসহ বের হয়ে মসজিদের সে অংশে গেলাম যা হুজুরার পশ্চাৎভাগে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারী হতে নেমে যেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন সে মুসাল্লায় পৌঁছলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। 'আয়েশা (রা) বলেন, তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর রুকু করলেন এবং রুকু করলেন অতি দীর্ঘ। তারপর মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, কিন্তু এটা ছিল প্রথম দাঁড়ান হতে কিছু কম। আবার রুকু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন কিন্তু পূর্বের রুকুর তুলনায় কিছু কম। এরপর মাথা তুললেন। ততক্ষণে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, আমি দেখেছি তোমরা কবরে মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যেমন তোমরা দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখীন হবে। আমর (রা) বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাব হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে শুনতাম।

১৭৭১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

১৯৭১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন আবু উমর (রা)..... ইয়াহুয়া ইন সাঈদ (র) থেকে সুলায়মান ইব্ন বিলালের হাদীসের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭৭২- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخْرُونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عُرِضَ عَلَى شَيْءٍ تَوَلَّجُونَهُ فَعُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذْتُهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ تُعَذِّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمَهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرٍو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

১৯৭২. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওরাকী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। দিনটি ছিল ভীষণ গরম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাতে কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন, এমনকি অনেক সাহাবী (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মাথা ঘুরে) পড়ে যেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর দু'টি সিজ্দা করলেন। আবার দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় (কিয়াম ও রুকু) করলেন। এমতাবস্থায় দু'রাকআতে মোট চার রুকু ও চার সিজ্দা হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সেসব স্থানে প্রবেশ করবে যেসব স্থান আমাকে দেখান হয়েছে। আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছিল। আমি সেখান থেকে একটি আঙুর থোকা ধরতে চেয়েছিলাম। অথবা তিনি বলেছেন, একটি শাখা ধরতে চাইলে আমার হাত সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি এবং আমার সম্মুখ জাহান্নামও পেশ করা হয়েছিল। সেখানে আমি বনী ইসরাঈলের জনৈকা মহিলাকে দেখতে পেলাম। বিড়ালের কারণে তাকে আযাব দেয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতে দেয়নি ও ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজে যমীনের কীট-পতঙ্গ খেয়ে বাঁচতে পারে। আর আমি দেখেছি আবু সুমামা আমর ইবন মালিককে। সে জাহান্নামের মধ্যে নিজের নাড়িভূড়ি নিয়ে হেঁচড়িয়ে চলেছে। আর লোক বলতো, কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয় না। অথচ এ দু'টি হল আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যকার দু'টি নিদর্শন, যা তোমাদেরকে দেখান হয়। যখনই এ দু'টিতে গ্রহণ দেখা দেয়, তখন পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত আদায় করতে থাকবে।

১৯৭৩- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حَمِيرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً وَلَمْ يَقُلْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

১৯৭৩. আবু গাস্‌সান মিসমাসী (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন), আমি হিমাইয়ারী গোত্রের কালো দীর্ঘদেহী মহিলাকে জাহান্নামে দেখলাম। মহিলা বনী ইসরাঈলী ছিল, এ কথা তিনি বলেননি।

১৯৭৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا أَنْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ أَنْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكَعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَالُ مِنَ الَّتِي

بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ) ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَأَنْصَرَفَ حِينَ أَنْصَرَفَ وَقَدْ أَضَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَوْتِ يَشْرٍ) فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ لَقَدْ جِئْتُ بِالنَّارِ وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ قَانَ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعْلَقُ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهَرَّةِ الَّتِي رَبَطْتُهَا فَلَمْ تُطْعِمَهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِنَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَأَ أَنْ لَا أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ.

১৯৭৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়রা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীমের ইত্তিকাল হয়েছিল। তখন লোকেরা বলল, নিশ্চয়ই ইব্রাহীমের ইত্তিকালের কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। এতে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের নিয়ে ছয় রুকু' ও চার সিজদায় সালাত আদায় করলেন। সালাত তাকবীর বলে আরম্ভ করলেন এবং কিরা'আত অত্যন্ত দীর্ঘ করলেন। এরপর রুকু' করলেন। প্রায় কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকু'তে থাকলেন। এরপর রুকু' থেকে মাথা উঠালেন এবং কিরা'আত পড়লেন, যা পূর্বাপেক্ষা কিছু কম। তারপর আবার রুকু' করলেন, যা ছিল কিয়ামের সমপরিমাণ। এরপর তিনি রুকু' থেকে মাথা তুললেন এবং দ্বিতীয়বার হতে কিছু কম সময় কিরা'আত পড়লেন। আবার রুকু' করলেন এবং কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকু'তে থাকলেন। এরপর রুকু' হতে মাথা উঠালেন ও সিজদায় গেলেন এবং দু'টি সিজদা করলেন। এরপর দাঁড়ালেন এবং তিনটি রুকু' করলেন এবং প্রতি আগের রুকু' পরের রুকু' অপেক্ষা দীর্ঘ হত। রুকু' ছিল সিজদার সমপরিমাণ। অতঃপর পিছনের দিকে সরে এলেন। কাতারগুলোও পিছনে সরে গেল শেষ সীমা পর্যন্ত [আবু বকর (রা) বলেন, মহিলাদের কাতার পর্যন্ত গেলেন অতঃপর পূর্ব স্থানে ফিরে এলেন] লোকেরাও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পূর্ব স্থানে এসে দাঁড়ালেন। সালাত শেষ করে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে লোক সকল! সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এ দু'টির গ্রহণ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে হয় না [আবু বকর (রা) বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন), “কোন মানুষের মৃত্যুর কারণে” (এ দু'টো গ্রহণ হয় না)] যখন তোমরা এরূপ কিছু দেখ, তখন সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাক। তোমাদের প্রতি যা কিছু ওয়াদা করা হয়েছে, আমি এ

সালাতে দেখতে পেয়েছি। আমার কাছে জাহান্নাম উপস্থিত করা হয়েছিল এবং তা ঘটেছিল যখন তোমরা আমাকে দেখেছ পেছনের দিকে সরে আসতে। কেননা আমার ভয় হয়েছিল যে, আগুনের লেলিহান শিখা আমাকে স্পর্শ করবে। তাছাড়া আমি সেখানে লৌহ শলাকাধারী ব্যক্তিকে দেখেছি, সে জাহান্নামে তার নাড়িভূড়ি হেঁচড়িয়ে চলছে। সে ব্যক্তি লৌহ শলাকা দিয়ে হাজীদের মালামাল চুরি করত। যদি মালিক টের পেত তাহলে সে বলত, আমার লৌহ শলাকায় আটকা পড়েছে। আর টের না পেলে নিয়ে চলে যেত। আমি জাহান্নামে দেখেছি সেই মহিলাকে যে বিড়াল বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারে। এভাবে ক্ষুধায় সে মারা যায়। এরপর আমার সম্মুখে জান্নাত হাযির করা হল, যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হতে এবং আমাকে পূর্ব স্থানে দাঁড়ান অবস্থায় দেখেছ। তখন আমি আমার হাত প্রসারিত করেছিলাম। আমি ফল আনতে ইচ্ছা করেছিলাম, যেন তোমরা দেখতে পাও। এরপর মনে হল এমনটি না করাই উচিত। তোমাদেরকে যত জিনিসের ওয়াদা করা হয়েছে, সবই এ সালাতের সময় আমি দেখেছি।

১৭৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةُ قَالَتْ نَعَمْ فَاطَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّيْنِي الْغَشْيُ فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِ مِنْ الْمَاءِ قَالَتْ فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَمِمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤَقِنُ (لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْبِنَا وَأَطِعْنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيُقَالُ لَهُ نَعَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمَّ صَالِحًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ (لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ.

১৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন আল-আল-হামদানী (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আমি আয়েশার গৃহে গমন করলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের কি হয়েছে, তারা সবাই সালাত আদায় করছে? তিনি মাথা নেড়ে আকাশের দিকে ইংগিত করলেন। আমি বললাম, কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে কি? তিনি ইশারা করলেন, হ্যাঁ। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন এবং কিয়াম অত্যন্ত দীর্ঘ করছিলেন। এমনকি আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার পাশে একটি পানির পাত্রদিলাম এবং তা থেকে আমার মাথায় ও মুখে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিলাম। আসমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার পর

বললেন, আমি যে সব জিনিস দেখি নি, সবই আজ এ স্থানে দেখেছি। জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমাকে জানান হয়েছে যে, তোমরা কবরে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার কাছাকাছি বা এর অনুরূপ। (রাবী বলেন), আমি জানি না আসমা (রা) কোনটি বলেছিলেন। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ফেরেশতা আসবেন এবং বলবেন - ঐ ব্যক্তি (নবী ﷺ) সম্পর্কে তুমি কি জান? রাবী বলেছেন, আসমা (রা) 'মু'মিন' অথবা মূকিন (বিশ্বাসী) কোনটি বলেছেন, তা আমার জানা নাই। সে বলবে, তিনি মুহাম্মদ ﷺ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমাদের জন্য হিদায়াত ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ ও আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম। এ কথা তিনবার বললেন। তখন তাকে বলা হবে, নিদ্রায় থাক। আমরা জানতাম তুমি তাঁর উপর ঈমান এনেছিলে। তুমি উত্তমরূপে ঘুমিয়ে থাক। আর মুনাফিক অথবা সন্দেহ পোষণকারী বলবে, আমি জানি না [রাবী বলেন, আসমা (রা) যে কোন শব্দ বলেছিলেন, তা আমার জানা নেই]। মানুষকে একটি কথা বলতে শুনেছি তাই আমিও বলেছি।

১৯৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّيُ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَأَقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.

১৯৭৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম। আমি লোকদের সালাতে দাঁড়ান দেখলাম। আয়েশাকেও সালাতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের কি হয়েছে? এরপর তিনি হিশাম সূত্রে ইবন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

১৯৭৭- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَا لَا تَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ

১৯৭৭. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... 'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন [সূর্যগ্রহণ বোঝানোর জন্য] "কাসাফাতিশ শাম্স" না বলে তোমরা বলবে "খাসাফাতিশ শাম্স"।

১৯৭৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ فَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا (قَالَتْ تَعْنِي يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ) فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكَعَ مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ.

১৯৭৮. ইয়াহুয়া ইবন হাবিব হারিসী (র)..... আসমা বিনত আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। রাবী বলেন, অর্থাৎ যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি [তাড়াহুড়া করে] একটি বর্ম নিলেন। পরে তাঁকে পরিধানের জন্য একটি চাদর দেয়া হল। এরপর তিনি লোকদের নিয়ে সালাতে (রুকূর

পর) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন যে, কোন আগন্তুক আসলে সে বুঝতে পারত না যে, নবী (সা) রুকু' করেছেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মনে হবে না যে তিনি রুকু' করেছেন।

১৭৭৭- وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَزَادَ فَجَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسَقَمُ مِنِّي.

১৯৭৯. সাঈদ ইবন ইয়াহুয়া আল-উমাবী (র).... ইবন জুরায়জ (র) পূর্বোক্ত সনদে তদ্রূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এও বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর রুকু' থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আবার রুকু' করলেন। তবে রাবী অতিরিক্ত বলেছেন যে, (ঐ সময়ে) আমার চেয়েও অধিক বয়স্ক মহিলাদেরকে এবং রোগাক্রান্ত মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম।

১৭৮০- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدُرْعٍ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ التَفْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي فَأَقُومُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خِيَلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعَ.

১৯৮০. আহমাদ ইবন সাঈদ আদ-দারিমী (র)..... আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি তা দেখে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে তিনি ভুলক্রমে লৌহবর্ম নিয়ে নিলেন। অবশেষে চাদর দিয়ে তাঁর ভুল শোধরানো হল। আসমা (রা) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি আমার প্রয়োজনাদি পূরণ করে নিলাম। এরপর এসে মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমিও দাঁড়িয়ে সালাতে शामिल হলাম। এরপর আমি (সেখানে) দুর্বল মহিলা দেখতে পেয়ে মনে মনে বললাম, এসব মহিলা তো আমার চেয়েও দুর্বল, কাজেই আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। এর পর তিনি রুকু' করলেন এবং দীর্ঘ সময় রুকু' করলেন। এরপর তিনি মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। (অবস্থা এমন দাঁড়াল যে) কেউ যদি বাইর হতে আসে, তবে তার কাছে মনে হবে যে, তিনি রুকু'ই করেন নি।

১৭৮১- وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَدَرُ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا

طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِكُفْرٍ هُنَّ قِيلَ أَيْكُفْرُنَ بِاللَّهِ قَالَ بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

১৯৮১. সুমায়দ ইব্ন সাঈদ (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন যে, এ সময়ের মধ্যে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা যায়। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন। এরপর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। কিন্তু পূর্বের কিয়াম হতে কিছু কম। এরপর আবার দীর্ঘক্ষণ রুকু' করলেন। কিন্তু পূর্ব রুকু' হতে কিছু কম। এরপর সিজদা করলেন ও দীর্ঘ কিয়াম করলেন কিন্তু পূর্বপেক্ষা কিছু কম। আবার দীর্ঘ রুকু' করলেন কিন্তু প্রথম রুকু' হতে কিছু কম। এরপর মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন কিন্তু প্রথম কিয়ামের তুলনায় কিছু কম। আবার রুকু' করলেন কিন্তু পূর্বের তুলনায় কম। এরপর সিজদা করলেন ও সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হতে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোতে গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন আল্লাহর যিকর কর। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার এ অবস্থান থেকে আপনাকে কিছু নিতে দেখলাম। আবার আপনাকে দেখলাম, হাত গুটিয়ে নিতে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম এবং আঙুর গুচ্ছ নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম, তবে যতদিন দুনিয়া থাকত, ততদিন তোমরা তা থেকে খেতে পারতে। এরপর জাহান্নাম দেখতে পেলাম। আজকের দিনের মত দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নি। আমি অধিক সংখ্যায় মহিলাদের জাহান্নামে দেখেছি। (উপস্থিত) মহিলাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের কুফরের কারণে। মহিলাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, বরং তারা জীবন সহচরদের সাথেও কুফর করে এবং অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে। তুমি যদি তাদের একজনের প্রতি সারা যুগ ধরে অনুগ্রহ কর, তারপর কখনো সামান্য ত্রুটি দেখতে পায়, তখন সে বলে উঠে, তোমার থেকে কখনো কোন ভাল ব্যবহার পাই নি।

১৯৮২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّكُغْتَ.

১৯৮২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)... যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তবে তিনি বলেন, “আমরা আপনাকে পিছু সরতে দেখলাম।”

১৯৮৩.- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.

১৯৮৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণকালে আট রুকু' ও চার সিজদায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। 'আলী (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

১৯৮৪.- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْآخَرَى مِثْلُهَا.

১৯৮৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবু বাকর ইবন খাল্লাদ (র).... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণকালে সালাত আদায় করলেন। কিরা'আত পড়লেন তারপর রুকু' করলেন। আবার কিরা'আত পড়লেন এবং রুকু' করলেন। আবার কিরা'আত পড়লেন এবং রুকু' করলেন। তার পর সিজদায় গেলেন। রাবী বলেন, পরবর্তী রাক'আতও অনুরূপ।

১৯৮৫.- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ شَيْبَانُ النُّحَوِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَّى عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتَ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتَ سَجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ.

১৯৮৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তখন সালাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে ঘোষণা দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাক'আতে দু' রুকু' করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু' রুকু' করে আরেক রাক'আত পড়লেন। এরপর সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বলেন, এর চেয়ে দীর্ঘ রুকু' ও দীর্ঘ সিজদা আমি আর কখনো করি নি।

১৯৮৬.- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا
وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشِفَ مَا بَيْنَكُمْ.

১৯৮৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দশনাবলীর মধ্য দু'টি নিদর্শন। এরদ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করে থাকেন। এ দু'টির গ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না। যখন তোমরা এ গ্রহণ দেখতে পাবে, তখন সালাত আদায় করে দু'আ করবে তোমাদের এ দুর্যোগ না কেটে যাওয়া পর্যন্ত।

১৯৮৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ
مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا.

১৯৮৭. 'উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয 'আম্বারী (র) ও ইয়াহুয়া হাবীব (র).... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর কারণে হয় না; বরং এ হল আল্লাহর নির্দশনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও তখন দাঁড়িয়ে সালাত কর।

১৯৮৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
وَمَرُوانُ كُلُّهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ
إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ.

১৯৮৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবু 'উমর (র) সকলেই ইসমাঈল (র) থেকে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সুফিয়ান ও ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, যেদিন ইব্রাহীম (রা)-এর ইত্তিকাল হয়, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন মানুষ বলতে লাগল, সূর্যগ্রহণ হয়েছে, ইব্রাহীম (রা)-এর মৃত্যুর কারণে।

১৯৮৯- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَرَعًا يَخْشَى
أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلَ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي
صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا
يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ
الْعَلَاءِ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ يُخَوِّفُ عِبَادَهُ.

১৯৮৯. আবু 'আমির আশ'আরী 'আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি এ আশংকায় উঠে পড়লেন যে, কিয়ামতের মহা প্রলয় বুঝি সংঘটিত হবে। তিনি (তাড়াতাড়ি) মসজিদে এলেন। অত্যন্ত দীর্ঘ কিয়াম, দীর্ঘ রুকু' ও দীর্ঘ সিজদার সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। আমি আর কোন সালাতে কখনো এরূপ দেখিনি। এরপর তিনি (রাসূল) বলেন, আল্লাহর প্রেরিত এ নিদর্শনাবলী কারো মৃত্যুর জন্য হয় না। কারো জন্মের জন্যও হয় না। তিনি এগুলো প্রেরণ করেন তাঁর বান্দাদের সতর্ক করার জন্য। যখন তোমরা এ নিদর্শনাবলীর কিছু দেখতে পাবে, তখন আতংকিত হৃদয়ে আল্লাহর যিকর, দু'আ ও ইস্তিগফারে মশগুল হবে।

১৯৯. - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِ يَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي انْكَسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهْلِلُ حَتَّى جُلِيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ.

১৯৯০. 'উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র)..... 'আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একবার আমি আমার তীর-ধনুক অনুশীলন করছিলাম, হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, আজকের সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেন, তা আমার দেখতে হবে। যখন আমি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন তিনি হাত তুলে দু'আ করছিলেন এবং তাকবীর, হামদ ও তাহলীল-এ মশগুলে ছিলেন। তারপর সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

১৯৯১ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ أَرْمِي بِأَسْهُمِي إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعُ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهْلِلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

১৯৯১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... 'আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমি মদীনা তীরন্দাজীর অনুশীলন করছিলাম। এসময় সূর্যগ্রহণ ঘটল। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং বললাম, সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেন তা অবশ্যই আমি দেখব। আমি তাঁর কাছে আসলাম। তখন তিনি সালাতে দন্ডায়মান,

তিনি হাত তুলে তাসবীহ, হামদ, তাহলীল, তাকবীর ও দু'আয় মশগুল আছেন। এরপর সূর্যগ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন ও দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

১৯৯২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتْرَمِي بِأَسْهُمِي لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

১৯৯২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে তীর-ধনুকের অনুশীলন করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ দেখা দিল। এরপর উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

১৯৯৩- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا.

১৯৯৩. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন যে, তিনি বলেছেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কোন ব্যক্তির মৃত্যু ও জন্মের কারণে হয় না; বরং এ দু'টি হল আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও, তখন সালাত আদায় কর।

১৯৯৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ.

১৯৯৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) যিয়াদ ইবন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাঁর ছেলে ইবরাহীমের ইত্তিকালের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এর গ্রহণ কারো মৃত্যুর বা জন্মের কারণে হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখতে পাও, তখন দু'আ কর, সালাত আদায় কর, যে পর্যন্ত না তা পরিষ্কার হয়।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ.

অধ্যায় : জানাযা সম্পর্কিত

১-بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

১. পরিচ্ছেদ : মুমূর্ষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর তালকীন করা

১৯৯৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ بَشْرِ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

১৯৯৫. আবু কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন ও 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষদেরকে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু”-এর তালকীন দাও (তার সামনে কলেমা পাঠ করতে থাক যেন সে শুনে আল্লাহকে স্মরণ করে)।

১৯৯৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

১৯৯৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) সবাই ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন।

১৯৯৭- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

১৯৯৭. উসমান, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” তালকীন করবে।

২-بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.

২. পরিচ্ছেদ : বিপদকালে যা বলতে হয়

১৯৯৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ ابْنِ سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ أُمَّ ابْنَتُهَا فَندَعُو اللَّهَ أَنْ يَغْنِيَهَا عَنْهَا وَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ.

১৯৯৮. ইয়াহুয়া ইবন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলমান যখন কোন বিপদে পতিত হয়, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন” বলে এবং এ দু’আ পাঠ করে “হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান কর এবং এর উত্তম স্থলাভিষিক্ত দাও।” তবে আল্লাহ তাকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করবেন। যখন আবু সালামার (তাঁর স্বামী) ইন্তিকাল হলো, তখন আমি বললাম, আবু সালামা (রা) থেকে কে উত্তম হতে পারে? তাঁর পরিবারই প্রথম পরিবার যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হিজরত করেছিল। এরপর আমি ঐ দু’আ পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার জন্য দান করলেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট হাতিব ইবন আবি বালতাআকে দিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটি মেয়ে রয়েছে আর আমি একটু অভিমানী। তিনি বললেন, তার মেয়ের জন্য আমি দু’আ করছি যেন আল্লাহ তার সুব্যবস্থা করে দেন এবং এটাও দু’আ করছি যে, তিনি তাঁর অভিমানকে দূর করে দেন।

১৯৯৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

১৯৯৯. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন সাফীনা (র) বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি কোন মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন যদি সে বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' এবং বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সওয়াব দাও এবং উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান কর", তবে আল্লাহ তাকে সওয়াব ও উত্তম স্থলাভিষিক্ত দিবেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামার ইত্তিকাল হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী দু'আটি পাঠ করলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম স্থলাভিষিক্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করলেন।

২০০০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র).... নবী সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অতঃপর আবু উসামার হাদীসের অনুরূপ। তবে রাবী আরো বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা) বলেছেন, যখন আবু সালামার ইত্তিকাল হল, তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু সালামা (রা) থেকে কে ভাল হতে পারে? তারপর আল্লাহ আমার ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে দিলেন। আমি ঐ দু'আ পাঠ করে নিলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিবাহ করলাম।

২০০১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগী অথবা মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও, তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য কর। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলে থাকেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামার (তাঁর স্বামী) ইত্তিকাল হল, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সালামা (রা) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে তাঁর পর উত্তম প্রতিদান দাও। তিনি বলেন, আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করলেন।

২০০২. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগী অথবা মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও, তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য কর। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলে থাকেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামার (তাঁর স্বামী) ইত্তিকাল হল, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সালামা (রা) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে তাঁর পর উত্তম প্রতিদান দাও। তিনি বলেন, আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করলেন।

২০০৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন কোন রোগী অথবা মৃতপ্রায় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও, তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য কর। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলে থাকেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামার (তাঁর স্বামী) ইত্তিকাল হল, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু সালামা (রা) মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাঁকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে তাঁর পর উত্তম প্রতিদান দাও। তিনি বলেন, আমি ঐ দু'আ পাঠ করলাম। আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম মুহাম্মদ ﷺ-কে দান করলেন।

৩-بَابُ فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالِدُعَاءِ لَهُ إِذَا حَضَرَ.

৩. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেওয়া ও মৃত্যুকালে তার জন্য দু'আ করা

২০০২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاعْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

২০০২. যুহায়র ইবন হারব (র).... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সালামা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন তার চোখ উল্টে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, রুহ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন চোখ তৎপ্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এ কথা শুনে তার পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক কোন দু'আ করো না। কেননা ফেরেশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলে থাকেন। তিনি তারপর বললেন, হে আল্লাহ! আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার দরজাকে বুলন্দ করে দাও এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর। হে রাক্বুল আলামীন! আমাদেরকে ও তাকে মাফ করে দাও, তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরকে আলোকময় করে দাও।

২০০৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْلُفْهُ فِي تَرْكِتِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ افْسَحْ لَهُ وَزَادَ قَالَ خَالِدُ الْحَذَاءُ وَدَعَا أُخْرَى سَابِعَةً نَسِيَتْهَا.

২০০৩. মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-কাত্তান ওয়াসিতী (র)..... খালিদ আল-হাযযা (র) এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তার উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত কর এবং বলেছেন, হে আল্লাহ! তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু তিনি 'افسح' শব্দ বলেন নি। তিনি আরো বলেন যে, খালিদ আল-হাযযা (র) বলেছেন, তিনি ছ'টি দু'আর পর সপ্তম আরেকটি দু'আ করেছিলেন, যা আমি ভুলে গেছি।

২০০৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ تَرَوْا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَتَّبِعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ.

২০০৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি মানুষের দিকে লক্ষ্য কর না, যখন সে মারা যায় তখন তার চোখ উপরের দিকে উল্টে থাকে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ হল সে মুহূর্তটি, যখন তার দৃষ্টি তার রুহের দিকে চেয়ে থাকে।

২০০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আলা (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেছেন।
 ২০০৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা (রা) মারা গেলেন তখন আমি বললাম, প্রবাসী প্রবাস ভূমিতে মারা গিয়েছেন। তার জন্য আমি এত কাঁদব যে, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তা চর্চা করবে। আমি কান্নার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলাম। এমন সময়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু অঞ্চলের জনৈকা মহিলা আমার কান্নায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি দু'বার বললেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন? তখন আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আমি কাঁদলাম না।

২০০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আলা (র) থেকে এ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৪-بابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

৪. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন

২০০৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা (রা) মারা গেলেন তখন আমি বললাম, প্রবাসী প্রবাস ভূমিতে মারা গিয়েছেন। তার জন্য আমি এত কাঁদব যে, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তা চর্চা করবে। আমি কান্নার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলাম। এমন সময়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু অঞ্চলের জনৈকা মহিলা আমার কান্নায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি দু'বার বললেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন? তখন আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আমি কাঁদলাম না।

২০০৬. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... উম্মে সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা (রা) মারা গেলেন তখন আমি বললাম, প্রবাসী প্রবাস ভূমিতে মারা গিয়েছেন। তার জন্য আমি এত কাঁদব যে, দীর্ঘদিন ধরে মানুষ তা চর্চা করবে। আমি কান্নার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিলাম। এমন সময়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু অঞ্চলের জনৈকা মহিলা আমার কান্নায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি দু'বার বললেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন? তখন আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আমি কাঁদলাম না।

২০০৭. ওহাদ ইব্ন উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি এমন ঘরে শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও, যে ঘর হতে আল্লাহ তাকে বের করে দিয়েছেন? তখন আমি কান্না থেকে বিরত থাকলাম, আমি কাঁদলাম না।

سَعْدُ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ.

২০০৭. আবু কামিল জাহদারী (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী পাক-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তাঁর কন্যাদের একজন তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর এক সন্তান মৃত্যুমুখে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ পাক বার্তাবাহককে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বল, আল্লাহ পাক যা কিছু নিয়ে নেন তার তাঁরই। আবার যা দান করেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। তাকে বলো, সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে। এ সংবাদ পৌঁছে দিয়ে বার্তাবাহক পুনরায় রাসূলুল্লাহ পাক-এর নিকট ফিরে এসে বলল, তিনি (যয়নাব) কসম দিয়ে আপনাকে অবশ্যই যেতে বলেছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ পাক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে দাঁড়ালেন সা'দ ইব্ন উবাদা ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)। আমিও (উসামা) তাঁদের সাথে রওনা হলাম। শিশুটি তাঁর কাছে তুলে ধরা হল, তখন তার রুহ বের হওয়াকালীন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন পুরাতন মশকে পানি নাড়াচাড়ার শব্দ হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কি? তিনি বললেন, এ হল রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে দয়ালু বান্দাদের প্রতি রহম করে থাকেন।

২০০৮. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ.

২০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... 'আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাদিসটির দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ।

২০০৯. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَشْتَكِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ شَكْوَى لَهُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ أَقَدْ قُضِيَ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) أَوْ يَرْحَمُ.

২০০৯. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা সাদাফী ও আমর ইব্ন সাওয়াদ আমিরী (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) পীড়িত হলেন। রাসূলুল্লাহ পাক তাকে দেখার জন্য গেলেন। তাঁর

সাথে 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ, সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ছিলেন। যখন তাঁর কাছে গেলেন তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি ওফাত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁর মৃত্যু হয় নি। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কাঁদতে দেখে সাহাবীগণও কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি শোননি, আল্লাহ অন্তরের ব্যথা ও চোখের অশ্রুর জন্য কাউকে শাস্তি দেন না। তিনি জিহবার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ শাস্তি দেন বা দয়া করেন এর কারণে।

৫-بَابُ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

৫. পরিচ্ছেদ : রোগী দেখতে যাওয়া

২.১০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضِعَّةٍ عَشْرٍ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قِلَانِسٌ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السَّبَاحِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ.

২০১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আল-'আনাযী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন জনৈক আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলেন, এরপর আনসারী প্রস্থান করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইব্ন উবাদা কেমন আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ভাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তার খোঁজখবর নিতে যাবে? এ বলে তিনি দাঁড়ালেন, আমরাও তার সঙ্গে দাঁড়িলাম। আমরা দশজনের অধিক ছিলাম। আমাদের কারো পায়ে জুতা, মোজা, মাথায় চুপি এবং গায়ে জামা ছিল না। আমরা সে খড়খড়ে রাস্তা দিয়ে চলছিলাম এবং তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাদেরকে দেখে তার গোত্রের লোকজন তার নিকট হতে সরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথী সাহাবীরা তা কাছে এলেন।

৬-بَابُ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

৬. পরিচ্ছেদ : বিপদের প্রথম মুহূর্তেই ধৈর্যধারণ করা চাই

২.১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

২০১১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার আল-আবদী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত ধৈর্যধারণ করা হলো বিপদাপদের প্রথম মুহূর্তে।

২.১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي فَقَالَتْ وَمَا تَبَالِي بِمُصِيبَتِي فَلَمَّا ذَهَبَ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَآخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ فَاتَتْ بَابَهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صِدْمَةٍ أَوْ قَالَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ.

২০১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের মৃত্যু শোকে ক্রন্দনরত জনৈকা মহিলার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। মহিলা উত্তর দিল, তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে? যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন, তখন বলা হল, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তখন তাকে মৃত্যুর মত ভয়ে পেয়ে বসলো। তৎক্ষণাৎ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় হাযির হল। সে তাঁর দরজায় কোন দারোয়ান পেল না। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে চিনতে পারি নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবার তো হয় (বিপদের) প্রথম আঘাতে। অথবা বলেছিলেন, আঘাতের প্রথমে।

২.১৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بِقِصَّتِهِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَّ النَّبِيِّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ.

২০১৩. ইয়াহুয়া ইবন হাবীব আল-হারিসী, ‘উকবা ইবন মুকরাম আল-আম্মী ও আহমাদ ইবন ইব্রাহীম আদ-দাওয়াকী (র)..... সবাই শু’বা (র) হতে উক্ত সনদে ‘উসমান ইবন উমর (র)-এর হাদীসের ন্যায় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে আবদুস সামাদের হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পার্শ্বে অবস্থানরত জনৈক মহিলার দিকে গমন করলেন।

৭- بَابُ الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

৭. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয়

২.১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ بَشَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرَ الْعَبْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

حَفْصَةُ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلًا يَا بَنِيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

২০১৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) আহত হলে হাফসা (রা) কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) বললেন, হে কন্যা! থেমে যাও, তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হয়?

২.১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

২০১৫. মুহাম্মদ বাশশার (র)..... উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের রোদন-বিলাপের কারণে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

২.১৬- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০১৬. আলী ইবন হুজর আস-সাদী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমর (রা)-কে বর্শাঘাত করা হল, ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর জন্য চীৎকার করে রোদন করা হচ্ছিল। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন বললেন, তোমরা কি জান না, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নার কারণে শাস্তি দেয়া হয়?

২.১৭- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صَهِيْبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صَهِيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০১৭. আলী ইবন হুজর (র).... আবু বুরদা (র) তাঁর পিতা (আবু মুসা আশ'আরী রা) সূত্রে তিনি বলেছেন, উমর (রা) যখন আক্রান্ত হন, তখন সুহায়ব (রা) হে ভাই! বলে কাঁদতে লাগলেন। উমর (রা) তাকে বললেন, হে সুহায়ব! তুমি কি জানো না রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়?

২.১৮- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صَهِيْبٌ مِنْ

مَنْزَلِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ بِحَيَالِهِ يَبْكِي فَقَالَ عُمَرُ عَلَامَ تَبْكِي أَعَلَيْ تَبْكِي قَالَ إِي وَاللَّهِ لَعَلَّيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ إِنَّمَا كَانَ أَوْلَيْكَ الْيَهُودُ.

২০১৮. আলী ইবন হুজর (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ‘উমর (রা) আক্রান্ত হলেন তখন সুহায়ব (রা) সংবাদ পেয়ে তাঁর বাড়ি হতে আগমন করলেন এবং উমর (রা)-এর নিকটে প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। ‘উমর (রা) তাঁকে বললেন, কাঁদছ কেন? তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আপনার জন্য কাঁদছি হে আমীরুল মু’মিনীন! উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি অবশ্যই জানো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার জন্য কাঁদা হবে, তাকে কবরে আযাব দেয়া হবে। রাবী বলেন, আমি এ কথাটি মূসা ইবন তালহার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আয়েশা (রা) বলতেন, (যাদের আযাব দেয়া হবে) তারা হল ইয়াহুদী।

২. ১৯- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طَعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعْوَلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ.

২০১৯. আমরুন নাকিদ (র).... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, ‘উমর (রা)-কে যখন বর্শা মেরে আহত করা হল, তখন হাফসা (রা) উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন। ‘উমর (রা) বললেন, হে হাফসা! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শোননি, যে ব্যক্তির উপর উচ্চস্বরে বিলাপ করা হয় তাকে শাস্তি দেয়া হয়? সুহায়ব (রা)-ও কান্নাকাটি করছিলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে সুহায়ব! তুমি কি জানো না, যার জন্য বিলাপ করা হয় তাকে আযাব দেয়া হয়?

২. ২০- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ ابَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأَرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتُ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَأَنَّهُ يَغْرِضُ عَلَى عَمْرٍو وَأَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَرْسَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي إِذْهَبْ فَأَعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ

فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ وَإِنَّهُ صُهِيبٌ قَالَ مَرُّهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا فَقُلْتُ إِنْ مَعَهُ أَهْلُهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ وَرُبَّمَا قَالَ أَيُّوبُ مَرُّهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ فَجَاءَ صُهِيبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ وَأَصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَوْلَمْ تَسْمَعْ قَالَ أَوْ قَالَ أَوْلَمْ تَعْلَمْ أَوْلَمْ تَسْمَعْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مَرْسَلَةً وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِبَعْضٍ فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِنْ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنْ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ اضْحَكُ وَأَبْكِي وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالَ أَيُّوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةُ قَوْلَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبِينَ وَلَا مُكَذِّبِينَ وَلَكِنْ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

২০২০. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর পাশে বসা ছিলাম। আমরা হযরত উসমান (রা)-এর কন্যা উম্মু আবানের জানাযার অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর নিকট উসমান (রা)-এর পুত্র ‘আমরও বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে হাতে ধরে নিয়ে আসলেন। আমার মনে হয় তাঁকে ইব্ন উমর (রা)-এর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছিল। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন, আমি তাঁদের দু’জনের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ গৃহ হতে (কান্নার) আওয়ায আসল, তখন ইব্ন উমর (রা), তিনি যেন আমরকে ইঙ্গিত করলেন, যাতে উঠে গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করেন। বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয় তার পরিবারবর্গের মাতম-বিলাপের কারণে। ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর ন্যায় বলেননি যে, এ কথাটি বিশেষ করে ইয়াহুদী সম্পর্কে। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমরা আমিরুল মু’মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করে বিশ্রাম করছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পক্ষ হতে গিয়ে জেনে এসো ঐ ব্যক্তি কে? আমি গিয়ে জানতে পারলাম ঐ ব্যক্তি সুহায়ব (রা)। আমি তাঁর নিকট ফিরে এসে বললাম, আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন, জেনে আসার জন্য। আমি জেনে এসেছি ঐ ব্যক্তি কে? ঐ ব্যক্তি সুহায়ব। তিনি বললেন তাকে বল, আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে। আমি বললাম, তাঁর সাথে তাঁর পরিবার রয়েছে। তিনি বললেন, থাকুক না, পরিবারসহ আসতে বল। কখনো আযুব বলেছেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাত করতে বল। যখন আমরা মদীনায়ে পৌঁছলাম, তার কিছুকাল পরেই আমিরুল মু’মিনীন (রা) আক্রান্ত হলেন। সুহায়ব (রা) আসলেন এবং ‘ওয়া আখাহ’ (হে ভাই) ‘ওয়া সাহিবাহ’ (হে আমাদের সাথী), বলে চীৎকার করতে লাগলেন। উমর (রা) বললেন, তুমি কি জানো না, তুমি কি শোন নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কোন কোন কান্নাকাটির কারণে আযাব দেয়া হয়? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ কিছু শর্তহীনভাবে বলেছেন, শুধু ইয়াহুদীদের জন্য এ হুকুম-তা যুক্ত করে বলেন নি। আর উমর (রা) বলেছেন, কোন কোন কান্না। তখন আমি উঠে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলাম এবং ইব্ন উমর (রা) যা বললেন, সে

সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। ‘আয়েশা (রা) বললেন, না না, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা কখনো বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেয়া হবে। বরং তিনি বলেছেন, কাফিরের উপর আল্লাহ শাস্তি বৃদ্ধি করে দেন তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে। আল্লাহ পাকই হাসিকান্না দিয়ে থাকেন। তিনি একজনের পাপের বোঝা আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না। ‘আয়েশা (রা)-এর নিকট যখন ‘উমর ও ইবন ‘উমর (রা)-এর বক্তব্য পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন দু’ব্যক্তি হতে হাদীস বর্ণনা করছ যারা মিথ্যা বলেন না এবং তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা যায় না কিন্তু শ্রুতিতে ভুল হতে পারে।

২.২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوَفِّيَتْ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَأَنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنَّبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هُوَ لِأَنَّ الرُّكْبَ فَتَنْظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَنْ أَصِيبَ عُمَرَ دَخَلَ صُهَيْبٌ يُبْكِي يَقُولُ وَآخَاهُ وَأَصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَىَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهِ أَضْحَكُ وَأَبْكِي قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.

২০২১. মুহাম্মদ ইবন রাফি‘ ও ‘আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, ‘উসমান ইবন ‘আফফান (রা)-এর এক মেয়ে মক্কায় ইন্তিকাল করলেন। আমরা তার জানাযার জন্য হাযির হলাম। তখন ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রা) হাযির হলেন। ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমি তাদের দু’জনের মধ্যে বসা ছিলাম। আমি প্রথমে একজনের নিকট বসা ছিলাম, পরে আরেকজন আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর, হযরত ‘উসমান (রা)-এর পুত্র ‘আমরকে, যিনি তাঁর সম্মুখে ছিলেন, বললেন, তুমি তাদেরকে কান্নাকাটি হতে কেন নিষেধ করছ না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, উমর (রা)-ও এরূপ কিছু বলতেন।

অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, আমি ‘উমর (রা)-এর সাথে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন আমরা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি কাফেলা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছে। তখন উমর (রা) আমাকে আদেশ করলেন যাও, গিয়ে দেখ, এ কাফিলা কাদের? আমি গিয়ে দেখলাম ঐ ব্যক্তি সুহায়ব (রা)। আমি এসে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো, আমি পুনরায় সুহায়বের নিকট গমন করলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু’মিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। যখন উমর (রা) শত্রুর আক্রমণে আহত হলেন, সুহায়ব (রা) কেঁদে কেঁদে গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, ‘হে আমার ভাই, হে আমার সাথী! উমর (রা) বললেন, হে সুহায়ব! আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের কোন কোন কান্নার কারণে শাস্তি দেয়া হয়। যখন উমর (রা)-এর ইত্তিকাল হয়ে গেল, তখন আমি এ কথা ‘আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ ‘উমরের প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেন নি যে, মৃত ব্যক্তিকে তার কারো কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ আযাব দেন; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ কাফিরদের জন্য তাদের পরিবারবর্গের কান্নার কারণে আযাব বৃদ্ধি করে দেন। ‘আয়েশা (রা) বলেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর কুরআনই যথেষ্ট, তাতে ইরশাদ হয়েছে: “একজনের পাপের বোঝা অন্যজনের ঘাড়ে দেয়া হবে না।” ইব্ন আব্বাস (রা) এ সময়ে বললেন “আল্লাহই হাসান এবং তিনিই কাঁদান।” ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আল্লাহর কসম! ইব্ন উমর (রা) তা শুনে কিছুই বলেন নি।

২.২২- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَنْصُرْ رَفَعَ الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا نَصَّهُ أَيُّوبُ وَابْنُ حُرَيْجٍ وَحَدِيثُهُمَا أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو.

২০২২. ‘আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র (র)..... ইব্ন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমরা উম্মে আবান বিনত উসমানের জানাযায় ছিলাম। তারপর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু রাবী আমার এ হাদীসটি উমর (রা) থেকে নবী ﷺ পর্যন্ত মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন নি, যেমন আযুব ও ইব্ন জুরায়জ (র) করেছেন। এ দু’জনের হাদীস আমার হাদীসের চাইতে পূর্ণাঙ্গ।

২.২৩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.

২০২৩. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।

২.২৪- وَحَدَّثَنَا خَلْفُ أَبِي هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ.

২০২৪. খালফ ইব্ন হিশাম ও আবুর রাবী যাহরানী (র).... ‘উরওয়া (র) বলেন, ‘আয়েশা (রা)-এর ^{সাহাবা} সম্মুখে ইব্ন উমরের এ কথা আলোচনা করা হল যে, “মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হয়” আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানের প্রতি দয়া ও রহম করুন, তিনি যা কিছু শুনেছিলেন তা স্মরণ রাখতে পারেন নি। প্রকৃত ব্যাপারে হল, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} -এর সম্মুখ দিয়ে জনৈক ইয়াহুদীর শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইয়াহুদীরা তার জন্য বিলাপ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} বলছিলেন, তোমরা বিলাপ করছ অথচ তাকে আযাব দেয়া হচ্ছে।

২.২৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ وَهَلْ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلْبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ وَقَدْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ "إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ" يَقُولُ حِينَ تَبَوَّأُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

২০২৫. আবু কুরায়ব (র)..... ‘উরওয়া (র) বলেন, ‘আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হলো যে, ইব্ন উমর (রা) নবী ^{সাহাবা} হতে বর্ণনা করেন যে, “মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার পরিজনদের রোদনের কারণে আযাব দেয়া হয়।” আয়েশা (রা) বললেন, আসল কথা হলো, রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} বলেছেন, তাকে আযাব দেয়া হয় গুনাহ বা পাপের কারণে, অথচ তার পরিবারবর্গ এখন তার উপর কান্নাকাটি করছে। আর এ হলো রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} -এর সে কথার অনুরূপ, তিনি বদর যুদ্ধের দিন কূপের পাড়ে দাঁড়ালেন যাতে বদরে নিহত মুশরিকদের লাশ ছিল এবং তাদের সম্বোধন করে যা বলার বলছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি যা বলছি তারা তা শুনছে। ইব্ন উমর (রা) ভুল বুঝেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবা} বলেছিলেন, কাফিররা এখন জানতে পারছে যে, আমি যে সব কথা বলতাম, তা সত্য। তারপর আয়েশা (রা) পাঠ করলেন إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ “তুমি শোনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে, তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না।” তিনি বললেন, যখন তারা তাদের জাহান্নামস্থ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

২.২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهَذَا الْأَسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ أْتَمَّ.

২০২৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে উক্ত সনদে আবু উসামার হাদীসের মর্মানুযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবু উসামার হাদীসই পূর্ণাঙ্গ।

২.২৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عُمَرُ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ أَمْ يَكْذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكِي عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا.

২০২৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তার নিকট বলা হলো যে, ইবন ‘উমর (রা) বলেছেন “জীবিতদের কান্নার কারণে মৃতদেরকে আযাব দেয়া হয়।” তখন আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই তিনি মিথ্যা বলেন নি কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন, অথবা ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈকা ইয়াহুদী মহিলার কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার উপর বিলাপ করা হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরা এর জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

২০২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী ইবন রাবী‘আ (র) বলেন, কূফা নগরীতে সর্বপ্রথম কারযা ইবন কা‘বের উপর বিলাপ করা হয়। মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ের কারণে শাস্তি দেয়া হবে যেগুলো নিয়ে বিলাপ করা হয়েছে।

২০২৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী ইবন রাবী‘আ (র) বলেন, কূফা নগরীতে সর্বপ্রথম কারযা ইবন কা‘বের উপর বিলাপ করা হয়। মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ের কারণে শাস্তি দেয়া হবে যেগুলো নিয়ে বিলাপ করা হয়েছে।

২০২৯. আলী ইবন হুজর আস-সা‘দী এবং ইবন আবু ‘উমর (র)..... মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২০২৯. আলী ইবন হুজর আস-সা‘দী এবং ইবন আবু ‘উমর (র)..... মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২০৩০. ইবন আবু ‘উমর (র)..... মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২০৩০. ইবন আবু ‘উমর (র)..... মুগীরা ইবন শু‘বা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪-بَابُ التَّشْدِيدِ فِي النَّيَاحَةِ

৮. পরিচ্ছেদ : বিলাপ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী

২০৩১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبَانُ بْنُ يُزَيْدَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ

زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

২০৩১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন মানসুর (র)..... আবু মালিক আশ‘আরী (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াত বিষয়ের চারটি জিনিস রয়েছে যা তারা ত্যাগ করছে না। বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব, অন্যের বংশের প্রতি কটাক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতদের জন্য বিলাপ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, বিলাপকারিণী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিনে তাকে দাঁড় করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ থাকবে এবং খসখসে লোহার পোশাক থাকবে।

২.৩২- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقَّ الْبَابِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بِكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ فَاتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّ هُنَّ لَمْ يُطِيعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ هُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ فَزَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرُغِمَ اللَّهُ أَنْفَكَ وَاللَّهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

২০৩২. ইবনুল মুসান্না ও ইবন আবু উমর (র)... ‘আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যায়দ ইবন হারিসা, জাফর ইবন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি বসে পড়লেন। তাঁর চেহারা মুবারকে দুঃখ ও চিন্তার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ‘আয়েশা (রা) বলেন, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাফর (রা)-এর স্ত্রী ও পরিবারের মহিলারা কান্নাকাটি করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে নিষেধ কর। সে গেলো এবং পুনরায় ফিরে এসে বললো, তারা তার কথা শোনে নি। তিনি দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন গিয়ে তাদের নিষেধ করেন, সে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললো, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারাই আমাদের উপর প্রবল রইলো। আয়েশা (রা) বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, যাও, তুমি তাদের মুখে মাটি ঢুকিয়ে দাও। ‘আয়েশা (রা) বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আল্লাহ তোমার নাক ধূলি ধূসরিত করুন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন তা তুমি পালন করতেও পারছে না, আর তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া হতেও ক্ষান্ত হচ্ছে না।

২.২৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعِي.

২০৩৩. আবু বাকর ইবন শায়বা, আবু তাহির, আহমাদ ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)..... ইয়াহয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আবদুল 'আযীযের (র) বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরক্ত করা হতেও নিবৃত্ত হচ্ছে না।

২.২৪- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْبَيْعَةِ إِلَّا نَنُوحَ فَأَوْفَتْ مِنَّا امْرَأَةً الْأَخْمَسُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةً مُعَاذٍ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةً مُعَاذٍ.

২০৩৪. আবুর রাবী আয-যাহরানী (র)..... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাও বলেছিলেন, যে, “আমরা যেন বিলাপ না করি” কিন্তু এ অঙ্গীকার পাঁচজন মহিলা ব্যতীত কেউ পূর্ণ করে নি। তারা হলেন, উম্মে সুলায়ম, উম্মুল আ'লা, আবু সাবরার মেয়ে, মু'আযের স্ত্রী বা আবু সাবরার মেয়ে ও মু'আযের স্ত্রী।

২.২৫- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا اسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْعَةِ إِلَّا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنْهَا غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ.

২০৩৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণকালে এ অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন যে, “আমরা যেন বিলাপ না করি” কিন্তু পাঁচজন ব্যতীত অন্য কেউ সে অঙ্গীকার পূর্ণ করে নি, তাদের মধ্যে উম্মু সুলায়ম (রা) একজন।

২.২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا..... وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ" قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النَّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَلْ فَلَانَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعِدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أَسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَلْ فَلَانَ.

২০৩৬. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবরাহীম (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, “হে নবী! মু'মিন মহিলারা যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন শরীক স্থির করবে না..... এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না”..... [সূরা মুমতাহিনা : ১২] উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, তন্মধ্যে বিলাপও ছিল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক পরিবার ব্যতীত। কারণ, তারা জাহিলী যুগে আমাকে বিলাপে সাহায্য করত। তাই আমারও কর্তব্য তাদের সাহায্য করা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অমুক পরিবার ব্যতীত।

৯-بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৯. পরিচ্ছেদ : নারীদের প্রতি জানাযার পিছনে গমনে নিষেধাজ্ঞা

২.৩৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

২০৩৭. ইয়াহুয়া ইবন আয়্যুব (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) বলেন, আমাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হতো কিন্তু আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

২.৩৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسْمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهَيْتُنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

২০৩৮. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জানাযার পিছনে যেতে নিষেধ করা হত। আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

১০-بَابُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

১০. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গোসল প্রসঙ্গ

২.৩৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأُخْرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَّغْتُنَّ فَادْنِيْنِي فَلَمَّا فَرَّغْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

২০৩৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট এলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে তিনবার গোসল দাও, পাঁচবার কিংবা প্রয়োজন মনে করলে আরো অধিকবার, বরই বৃক্ষের কচি পাতা দ্বারা পানি গরম করে। সর্বশেষে কর্পূর কিংবা কিছুটা কর্পূর দিবে। যখন তোমরা গোসল শেষ করবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবে। আমরা গোসল

শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর ইয়ারবন্দ দিলেন এবং বললেন, এটা তার শরীরের সাথে লাগিয়ে পরিয়ে দাও।

২.৪০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

২০৪০. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

২.৪১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ كُلُّهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوَفِّيتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوَفِّيتُ ابْنَتَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُمِّ عَطِيَّةَ.

২০৪১. কুতায়বা ইব্ন সাইদ, আবুর রাবী যাহরানী ও ইয়াহুয়া ইব্ন আয়্যুব (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যাদের একজনের (যয়নাব রা) ইন্তিকাল হল। ইব্ন উলায়্যার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, তখন আমরা তাঁর মেয়েকে গোসল দিচ্ছিলাম। আর মালিকের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন যখন তাঁর কন্যার ইন্তিকাল হয়। ইয়াযীদ ইব্ন যুরাই' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

২.৪২- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

২০৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেন, তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা এর চেয়েও অধিক, যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর। হাফসা (রা) উম্মে 'আতিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন, আমরা তার মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

২.৪৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اغْسَلْنَاهَا وَثَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

২০৪৩. ইয়াহুয়া ইব্ন আয়্যুব (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, তাকে গোসল করাও বেজোড় সংখ্যায়, তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার। রাবী বলেন, উম্মে 'আতিয়া (রা) বলেছেন, তার মাথার চুল তিনভাগে বিন্যস্ত করেছিলাম।

২.৪৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَزْمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلْنَهَا وَتِرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنِي قَالَتْ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّوهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

২০৪৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করলেন তখন তিনি আমাদের বললেন, তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও। তিনবার অথবা পাঁচবার এবং পঞ্চমবারে কর্পূর কিংবা কর্পূরের কিছু অংশ মিশিয়ে দাও। যখন তোমরা গোসল শেষ কর, তখন আমাকে অবহিত কর। উম্মে 'আতিয়া (রা) বলেন, আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি আমাদের তাঁর ইয়ারবন্দ দিয়ে বললেন, (কাফন হিসাবে) ভিতরে দিয়ে দাও।

২.৪৫- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وَتِرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةً ثَلَاثَ قَرْنِيهَا وَنَاصِيَّتَهَا.

২০৪৫. আমরুন নাকিদ (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এলেন তখন আমরা তাঁর কন্যাদের একজনকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও, পাঁচবার অথবা এর চেয়েও অধিক। তারপর আযুব ও আসিমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী হাদীসে এ কথাও বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তার কেশ তিনভাগে বিভক্ত করেছিলাম। দু'পাশে ও মাঝখানে।

২.৪৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا ابْدَأْ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

২০৪৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যখন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাকে বলেছিলেন, তার ডানদিক থেকে গোসল আরম্ভ কর। আর তার উয়ুর অঙ্গগুলো প্রথম ধুয়ে দাও।

২.৪৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

২০৪৭. ইয়াহুয়া ইব্ন আয্যুব, আবু বাকর আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়েকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং উয়ূর অঙ্গগুলো থেকে আরম্ভ কর।

১১- بَابُ فِي كَفْنِ الْمَيِّتِ

১১. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির কাফন প্রসঙ্গ

২০৪৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَتَلَ يَوْمَ أَحَدٍ فَلَمْ يَوْجَدْ لَهُ شَيْءٌ يَكْفُنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْأَذْخِرَ وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا.

২০৪৮. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া তামিমী, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... খাব্বার ইবনুল আরাতি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর নিকট প্রাপ্য রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের প্রতিদানের কিছুই তাঁরা (দুনিয়াতে) ভোগ করেন নি। এদেরই একজন হলেন, মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)। তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য একটি ছোট চাদর ব্যতীত কিছু পাওয়া যায় নি। যখন আমরা চাদরদ্বারা তাঁর মাথা আবৃত করতাম, তখন তাঁর পা দু'টি বেরিয়ে পড়ত। আর যখন তা তাঁর পায়ের উপর রাখতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা চাদরখানি মাথার দিক দিয়ে রাখ এবং দু'পায়ের ওপর ইযখির ঘাস দিয়ে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমনও অনেকে রয়েছেন যাদের ফল পেকেছে এবং তিনি তা ভোগ করছেন।

২০৪৯- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২০৪৯. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মিনজাব ইব্ন হারিস তামিমী ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২০৫০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شَبَّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا أَشْبُرِيَّتٌ لَهُ لِيُكْفَنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أَكْفَنَ فِيهَا نَفْسِي ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

২০৫০. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি সাদা সাহুলী সূতি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাপড়গুলোর মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। আর হুল্লা (দু’টি চাদর) যা তাঁর কাফনের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল এবং পরে তা বাদ দেয়া হয়—এ সম্পর্কে লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে। আর তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল সাদা সাহুলী তিন কাপড়ে। আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা) সেটি নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি এ পোশাককে সংরক্ষণ করে রাখব আমার কাফন দেয়ার জন্য। তারপর বললেন, যদি আল্লাহ পাক তাঁর নবীর জন্য এ কাপড় পসন্দ করতেন তবে অবশ্যই এদ্বারা তাঁর কাফন দেয়া হত। তাই তিনি তা বিক্রি করে এর মূল্য সাদকা করে দিলেন।

২০৫১- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نَزَعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أَكْفَنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكْفَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكْفَنُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا.

২০৫১. আলী ইবন হুজর আস-সাদী (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর মুবারক প্রথমে ইয়ামনী কাপড়ে আবৃত করা হলো—যে কাপড় আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা)-এর ছিল। এরপর তা খুলে ফেলা হলো এবং ইয়ামন দেশের সাহুল নামক স্থানে তৈরি তিনটি কাপড় দেয়া হলো। ঐগুলোর মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পোশাক উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, এ দ্বারা আমার কাফন দেয়া হবে। এরপর বললেন, যে কাপড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাফন হয়নি, আমাকে সে কাপড়ে কাফন দেয়া হবে? তাই তিনি তা সাদকা করে দিলেন।

২০৫২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

২০৫২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত।
তাদের হাদীসে আবদুল্লাহ ইবন আবু বাকর (রা)-এর ঘটনা বর্ণিত নেই।

২.৫৩- وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ.

২০৫৩. ইবন আবু উমর (র)..... আবু সালামা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কয়টি কাপড়দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তিনটি সাহুলী কাপড়দ্বারা।

১২-بَابُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ

১২. পরিচ্ছেদ : মৃতের সমস্ত শরীর আবৃত করা

২.৫৪- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سَجَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ مَاتَ بِثَوْبٍ حَبْرَةٍ.

২০৫৪. যুহায়র ইবন হারব, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইত্তিকালের পর ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত করা হয়।

২.৫৫- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً.

২০৫৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, আব্দ ইবন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে একই রকম বর্ণনা রয়েছে।

১৩-بَابُ فِي تَحْسِينِ كَفْنِ الْمَيِّتِ

১৩. পরিচ্ছেদ : মৃতকে ভাল কাপড়ে কাফন দেওয়া

২.৫৬- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خُطِبَ يَوْمًا فَذَكَرَ

رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.

২০৫৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শাঈর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন খুতবা প্রদান করলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজনের কথা বললেন। তিনি মারা গেলেন এবং অসম্পূর্ণ কাফন দিয়ে রাতে তাকে দাফন করা হল। নবী ﷺ রাতে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন, যাতে তিনি তার জানায় পড়তে পারেন। তবে যদি একান্ত বাধ্য হয়। নবী ﷺ আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত ভাইকে উত্তম কাপড় দ্বারা কাফন দিও।

১৪- بَابُ فِي الْأَسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

১৪. পরিচ্ছেদ : জানাযা দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গ

২০৫৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ (لَعَلَّهُ قَالَ) تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ بَضْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

২০৫৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতকে তাড়াতাড়ি দাফন করে দাও। যদি সে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে কল্যাণের দিকে অগ্রসর করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে মন্দকে তোমাদের কাঁধ হতে সরিয়ে দিলে।

২০৫৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ.

২০৫৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি, আবদ ইবন হুমায়দ ও ইয়াহুয়া ইবন হাবীব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। (তবে সনদে রাবী) মা'মার (র)-এর বর্ণনায় আছে, আমার জানামতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পর্কিত করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২০৫৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ قَالَ هَرُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا بَنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ

سَهْلُ بْنُ حَنْيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ.

২০৫৯. আবু তাহির, হারমালা ইবন ইয়াহুয়া ও হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। যদি সে সংকর্মশীল হয়, তবে তাকে তোমরা কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে মন্দকে তোমাদের কাঁধ থেকে সরিয়ে দিলে।

১৫-بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعِهَا

১৫. পরিচ্ছেদ : জানাযার সালাত আদায় ও তার অনুগামী হওয়ার ফযীলত

২.৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُرُونَ وَحَرَمَلَةُ قَالَ هَرُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزٍ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ انْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ الْأَخْرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً.

২০৬০. আবু তাহির, হারমালা ইবন ইয়াহুয়া ও হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করা পর্যন্ত হাযির থাকল, সে এক কীরাত (পরিমাণ) সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকলো, সে দু' কীরাত পরিমাণ সাওয়াব পাবে। বলা হলো, দু' কীরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বিরাট পাহাড়ের মতো। অন্য রাবী বলেন, ইবন উমর (রা) জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতেন। যখন আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটি ইবন উমরের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, বহু কীরাত আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

২.৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمَّا بَعْدُهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ.

২০৬১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে (কীরাত অর্থ) দু'টি বৃহৎ পাহাড় পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তিনি এর পরবর্তী অংশ বর্ণনা

করেন নি। আর আবদুল আ'লা-এর বর্ণনায় শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং রাজ্জাকের বর্ণনায় 'কবরে না রাখা পর্যন্ত' বর্ণিত রয়েছে।

২.৬২- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ.

২০৬২. 'আবদুল মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মা'মারের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এভাবে বলেছেন, যে শবদেহের অনুসরণ করে দাফন করা পর্যন্ত।

২.৬৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ.

২০৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল কিন্তু দাফন পর্যন্ত সাথে থাকল না, তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে দাফন করা পর্যন্ত থাকল, তার জন্য দু' কীরাত পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, দু'কীরাত কি? তিনি বললেন, ছোট কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

২.৬৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تَوْضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أَحَدٍ.

২০৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল, তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকলো—তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত, তবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সাওয়ার রয়েছে। রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবু হুরায়রা! কীরাত কি? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

২.৬৫- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطٍ كَثِيرَةٍ.

২০৬৫. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব। ইব্ন উমর (রা) এ কথা শুনে বললেন, আবু

হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে লোক পাঠালেন। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আবু হুরায়রার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। তখন ইবন উমর (রা) বললেন, আমরা তো অনেক কীরাত নষ্ট করে দিয়েছি।

২.৬৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي حَيُّوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرٍ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابُ صَاحِبُ الْمُقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْآتِ سَمْعَ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرِ كُلِّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَحَدٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَآخِذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطٍ كَثِيرَةٍ.

২০৬৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (রা)..... আমির ইবন সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ গৃহকর্তা খাব্বাব (রা) আগমন করলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন উমর! তুমি শোননি, আবু হুরায়রা (রা) কী বলেছেন? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ঘর হতে জানাযার সাথে বের হলো, জানাযার সালাত আদায় করলো, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত সাথে থাকল, সে দু'কীরাত সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সালাত শেষে চলে আসলো, সে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ (এক কীরাত) সাওয়াব পাবে। তখন ইবন উমর (রা) খাব্বাবকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি যা বলেন, পুনরায় ফিরে এসে তাঁকে তিনি কি বললেন তা অবহিত করতে। অতঃপর ইবন উমর (রা) মসজিদ হতে একমুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে দূত ফিরে এসে বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) সত্য বলেছেন। ইবন উমর (রা) তার হাতের কংকরগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, আমরা অনেক কীরাত নষ্ট করে দিয়েছি।

২.৬৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أَحَدٍ.

২০৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল, তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব হবে। আর যদি দাফনকার্যে উপস্থিত থাকে, তবে দু'কীরাত সাওয়াব পাবে। প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।

২.৬৮- وَحَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ كُلْهُم عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهَشَامٍ سُلَّ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْقَيْرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ أَحَدٍ.

২০৬৮. ইব্ন বাশ্শার, ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... সবাই কাতাদা (র) হতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ও হিশামের বর্ণনায় রয়েছে, নবী ﷺ-কে কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তা হল উহুদ পাহাড়ের মত।

২.৬৯- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعٍ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبَّابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

২০৬৯. হাসান ইব্ন ঈসা (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। কোন মৃত ব্যক্তি যার উপর মুসলমানের এক দল জানাযার সালাত আদায় করবে, যাদের সংখ্যা একশ'তে পৌঁছে এবং তাদের প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, তাদের সুপারিশ গ্রহণীয় হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি এ হাদীশ আয়ব ইব্ন হাবহাবকে জানালাম। তিনি বললেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-ও আমার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই হাদীস শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।

২.৭০- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْإِيلِيُّ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ الشَّكُونِيُّ قَالَ الْوَلِيدُ وَحَدَّثَنِي وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بَعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২০৭০. হারুন ইবন মারুফ, হারুন ইবন সাঈদ আল-আয়লী ও ওয়ালীদ ইবন শুজা'আ সাকুনী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার এক ছেলে কুদায়দ অথবা উস্ফান নামক স্থানে ইন্তিকাল করলেন। তখন তিনি বললেন, হে কুরায়ব! দেখো তো, তার জানাযার জন্য কি পরিমাণ মানুষ সমবেত হয়েছে। আমি বেরিয়ে দেখলাম, কিছু লোক সমবেত হয়েছে। আমি তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা কি চল্লিশ হবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শবদেহ বের কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমানের ইন্তিকাল হয় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক অংশ নেয় যারা আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তখন তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়।

২.৭১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُليَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ فَدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي مَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتُ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَتْنِي عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

২০৭১. ইয়াহুয়া ইবন আযুব, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও আলী ইবন হুজর (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির (মৃত্যুর পর তার) জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে প্রশংসা করা হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। (আরেকবার) অন্য একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। তখন উমর (রা) বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হচ্ছিল; তখন আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে। এরপর আর একটি জানাযা সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য হচ্ছিল; তখন বললেন, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার সম্পর্কে তোমরা ভাল মন্তব্য করেছ, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। আর যার সম্পর্কে তোমরা খারাপ মন্তব্য করেছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সাক্ষী।

২.৭২- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُّ.

২০৭২. আবুর রাবী' যাহরানী ও ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাবী আবদুল আযীয (র) কর্তৃক আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অর্থ অনুযায়ী বর্ণনা করেন। তবে আবদুল আযীযের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ।

২.৭৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَيْعٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاخٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالِدَوَابُّ.

২০৭৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু কাতাদা ইব্ন রিবঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি বললেন, সে শান্তি লাভ করেছে এবং লোকেরাও তার নিকট থেকে স্বস্তি পেয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ ও কষ্ট থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং পাপী বান্দার মন্দ হতে আল্লাহর বান্দা, গাছপালা ও জীবজন্তু স্বস্তি পায়।

২.৭৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ لِكَعْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَدَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ.

২০৭৪. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন। ইয়াহুয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর হাদীসে আছে যে, “মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে স্বস্তি লাভ করে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে যাত্রা করে।”

১৬-بَابُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

১৬. পরিচ্ছেদ : জানাযার তাকবীর

২.৭৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

২০৭৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন নাজাশীর মৃত্যু হল, সেদিন লোকজনকে তার মৃত সংবাদ শোনালেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাতের স্থানে বেরিয়ে পড়লেন এবং চার তাকবীর বললেন।

২.৭৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

২০৭৬. আবদুল্লাহ মালিক ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন লায়স (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তার মৃত্যুর খবর দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) আমাকে বলেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিয়ে সালাতের স্থানে কাতার করলেন। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং এতে চার তাকবীর বললেন।

২.৭৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلُونِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ كَرِوَايَةَ عُقَيْلٍ بِالسَّنَادَيْنِ جَمِيعًا.

২০৭৭. আমরুন নাকিদ, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে উভয় সনদে উকায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২.৭৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

২০৭৮. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসহামাহ নাজাশীর জানাযায় সালাত আদায় করেছেন এবং এ সালাতে চার তাকবীর বলেছেন।

২.৭৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

২০৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আল্লাহু ওয়াসালাহু ওয়াসালাহ বলেছেন, আজ আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দা আসহামাহ নাজাসী ইত্তিকাল করেছেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন ও আমাদের ইমামতি করলেন এবং নাজাশীর জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

২.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفْنَا صَفَيْنِ.

২০৮০. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আল-গুবারী ও ইয়াহুয়া ইব্ন আয্যুব (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আল্লাহু ওয়াসালাহু ওয়াসালাহ বলেছেন, তোমাদের এক ভাই ইত্তিকাল করেছেন, তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা উঠলাম, আর তিনি আমাদের দু'কাতারে দাঁড় করালেন।

২.৮১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَالَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِيَّ وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ إِنَّ أَخَاكُمْ.

২০৮১. যুহায়র ইব্ন হারব, আলী ইব্ন হুজর ও ইয়াহুয়া ইব্ন আয্যুব (র)..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাকাতাহ আল্লাহু ওয়াসালাহু ওয়াসালাহ বলেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (নাজাশী) ইত্তিকাল করেছেন। তোমরা দাঁড়াও এবং তার জানাযার সালাত আদায় কর। যুহায়র (র)-এর বর্ণনায় 'তোমাদের ভাই' উল্লেখ আছে।

১৭-بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

১৭. পরিচ্ছেদ : কবরের উপর জানাযার সালাত

২.৮২- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ الثَّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ حَسَنٍ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثَّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

২০৮২. হাসান ইবনুর রাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র).....শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাফন করার পর (মৃত ব্যক্তির) কবরের সামনে জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং এতে চার তাকবীর বলেছিলেন। শায়বানী (র) বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)। এ পর্যন্ত হলো হাসান (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী। কিন্তু ইব্ন নুমায়র (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং সাহাবীরা তাঁর পিছনে কাতার করলেন। আর তিনি চার তাকবীর বললেন। আমি 'আমির (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাদীসটি আপনার কাছে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য রাবী ইব্ন আব্বাস (রা)।

২.৮৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُ هُوَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

২০৮৩. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, হাসান ইব্ন রাবী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... সকলেই ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের কারো হাদীসে নবী ﷺ তার জানাযায় “চার তাকবীর বলেছেন” এ কথা নেই।

২.৮৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الزُّرَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ كِلَاهُمَا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

২০৮৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও আবু গাসসান মুহাম্মদ ইব্ন আমর আর-রাযী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে কবরে সালাত আদায় করা সম্পর্কে শায়বানীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের হাদীসেও “চারবার তাকবীর বলেছেন” এ কথা নেই।

২.৮৫- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ.

২০৮৫. ইবরাহীম ইব্ন আর'আরা সামী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করেছেন।

২.৮৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَقَفَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْعَنَهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ اذْنَتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

২০৮৬. আবুর রাবী' যাহরানী ও আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন কালো মহিলা অথবা একজন যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কয়েক দিন না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা তাঁকে জানালেন, সে মারা গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? রাবী বলেন, তারা যেন তার ব্যাপারটি তুচ্ছ মনে করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা (কবরটি) দেখিয়ে দিলেন। তিনি ঐ কবর সামনে রেখে জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, এ কবরগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত অন্ধকার। আল্লাহ পাক আমার সালাতের কারণে তাদের জন্য কবরকে আলোকোজ্বল করে দেবেন।

২.৮৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

২৯৮৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যযদ (ইব্ন আরকাম) (রা) জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলতেন। একবার জানাযায় পাঁচবার তাকবীর বলেছিলেন। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও পাঁচবার বলেছেন।

১৮-بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

১৮. পরিচ্ছেদ : শবদেহের জন্য দাঁড়ানো

২.৮৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ.

২০৮৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও ইবন নুমায়র (র)..... আমির ইবন রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা শবদেহ দেখবে, তখন যে পর্যন্ত তা তোমাদের আগে চলে না যায় অথবা (মাটিতে) না রাখা হয়, সে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে।

২.৮৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تَخْلُفَهُ أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُفَهُ.

২০৮৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও হারমালা (র)..... সকল ইবন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে ইউনুসের হাদীস আছে যে, “তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন।” কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র)..... ‘আমর ইবন রাবীয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমরা জানাযা দেখতে পাও এবং তার সাথে যদি না যাও, তবে জানাযা এগিয়ে না যাওয়া অথবা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।

২.৯০- وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تَخْلُفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا.

২০৯০. আবু কামিল, ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম, ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... সকলেই নাফি (র) হতে উক্ত সনদে লায়স ইবন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন জুরায়জের হাদীসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন কোন জানাযা দেখ, তখন তোমরা জানাযার সঙ্গে না গেলে জানাযা এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকো।

২.৯১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوَضَّعَ.

২০৯১. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযার অনুগামী হও, তখন জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

২.৯২- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ.

২০৯২. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, 'আলী ইব্ন হুজর ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোন জানাযা দেখ, তখন দাঁড়িয়ে যাও। যে ব্যক্তি জানাযার অনুগামী হয়, সে যেন জানাযা (মাটিতে) না রাখা পর্যন্ত না বসে।

২.৯২- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

২০৯৩. সুরায়জ ইউনুস ও আলী ইব্ন হুজর (র)..... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ জানাযা একজন ইয়াহুদী মহিলার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মৃত্যু হল ভীতিকর ব্যাপার। অতএব কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে যেও।

২.৯৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لَجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ.

২০৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... আবু যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল এবং তা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন।

২.৯৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ.

২০৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একজন ইয়াহুদীর জানাযা দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

২.৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

২০৯৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত যে, কায়স ইবন সা'দ ও সাহল ইবন হুনাযফ দু'জনই কাদিসিয়ায় অবস্থায় করছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। এতে তারা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাদেরকে বলা হল যে, এ জানাযাটি একজন কাদিসিয়াবাসীর। তাঁরা দু'জনই বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হয়েছিল, জানাযাটি ইয়াহুদীর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?

২.৯৭- وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ فَقَالَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ.

২০৯৭. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... আমর ইবন মুররা (রা) উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে যে, তারা দু'জন বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন আমাদের নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

১৭-بَابُ نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

১৯. পরিচ্ছেদ : শবদেহের জন্য দাঁড়ানো রহিত হওয়া প্রসঙ্গ

২.৯৮- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوَضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِي مَا يَقِيمُكَ فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوَضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ فَإِنْ مَسَعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَعَدَ.

২০৯৮. কুতায়রা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির (র)..... ওয়াকিদ ইবন 'আমর ইবন সা'দ ইবন মু'আয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযা উপলক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। এমতাবস্থায় নafi ইবন জুবায়র (র) আমাকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। জানাযা মাটিতে রাখার অপেক্ষায় তিনি বসে ছিলেন। আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকছ কেন? আমি বললাম, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটির কারণে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছি। তখন নাফি' (র) বললেন, মাসউদ ইবনুল হাকাম আমার কাছে হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে দাঁড়াতেন। পরে তিনি বসেছেন।

২.৯৯- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَأَقْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لَأَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَأَقْدُ بْنُ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ.

২০৯৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (রা)..... মাসউদ ইবন হাকাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বে দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তিনি বসতেন। নাফি' ইবন জুবায়র (র) ওয়াকিদ ইবন আমর (র)-কে জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন বলে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২১০০- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

২১০০. আবু কুরায়ব (র)..... ইয়াহুয়া ইবন সাঈদ (র) উক্ত সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

২১.১- وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

২১০১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়াতে দেখেছি, তাই আমরাও দাঁড়িয়েছি। আর তিনি বসেছেন, তাই আমরাও বসেছি অর্থাৎ জানাযায়।

২১.২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

২১০২. মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর আল-মুকাদ্দামী ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে (বর্ণনা করেছেন)।

২.- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ

২০. পরিচ্ছেদ : জানাযার সালাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ

২১.৩- وَحَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ

اللَّهُ عَلَى جَنَازَةِ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَأَعْفُ عَنْهُ
وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا
ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

২১০৩. হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... ‘আউফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযার
সালাত আদায় করলেন, আমি তাঁর (পঠিত) দু‘আ মুখস্থ করেছি। “হে আল্লাহ! মৃত্যু ব্যক্তিকে ক্ষমা কর, দয়া কর,
তাকে শান্তিতে রাখ, তাকে মাফ কর, তার আতিথেয়তাকে মর্যাদাপূর্ণ কর, তার কবরকে প্রশস্ত কর, পানি, বরফ
এবং শিলাদ্বারা তাকে ধৌত কর, অপরাধ থেকে তাকে পবিত্র কর, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লামুক্ত করা হয়। হে
আল্লাহ! দুনিয়ার বাসভবন হতে উত্তম বাসভবন তাকে দান কর, তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার, তার স্ত্রী হতে
উত্তম স্ত্রী দান কর, তাকে জান্নাতে দাখিল কর এবং রক্ষা কর কবরের আযাব হতে। অথবা বলেছেন, জাহান্নামের
আযাব হতে। ‘আউফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু‘আ শুনে আমি আকাজক্ষা করলাম, সেই মৃত
ব্যক্তি যদি আমি হতাম!

২১.৪- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا.

২১০৪. আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র (র)..... আউফ ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসের
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১.৫- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
صَالِحٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

২১০৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... মু‘আবিয়া ইব্ন সালিহ (র) হতে উভয় সনদে ইব্ন ওহবের হাদীসের
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১.৬- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ الْحِمَصِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَ
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ)
يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتَلْجٍ

وَبَرَدٍ وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذَاكَ الْمَيِّتِ.

২১০৬. নাসর ইব্ন আলী আর-জাহযামী, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবু তাহির ও হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র)..... ‘আউফ ইব্ন মালিক আল-আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জানাযার সালাত আদায় করা অবস্থায় বলতে শুনেছি : “তাকে দয়া কর, তাকে শান্তিতে রাখ, তার আতিথেয়তাকে মর্যাদাপূর্ণ কর, তাকে মাফ করে দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে পাক-পবিত্র করে দাও, পানিদ্বারা, বরফদ্বারা, শিলাপানিদ্বারা তাকে গুনাহ হতে এভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় ময়লা হতে। তাকে তার ঘর হতে উত্তম ঘর দান কর, তার পরিবার হতে উত্তম পরিবার এবং তার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে কবরের আযাব হতে ও দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর। আউফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আর কারণে আমি আকাজক্ষা করেছিলাম, যদি এ মৃত ব্যক্তি আমি হতাম!

২১-بَابُ آيِنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ

২১. পরিচ্ছেদ : জানাযার সালাতে ইমাম মাযিয়তের কোন বরাবর দাঁড়াবে

২১.৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نَفْسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

২১০৭. ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া তামীমী (র)..... সামুরা ইব্ন জুনদুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর ইমামতিতে (জানাযার) সালাত আদায় করেছি। উম্মে কা‘ব (রা) নিফাস অবস্থায় ইত্তিকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায়ের সময় তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

২১.৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى كُلُّهُمَا عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَذَا الْأَسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أُمَّ كَعْبٍ.

২১০৮. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর (র)..... হুসায়ন (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তারা উম্মে কা‘ব (রা)-এর কথা বলেন নি।

২১.৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيهِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُورَةُ بْنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا

فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ هُنَا رَجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْرَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

২১০৯. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও উক্বা ইবন মুকরাম আশ্বি (র)..... সামুরা ইবন জুনদুর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যুবক ছিলাম। আমি তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু মুখস্থ করে নিতাম। এখানে আমার চেয়ে অধিক বয়সী সাহাবী থাকার কারণে আমি কথা বলা থেকে বিরত থাকি। নিফাস অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে আদায় করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। ইবনুল মুসান্নার রিওয়াযাতে আছে যে, রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, “তার জানাযার সালাতে তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।”

২২-بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

২২. পরিচ্ছেদ : জানাযা হতে প্রত্যাবর্তনকালে বাহনে চড়া

২১১০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ.

২১১০. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট জিনবিহীন একটি ঘোড়া আনা হল। ইবন দাহদাহের জানাযা হতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাতে আরোহণ করেন। আর আমরা সবাই তাঁর পাশাপাশি হেঁটে চলছিলাম।

২১১১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أَتَى بِفَرَسٍ عَرِيٍّ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلَّى فِي الْجَنَّةِ لَابْنِ الدَّحْدَاحِ أَوْ قَالَ شُعْبَةُ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ.

২১১১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবন দাহদাহের জানাযা আদায় করলেন। তারপর জিনবিহীন একটি ঘোড়া আনা হল। একজন লোক ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখল, তিনি তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ছুটে লাগল, আমরাও তাঁর পিছনে পিছনে দ্রুত চললাম। রাবী বলেন, তখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, নবী ﷺ

বলেছেন, ইবন দাহদাহের জন্য জান্নাতে ফলের কত গুচ্ছ ঝুলান বা লটকান রয়েছে! আর শু'বা (র) বলেছেন, আবু দাহদাহ (রা)-এর জন্য।

২২- وَبَابُ فِي الْحَدِّ وَنَصْبِ اللَّبَنِ عَلَى الْمَيِّتِ

২৩. পরিচ্ছেদ : বগলী কবর খনন ও কাঁচা ইট ব্যবহার

২১১২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَريُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُّوا لِي لَحْدًا وَأَنْصَبُوا عَلَى اللَّبَنِ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২১১২. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... আমির ইবন সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আমার জন্য বগলী (লাহাদ) কবর তৈরি করবে এবং আমার উপর কাঁচা ইট স্থাপন করবে যেভাবে কাঁচা ইট স্থাপন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর।

২৪- بَابُ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

২৪. পরিচ্ছেদ : কবরে চাদর ব্যবহার

২১১৩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ (قَالَ مُسْلِمٌ) أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَخْسٍ.

২১১৩. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া, আবু বাকর আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরে লাল রঙের একটি চাদর দেয়া হয়েছিল। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, রাবী আবু জামরার নাম নাসর ইবন ইমরান, আর রাবী আবু তায়্যাহ-এর নাম হল ইয়াযিদ ইবন হুমায়দ। তাঁরা দু'জন সারাখ্স-এ মারা যান।

২৫- بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

২৫. পরিচ্ছেদ : কবর (মাটির) সমান করা

২১১৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِي

رَوَايَةُ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةِ هُرُونِ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَى حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتَوَفَّى صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوَّى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَّتِهَا.

২১১৪. আবু তাহির, আহমাদ ইবন আমর ও হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... সুমামা ইবন শুফাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ফাযালা ইবন উবায়দের সাথে রোম দেশে রুদিস নামক স্থানে ছিলাম। তখন আমাদের একজন সাথী ইন্তিকাল করলেন। ফাযালার নির্দেশক্রমে আমরা তাঁর কবরের উপরের মাটি সমান করে দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবর সমান করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

২১১৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيْحَ الْأَسَدِيِّ قَالَ لِي عَلَى الْأَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعُ تِمْنًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

২১১৫. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবুল হায়্যাহ আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে ঐ কাজে পাঠাব যে কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? কাজটা হল সকল মূর্তিকে বিলুপ্ত এবং উঁচু কবরকে সমান করে দিবে।

২১১৬- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَا صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتَهَا.

২১১৬. আবু বাকর ইবন খাল্লাদ আল-বাহিলী (র)..... হাবীব (র) হতে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সকল ছবি ধ্বংস করে দিবে।

২৬-بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِصِ الْقَبْرِ

২৬. পরিচ্ছেদ : কবর পাকা করার নিষেধাজ্ঞা

২১১৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاقٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

২১১৭. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের উপর চুনা লাগাতে, তার উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহনির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

২১১৮- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১১৮. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন রাফে' (র)..... ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যুবায়র (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ শুনেছেন।

২১১৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ.

২১১৯. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবরে চুনা লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

২৭- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

২৭. পরিচ্ছেদ : কবরের উপর বসা ও সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা

২১২০- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُسَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ.

২১২০. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি জ্বলন্ত কয়লার উপর বসে পড়ে এবং তার কারণে তার কাপড় পুড়ে শরীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা তার জন্য কারো কবরের উপর বসা অপেক্ষা উত্তম হবে।

২১২১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيُّ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২১২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আমরুন নাকিদ (রা)..... সুহায়ল (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত।

২১২২- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَائِلَةَ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

২১২২. আলী ইবন হুজর সাঈদী (র).... আবু মারসাদ গানাভী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপরে বসো না এবং তা সামনে রেখে সালাত আদায় করো না।

২১২৩- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

২১২৩. হাসান ইবন রাবী বাজালী (র)..... আবু মারসাদ আল-গানাভী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কবরকে সামনে রেখে সালাত আদায় করো না এবং কবরের উপর বসো না।

২৪-بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে জানাযার সালাত আদায়

২১২৪- وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ عَلَى حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمْرَ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلَّى عَلَيْهِ فَإَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

২১২৪. আলী ইবন হুজর সা'দী ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র)..... আব্বাস ইবন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা (রা) আদেশ করলেন, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদে এনে তার ভেতর আদায় করা হোক। লোকেরা তাঁর এ আদেশকে অসহ্য করল। তখন তিনি বললেন, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইবন বায়যার সালাতে জানাযা মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করেছিলেন।

২১২৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا تُوَفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمْرُؤُوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوُكِّفَ بِهِ عَلَى حُجْرٍ هُنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يَدْخُلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسُ إِلَى أَنْ يَغْيِبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمْرَ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءٍ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ دَعْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ أُمُّهُ بَيْضَاءُ.

২১২৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... ‘আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবার (র) আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা’দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) ইত্তিকালের পর নবী ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ তাঁর জানাযা মসজিদে নিয়ে আসার জন্য সংবাদ পাঠালেন, যাতে তাঁরা তাঁর জানাযার সালাত আদায় করতে পারেন। তাঁরা তাই করলেন এবং তাঁর জানাযা তাঁদের হাজার সামনে রাখা হল। তাঁরা তাঁর উপর সালাতে জানাযা আদায় করলেন। এরপর তাঁর জানাযা বাবুল জানাইয দিয়ে—যা মাকায়াদের দিকে অবস্থিত ছিল, বের করা হল। এরপর তাঁদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, লোকেরা একে দৃশ্যীয় মনে করেছে। তারা বলেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জানাযা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হত না। আয়েশা (রা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, মানুষ না জেনে অতি তাড়াতাড়ি সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল। তারা মসজিদের ভিতর জানাযা নিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের প্রতি দোষারোপ করল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ল ইব্ন বায়যা (রা)-এর জানাযার সালাত মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, সুহায়ল ইব্ন দা’দ তিনি ইবনুল বায়যা, যার মা ছিলেন বায়যা।

২১২৬- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ أُدْخِلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأُنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سَهْلٍ وَآخِيهِ.

২১২৬. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি’ (র)..... আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, সা’দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ইত্তিকালের পর আয়েশা (রা) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে এস। যেন আমিও তাঁর জানাযার সালাত আদায় করতে পারি। তাঁর একথাটি অপসন্দ করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই নবী ﷺ বায়যার দু’পুত্র সুহায়ল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই আদায় করেছিলেন।

২৯- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ دَخُولِ الْقُبُورِ وَالِدُعَاءِ لِأَهْلِهَا

২৯. পরিচ্ছেদ : কবরস্থানে প্রবেশের দু’আ

২১২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَآتَاكُمْ مَا تَوَعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَآتَاكُمْ).

২১২৭. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া তামিমী, ইয়াহুয়া ইব্ন আয়্যুব ও কুতায়রা ইব্ন সাঈদ (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাতে আমার ঘরে থাকতেন, সে রাতের শেষভাগে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে বলতেন “আসসালামু আলাইকুম ও মু’মিন বান্দাদের বাসস্থান, তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে আল্লাহ তা’আলা তা তোমাদের দিয়েছেন, আগামীকালের জন্য যা ওয়াদা করা হয়েছে তা (কিয়ামতে) দিবেন। আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! বাকীউল গারকাদের বাসিন্দাদেরকে ক্ষমা করে দাও।” কিন্তু কুতায়বা “তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে” কথাটি বলেন নি।

স ২১২৮- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِّي قُلْنَا بَلَى ح وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْأَعْمُرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رِيثَمًا ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ رَقَدَتْ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّنْتُ إِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ عَلَى إِثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَاطَّالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَاسْرَعْتُ فَاسْرَعْتُ فَهَرَوْتُ فَهَرَوْتُ فَاجْزَعْتُ فَاجْزَعْتُ فَسَبَقْتُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَالِكُ يَا عَائِشَةُ حَشِيَا رَابِيَةَ قَالَتْ قُلْتُ لَأَشْيَاءُ قَالَ لَتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعْتَنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَبْرِيلُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتُ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكَ فَاجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ وَظَنَنْتِ أَنْ قَدْ رَقَدْتَ فَكْرَهْتَ أَنْ أَوْقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ.

২১২৮. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র).....মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি কি তোমাদের কাছে নবী ﷺ ও আমার সম্পর্কে বর্ণনা করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বর্ণনা করুন। ইমাম মুসলিম (র) হাজ্জাজ আওয়ার (র) থেকে, যিনি শুনেছেন এরূপ উস্তাদ থেকে..... জনৈক কুরায়শী আবদুল্লাহ (র) নামক জনৈক কুরায়শী থেকে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স ইব্ন মাখরামা ইব্ন মুত্তালিব (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি একদিন বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার ও আমার মায়ের কথা শুনাবো না? রাবী আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমরা মনে করলাম, তিনি তার জন্মদাত্রী মায়ের কথা বলতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমার সম্পর্কে বর্ণনা করব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বর্ণনা করুন। রাবী বলেন তিনি বললেন, নবী ﷺ আমার পালার যে রাতে আমার কাছে ছিলেন, সে রাতে তিনি বাইরে থেকে এসে চাদর রেখে দিলেন, জুতা খুলে নিলেন এবং জুতা দু'টি তাঁর পায়ের দিকে রেখে চাদরের এক কিনারা বিছানার উপর বিছিয়ে দিলেন এবং শুয়ে পড়লেন। তিনি এতটুকু সময় অপেক্ষা করেন যতটুকু সময়ে তিনি আমার ঘুমিয়ে পড়ার ধারণা করলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে চাদর নিলেন, জুতা পরলেন ও দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সাবধানে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমিও আমার ওড়না মাথায় দিলাম, জামা পরে নিলাম এবং ইয়ার বেঁধে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে পিছনে রওনা হলাম। তিনি জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনবার হাত উঠালেন। তারপর ফিরে আসতে লাগলেন, আমিও রওনা হয়ে পড়লাম। তিনি দ্রুতগতিতে আসতে লাগলেন, আমিও আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম। তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন, আমিও দৌড়াতে লাগলাম। তিনি ঘরে এসে পৌঁছলেন, আমিও তাঁর পূর্বক্ষণে এসে পৌঁছলাম এবং ঘরে প্রবেশ করেই শুয়ে পড়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা! কী হয়েছে? তুমি যে হাঁপাচ্ছ ও তোমার পেটফুলে উঠছে? আমি বললাম, কিছু না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বলে দাও, নতুবা সর্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিবেন। ‘আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার সামনে একটি মানুষের দেহের ছায়ার ন্যায় দেখা যাচ্ছিল, তা হলে সে ছায়া তুমিই ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার বুকে একটি ধাক্কা মারলেন, তাতে আমি ব্যথা পেলাম। তারপর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? ‘আয়েশা বললেন, হ্যাঁ, তাই। অনেক সময় মানুষ গোপন রাখতে চায়, আর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জিবরীল (আ) এসেছিলেন। যখন তুমি আমাকে বের হতে দেখেছিলে। এসে আমাকে তিনি ডাকলেন এবং তোমার থেকে ব্যাপার গোপন রাখতে চাইলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার থেকে গোপন রাখলাম। তিনি তোমার ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন না, যেহেতু তুমি কাপড় রেখে দিয়েছিলে। আর আমি ধারণা করলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে জাগানো পসন্দ করি নি এবং আমার আশংকা হল তুমি (একাকী) ভয় পাবে। জিবরীল (আ) বললেন, আপনার রব আপনাকে আদেশ করেছেন, জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ‘আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের জন্য আমরা কী বলব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে বল : “কবরবাসী মু'মিন মুসলমানদের প্রতি সালাম, আল্লাহ অগ্রগামী পশ্চাৎগামী সবার প্রতি দয়া করুন, আমরাও ইনশাআল্লাহ অবশ্য তোমাদের সাথে মিলিত হব।”

২১২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا

خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْحَقُّونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

২১২৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... বুয়ায়দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবরস্থানে গমন করতেন, তখন তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, [আবু বকর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী] “আসসালামু আলা আহলিদ দিয়ার” এবং যুহায়র-এর বর্ণনা “আসসালামু আলাইকুম কবরবাসী মু’মিন ও মুসলমানদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ আমরাও অবশ্য তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।”

২১৩০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَأَسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي.

২১৩০. ইয়াহয়া ইবন আয়্যুব ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আমার মায়ের কাছে আমার আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর তার কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম, তখন অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২১৩১. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ ﷺ أَسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَأَسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكَّرُكُمْ الْمَوْتَ.

২১৩১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আমার কবর যিয়ারত করলেন এবং কাঁদলেন, উপস্থিত সবাইকেও কাঁদালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য ইস্তিগফার করার অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলাম তখন অনুমতি দেয়া হল। তোমরা কবর যিয়ারত করতে থাক, কবর পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।

২১৩২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ

الْقُبُورِ فزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاْمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ
الْأَفِيِّ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ.

২১৩২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... বুয়ায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম, এখন তোমরা যিয়ারত কর। তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করতাম, এখন যত দিন সম্ভব রাখতে পার এবং নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) পান করতে নিষেধ করতাম মশক ব্যতীত অন্যান্য পাত্রে। এখন সকল পাত্রে পান কর, কিন্তু নেশাকর বস্তু পান করো না। ইবন নুমায়র তাঁর বর্ণনায় বলেছেন।

২১৩৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ (الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ سَفِيَّانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى
حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

২১৩৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সুলায়মান ইবন বুয়ায়দা (র) তার পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। অন্য সূত্রে ইবন আবু 'উমর, মুহাম্মদ ইবন রাফি', আবদ ইবন হুমায়দ (র).... আবদুল্লাহ ইবন বুয়ায়দা (র) তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তবে তাঁরা সবাই আবু সিনান (র)-এর মর্মের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩.-بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

৩০. পরিচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়া

২১৩৪- حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

২১৩৪. 'আওন ইবন সাল্লাম আল-কুফী (র).... জাবির ইবন সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তির জানাযা আনা হলো, যে তীরদ্বারা আত্মহত্যা করেছে, তিনি তার জানাযা পড়েন নি।

كِتَابُ الزَّكَاةِ

অধ্যায় : যাকাত

২১৩৫- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৩৫. আমর ইবন মুহাম্মদ ইবন বুকায়র আন-নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াসাকের^১ কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রৌপ্য) যাকাত নেই।

২১৩৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২১৩৬. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ইবন মুহাজির ও আমরুন নাকিদ (র)..... আমর ইবন ইয়াহয়া (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১৩৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ

১. এক ওয়াসাক ষাট সা'। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক সা' আট রতল, বর্তমান প্রচলিত হিসাব অনুসারে এক সা'=৩ সের ৯ ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাকে ২৬ মণ ২৮ সের ৯ ছটাক।

এক উকিয়া-৪০ দিরহাম। পাঁচ উকিয়া আমাদের প্রচলিত হিসাব অনুসারে 'সাড়ে বায়ান্ন' তোলার সমান। ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও জমহূরের মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলে যাকাত ধার্য হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক। এর কম পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা ও উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের উপর যাকাত ধার্য হবে না; বরং উশ্বর (উৎপাদনের এক-দশমাংশ) বা অর্ধ উশ্বর ধার্য হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলেও তার উপর উশ্বর ধার্য হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে স্বল্পস্থায়ী শস্য যেমন শাকসব্জি ইত্যাদির উপরও উশ্বর ধার্য হবে। কিন্তু অন্যান্য ইমামদের মতে এই সমস্ত বস্তুর উপর উশ্বর ধার্য হবে না।

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ بِخُمْسٍ أَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

২১৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, তিনি তাঁর হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারা ইংগিত করেছিলেন। তারপর রাবী ইব্ন উয়ায়না (র) বর্ণিত পূর্ব হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১৩৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَزِيَّةُ عَنْ بَنِي عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৩৮. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ মালে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ (রূপায়) যাকাত নেই।

২১৩৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ.

২১৩৯. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে এবং ঐ পরিমাণ শস্যের কমে যাকাত নেই।

২১৪০- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمُسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خُمُسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خُمُسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

২১৪০. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শস্য এবং খেজুরের পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণে (রূপায়) যাকাত নেই।

২১৪১- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ.

২১৪১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইসমাইল ইব্ন উমায়্যা (র)-এর সূত্রে এই সনদে আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৪২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ أَدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٌ.

২১৪২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).... ইসমাইল ইব্ন উমায়্যা (র)-এর সূত্রে এ সনদে আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইয়াহুয়া ইব্ন আদম (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীসের মধ্যে খেজুরের (تَمْر) স্থলে ফলের (ثَمَر) কথা উল্লেখ রয়েছে।

২১৪৩- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْأَبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

২১৪৩. হারুন ইব্ন মারুফ ও হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত নেই, পাঁচ উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নেই।

২১৪৪- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنُ سَرَحٍ وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

২১৪৪. আবু তাহির, আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন সারাহ, হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী, আমর ইব্ন সাওয়াদ এবং ওয়ালীদ ইব্ন সূজা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী -কে বলতে শুনেছেন, যে ভূমি নদ-নদী ও বৃষ্টির পানিদ্বারা সিক্ত হয়, তাতে উশ্র (এক-দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যে ভূমিতে উটের দ্বারা পানি সেচ করা হয়, তাতে অর্ধ-উশ্র ওয়াজিব হবে।

২১৪৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَّكَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

২১৪৫. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া তামীমী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিমের উপর তার গোলাম (ব্যক্তিগত প্রয়োজনের) এবং ঘোড়ার মধ্যে কোন যাকাত নেই।

২১৪৬- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ عَمْرُو) عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ) لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

২১৪৬. আমরুন নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুসলমানের উপর তার (ব্যক্তিগত প্রয়োজনের) গোলাম এবং ঘোড়ার মধ্যে কোন যাকাত নেই।

২১৪৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا قُبَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১৪৭. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, কুতায়বা ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৪৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهْرُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

২১৪৮. আবু তাহির, হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আহমাদ ইব্ন ইসা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, গোলামের মধ্যে (মনিবের উপর) যাকাত নেই। তবে সাদকায়ে ফিতর আছে।

২১৪৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ ادْرَاعَهُ وَاعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَى وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَاعُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ.

২১৪৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। এরপর তাঁকে বলা হল ইব্ন জামীল, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ও

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবন জামীল তো নিঃস্ব ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিত্তশালী করেছেন, এখন সে তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা তার প্রতি যুলুম করছ, কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তাঁর (উপর দাবিকৃত) যাকাত এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আদায় করা আমার দায়িত্বে। এরপর তিনি বললেন, হে উমর! তুমি কি জান না? চাচা বাপের সমমর্যাদাসম্পন্ন।

১-بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

১. পরিচ্ছেদ : সাদকা-ই-ফিতর

২১৫০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

২১৫০. ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা’নাব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের উপর রমযানের সাদকা-ই-ফিতর ধার্য করেছেন প্রতিজন মুসলিম স্বাধীন পুরুষ ও মহিলার উপর এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব।

২১৫১- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

২১৫১. ইবন নুমায়র ও আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রীতদাস ও স্বাধীন, ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর সাদকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব নির্ধারিত করেন।

২১৫২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

২১৫২. ইয়াহয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রমযানের সাদকা (সাদকাতুল ফিতর) বাবদ স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ যব নির্ধারিত করেন। রাবী বলেন, এরপর লোকেরা অর্ধ সা’ গমকে এক সা’র সমান করে নিয়েছে।

২১৫৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ إِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

২১৫৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইবন উমর (রা) বলেন, (পরবর্তীকালে) লোকেরা গমের দু'মুদকে তার সমপরিমাণ ধরে নিয়েছে।

২১৫৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

২১৫৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীন ও ক্রীতদাস, নর ও নারী, ছোট ও বড় প্রত্যেক মুসলমানের উপর রমযানের সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

২১৫৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

২১৫৫. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' খাদ্য (গম) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম।

২১৫৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنْ مُدَّيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَآخِذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

২১৫৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে সাদকাতুল ফিতর বাবদ এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পণির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ প্রদান করতাম। এভাবেই আমরা তা আদায় করতে থাকি। পরে মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফয়ান (রা) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে যখন আমাদের নিকট আসলেন তখন তিনি মিসরে আরোহণ করে উপস্থিত লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দু'মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান। লোকেরা তা গ্রহণ করে নিলেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি তো যতদিন জীবিত থাকব এভাবেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করব, যেভাবে আমি (পূর্বে) আদায় করতাম।

২১৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مَدِينٍ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ.

২১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের মধ্যে ছিলেন, তখন আমরা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে তিন প্রকার বস্তু থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম; এক সা' খেজুর, এক সা' পণির অথবা এক সা' যব। এভাবে আমরা সাদকাতুল ফিতর আদায় করছিলাম। অতঃপর মু'আবিয়া (রা)-এর সময় আসল। তখন তিনি বললেন, দু'মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি তো সর্বদা পূর্বের ন্যায়ই আদায় করতে থাকব।

২১৫৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الْأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ.

২১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পণির, খেজুর ও যব এ তিন প্রকার বস্তু থেকে সাদকাতুল ফিতর আদায় করতাম।

২১৫৯- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدَلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

২১৫৯. আমরুন নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) যখন অর্ধ সা' গমকে এক সা' খেজুরের সমপরিমাণ নির্ধারণ করলেন, তখন আবু সাঈদ (রা) তা মেনে নিলেন না এবং বললেন, আমি সাদকাতুল ফিতর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে যা আদায় করতাম, এখনও তাই আদায় করব-এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিশমিশ অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' পণির।

২১৬০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

২১৬০. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (ঈদের) সালাতে গমনের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২১৬১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِاخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

২১৬১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের (ঈদের) সালাত গমনের পূর্বেই সাদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২-بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزُّكَاةِ

২. পরিচ্ছেদ : যাকাত অনাদায়কারীর অপরাধ

২১৬২. وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَلَابِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا جَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ أَوْ فَرَمًا كَانَتْ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْ لَهَا رُدٌّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جُلْحَاءٌ وَلَا عُضْبَاءٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ

بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْ لَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وَزَرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وَزَرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَزَرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عِدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عِدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طَوْلَهَا فَاسْتَنْتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عِدَدُ أَثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا مَرَبِّهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عِدَدُ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمْرُ قَالَ مَا أَنْزَلَ عَلَى فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

২১৬২. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যদি এগুলোর হক (যাকাত) আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিনে তার জন্য আগুনের পাত তৈরি করা হবে। তারপর জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করে তা দিয়ে তার পার্শ্বে, ললাটে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। এরপর যখন উত্তপ্ততা কমে যাবে, তখন পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এভাবে চলতে থাকবে দিনভর, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, যে পর্যন্ত না বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা হবে। অতঃপর দেখানো হবে তার পথ হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উট সম্বন্ধে বিধান কি? তিনি বললেন, আর উটের একটা হক হল, পানি পান করার দিন তা দোহন করা। উটের কোন মালিক যদি এর হক আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত প্রান্তরে অধঃমুখী করে শায়িত করা হবে। তারপর ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এমনকি একটি বাচ্চাও বাদ পড়বে না এবং স্বীয় খুরদ্বারা উটের মালিককে পায়ে মাড়াতে থাকবে ও মুখে কামড়াতে থাকবে। মালিককে দলিত করে একটি উট চলে গেলে অপরটি আসবে। এমনি করে চলতে থাকবে ঐ দিন, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। অতঃপর লোকদের ফয়সালা হবে। পথ দেখানো হবে তাকে হয় তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গরু ও ছাগলের বিষয়ে কী বলেন? তিনি বললেন, গরু-ছাগলের কোন মালিক যদি তাদের হক আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শোয়ানো হবে। অতঃপর গরু-ছাগল তাকে স্বীয় খুরদ্বারা পিষ্ট এবং শিংদ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সেদিন সেগুলোর কোন একটিকেও অনুপস্থিত দেখতে পাবে না এবং তাদের মধ্যে কোন গরু-ছাগল শিংবিহীন, উল্টো শিং এবং ভাঙ্গা শিং বিশিষ্টও থাকবে না। এদের প্রথম দলটি যখন চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দলটি এসে যাবে। এভাবে চলতে থাকবে এমন এক দিন, যে

দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অবশেষে যখন লোকদের বিচার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে, তখন পথ প্রদর্শন করা হবে তাকে হয় তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রাসূল! ঘোড়ার বিষয়ে কী বলেন? উত্তরে তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য বোঝা হবে, আর কারো জন্য হবে আবরণ, আর কারো জন্য তা হবে পুণ্য। যার জন্য ঘোড়া বোঝা স্বরূপ হবে, তা সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়াকে বেধে রেখেছে লোকদের দেখানো, গর্ব প্রকাশ এবং মুসলমানদের শত্রুতা পোষণের জন্য। এ ঘোড়াই হবে তার জন্য বোঝা স্বরূপ। যে ঘোড়া কারো জন্য আবরণ স্বরূপ হবে, তা সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বেঁধে রেখেছে এবং এর পিঠ ও ঘাড়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর হকের কথাও সে ভুলে যায় নি। এ ঘোড়াই হবে তার জন্য ঢাল স্বরূপ। আর যে ঘোড়া মালিকের জন্য পুণ্য স্বরূপ হবে, তা ঐ ব্যক্তির ঘোড়া, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর পথে মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বাগান বা সবুজ তৃণভূমিতে বেঁধে রেখেছে। ঘোড়াটি ঐ চারণভূমি বাগান থেকে যে পরিমাণ ভক্ষণ করবে, এর বিনিময়ে তাকে দেয়া হবে পুণ্য। অনুরূপভাবে এর মলমূত্রের বিনিময়েও তাকে পুণ্য দেয়া হবে। আর ঘোড়াটি যদি তার রশি ছিঁড়ে এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে; তবে তার প্রতিটি পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও তাকে পুণ্য দেয়া হবে। যদি মালিক ঘোড়াটি নিয়ে কোন নদী-নালা অতিক্রম করে এবং মালিক ঘোড়াটিকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না করা সত্ত্বেও ঘোড়াটি কিছু পানি পান করে নেয়, তবে যে পরিমাণ পানি পান করেছে সে পরিমাণ নেকী তাকে দেয়া হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গাধা সম্বন্ধে (কোন বিধান আছে কি?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, গাধা সম্পর্কে আমার নিকট কোন আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্থবোধক এই একটি আয়াত বিদ্যমান আছে : “فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ” : কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে”। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)।

২১৬২- وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدْفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْأِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَأْمِنُ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقَدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا وَقَالَ يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ

২১৬৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা আস-সাদাফী (র)..... যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) থেকে এই সনদে হাফস ইব্ন মায়সারা (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন لَا يَفْقَدُ مِنْهَا فَصِيلًا আর তিনি مِنْهَا حَقَّهَا বলেননি এবং এ হাদীসে فَصِيلًا لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا উল্লেখ করেছেন এবং يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ (তার পার্শ্বদ্বয়, তার কপাল ও পিঠ দাগানো হবে) বলেছেন।

২১৬৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنُ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي

زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ ابِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ كَأَوْفَرٍ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ كَأَوْفَرٍ مَا كَانَتْ فَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوقِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جُلْحَاءٌ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيْلٌ فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ الْبَقْرَ أَمْ لَا قَالُوا فَالْخَيْلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا (أَوْ قَالَ) الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا (قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشْكُ) الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَلِرَجُلٍ وَزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تُغَيَّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيَّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ (حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا) وَلَوْ اسْتَنْتَ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكْرُمًا وَتَجَمُّلاً وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهِ وَزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشْرًا وَبَطْرًا وَبَذْخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَلِكَ هِيَ عَلَيْهِ وَزْرٌ قَالُوا فَالْحُمْرُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

২১৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক উমাবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে তা ভুগে করা হবে। অতঃপর এগুলোকে পাতের ন্যায় বানিয়ে এরদ্বারা তার পার্শ্ব এবং ললাটে দাগানো হতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত, এমন দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এর পর দেখানো হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। কোন উটের মালিক যদি তার যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে অধঃমুখী করে শায়িত করা হবে। এরপর সে উট পূর্বের

চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং তাকে পদপিষ্ট করতে থাকবে। এদের শেষটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে, এরূপ চলতে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত এমন একদিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর দেখানো হবে তাকে তার পথ জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। বকরির কোন মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শায়িত করা হবে। এরপর সে বকরী পূর্বের চেয়েও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুরদ্বারা তাকে দলিত ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। এদের মধ্যে সেদিন কোনটাই শিংবিহীন এবং উল্টা শিং বিশিষ্ট থাকবে না। যখন এদের শেষটি চলে যাবে তখন আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। এরূপ চলতে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত, এমন দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে দেখান হবে তার রাস্তা জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। রাবী সুহায়ল (র) বলেন, তিনি গরুর কথা উল্লেখ করছেন কি না, আমি জানি না। এরপর সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘোড়ার হুকুম কি? তিনি বললেন, ঘোড়ার কপালে আছে কল্যাণ অথবা বললেন, ঘোড়া, তার কপালের সাথে আবদ্ধ করা হয়েছে কল্যাণ কিয়ামত পর্যন্ত। [বর্ণনাকারী সুহায়ল (রা) বলেন, এ সন্দেহ আমার]। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। এক ব্যক্তির জন্য তা পুণ্য, এক ব্যক্তির জন্য আবরণ স্বরূপ, অন্য এক ব্যক্তির জন্য বোঝা স্বরূপ। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পুণ্য স্বরূপ হবে, তা সে ব্যক্তি, যে তার ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত রাখে এবং সদা তৈরি রাখে তাকে তাঁরই জন্য। এ ঘোড়া যা কিছু গলাধঃকরণ করে, তার প্রতিটির বিনিময়ে তাকে দেওয়া হবে পুণ্য। যদি সে তাকে কোন সবুজ চারণ ভূমিতে চরায়, তবে ঘোড়া যা কিছু আহার করে তার প্রতিটি তৃণের বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য সওয়াব লিখবেন। যদি সে ঘোড়াকে কোন নদী হতে পানি পান করায়, তবে যতটা পান করল তার প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে সে সাওয়াব পাবে। এমনকি অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাওয়াবের উল্লেখ করলেন এর পেশাব এবং গোবরের ব্যাপারে)। যদি তা এক বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে, তবে এর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে রয়েছে মালিকের জন্য পুণ্য। যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ স্বরূপ, তা সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়াকে আদর-যত্ন সহকারে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করে এবং তার ভাল অবস্থায় ও মন্দ অবস্থায় তার পেট ও পিঠের হকের কথা কখনো ভোলে না। আর ঘোড়া বোঝা স্বরূপ হবে সে ব্যক্তির জন্য, যে ঘোড়া প্রতিপালন করে মানুষের সাথে অহংকার ও গরিমা প্রকাশ এবং লোক দেখানোর জন্য। এ ঘোড়াই তার উপর বোঝা স্বরূপ হবে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গাধা সম্পর্কে হুকুম কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যপক অর্থবোধক আয়াতটি ব্যতীত এ সম্পর্কে আমার প্রতি কিছু নাযিল করেননি : **فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** : “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে”। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

২১৬৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّاءُ وَرَدِي عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

২১৬৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সুহায়ল (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২১৬৬- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلٌ عَقْصَاءَ وَقَالَ فَيْكُوْلَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَبِينَهُ.

২১৬৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী (র)..... সুহায়ল ইবন আবু সালিহ (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি উল্টো শিং এর স্থলে 'কোন কাটা' বলেছেন এবং ললাটে দাগ দেয়ার কথা উল্লেখ করা ছাড়া কেবল 'পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠে দাগ দেয়া হবে' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

২১৬৭- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوْ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.

২১৬৭. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ আল্লাহর হক আদায় না করে অথবা (বলেছেন) উটের সদকা আদায় না করে-এরপর রাবী হাদীসটি সুহায়ল (র) কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১৬৮- وَحَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَاعِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبٍ يَقْرِي لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبٍ غَنِمَ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَاءٌ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبٌ كَنَزَ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا آتَاهُ فَرٌّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلُ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَأَعَارَةٌ دَلْوُهَا وَأَعَارَةٌ فَحْلُهَا وَمَنْيَحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

২১৬৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনি, যে উটের মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উট পূর্বের চেয়ে অধিক মোটাতাজা হয়ে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে একটি প্রশস্ত সমতল মাঠে বসান হবে এবং ঐ উট তার পা ও খুরের দ্বারা তাকে পিষ্ট করবে। যদি কোন গরুর মালিক তার হক আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন সে গরু পূর্বের চেয়েও অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। এরপর তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে বসান হবে এবং সেগুলো তাকে শিং দ্বারা গুঁতাবে ও পাদদ্বারা পিষ্ট করবে। যদি কোন ছাগলের মালিক তার হক আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তা অধিক মোটা-তাজা অবস্থায় উপস্থিত হবে আর তাকে এক প্রশস্ত প্রান্তরে বসানো হবে এবং সে ছাগল তাকে শিং দ্বারা গুঁতাবে ও খুরদ্বারা পিষ্ট করতে থাকবে। সেদিন এ ছাগলসমূহের কোনটি শিংবিহীন এবং শিংভাঙ্গা হবে না। আর যদি সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী কোন ব্যক্তি এর হক আদায় না করে, তবে তার এ সঞ্চয় কিয়ামতের দিন মাথার চুলপড়া বিষধর সাপরূপে মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং মুখ হা করে তাকে ধাওয়া করবে। যখন সে সাপ তার নিকট আসবে, তখন সে এর থেকে পালাবে। সাপ তাকে ডেকে বলবে, তুমি তোমার সঞ্চয় গ্রহণ কর, যা তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে। আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। মালিক যখন দেখবে যে, এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই, তখন সে সাপটির মুখে হাত ঢুকিয়ে দিবে। এরপর সাপটি তার হাতকে ঝাড়ের মত কামড় দিয়ে ধরবে। আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি 'উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি। এরপর আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও উবায়দ ইব্ন উমায়র (রা)-এর মত বললেন। রাবী আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি 'উবায়দ ইব্ন উমায়রকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উটের হক কি? তিনি বললেন, এর হক হল, পানি পান করাবার স্থানে এদেরকে দোহন করা, এদের (দ্বারা পানি উঠাবার) পাত্র অন্যকে ধার দেয়া, এগুলোর মধ্যে ঝাড় উট ও দুগ্ধবতী উটনী অন্যকে ধার দেয়া এবং আল্লাহর পথে লোকদেরকে এগুলোর উপর আরোহণ করান।

২১৬৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَأْمِنُ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَقْعَدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطْوُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ مِّنْ جَمَاءٍ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ اطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنْحِيئَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مِنْ صَاحِبٍ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخُلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ادْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ.

২১৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উট এবং গরু-ছাগলের কোন মালিক যদি এগুলোর যাকাত না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন তাকে

এক প্রশস্ত সমতল ভূমিতে বসান হবে। এরপর খুরবিশিষ্ট পশু তাকে স্বীয় খুরদ্বারা দলিত করবে এবং শিংবিশিষ্ট পশু তাকে স্বীয় শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। সেদিন এদের মধ্যে শিংবিহীন এবং শিং ভাঙ্গা কোন পশু থাকবে না। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের হক কি? রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্পাঙ্গুহি তমাসাল্লাহু বলেন, উটকে উটনীর পাল নিতে দেয়া, এদের পাত্রসহ পানি উঠাবার জন্য কাউকে ধার দেয়া। দুগ্ধবতী উষ্ট্রী অন্যকে ধার দেয়া, পানি পান করাবার স্থানে এদের দুগ্ধদোহন করা এবং আল্লাহর পথে এদের উপর লোকদের আরোহণ করতে দেয়া। যে বিত্তশালী ব্যক্তি তার মালের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য মাথার চুলপড়া বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে। অতঃপর সে সাপ যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি যেখানে যাবে, সেখানেই তাকে ধাওয়া করবে। তখন সে সাপ থেকে পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু তাকে বলা হবে, এই তোমার সম্পদ যার ব্যাপারে তুমি কার্পণ্য করতে। অতঃপর যখন সে দেখবে এর থেকে বাচাঁর কোন উপায় নেই, তখন সে সাপের মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিবে। সে সাপ তার হাত চিবাতে থাকবে, ষাঁড়ের চিবানোর মত।

৩-بَابُ ارْضَاءِ السُّعَاةِ

৩. পরিচ্ছেদ : যাকাত উসূলে কর্মরতদেরকে সন্তুষ্ট রাখা

২১৭. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدَّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ.

২১৭০. আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন জাহদারী (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্পাঙ্গুহি তমাসাল্লাহু-এর নিকট এসে বলল, যাকাত উসূলকারী লোকজন আমাদের প্রতি যুলুম করে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্পাঙ্গুহি তমাসাল্লাহু বলেন, তোমরা যাকাত উসূলকারী লোকদেরকে সন্তুষ্ট করে দাও। জাবীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্পাঙ্গুহি তমাসাল্লাহু-এর এ বাণী শোনার পর কোন যাকাত উসূলকারী ব্যক্তি আমার নিকট হতে সন্তুষ্ট না হয়ে যায় নি।

২১৭১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২১৭১. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন বাশাশার ও ইসহাক (র)..... মুহাম্মদ ইবন আবু ইসমাইল (র) তাঁরা সকলেই মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬-بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزُّكَاةَ

৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা

২১৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ) وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأُظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

২১৭২. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ পাকাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বাগৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কা'বাগৃহের মালিকের শপথ, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবু যার (র) বলেন, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম, এবং বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল অধিক সম্পদের মালিকরা। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা এদিক-ওদিকে, (ডানে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে) ব্যয় করছে। তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। উট ও গরু-মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে শিংদ্বারা আঘাত করবে ও খুরদ্বারা পদদলিত করতে থাকবে। পদদলিত করে যখনই সর্বশেষটি চলে যাবে, তৎক্ষণাৎ প্রথমটি পুনরায় ফিরে আসবে এবং তা চলতে থাকবে লোকদের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত।

২১৭৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَهَا.

২১৭৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী পাকাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কা'বাগৃহের ছায়াতলে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর ওয়াকীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ পাকাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! যমীনের উপর এমন কোন লোক নেই যে মরে যাবে এবং রেখে যাবে এমন উট অথবা গরু অথবা ছাগল যার যাকাত সে আদায় করে নি.....।

২১৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَى ثَالِثَةٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لَدَيْنِ عَلَى.

২১৭৪. আবদুর রাহমান ইবন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এতে আমি খুশি নই যে, আমার জন্য উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হোক এবং তিন দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হোক যে, সে স্বর্ণ থেকে আমার কাছে একটি দীনার অবশিষ্ট থাকবে। তবে সে দীনার ব্যতীত, যা আমি কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুত রাখি।

২১৭৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

২১৭৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

৫- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ

৫. পরিচ্ছেদ : দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান

২১৭৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَحَدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسِي ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لَدَيْنِ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا حَتَّابِينَ يَدِيهِ وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشِينَا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ ثُمَّ مَشِينَا قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَتِيكَ فَانْطَلِقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي قَالَ سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرِضَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَتِيكَ قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ جِيرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ.

২১৭৬. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া, আবু বাকর ইব্ন আবু শাবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইশা'র সময় মদীনার হাররা আঞ্চলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমরা উহুদ পর্বতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবু যার! আমি বললাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা পছন্দ করিনা যে, এই উহুদ পাহাড়টি আমার জন্য স্বর্ণ হয়ে যাক আর আমি তিন রাত এ অবস্থায় অতিবাহিত করি যে, স্বর্ণের একটি দীনারও আমার কাছে থাকছে, তবে সে দীনারের কথা স্বতন্ত্র যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রাখব। বরং আমি তা ডানে, বামে, সামনে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমনভাবে বিতরণ করব। তিনি উভয় হাতের অঙ্গুলি দেখালেন। আবু যার (রা) বলেন, তারপর আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম লাক্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, বিত্তশালী লোকেরাই হবে কিয়ামতের দিন গরীব। তবে যারা ব্যয় করেছে এভাবে এভাবে এভাবে, যে রূপ তিনি প্রথমবার করেছিলেন, সে রূপ করলেন। আবু যার (রা) বলেন, আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যেতে যেতে আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আবু যার (রা) বলেন, এরপর আমি কতিপয় অর্থহীন শব্দ এবং আওয়ায শুনতে পেলাম। মনে করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। তখন আমি তাঁর অনুসরণ করার ইচ্ছা করলাম। হঠাৎ “আমি তোমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান করবে”-তাঁর এ নির্দেশটি স্মরণ হল। আবু যার (রা) বলেন, আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে তিনি ফিরে আসার পর, আমি যা শুনতে পেয়েছিলাম তা তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হলেন জিব্রাঈল (আ), তিনি আমার নিকট এসে বললেন, আপনার উম্মাতের কোন লোক যদি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু যার (রা) বললেন, যদি সে চুরি এবং ব্যভিচার করে, তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে চুরি এবং ব্যভিচার করে, তবুও।

২১৭৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَأَنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهُ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمَكْثَرِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَتَفَحَّ فِيهِ يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اجْلِسْ هُنَا قَالَ فَاجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثْتُ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَأَنْ زَنَى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي جَانِبِ

যাকাত

الْحَرَّةُ مَاسَمِعَتْ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ.

২১৭৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি বের হলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকী পায়েচালা করছেন। তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মানুষ ছিল না। তিনি বলেন, আমি মনে করলাম, হয়ত তাঁর সঙ্গে কারো হাঁটা তিনি পসন্দ করছেন না। তাই আমি তাঁদের ছায়ায় হাঁটতে আরম্ভ করলাম। এরপর তিনি এদিকে তাকালেন এবং আমাকে দেখে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আবু যার। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি আমাকে উৎসর্গিত করুন। তিনি বললেন, হে আবু যার! এসো। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ পথ চললাম। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিত্তশালী লোকেরাই নিঃস্ব হবেন, কিন্তু সে ব্যতীত, যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, এরপর সে বিলিয়ে দিয়েছে সে সম্পদ ডানে-বামে, সামনে ও পিছনে এবং এরদ্বারা কল্যাণকর কাজ করেছে। তিনি বলেন, এরপর আমি তাঁর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ চললাম। তিনি বললেন, এখানে বস। এ বলে তিনি আমাকে পাথরঘেরা একটি সমতল মাঠে বসালেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বসে থাকবে। রাবী বলেন, এরপর তিনি 'হাররা'-এর দিকে চলতে লাগলেন। এমনকি আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার থেকে পৃথক হয়ে দীর্ঘ সময় বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি ফিরে আসার পথে আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, “যদিও সে চুরি করে থাকে” “যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে।” আবু যার (রা) বলেন, যখন তিনি আসলেন, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গিত করুন, আপনি হাররা অঞ্চলে কার সাথে কথা বলছিলেন? আমি তো কাউকে আপনার কথার কোন উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন, এ হলেন জিব্রাইল (আ)। হাররা অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মাতকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর আমি বললাম, হে জিব্রাইল! “যদিও সে চুরি করে” “যদিও সে যেনা করে”। তিনি বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় আমি বললাম, “যদিও সে চুরি করে” “যদিও সে ব্যভিচার করে” তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আবার আমি বললাম, “যদিও সে চুরি করে” “যদিও সে ব্যভিচার করে”? তিনি বললেন, হ্যাঁ, “যদি সে মদ্যপানও করে।”

২১৭৮- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرُصْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُؤْضَعُ عَلَى حَلْمَةٍ تَدِي أَحَدَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نَفْصٍ كَتِفَيْهِ وَيُؤْضَعُ عَلَى غَضٍ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلْمَةٍ تَدِيهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُسَهُمْ فَمَارَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ

إِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَادْبِرْ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ
 قَالَ إِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَتَرَى أَحَدًا فَنَظَرْتُ
 مَا عَلَى مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي مِثْلُهُ
 ذَهَبًا أَنْفَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ
 وَلَا اخْوَتِكَ مِنْ قَرِيْشٍ لَا تَعْتَزِّيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ
 دِينٍ حَتَّى الْحَقَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

২১৭৮. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আহনাফ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনাতে এলাম। সে সময় কুরায়শ নেতৃবৃন্দের একটি হাল্কা বসাইলাম। তখন খসখসে বস্ত্র, খসখসে শরীর ও খসখসে চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, সম্পদ পূঞ্জীভূতকারী ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দিন, এমন গরম পাথরের, যা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের স্তন্যে রাখা হবে। ফলে তাদের গ্রীবাদেশের হাড় বিদীর্ণ করে করে অপরদিকে বের হয়ে যাবে। আবার তার ঘাড়ের হাড়ের উপর রাখা হবে। এমনকি তা স্তন্যে ভেদ করে বের হবে। রাবী বলেন, এ সময় লোকেরা তাদের মাথানত করে রাখলেন। উপস্থিত কাউকে তার এ কথার প্রতিবাদ করতে দেখলাম না। এরপর লোকটি ফিরে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। অবশেষে তিনি একটি থামের নিকট গিয়ে বসলেন। আমি বললাম, আপনি তাদেরকে যা বলেছেন, আমার ধারণা তারা তা অপসন্দ করছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তারা এমন লোক যারা কিছুই বুঝতে পারছে না। আমার বন্ধু আবুল কাসিম রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আমাকে ডাকলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি তাঁর নিকট যাওয়ার পর তিনি বললেন, তুমি কি উহুদ পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছ? তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আমার উপর সূর্য আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং তিনি তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে সেখানে পাঠাবেন। আমি বললাম, জী হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, আমাকে এটা আনন্দিত করবে না যে, এর সমপরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে হোক, আর আমি এসব ব্যয় করি তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা ব্যতীত। এরপর এসব লোক দুনিয়া সঞ্চয় করছে। অথচ তারা কোন কিছুই বুঝছে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কুরায়শী ভাইদের সাথে আপনার কী হয়েছে যে, আপনি তাদের সাথে মেলামেশা করেন না, যান না এবং তাদের কাছ থেকে কিছু লাভও করেন না? তিনি বললেন, না তোমার রবের কসম! আমি তাদের নিকট দুনিয়াও চাইব না এবং দীন সম্পর্কেও কোন কথা জিজ্ঞেস করব না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত।

২১৭৯- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْعَصْرِيُّ عَنْ الْأَحْنَفِ
 بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّْ فِي ظُهُورِهِمْ
 يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيِّْ مِنْ قَبْلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ
 هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا

قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

২১৭৯. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আহ্নাফ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরায়শের একদল লোকের মধ্যে ছিলাম। তখন আবু যার (রা) এলেন। আবু যার (রা) এদিক দিয়ে যাওয়ার পথে বলছিলেন, সুসংবাদ দাও সম্পদ সঞ্চয়কারীদেরকে। গরম লোহা দ্বারা তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়ার, যা তাদের পার্শ্বদেশ দিয়ে বের হয়ে আসবে এবং তাদের ঘাড়ের দিকে গরম লোহা দ্বারা এমনভাবে দাগ দেয়া হবে যে, ললাটের দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটু সরে বসে পড়লেন। রাবী বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, তিনি আবু যার (রা)। তখন আমি তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাকে যা বলতে শুনলাম, এ-কি? তিনি বললেন, আমি তাই বলেছি, যা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এরপর আমি বললাম, এ সরকারি অনুদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তুমি তা গ্রহণ কর। কেননা আজকের দিনে এতে রয়েছে সাহায্য কিন্তু তা যদি হয় দীন বিক্রয়ের মূল্য স্বরূপ, তবে তুমি তা গ্রহণ করবে না।

৬- بَابُ الْحَثِّ عَلَى النُّفْقَةِ وَتَبَشِيرِ الْمُنْفِقِ بِالْخَلْفِ

৬. পরিচ্ছেদ : দানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান এবং দাতাকে বিনিময় প্রদানের সুসংবাদ

২১৮০- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأْنُ) سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

২১৮০. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। দিবারাত্রির অনবরত দান তাতে কিছু কমায় না।

২১৮১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْآخِرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ.

২১৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে একটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত-দিনের অনবরত দান তা হ্রাস করতে পারে না। তোমরা কি দেখনি, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পর হতে তিনি কি পরিমাণ দান করেছেন? কিন্তু এ দান তাঁর হাতের সম্পদের কিছুই কমাতে পারে নি। তিনি বলেন, তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর অপর হস্তে রয়েছে মৃত্যু। তিনি (যাকে ইচ্ছা) উন্নীত করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) অবনমিত করেন।

৭- بابُ فضلِ النِّفْقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمُ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ

৭. পরিচ্ছেদ : পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীদের প্রতি ব্যয় করার ফযীলত এবং তাদের হক নষ্টকারী ব্যক্তির পাপ

২১৮২- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهَا الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَآىُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفَهُمْ أَوْ يُنْفِقُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ.

২১৮২. আবুর রাবী' যাহরানী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) সেটি, যা মানুষ তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্য বেঁধে রাখা জানোয়ারের জন্য ব্যয় করে এবং সেই দীনার, যা আল্লাহর পথে জিহাদকারী সঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করে। বর্ণনাকারী আবু কিলাবা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পরিবার-পরিজনের' কথা প্রথমে বলেন। এরপর আবু কিলাবা (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততির প্রতি ব্যয় করে, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র রাখেন, অথবা উপকৃত করেন এবং তাদের অভাবমুক্ত রাখেন, তার চেয়ে মহান পারিশ্রমিকের অধিকারী আর কে হতে পারে?

২১৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

২১৮৩. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, যুহায়র ইব্ন হারব ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, কোন দীনার তুমি ব্যয় করেছ ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য, কোন দীনার তুমি সদকা করেছ মিসকীনের জন্য এবং কোন দীনার তুমি

জন্য ব্যয় কর। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে এদিক ওদিক অর্থাৎ সম্মুখে-ডানে-বামে ব্যয় করবে।

২১৮৬- وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ.

২১৮৬. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম দাওরাকী (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু মাযকুর নামক এক আনসারী নিজের মরণের পর ইয়াকুব নামক তার এক গোলামকে আযাদ হওয়ার ঘোষণা দিল। এরপর লায়স বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণনা করেন।

৯- بَابُ فَضْلِ النِّفْقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزُّوجِ وَالْأَدْوِلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ.

৯. পরিচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতার জন্য খরচ করার ফযীলত, যদিও তারা মুশরিক হয়

২১৮৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنَتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنَتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

২১৮৭. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে আবু তালহা (রা) সর্বোপেক্ষা বিত্তবান ছিলেন। তার সম্পত্তির মধ্যে ‘বায়রুহা’ই ছিল সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ। সেটি মসজিদুন নবী ﷺ-এর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে গিয়ে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না” এ আয়াত নাযিল হলে আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে বলছেন, “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।” ‘বায়রুহা’ আমার সর্বোপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। অতএব আমি তা আল্লাহর রাহে সদকা করলাম।

বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে নেকী ও সঞ্চয় আশা করি এবং আখিরাতে পুঁজির আশা রাখি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার মর্জি মাক্ফি আপনি তা ব্যবহার করুন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বাহ! সম্পদটি লাভজনক। সম্পদটি লাভজনক। এ সম্পর্কে তুমি যা বললে, অবশ্যই আমি তা শুনেছি। তবে আমার পসন্দ হচ্ছে, তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বন্টন করে দাও। অতঃপর আবু তালহা (রা) আত্মীয়-স্বজন ও তাঁর চাচাতো ভাইদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

২১৮৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ لَنُتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِبِرْحَاءٍ لِلَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ.

২১৮৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।” এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু তালহা (রা) বললেন, আমি মনে করি আমাদের রব আমাদের সম্পদ থেকে কিছু চাচ্ছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার, ‘বায়রুহা’ নামক ভূমি আল্লাহর রাহে দান করলাম। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তিনি তা হাস্‌সান ইবন সাবিত ও উবাই ইবন কা’ব (রা)-এর মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

২১৮৯- حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا اعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخُو الْكَ كَانَ أَعْظَمَ لَأَجْرِكَ.

২১৮৯. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... মায়মূনা বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদশায় একটি বাদী আযাদ করেছিলেন। এ কথা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তুমি তোমার মামাদের দান করতে, তাহলে তুমি অধিকতর সাওয়াব পেতে।

২১৯০- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَالْأَصْرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلْ إِنِّي أَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ

اَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَتُجْزَىءُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى
 اَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى اَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 اَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهْمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاجْرُ
 الصَّدَقَةِ.

২১৯০. হাসান ইবনুর রাবী (র)..... আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে নারী সমাজ! তোমাদের অলংকার দিয়ে হলেও তোমরা সদকা কর। তিনি বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার স্বামী আবদুল্লাহর নিকট চলে গেলাম এবং তাকে বললাম, আপনি তো অসচ্ছল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, যদি আপনাকে দিলে আমার সদকা আদায় হয়ে যায়। তা হলে তো হলই, আর যদি আদায় না হয় তা হলে আমি আপনাকে ছাড়া অন্যকে দিয়ে দিব। তখন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বললেন, বরং তাঁর নিকট তুমি যাও। যায়নাব (রা) বলেন, আমি গেলাম এবং এক আনসারী মহিলাকে আমার মত একই প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় ভীতিকর গাভীর দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় বিলাল (রা) আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গিয়ে বলুন, দরজার নিকট দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, তাদের নিজ নিজ স্বামীকে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ইয়াতীমদের সদকা দিলে তাঁদের সদকা আদায় হবে কি? তবে আমরা কারা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা জানাবেন না। অতঃপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এরা কারা? বিলাল (রা) বললেন, এক আনসারী মহিলা এবং যায়নাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন যায়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। আত্মীয়তার সাওয়াব এবং সদকার সাওয়াব।

২১৯১- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي شَقِيقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرْتُ
 لِابْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً
 قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنِ وَلَوْ مِنْ حُلِيَّكَ وَسَاقِ الْحَدِيثِ
 بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

২১৯১. আহমাদ ইবন ইউসুফ আযদী (র)..... 'আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আ'মশ (র) বলেন, আমি ইব্রাহীমকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি আবু উবায়দা, আমর ইবন হারিস (র) সূত্রে আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এতে রয়েছে যে, 'আমি ছিলাম মসজিদে, তখন নবী ﷺ আমাকে দেখলেন এবং বললেন, নিজেদের অলংকার থেকে হলেও তোমরা সদকা কর।' হাদীসের পরবর্তী অংশ আবুল আহওয়াসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১৯৬. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (রা)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আন্মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি দীন ইসলাম গ্রহণে বিমুখ, আমি তার সাথে সদাচরণ করব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

২১৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ.

২১৯৭. আবু কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)..... আসমা বিন্ত আবু বাক্র (রা) থেকে বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার 'মা' আমার নিকট এসেছে। সে তো মুশরিক মহিলা। আসমা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা সে সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম যখন কুরায়শদের সাথে তিনি সন্ধিচুক্তি করেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমার আন্মা আমার কাছে এসেছেন আশা নিয়ে। আমি আমার আন্মার সাথে ভাল ব্যবহার করব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার আন্মার সাথে ভাল ব্যবহার কর।

১.-بَابُ وَمَوْلٍ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

১০. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সদকা করা এবং করলে এর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে যাওয়া

২১৯৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِرْ وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

২১৯৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার আন্মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি অসিয়্যত করে যেতে পারেন নি। আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তা হলে সদকা করতেন। অতএব আমি যদি তার পক্ষ হতে সদকা করি তবে এর সাওয়াব তিনি পাবেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, পাবেন।

২১৯৯- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَىُّ بْنُ مُسْهَرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِرْ كَمَا قَالَ ابْنُ بَشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.

২১৯৯. যুহায়র ইব্ন হারব, আবু কুরায়ব, আলী ইব্ন হুজর ও হাকাম ইব্ন মুসা (র)..... হিশাম (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আবু উসামার হাদীসে মুহাম্মদ ইব্ন বিশ্বের হাদীসের মত “অসিয়ত করে যেতে পারেননি” কথাটি বর্ণিত আছে। কিন্তু অন্যরা এ কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

১১-بابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

১১. পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদকা

২২০০- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

২২০০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। কুতায়বার হাদীসে আছে যে, “তোমাদের নবী ﷺ বলেছেন”, আর ইব্ন আবু শায়বার হাদীসে রয়েছে যে, “নবী ﷺ বলেছেন”, প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদকা।

২২০১- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَأَصْلُ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

২২০১. ‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা আয-যুবাঈ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের কয়েকজন নবী ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিত্তবানরা সাওয়াব নিয়ে যাচ্ছেন। তারা আমাদের মত সালাত আদায় করেন, আমাদের মত সিয়াম পালন করেন এবং তারা নিজেদের অতিরিক্ত সম্পদ হতে কিছু দান করে থাকেন। তিনি বললেন, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ তা‘আলা সদকা করার ব্যবস্থা করেন নি? প্রতিটি তাসবীহ সদকা, প্রতিটি তাক্বীর সদকা, প্রতিটি তাহমীদ সদকা, প্রতিটি তাহলীল সদকা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে বিরত রাখা সদকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে মিলনও সদকা। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ যদি জৈব চাহিদা পূরণ করে, তাতেও কি সে সাওয়াব পাবে? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে কর যদি সে কামাচার করে হারাম পথে, তাতে কি তার পাপ হবে না? অনুরূপভাবে যদি সে কামাচার করে হালাল পথে, তবে সে সাওয়াব পাবে।

২২.২- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجْرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْسَى.

২২০২. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র)..... ‘আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বনী আদমের প্রতি মানুষকে ৩৬০ টি গ্রন্থিবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি ঐ সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ আকবার বলবে, আল্হামদু লিল্লাহ বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সুব্হানাল্লাহ বলবে, আসতাগ ফিরুল্লাহ বলবে, মানুষের চলার পথ থেকে কোন পাথর সরাবে কিংবা কাঁটা বা হাড় সরাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে চলাফেরা করবে যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রেখে দিয়েছে। আবু তাওবা (র) বলেন, বর্ণনাকারী কখনও يَمْشَى এর স্থলে يُمْسَى বলতেন (অর্থাৎ তার সন্ধ্যা হবে এ অবস্থায় যে সে নিজেকে.....)।

২২.৩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يُمْسَى يَوْمَئِذٍ.

২২০৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... যায়দ (রা) সূত্রে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত। তবে “সৎকাজের আদেশ দেবে” কথাটি ব্যতীত। অন্য সূত্রে তিনি বলেন, “সে দিন যে সন্ধ্যা করবে।”

২২.৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يَمْشَى يَوْمَئِذٍ.

২২০৪. আবু বাক্র ইবন নাফি আল-আবদী (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর রাবী যায়দের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর হাদীসের মধ্যে “সে দিন সে চলাফেরা করবে” বর্ণিত রয়েছে।

২২.৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ.

২২০৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সাঈদ ইবন আবু বুরদা (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকা করা ওয়াজিব। প্রশ্ন করা হল, যদি সদকা করার জন্য কিছু না পায়? তিনি বললেন, তবে সে নিজ হাতে উপার্জন করবে এবং নিজে উপকৃত হবে ও সদকা করবে। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়, তবে কি হবে? তিনি বললেন, তাহলে সে অসহায় আর্ত মানুষের সাহায্য করবে। রাবী বলেন, আবার জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে এতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তাহলে সৎকাজের কিংবা কল্যাণের আদেশ করবে। আবারো জিজ্ঞেস করা হল, যদি সে তাও না করে? তিনি বললেন, তবে মন্দকাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সদকা।

২২.৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذِ الْإِسْنَادِ.

২২০৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ সনদে বর্ণিত।

২২.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَنْبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمْيِطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

২২০৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হচ্ছে আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা। এরপর তিনি কিছু হাদীস বর্ণনা করলেন, তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দিন যখন সূর্য উদিত হয়, তখন মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য সদকা ওয়াজিব। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করা সদকা, কোন ব্যক্তিকে তার সাওয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা অথবা তার মাল সামগ্রী তুলে দেয়া সদকা। তিনি আরও বলেছেন, ভাল কথা বলা সদকা, সালাতের উদ্দেশ্যে গমনের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ সদকা। চলার পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া সদকা।

১২-بَابُ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ

১২. পরিচ্ছেদ : দানশীল ও কৃপণ প্রসঙ্গ

২২.৮- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ يَوْمَ يُصْبَعُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا.

২২০৮. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ মানুষের যখন ভোর হয়, তখন দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। অতঃপর তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তার বদলা দাও। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ কৃপণের ধন ধ্বংস কর।

১৩-بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوْجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : সেই দিন আসার আগে দান-সদকায় উৎসাহ প্রদান যেদিন তার কোন গ্রহীতা পাওয়া যাবে না

২২.৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْأَمْسِ قَبْلَتْهَا فَمَا الْآنُ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.

২২০৯. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... হারিসা ইবন ওয়াহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সদকা দাও। অচিরেই এমন হবে যে, যখন এক মানুষ তার সদকার সামগ্রী নিয়ে ঘুরবে। যাকে দিতে চাইবে সে বলবে, যদি গতকালও নিয়ে আসতে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম কিন্তু আমার আজ এর কোন প্রয়োজন নেই। অবশেষে সদকা গ্রহণের জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না।

২২.১০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذُنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّجُلَ.

২২১০. আবদুল্লাহ ইব্ন বাররাদ আশ'আরী ও আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন সোনা নিয়ে সদকা করার জন্য লোক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষের সংখ্যালঘুতা ও নারীদের আধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনস্থ হবে এবং তারা তার আশ্রয় গ্রহণ করবে। ইব্ন বাররাদ (র)-এর অপর এক রিওয়াযাতে আছে “তুমি একেক ব্যক্তিকে দেখতে পাবে।”

২২১১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةٍ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مَرْوُجًا وَأَنْهَارًا.

২২১১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিপুল প্রাচুর্য প্রকাশ পায়। এমনকি তখন মানুষ তার মালের যাকাত নিয়ে বের হবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। আরব দেশ চারণভূমি ও নদী-নালায় পরিণত হবে।

২২১২- وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَيَدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ.

২২১২. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে এত প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, তা উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনা করবে যে, কে তার সদকা গ্রহণ করবে? সদকা দেয়ার জন্য কোন লোককে আহ্বান করা হবে। তখন সে বলবে, আমার প্রয়োজন নেই।

২২১৩- وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَّاعِيُّ وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَى الْأَرْضُ أَفْلَازَ كَبِدِهَا أَمْثَالُ الْأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا.

২২১৩. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ রিফাঈ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভূমি তার বক্ষস্থিত বস্তুসমূহ সোনা স্তম্ভের মত বের করে দেবে। তখন হত্যাকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য হত্যা করেছি! আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি এসে

বলবে, আমি এর জন্য আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছি! চোর এসে বলবে, এরই কারণে আমার হাত কাটা হয়েছে! অতঃপর সকলেই তা ছেড়ে দেবে। এর থেকে তারা কেউ কিছুই গ্রহণ করবে না।

১৪-بَابُ قُبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَا

১৪. পরিচ্ছেদ : হালাল উপার্জন থেকে সদকা গৃহীত হওয়া ও তার পরিচর্যা

২২১৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرَبُّوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبَّى أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلُهُ.

২২১৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তি হালাল সম্পদ হতে সদকা করলে, বস্তুত আল্লাহ হালাল ছাড়া গ্রহণ করেন না, রহমান তা ডান হস্তে গ্রহণ করেন। যদি তা একটি খেজুরও হয়, তবে তা রহমান আল্লাহর হাতে লালিত হবে। ফলে তা পাহাড়ের চাইতেও বড় হবে। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবককে পালন করে।

২২১৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيَهَا كَمَا يُرَبَّى أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ قَلَوْ صَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ.

২২১৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হালাল উপায়ে উপার্জিত সম্পদ হতে যদি কোন ব্যক্তি একটি খেজুর সদকা করে, তবে আল্লাহ তা তাঁর ডানহস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা পালন করেন যেমন তোমরা তোমাদের ঘোড়ার বাচ্চা ও উটের শাবক পালন করে থাক। অবশেষে তা পর্বতসম হয়ে যায় কিংবা তার চেয়েও অধিক গুণে বেড়ে যায়।

২২১৬- وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا.

২২১৬. উমায়্যা ইবন বিস্তাম ও আহমাদ ইবন উসমান আওদী (র)..... সুহায়ল (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাওহ (র)-এর হাদীসে রয়েছে “হালাল উপার্জন থেকে, অতঃপর ব্যয় করে সে তা তার প্রাপ্য স্থানে” এবং সুলায়মানের হাদীসের রয়েছে “অতঃপর ব্যয় করে সে তা যথাস্থানে।”

২২১৭- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهَيْلٍ.

২২১৭. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে সুহায়লের বরাতে ইয়াকুব (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২২১৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

২২১৮. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন তিনি রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : “হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি অবহিত।” (সূরা মুমিনূন : ৫১) তিনি আরো ইরশাদ করেছেন : ‘হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার কর।’ (সূরা বাকারা : ১৭২) এরপর নবী ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধূসরিত, সে আকাশের দিকে দু’হাত তুলে বলে, “হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!” অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তাঁর শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তার দু’আ কিভাবে কবুল করা হবে?

১৫- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةِ طَيِّبَةٍ وَإِنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ

১৫. পরিচ্ছেদ : সদকায় উৎসাহ দান, যদিও তা এক টুকরা খেজুর অথবা একটি উত্তম কথার দ্বারা হয়; সদকা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ

২২১৯- حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

২২১৯. আওন ইব্ন সাল্লাম আল-কুফী (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে সমর্থ, এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও সেটা তার করা উচিত।

২২২০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمانُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَقَالَ إِسْحَقُ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ.

২২২০. আলী ইব্ন হুজর আস-সাদী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই সাথে আল্লাহ নিশ্চয়ই কথা বলবেন। তাঁর ও বান্দার মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবে না। অতঃপর বান্দা তার ডানদিকে তাকাবে কিন্তু কৃতকর্মগুলো ছাড়া আর কিছুই সে দেখবে না। এরপর বান্দা তার বামদিকে তাকাবে কিন্তু কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সামনের দিকে তাকাবে কিন্তু চোখের সামনে সে আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সুতরাং এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। ইব্ন হুজর (র)..... খায়সামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় “উত্তম কথা দিয়ে হলেও” কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। ইসহাক (র)..... আমর ইব্ন মুররা (র)-এর সূত্রে খায়সামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২২২১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ كَأَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ.

২২২১. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের আলোচনা করলেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রুকুণ্ডিত করলেন। এরপর বললেন, তোমরা আগুন থেকে বাঁচ। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভ্রুকুণ্ডিত করলেন। এমনকি আমাদের ধারণা হল তিনি যেন তা দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তোমরা

যাকাত

আগুন থেকে বাঁচ। যদি সে তা না পায়, তবে একটি উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবু কুরায়ব (র) তাঁর বর্ণনায় كَانَتْكُمْ শব্দটি উল্লেখ করেননি এবং বলেন, আমাদের কাছে আবু মু'আবিয়া রিওয়ায়াত করেছেন যে, আ'মাশ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২২২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرُو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ حَدَّثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مَرَّارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

২২২২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং মুখমণ্ডল তিনবার ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা অগ্নি থেকে বেঁচে থাক। যদি তা না পাও তবে অন্তত একটি ভাল কথার বিনিময়ে হলেও।

২২২৩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعِبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فَادَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالَّتِي فِي الْحَشْرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرٍ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِ هُمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِ هُمْ شَيْءٌ.

২২২৩. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না আনাযী (র)..... মুনযির ইবন জারীর (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের পূর্বভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। এ সময় নগ্নপদ, খালি মাথা, চামড়ার বস্ত্র পরিহিত ও গলায় তরবারি লটকানো একদল লোক তাঁর নিকট আসল। তাদের অধিকাংশ, বরং সকলেই 'মুযার' গোত্রের লোক ছিল। তাদের মাঝে অনাহারের নিদর্শন দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (গৃহাভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন এবং বেরিয়ে এলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন।

তিনি আযান দিলেন ও ইকামত দিলেন। সালাত আদায় করার পর নবী ﷺ ভাষণ দিলেন এবং তিলাওয়াত করলেন, “হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর; যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন; যিনি তাদের দু’জন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাত্রা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন” (সূরা নিসা : ১)। (অন্য আয়াত)-“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে”। (সূরা হাশর : ১৮) পুরুষ তার দীনার হতে, তার দিরহাম হতে, তার বস্ত্র হতে সদকা করুক এবং গম থেকে এক সা’ খেজুর থেকে একসা’ দান করুক। এমনকি তিনি বললেন, এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক আনসারী ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে আসল তার হাত যেন তা তুলতে সক্ষম হচ্ছিল না। বরং অপারগই হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন একের পর এক সদকা নিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে আমি খাদ্য ও বস্ত্রের দুটি স্তুপ দেখতে পেলাম। তখন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক সমুজ্জ্বল হল যেন এক টুকরা সোনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকপ্রথা চালু করবে, সে তার নেককর্মের সাওয়াব পাবে এবং ঐ সব লোকের সমপরিমাণ সাওয়াবও লাভ করবে যারা তার পরে ঐ নেক আমল করবে। এতে তাদের নেকী বিন্দুমাত্রও কমবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে, তবে এ অসৎকর্মের গুনাহ তার উপর বর্তাবে এবং তাদের গুনাহও, যারা তার পরবর্তীতে সে অসৎকর্ম করবে, এতে তাদের গুনাহ বিন্দু পরিমাণও কমবে না।

২২২৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَوْْنُ بْنُ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَدَرَ النَّهَارِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ.

২২২৪. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আশ্বারী (র)..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের প্রথমভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তারা ইবন জারীরের অনুরূপ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মুআয (রা)-এর হাদীসের মধ্যে ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ “অতঃপর তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন এবং ভাষণ দিলেন” কথাটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

২২২৫- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِ يَرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ فَصَّلَى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ يَأَيُّهَا النَّاسُ التَّقْوَارَ بِكُمْ الْآيَةَ.

২২২৫. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরা, আবু কামিল এবং মুহাম্মদ আবদুল মালিক উমাবী (র)..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন চামড়ার বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় একদল লোক তাঁর নিকট আসল। তারপর তারা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর ছোট একটি মিন্বরে আরোহণ করে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আমরা বা'দ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। “হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর,.....। (সূরা নিসা : ১)

২২২৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

২২২৬. যুহায়র ইবন হারব (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তাদের গায়ে পশমের কাপড় ছিল।..... রাসূলুল্লাহ ﷺ আদের এ দূর্বস্থা দেখে বুঝলেন যে, তারা অভাবগ্রস্ত। তারপর তাদের হাদীসের মর্ম বর্ণনা করলেন।

১৪-بَابُ الْحِمْلِ بِأَجْرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيُ الشَّدِيدُ عَنْ تَنْقِصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍ

১৪. পরিচ্ছেদ : দান-সদকা করার উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করা এবং স্বল্প পরিমাণ দান-সদকাকারী ব্যক্তিকে হেয় মনে না করা

২২২৭- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِيهِ بِشَرِّ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَّا نَحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُتَصَدِّقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخِرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَلَمْ يَلْفِظْ بِشَرِّ بِالْمُطَّوِّعِينَ.

২২২৭. ইয়াহয়া ইবন মাসউদ ও বিশর ইবন খালিদ (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সদকা প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হল। আমরা এ উদ্দেশ্য বোঝা বহন করতাম। আবু মাসউদ (রা) বলেন, তখন আবু আকীল (রা) অর্ধ সা' সদকা করলেন এবং অন্য এক ব্যক্তি তার চাইতে অধিক সদকা নিয়ে আসলেন। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ তা'আলা তার সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর এ দ্বিতীয় লোকটি তো লোক দেখানোর জন্যই দান করেছে। তখন অবতীর্ণ হয় : “মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং

যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদের যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করেন।” (সূরা তাওবা : ৭৯)। বিশ্ব (র) بِالْمُطَوِّعِينَ শব্দটি এখানে উল্লেখ করেননি।

২২২৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَحَدَّثَنِيهِ اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نَحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

২২২৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... শুবা (র)-এর থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সাঈদ ইব্ন রাবী (র)-এর হাদীসের মধ্যে আছে, “আমরা পিঠের উপর বোঝা বহন করতাম।”

১৭-بَابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

১৭. পরিচ্ছেদ : দুগ্ধবতী পশু দান করার ফযীলত

২২২৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ الْارْجُلُ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَاقَةٍ تَغْدُو بِعَسٍّ وَتَرُوحُ بِعَسٍّ إِنْ أَجْرَهَا لِعَظِيمٍ.

২২২৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। জেনে রেখ, যে ব্যক্তি কোন গৃহবাসীকে দুগ্ধবতী এমন একটি উষ্ট্রী দান করল, যা সকালে বড় পাত্র ভর্তি দুধ দেয় এবং বিকালে বড় এক পাত্র দুধ দেয়, অবশ্য তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

২২৩০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا.

২২৩০. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবু খালাফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি কাজ নিষেধ করলেন। সেগুলোর উল্লেখ করার পর তিনি বললেন, যে দুগ্ধবতী পশু দান করে, সে সকালে একটি সদকা করে এবং বিকালেও একটি সদকা করে। অর্থাৎ সকালে তার দুধ ও বিকালে তার দুধ পান (দাতার জন্য সদকাস্বরূপ গণ্য হয়)।

১৮-بَابُ مِثْلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

১৮. পরিচ্ছেদ : দানশীল ও কৃপণের দৃষ্টান্ত

২২৩১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ

الْبَخِيلِ وَالْمُتَّصِدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَّصِدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْفَى أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَيَجْهَدُ أَنْ يَوْسَعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ.

২২৩৩. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত ঐ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌহবর্ম; দানশীল ব্যক্তি যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখন তা তার শরীরে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি তার পদচিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। আর কৃপণ যখন সদকা করার জন্য উদ্যত হয়, তখন তা তার শরীরে সংকুচিত হয়ে যায়। তার উভয় হাত তার কণ্ঠনালীর সাথে মিলে যায় এবং তার প্রতিটি আংটা অন্য আংটাকে আঁকড়িয়ে ধরে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সে ঐ বর্ম প্রশস্ত করার চেষ্টা করবে কিন্তু প্রশস্ত করতে পারবে না।

১৭-بَابُ ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَّصِدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَةُ فِي يَدٍ فَاسِقٍ وَنَحْوِهِ

১৯. পরিচ্ছেদ : সদকাদাতা সাওয়াব পাবে, যদিও তা কোন ফাসিক এবং অনুরূপ কারো হস্তগত হয়

২২৩৪- وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَجَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُوتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَغْفِرُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَغْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ.

২২৩৪. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আমি অদ্য রাতে কিছু সদকা করব। তারপর সে সদকা নিয়ে বের হল এবং একজন ব্যভিচারিণীর হাতে তা প্রদান করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক ব্যভিচারিণীকে সদকা প্রদান করা হয়েছে। দাতা একথা শুনে বলল, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, (আমার সদকা) ব্যভিচারিণীর হাতে পড়লেও। অবশ্যই আবার আমি সদকা করব। তারপর সে সদকা নিয়ে বের হলো এবং তা এক ধনীর হাতে প্রদান করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, একজন ধনীকে সদকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বলল: আয় আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই, (আমার সদকা) ধনী ব্যক্তির হাতে পড়লেও। সে বলল, আমি অবশ্যই আবার

সদকা দিব। তারপর সে তার সদকা নিয়ে বের হল এবং একজন চোরের হাতে তা অর্পণ করল। ভোর হলে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে সদকা দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে সে বলল, আয় আল্লাহ! তোমারই সকল প্রশংসা (আমার দান) ব্যভিচারিণী, ধনী ও চোরের হাতে অর্পিত হলেও। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার সদকা কবুল হয়েছে। জেনে রাখ, ব্যভিচারিণী হয়তো এর কারণে ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, ধনী ব্যক্তি হয়তো এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে খরচ করবে এবং চোর হয়তো এর বদৌলতে তার চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে।

২.- بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوْ الْعُرْفِيِّ

২০. পরিচ্ছেদ : আমানতদার খাজাঞ্চি এবং যে স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ হতে তার স্পষ্ট অনুমতি বা প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্ষতি করার ইচ্ছা ব্যতীত যা দান করে, তার সাওয়াব পাবে

২২২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُنْفِذُ (وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي) مَا أَمْرَبَهُ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمْرَلَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ.

২২৩৫. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু আমির আশ'আরী, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে আমানতদার মুসলিম খাজাঞ্চি, তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টিতে কার্যকর করে, অথবা বলেছেন, দান করে এবং যাকে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাকে তা পৌঁছিয়ে দেয়, সে দুই দানকারীর একজন।

২২৩৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

২২৩৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা না করে তার ঘরের খাদ্য থেকে কিছু দান করে, তবে সে দান করার কারণে সাওয়াব লাভ করবে। আর তার স্বামী তা উপার্জনের কারণে সাওয়াব পাবে; আর খাজাঞ্চিও অনুরূপ সাওয়াব লাভ করবে। তাদের একের দ্বারা অন্যের সাওয়াব কিছুই কমবে না।

২২৩৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا.

২২৩৭. ইব্ন আবু উমর (র)..... মানসূর (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে, “তার স্বামীর খাদ্য সামগ্রী থেকে।”

২২৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا.

২২৩৮. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যদি কোন মহিলা ক্ষতি না করে তার স্বামীর ঘর থেকে ব্যয় করে, তবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান, তার স্বামীর জন্যও রয়েছে অনুরূপ প্রতিদান, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। মহিলার জন্য এ কারণে, যেহেতু সে খরচ করেছে। আর খাজাঞ্চির জন্যও রয়েছে অনুরূপ প্রতিদান, এতে তাদের প্রতিদান বিন্দুমাত্রও কমবে না।

২২৩৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২২৩৯. ইব্ন নুমায়র (র)..... আ'মাশ (র)-এর সূত্রে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১- بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

২১. পরিচ্ছেদ : মনিবের মাল থেকে দাসের ব্যয় করা

২২৪০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِي بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ.

২২৪০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবিল^১ লাহমের আযাদকৃত গোলাম উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম একজন গোলাম। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার মনিবের মাল থেকে কিছু সদকা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পার। এতে সাওয়াব উভয়ই অর্ধেক অর্ধেক পাবে।

২২৪১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدَدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ

১. ‘আবিল লাহম’ অর্থ গোশত খেতে অস্বীকারকারী। এটা হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর উপাধি। তিনি জাহিলী যুগেও মূর্তির নামে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতেন না। সে কারণেই তিনি এ উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি হুনায়েনের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

فَاطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضْرَبَنِي فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَمْ ضْرَبْتَهُ فَقَالَ يُعْطَى طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمْرُهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا.

২২৪১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবিল লাহমের গোলাম উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার মনিব গোশত শুকাবার নির্দেশ দিলেন। এ সময় একজন মিস্কীন আসল। আমি এর থেকে কিছু তাকে খেতে দিলাম। আমার মনিব এ কথা জানতে পেরে আমাকে প্রহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কেন প্রহার করেছ? সে বলল, সে আমার নির্দেশ ছাড়াই আমার খাদ্যদ্রব্য অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাওয়াব তোমাদের উভয়ের জন্যই।

২২৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصُمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.

২২৪২. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... হাম্মাম ইবন মুনবিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া (নফল) সাওম পালন করবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে কাউকে তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না, স্বামীর উপার্জন থেকে তার হুকুম ছাড়া কোন স্ত্রীলোক যে পরিমাণ দান করবে; তার সাওয়াব স্বামীও অর্ধেক পাবে।

২২-بَابُ فَضْلِ مَنْ ضَمَّ إِلَى الصَّدَقَةِ غَيْرَهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ

২২. পরিচ্ছেদ : সদকার সাথে অন্যান্য নেককাজ মিলিয়ে করার ফযীলত

২২৪৩- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّ مَلَّةُ بْنُ بَحْيٍ التُّجَيْبِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُؤْسٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

২২৪৩. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহুয়া তুজীবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একজোড়া বস্তু দান করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান করা হবে : হে আল্লাহর বান্দা! এ কাজ উত্তম। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ে নিষ্ঠাবান, তাকে 'বাবুস সালাত' থেকে আহ্বান জানান হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে 'বাবুল জিহাদ' থেকে আহ্বান জানান হবে। যে ব্যক্তি দানশীল, তাকে 'বাবুস সাদাকা' থেকে আহ্বান জানান হবে। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী, তাকে 'বাবুর রায়্যান' থেকে আহ্বান জানান হবে। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর সকল দরজা থেকে কাউকে আহ্বান করা তো জরুরী নয়। তবে এমনকি কেউ হবে, যাকে সকল দরজা থেকেই আহ্বান জানানো হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ এবং আমি আশা করি তুমিও তাদের একজন হবে।

২২৪৪- وَحَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدِ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ يُؤْتَسَرُ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

২২৪৪. আমরুন নাকিদ, হাসান আল-হলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) সূত্রে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৪৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةٍ بَابٍ أَيْ قُلْ هَلُمَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا رَجُؤَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

২২৪৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু দান করবে, তাকে জান্নাতের প্রত্যেক দরজা থেকে দ্বার রক্ষকগণ আহ্বান করবে, হে অমুক! তুমি এদিকে এসো। তখন আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে তো তার কোন ধ্বংস নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি অবশ্যই আশা করি তুমিও তাদের একজন হবে।

২২৪৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ

الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِي أَمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২২৪৬. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাঝে আজ কে সিয়ামরত আছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি আছি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে জানাযার সাথে চলেছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকীনকে খাবার দিয়েছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে রোগীর শুশ্রূষা করেছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার মধ্যে এই কাজসমূহের সমাবেশ ঘটবে, সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২২-بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ

২৩. পরিচ্ছেদ : ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান এবং গুণে গুণে দান করা অপসন্দ হওয়া

২২৪৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفَقِي أَوْ انْضَحِي أَوْ أَنْفَقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

২২৪৭. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আসমা বিনত আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি ব্যয় কর অথবা ছড়িয়ে দাও অথবা ঢেলে দাও। আর গুণে রেখ না। তা হলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন।

২২৪৮- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْرَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفَقِي أَوْ انْضَحِي أَوْ أَنْفَقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤَعِّي فَيُؤَعِّي اللَّهُ عَلَيْكَ.

২২৪৮. আমরুন নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : তুমি ছড়িয়ে দাও অথবা বিলিয়ে দাও অথবা ব্যয় কর। গুণে গুণে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন। আর গুটিয়ে রেখ না, তবে আল্লাহও তোমা থেকে গুটিয়ে রাখবেন।

২২৪৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْرَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا نَحْوُ حَدِيثِهِمْ.

২২৪৯. ইব্ন নুমায়র (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাকে বলেছেন, পরবর্তী অংশ তাদের হাদীসের অনুরূপ।

২২৫০- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا دَخَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَى فَقَالَ أَرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

২২৫০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! যুবায়র আমাকে যে খরচ দেন, তা ছাড়া আমার কিছুই নেই। তিনি আমাকে যা দেন তা থেকে আমি যদি দান করি, তবে আমার কোন গুনাহ হবে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা তোমার সামর্থ্যে আছে, তা দান কর। গুটিয়ে রেখ না, তাহলে আল্লাহও তোমা থেকে গুটিয়ে রাখবেন।

২৪- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعَ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ

২৪. পরিচ্ছেদ : পরিমাণ অল্প হলেও তা থেকে সদকা দেওয়ার উৎসাহ দান, অল্প পরিমাণ দান তুচ্ছ মনে করে বিরত না থাকা

২২৫১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةً.

২২৫১. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম নারীগণ! এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে অল্প পরিমাণ দান করাকে যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা বক্বীর একটি খুরও হয়।

২৫- بَابُ فَضْلِ اخْفَاءِ الصَّدَقَةِ

২৫. পরিচ্ছেদ : গোপনে দান করার ফযীলত

২২৫২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْأِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

২২৫২. যুহায়র ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না : ১. ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), ২. ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত, ৪. ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবাসে, মিলিত হয় এ প্রেরণা নিয়ে এবং পৃথক হয় এ প্রেরণাসহ, ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী মহিলা (অসৎকাজে) আহবান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬. ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং এত গোপনভাবে করল যে, তার ডান হাত জানতে পারল না তার বাম হাত কি দান করেছে, ৭. ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চোখে (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রু ঝরে।

২২৫২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ.

২২৫৩. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) কিংবা হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পরবর্তী অংশ উবায়দুল্লাহর হাদীসের অনুরূপ। তবে এ হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে জড়িত থাকে মসজিদ থেকে পুনরায় মসজিদে ফিরে আসা পর্যন্ত।

২৬- بَابُ بَيَانِ أَنْ فَضْلَ الصَّدَقَةِ مَرْقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ

২৬. পরিচ্ছেদ : সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকাকালের সদকাই হল উত্তম সদকা

২২৫৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

২২৫৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উত্তম সদকা কি? তিনি বললেন, অর্থের প্রতি লোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার দান করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখ। আর (সদকা প্রদানে) এত বিলম্ব করবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে যায়, তখন তুমি বলতে থাকবে যে, অমুকের জন্য এ পরিমাণ এবং অমুকের জন্য এ পরিমাণ। জেনে রাখ, এ সম্পদ তো অমুকের হয়েই আছে।

২২৫৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا

فَقَالَ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

২২৫৫. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন সদকা পুণ্যে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, জেনে রাখ, তোমার পিতার শপথ! (অবশ্য) তোমাকে তা অবহিত করা হচ্ছে যে, অর্থলোভ থাকাকালে সুস্থ অবস্থায় তোমার সদকা করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের আশংকা কর এবং দীর্ঘায়ু কামনা কর। (সদকা প্রদানে) এত বিলম্ব করবে না যে, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যাবে, তখন তুমি বলতে থাকবে, এ পরিমাণ অমুকের জন্য এবং এ পরিমাণ অমুকের জন্য। অথচ তা তো অমুকের জন্য হয়েই আছে।

২২৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ.

২২৫৬. আবু কামিল জাহ্দারী (র)..... ‘উমারা ইব্ন কা’কা (র) থেকে উক্ত সনদের জাবির (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ‘أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ’ এর স্থলে ‘أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ’ বলেছেন।

২৭- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ

২৭. পরিচ্ছেদ : উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম; উপরের হাত হল দানকারীর এবং নিচের হাত হল যাচনাকারীর

২২৫৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ.

২২৫৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বললেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। উপরের হাত হল দানকারী, আর নিচের হাত হল যাচনাকারী।

২২৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

২২৫৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আহমদ ইবন আবদা (র)..... হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অভাবমুক্ততা বজায় রেখে যে দান করা হয়, তাই শ্রেষ্ঠ সদকা অথবা বলেছেন উৎকৃষ্ট সদকা। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। আর যাদের লালন পালন কর, তাদের দিয়ে (দান) শুরু কর।

২২৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَيِّبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

২২৫৯. আবু যাকর ইবন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র)..... হাকীম ইবন হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি আবার তাঁর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আবার আমাকে দান করলেন। আমি আবারও তাঁর নিকট সাওয়াল করলাম। তিনি আবারও আমাকে দান করলেন। এরপর বললেন, এই ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও মধুর। যদি কোন ব্যক্তি সাওয়াল ব্যতিরেকে নির্লোভ অবস্থায় তা গ্রহণ করে, তবে তার জন্য একে বরকতময় করে দেওয়া হয়। আর যদি কোন ব্যক্তি লোভাতুর অন্তরের সাথে তা গ্রহণ করে, তবে এতে তার জন্য বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির মত হয় যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।

২২৬০- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بَنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

২২৬০. নাসর ইবন আলী জাহ্‌যামী, যুহায়র ইবন হারব ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় কর। তা তোমার জন্য উত্তম। আর তুমি যা আটকিয়ে রাখ তা তোমার জন্য মন্দ। প্রয়োজন পরিমাণ রাখার ব্যাপারে তোমাকে অভিযুক্ত করা হবে না। আর যাদের লালন পালনের দায়িত্ব তোমার উপরে তাদের দিয়ে শুরু কর এবং উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

২৮-بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

২৮. পরিচ্ছেদ : সওয়াল করা নিষিদ্ধ হওয়া

২২৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ بَزِيدٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ

يَقُولُ أَيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنْ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

২২৬১. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আমির ইয়াহসাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, 'উমর (রা)-এর সময় প্রচলিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনা করা থেকে তোমরা আত্মসংবরণ কর। কারণ তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লোকদের আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দীনের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দান করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরো শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি (রাষ্ট্রীয় সম্পদের) খাজাঞ্চি মাত্র। সত্ত্বষ্ট চিন্তে আমি যা যাকে দান করি, তা তার জন্য বরকতপূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তিকে সাওয়ালের ও লোভের কারণে দান করি, তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত যে আহ্বার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

২২৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجُ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهِ فَيُبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.

২২৬২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা সাওয়ালে পীড়াপীড়ি করো না। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ যদি আমার কাছে কিছু সাওয়াল করে এবং তার সে সাওয়াল আমার অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে কিছু বের করে নেয়, তবে আমার এ দানে তার জন্য কোন বরকত হবে না।

২২৬৩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

২২৬৩. ইবন আবু 'উমর মাক্কী (র)..... 'আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'সান'আ' অঞ্চলে অবস্থিত ওয়াহব ইবন মুনাবিহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে আখরোট খাওয়ালেন। তারপর তিনি তার ভাই হতে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছি..... আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি..... এরপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২২৬৪- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطَى اللَّهُ.

২২৬৪. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ভাষণ দানকালে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকেই তিনি দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো বন্টনকারী মাত্র, দানকারী আল্লাহ তা'আলা।

২২৬৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يَفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا.

২২৬৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করে এবং দু'এক লোকমা (খাদ্য) অথবা দু'একটি খেজুর পেয়ে ফিরে যায়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বললেন, প্রকৃত মিসকীন সে-ই, যে অতটুকু মালের অধিকারী নয়, যা তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে এবং তার অবস্থাও বুঝা যায় না, যাতে তাকে সদকা প্রদান করা হবে; আর সে লোকের কাছে চায় না।

২২৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاً.

২২৬৬. ইয়াহুয়া ইবন আযুয ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে দু'একটি খেজুর এবং দু'এক লোকমা খাদ্য পেয়ে ফিরে যায়। প্রকৃত মিসকীন সেই দরিদ্র, যে সাওয়াল থেকে বেঁচে থাকে। ইচ্ছা হলে তোমরা (আল্লাহর এ বাণী) পাঠ কর : “যারা লোকের কাছে পীড়াপীড়ি করে সাওয়াল করে না” (সূরা আলে ইমরান)

২২৬৭- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ.

২২৬৭. আবু বাক্র ইবন ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,..... ইসমাইলের হাদীসের অনুরূপ।

২২৬৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَرْعَةً.

২২৬৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ ভিক্ষা বৃত্তি করে, সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার মুখমন্ডলে গোশতের এক টুকরাও থাকবে না।

আমরুন নাকিদ (র).....মা'মার (র) যুহরীর ভাই-এর সূত্রে এ সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মَرْعَةٌ (টুকরা) কথাটি উল্লেখ করেন নি।

২২৬৯- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ.

২২৬৯. আবু হাতির (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন সে এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে গোশতের এক টুকরাও থাকবে না।

২২৭০- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَأَصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

২২৭০. আবু কুরায়ব ও ওয়াসিল ইবন আবদুল আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্য লোকের কাছে মাল ভিক্ষা করে, সে যেন আগুনের অঙ্গার ভিক্ষা করল। চাই সে তা কম করুক বা বেশি করুক।

২২৭১- حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ.

২২৭১. হান্নাদ ইব্ন সারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের যে কেউ ভোরবেলা বের হয়ে কাঠের বোঝা পিঠে বয়ে আনে এবং তা থেকে সদকা করে ও লোকের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে মুক্ত থাকে, সে ঐ ব্যক্তি থেকে অনেক ভাল, যে কারো কাছে সাওয়াল করে, যে তাকে দিতেও পারে, নাও পারে। উপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম। যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে, তাদের দিয়ে (সদকা) শুরু কর।

২২৭২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانَ.

২২৭২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম, তোমাদের যে কেউ ভোরবেলা বের হয়ে পিঠে করে কাঠের বোঝা বহন করে এনে তা বিক্রি করে..... পরবর্তী অংশ রাবী বায়ানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২২৭৩- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعَهُ.

২২৭৩. আবুত তাহির ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ কাঠের একটি আঁটি বেঁধে তা পিঠে বয়ে এনে বিক্রি করলে সেটা এর থেকে অনেক ভাল যে, যে কারও কাছে সাওয়াল করবে, যে হয়তো তাকে দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

২২৭৪- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَى وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ لَا تَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةِ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا تَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا تَبَايِعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَامَ تَبَايِعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَاةِ الْخَمِيسِ وَتُطِيعُوا (وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً)

وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ آيَاهُ.

২২৭৪. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী ও সালামা ইবন শাবীব (র)..... আউফ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নয় বা আট কিংবা সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? অথচ আমরা কিছুদিন আগে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম। তাই আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো বায়'আত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে কি? তখন আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি। এখন আবার কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন, (এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করবে যে,) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। আল্লাহর আনুগত্য করবে। তারপর তিনি ফিসফিস করে একটি কথা বললেন, মানুষের নিকট কোন কিছু সাওয়াল করবে না। আমি দেখেছি, এই কাফেলার কারো পশু পৃষ্ঠ হতে চাবুক পড়ে গেলেও সে কাউকে তা উঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাত না।

২৭-بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

২৯. পরিচ্ছেদ : যার জন্য সাওয়াল করা হালাল

২২৭৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هُرُونَ بْنِ رِيَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَاقَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيصَةُ سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا.

২২৭৫. ইয়াইয়া ইবন ইয়াহয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... কাবীসা ইবন মুখারিক আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যের দায়ভার বহন করতে গিয়ে ঋণী হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাঁর কাছে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নিকট সদকার সামগ্রী

আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দিতে বলে দিব। তারপর তিনি বললেন, হে কাবীসা! তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য সাওয়াল করা বৈধ নয় : ১. ঐ ব্যক্তি, যে কারও দায়ভার বহন করে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, তার ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সাওয়াল করা, তারপর সে বিরত থাকবে; ২. ঐ ব্যক্তি, বিপর্যয় যার ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে, তার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় না পাওয়া পর্যন্ত; ৩. আর যে ব্যক্তি ক্ষুধাক্লিষ্ট এবং তার গোত্রের তিনজন লোক তার সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষুধাক্লিষ্ট, তার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় না পাওয়া পর্যন্ত সাওয়াল করা বৈধ। হে কাবীসা! এ তিনজন ছাড়া যে ভিক্ষা করে খায়, সে হারাম খায়।

৩-৩. بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا تَطْلُعِ

৩০. পরিচ্ছেদ : সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত দান গ্রহণ বৈধ

২২৭৬- وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِنِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

২২৭৬. হারুন ইবন মা'রুফ ও হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... 'উমর উবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু দান করতে চাইতেন আর আমি বলতাম, আমার চাইতে যারা বেশি দরিদ্র তাদের দান করুন। অবশেষে একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার চাইতে বেশি দারিদ্রকে তা দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এটি গ্রহণ কর। সাওয়াল ও লালসা ছাড়া যে মাল তোমার নিকট আসে, তুমি তা গ্রহণ কর। আর যে সম্পদ এভাবে আসে না, তুমি তার পেছনে লেগো না।

২২৭৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

২২৭৭. আবু তাহির (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে কিছু দান করলেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার চেয়ে যে অধিক মুখাপেক্ষী, এটি তাকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি এটি গ্রহণ কর ও সঞ্চয় কর কিংবা দান কর। সাওয়াল ও লালসা ব্যতীত যে মাল তোমার কাছে আসে, তুমি তা গ্রহণ কর। আর যে মাল এভাবে আসে না, তুমি তার পেছনে লেগো না। সালিম (র) বলেন, এ কারণেই ইবন উমর (রা) কারো নিকট কোন কিছু সাওয়াল করতেন না এবং তাঁকে কোন বস্তু (উপঢৌকন) দেয়া হলে তা ফিরিয়েও দিতেন না।

২২৭৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২২৭৮. আবু তাহির (র)..... 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৭৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَمَلْنِي فَمِثْلُ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ .

২২৭৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন সাঈদী মালিকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের সদকা উসূলকারী নিযুক্ত করেন। যখন আমি কাজ সমাধা করে সদকার মালামাল তাঁর নিকট সমর্পণ করলাম, তখন তিনি আমাকে আমার পারিশ্রমিক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি তো আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করেছি। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকটই আছে। তিনি বলেন, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা তুমি গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় আমি উসূলকারীরূপে কাজ করেছি। তিনি আমাকে উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন। আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, যদি সাওয়াল ছাড়া তোমাকে কিছু দেওয়া হয়, তবে তা খাও এবং সদকা কর।

২২৮০- وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

২২৮০. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... ইবন সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বললেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে সদকা উসূলকারী নিযুক্ত করেছিলেন।

২১-بَابُ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا

৩১. পরিচ্ছেদ : পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ করা অপছন্দনীয়

২২৮১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ قَلْبُ السَّيِّخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ.

২২৮১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, বৃদ্ধ মানুষের হৃদয় দুটি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে অন্ত্যন্ত তরুণ : ১. জীবনের মোহ ও ২. ধন-সম্পদের মোহ।

২২৮২- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طَوْلُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ.

২২৮২. আবুত তাহির ও হারমালা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বৃদ্ধ লোকের হৃদয় দুটি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে যুবক (তা হলো) : ১. দীর্ঘায়ু ও ২. প্রাচুর্যের লোভ।

২২৮৩- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ.

২২৮৩. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, সাঈদ ইবন মানসূর ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং তার দুটি জিনিস যুবক হয় : ১. প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা ও ২. দীর্ঘায়ু কামনা।

২২৮৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

২২৮৪. আবু গাস্‌সান মিসমাইঈ ও মুহাম্মদ ইনবুল মুসান্না (র)..... আনাস (রা)-এর সূত্রে আল্লাহর নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৮৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

২২৮৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

২২৮৬. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, সাঈদ ইবন মানসূর ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা ভরা সম্পদ থাকে, তবে সে তৃতীয় উপত্যকা কামনা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না। (কিন্তু) যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

২২৮৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَلَا أَدْرِي أَمْ شَيْءٌ أَنْزَلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

২২৮৭. ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি (আনাস) বলেন, আমি জানি না, এটা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ, হয়েছিল না তিনি নিজের পক্ষ থেকেই এ কথা বলেছিলেন। তারপর তিনি আবু 'আওয়ানার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৮৮- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ.

২২৮৮. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আদম সন্তানের স্বর্ণের একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে অনুরূপ আরেকটি উপত্যকা কামনা করবে। মাটি ব্যতীত কিছুই মানুষের মুখ পূর্ণ করতে পারবে না। যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

২২৮৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لابْنَ آدَمَ مِلًّا وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ.

২২৮৯. যুহায়র ইবন হারব ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, যদি আদম সন্তানের ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে অনুরূপ অপর একটি উপত্যকা কামনা করবে। মানুষের কামনাকে মাটি ব্যতীত অন্যকিছু পূর্ণ করতে

পারবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা কুরআনের বাণী কিনা আমি জানি না। যুহায়রের অপর বর্ণনায় “ইহা কুরআনের বাণী কিনা আমি জানি না” এ কথাটির উল্লেখ রয়েছে। তবে তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

২২৯- حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدْخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةَ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَأَوْهُمْ فَاتْلُوهُ وَلَا يَطْوَلَنَّ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُسَبِّحُهَا فِي الطُّوْلِ وَالشَّدَّةِ بَبْرَاءَةٍ فَأَنْسَيْتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَأَدِيَانٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَأَدِيًّا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُسَبِّحُهَا بِأَحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأَنْسَيْتُهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ" فَتَكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২২৯০. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আর মুসা আশ'আরী (রা) বসরাবাসী ক্বারীগণকে ডেকে পাঠালেন। সুতরাং তার কাছে এমন তিনশ লোক উপস্থিত হলেন, যারা কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা বসরা শহরের সম্ভ্রান্ত লোক এবং আল-কুরআনের ক্বারী, আপনারা আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুন। বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে আপনাদের মন যেন কঠিন না হয়ে যায়, যেমন পূর্বকার লোকদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটি সূরা পাঠ করতাম যা দৈর্ঘ্য ও কাঠিন্যের দিক থেকে সূরা (বারা'আত) তাওবার অনুরূপ। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে তার থেকে এ কথাটি আমার স্মরণ আছে “যদি আদম সন্তানের জন্য দুই মাঠ পরিপূর্ণ ধন-দৌলত হয়, তবে সে তৃতীয় মাঠ অবশ্যই খুঁজে বেড়াবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট পূর্ণ করতে পারবে না।” আমরা অন্য একটি সূরাও পাঠ করতাম, যা কোন একটি মুসাববিহাত^১-এর সম পরিমাণ। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তা থেকে আমার এতটুকু স্মরণ আছে : “হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল? বললে তা সাক্ষ্য স্বরূপ তোমাদের গর্দানে লিখে দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।”

২২- بَابُ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ

৩২. পরিচ্ছেদ : অল্পে তুষ্টির ফযীলত

২২৯১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

১. যে সকল সূরার শুরুতে يَسْبَحُ বা سَبَّحَ আছে।

২২৯১. যুহায়র ইব্ন ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অধিক ধন-সম্পদে ঐশ্বর্য নেই। অন্তরের অভাব মুক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্য।

৩৩-بابُ التَّحْذِيرِ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْسُطُ مِنْهَا.

৩৩. পরিচ্ছেদ : পার্থিব জাঁকজমক ও প্রাচুর্যে প্রতারিত হওয়া সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

২২৯২-وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْرٌ هُوَ إِنْ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أَمْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ ثَلُطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الذِّى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

২২৯২. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাদের জন্য আশংকা করি কেবল সেই পার্থিব ধনৈশ্বর্যের, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উদ্গত করে দিবেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ (একথা শুনে) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি কি বলেছিলে? লোকটি বলল, আমি বলেছিলাম, কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কল্যাণ কেবল কল্যাণই আনয়ন করে। যেমন, বসন্তকাল যা (তৃণলতা) উদ্গত করে তা জীবজন্তুকে পেট ফুলিয়ে মারে বা মরার নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এবং খেয়ে উদরপূর্তি করে, তারপর সূর্যের আলোকে থাকে, পেশাব ও পায়খানা করে এবং জাবর কাটে, এরপর আবার ফিরে আসে এবং খায়। অতএব যে ব্যক্তি ন্যায্যভাবে মাল উপার্জন করে তার জন্য মাল বরকতপূর্ণ করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মাল উপার্জন করে, সে ঐ লোকের মত যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

২২৯৩- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَرَكَاتُ

WEB: <http://www.hadithbd.com>

সব বিষয়ের আংশকা করি, এর মধ্যে প্রধানতম বিষয় হচ্ছে পার্থিব জাঁকজমক ও এর চাকচিক্য। তখন এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি অকল্যাণ আনতে পারে? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। তাকে বলা হল, তোমার কী ব্যাপার, তুমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলছ আর তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। তারপর তিনি স্বাভাবিক হয়ে নিজের ঘাম মুছে ফেলে বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? মনে হল, তিনি তার প্রশ্ন পছন্দ করেছেন। এরপর তিনি বললেন, কল্যাণ কখনো অকল্যাণ আনে না। অবশ্য বসন্তকাল যা কিছু উদ্গত করে (ভক্ষণকারী) পশুকে পেট ফুলিয়ে মেরে ফেলে বা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা খায় এমনকি যখন তার উভয় কোঁক পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করে, এরপর সে মলত্যাগ ও পেশাব করে এবং পুনরায় চরতে যায়। মনে রাখবে, এ ধন-সম্পদ সবুজ শ্যামল ও মধুর। এ সম্পদ ঐ মুসলমানের উত্তম সঙ্গী যে এ থেকে মিসকীন, ইয়াতীম ও মুসাফিরদেরকে দান করে। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শব্দ বলেছেন। আর যে ব্যক্তি এ সম্পদ অবৈধভাবে উপার্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির মত যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন এ সম্পদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

২৪-بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحِثِّ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ.

৩৪. পরিচ্ছেদ : ভিক্ষা থেকে বিরত থাকা, ধৈর্যধারণ ও অল্পে তুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহ দান

২২৯৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

২২৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কয়েকজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাওয়াল করলে তিনি তখন তাদের কিছু দান করলেন। আবার তারা সাওয়াল করলে তিনি তাদেরকে আবার দান করলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি বললেন, আমার নিকট আরও মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদের না দিয়ে মওজুদ রাখব না। যে ব্যক্তি ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে ভিক্ষা থেকে পবিত্র রাখেন এবং যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষী করেন না এবং যে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর সম্পদ কাউকে দান করা হয়নি।

২২৯৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২২৯৬. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র)-এর সূত্রে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَّحْبِيلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ.

২২৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বালেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে প্রয়োজনমাপিক জীবিকা প্রদান করা হল এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকল, সেই সফলকাম হল।

২২৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.

২২৯৮. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও যুহায়র ইবন হারব (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বালেন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ -এর পরিবার-পরিজনকে জীবন ধারণ করা যায় এ পরিমাণ রিয়ক দান করুন।

৩৫- بَابُ اعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَنْ يَخَافُ عَلَى إِيْمَانِهِ أَنْ لَمْ يُعْطَ وَاحْتِمَالِ مَنْ سَأَلَ بِجَفَاءٍ لِجَهْلِهِ وَبَيَانِ الْخَوَارِجِ وَأَحْكَامِهِمْ.

৩৫. পরিচ্ছেদ : ইসলামের প্রতি কাকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য, তাকে এবং ঐ ব্যক্তি, যাকে দান না করলে ঈমান থেকে ফিরে যাবার আশংকা রয়েছে, তাদের দান করা এবং মূর্খতার কারণে কঠোরতার সাথে সাওয়াল করলে তা সহ্য করা আর খারিজীদের বর্ণনা ও তাদের বিধান

২২৯৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرِ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَيْرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يَبْخُلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ.

২২৯৯. ‘উসমান ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হানযালী (রা)..... ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বিশেষ ক্ষেত্রে বন্টন করলেন। তখন আমি

বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের ছাড়া অন্যেরা এর অধিক হকদার ছিল। তিনি বললেন, এরা আমাকে দু'টি কাজের একটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছে। এরা হয় অভদ্রভাবে আমার কাছে সাওয়াল করবে অথবা আমার প্রতি কৃপণতার অভিযোগ আনবে। অথচ আমি কৃপণ হতে রাজী নই।

২৩০০- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِي غُلِيطُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرَلِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِعَطَاءٍ.

২৩০০. আমরুন নাকিদ ও ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন নাজরানে তৈরি মোটা পাড়বিশিষ্ট একটি চাদর তাঁর গায়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর ধরে সে এমন জোরে টান দিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ গর্দানের উপরিভাগে তাকিয়ে দেখলাম শক্ত টানের কারণে তাঁর গর্দানের উপর চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ প্রদত্ত যে মাল তোমার নিকট মওজুদ আছে, এর থেকে আমাকে কিছু দেয়ার জন্য আদেশ কর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং হেসে দিলেন। এরপর তাকে দান করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

২৩.১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيِّ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ فَجَازَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২৩০১. যুহায়র ইবন হারব ও সালামা ইবন শাবীব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরিমা ইবন আম্মারের হাদীসে অতিরিক্ত আছে যে, বেদুঈন লোকটি চাদর ধরে তাঁর দিকে নবী ﷺ-কে এমনভাবে টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকের উপর পড়ে গেলেন। আর হাম্মামের বর্ণনায় আছে যে, সে তাঁর সঙ্গে এমনভাবে টানাটানি করল যে, চাদরটি ছিঁড়ে একপার্শ্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘাড়ের উপর আটকে রইল।

২৩.২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَّةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ أُدْخِلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

২৩০২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি 'কাবা' বিতরণ করলেন এবং মাখরামা (রা)-কে কিছু দিলেন না। তখন মাখরামা (রা) বললেন, হে বৎস! তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তারপর তিনি বললেন, তুমি যাও এবং তাঁকে আমার কাছে ডাক। তিনি বলেন, আমি তার কাছে তাঁকে ডাকলাম। তিনি বের হয়ে তার নিকট এলেন। এ সময় ঐগুলোর একটি 'কাবা' তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি বললেন, এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপর তিনি মাখরামা (রা)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাখরামা খুশি হয়েছে।

২৩.৩- حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَّةً فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ.

২৩০৩. আবুল খাত্তাব যিয়াদ ইবন ইয়াহুয়া হাস্সানী (র)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কয়েকটি 'কাবা' আসল। তখন আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, তুমি আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল, হয়তো এর থেকে তিনি আমাকেও কিছু দিবেন। তারপর আমার পিতা (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) গৃহ দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আওয়ায চিনে ফেললেন এবং বেরিয়ে এলেন, এ সময় তাঁর সাথে একটি 'কাবা' ছিল। তিনি মাখরামাকে 'কাবা'র সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে বললেন, এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম।

২৩.৪- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مَالِكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللَّهُ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللَّهُ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، وَفِي حَدِيثِ الْحُلَوَانِيِّ تَكَرَّرَ الْقَوْلُ مَرَّتَيْنِ.

২৩০৪. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী এবং আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে (কিছু মাল) দান করলেন। আমি ও তাদের মাঝে বসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থেকে এক ব্যক্তিকে এড়িয়ে গেলেন, তাকে দিলেন না। অথচ এ লোকটি এদের তুলনায় আমার কাছে অধিক যোগ্য ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে গোপনে বললাম, অমুক লোকটির ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে একজন মু'মিন বলে ধারণা করি। তিনি বলেন, বরং মুসলিম।^১ এরপর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। ফলে পুনরায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুকের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে অবশ্যই একজন মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম। পুনরায় আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুকের ব্যাপারে আপনার কি খেয়াল? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাকে অবশ্যই একজন মু'মিন বলে মনে করি। তিনি বললেন, বরং মুসলিম। তার পরে নবী ﷺ বললেন, আমি কোন একজনকে কিছু দান করি অথচ অন্যজন তার চাইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়, এই আশংকায় যে, অধোমুখী হয়ে সে জাহান্নামে পতিত হতে পারে। হুলওয়ানীর হাদীসে কথাটি তিনবারের স্থলে দু'বার বর্ণিত আছে।

২৩.৫- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

২৩০৫. ইব্ন আবু উমর, যুহায়র ইব্ন হারব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে সালিহ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মর্মে বর্ণনা করেছেন।

২৩.৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১. যেহেতু ঈমান মানুষের অন্তরের ব্যাপার, অন্যের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। কাজেই দৃঢ়তার সাথে কাউকে মু'মিন বলতে নবী ﷺ বারণ করে 'মুসলিম' শব্দে উল্লেখ করার উপদেশ দেন। কেননা ইসলাম অর্থাৎ বাহ্যিক আনুগত্য সাধারণত জানা সম্ভবপর।

يَعْنِي حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي ثُمَّ وَكْتَفِي ثُمَّ قَالَ أَقْتَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ.

২৩০৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে এও বর্ণিত আছে যে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আমার ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানে মারলেন এবং বললেন, হে সা'দ! তুমি কি আমার সাথে লড়াই করতে চাইছ? আমি অবশ্যই কোন ব্যক্তিকে দান করি.....।

২৩.৭- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ آفَاءِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ مَا آفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحَدَّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ فَقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا ذَوُورَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَسٌ مِمَّا حَدِيثُهُ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُعْطِي رَجُلًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَمَّا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَهُ شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا سَنَصْبِرُ.

২৩০৭. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া তুজীবী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েন যুদ্ধের দিন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হাওয়াযিন গোত্রের যে সম্পদ দান করলেন তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়শদের কিছু লোককে একশত করে উট দান করলেন। আনসারগণ বলতে লাগলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরায়শদের দিচ্ছেন, আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের রক্ত ঝরছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তাদের এ কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বর্ণনা করা হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের চামড়ার একটি তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন। তারা সকলে সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট আসলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কথাটি কি, যা তোমাদের থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে? তখন প্রজ্ঞাবান আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জ্ঞানী লোকেরা কিছুই বলেনি, অবশ্য আমাদের মধ্যে কিছু অল্পবয়সের লোক বলেছে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরায়শদের দান করছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন। অথচ

তাদের রক্ত এখনো আমাদের তরবারি থেকে ঝরছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা সবেমাত্র কুফরী বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন কতিপয় ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আমি দান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ধন-দৌলত নিয়ে যাবে আর তোমরা আপন গৃহে প্রস্থান করবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে? আল্লাহর কসম! তোমরা যা নিয়ে প্রত্যাভর্তন করবে তা উত্তম এ জিনিস থেকে যা নিয়ে তারা প্রত্যাভর্তন করছে। তারপর আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা এতে সন্তুষ্ট আছি। এরপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার পেতে দেখবে। এমতাবস্থায় তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করবে। আমি অবশ্য হাউয়ে কাওসারের পাশে থাকব (সেখানে তোমরা আমাকে পাবে)।

২৩.৮-وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَالَ فَمَا أَنَا أَنَسٌ حَدِيثُهُ أَسنَانُهُمْ.

২৩০৮. হাসান আল-হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের যে ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে (ফায় হিসেবে) দিয়েছেন,এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, আনাস (রা) বললেন, আমরা ধৈর্যধারণ করতে পারি নি, কারণ আমাদের মধ্যে অল্প বয়সী রয়েছে।

২৩.৯-وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ قَالُوا نَصْبِرُ كَرِوَايَةٍ يُؤْنَسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

২৩০৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আনাস (রা) বলেছেন যে, তারা বললেন, “আমরা ধৈর্যধারণ করব।” যেমন যুহরী থেকে ইউনুসের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে।

২৩১.- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَأَنْتِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

২৩১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে অন্য গোত্রের কেউ আছে কি? তারা বললেন, নেই; তবে আমাদের ভগ্নিপুত্রগণ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ভগ্নিপুত্রগণ কাওমেরই অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, কুরায়শ লোকেরা সবেমাত্র জাহেলী যুগ বর্জন করেছে এবং সদ্য বিপদমুক্ত হয়েছে। অতএব আমার ইচ্ছা, আমি তাদের ক্ষতির প্রতিদান দিব এবং তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করব। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে? যদি সমস্ত মানুষ এক প্রান্তরে চলতে থাকে আর আনসারগণ চলে অন্য একটি ঘাঁটি দিয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের ঘাঁটিতে তাদের সাথে চলব।

২৩১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمُ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْإِنْصَارُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنْ سَيُوفِنَا تَقَطَّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنْ غَنَائِمَنَا تَرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ قَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْإِنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكَتِ وَادِي الْإِنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْإِنْصَارِ.

২৩১১. মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল কুরায়শদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এতে আনসারগণ বলতে লাগলেন যে, এ কি আশ্চর্য! আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত ঝরছে আর আমাদের গনীমত তাদের দেওয়া হচ্ছে! এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদেরকে একত্র করলেন এবং বললেন, কী তা, যা তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট পৌঁছেছে? তারা বললেন, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে তা ঠিকই আনসাররা মিথ্যা কথা বলতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সঙ্গে নিয়ে? যদি লোকজন কোন প্রান্তর বা ঘাঁটি দিয়ে চলে আর আনসারগণ চলে অন্য প্রান্তর বা ঘাঁটি দিয়ে, তবে অবশ্যই আমি আনসারদের প্রান্তর বা ঘাঁটিতেই চলব।

২৩১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُرَيْرَةَ بْنِ عُرَيْرَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ الْحَرْفُ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذُرَارِيهِمْ وَنَعْمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطَّلُقَاءُ فَادْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءً يَنْ لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْإِنْصَارِ فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْإِنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَبَشِّرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْطُّلُقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشَّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرِنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ بَلْغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بِيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ قَالَ هِشَامُ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهِدُ ذَلِكَ قَالَ وَآيِنَ أَغِيبُ عَنْهُ.

২৩১২. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদের সন্তান-সন্ততি এবং পশুপাল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হল। নবী ﷺ-এর সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য ছিল এবং তাঁর সঙ্গে আরো ছিল ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসী। যুদ্ধ আরম্ভ হলে তারা সবাই পালিয়ে গেল, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকী রয়ে গেলেন। এ সময় তিনি উচ্চস্বরে দু'বার ডাক দিলেন। এ দু'য়ের মধ্যে কথা মিশ্রিত ছিল না। আনাস (রা) বলেন যে, তিনি ডানদিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, লাক্ষায়ক! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আনাস (রা) বলেন, তারপর তিনি বামদিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁরা বললেন, লাক্ষায়ক! ইয়া রাসূলুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর ছিলেন। এরপর তিনি নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অবশেষে মুশরিকরা পরাজিত হল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেন তাদের থেকে বহু গনীমতের মাল। তিনি ঐগুলো মুহাজির এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে আনসারগণ বলতে লাগল, বিপদকালে আমাদের ডাকা হয়, আর গনীমত আমাদের ছাড়া অন্যদেরকে দেওয়া হয়। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি তাদের একটি তাঁবুতে সমবেত করলেন এবং বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! এ-কি কথা তোমাদের পক্ষ হতে আমার নিকট পৌঁছেছে? তারা নীরব রইলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে নিয়ে ফিরে যাবে এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে? তারা বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে আমরা সন্তুষ্ট আছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি লোকেরা একটি প্রান্তরে চলে আর আনসারগণ চলে অন্য একটি ঘাঁটিতে, তাহলে আমি আনসারদের ঘাঁটিই অবলম্বন করব। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবু হামযা (আনাস)! আপনি কি এ সময় উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ছেড়ে কোথায় যেতে পারি?

২৩১৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي السَّمِيطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ

صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النُّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بِشَرِّ كَثِيرٍ قَدْ بَلَّغْنَا سِتَّةَ
الْأَفِّ وَعَلَى مُجَنَّبَةٍ خَيْلُنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ فَجَعَلْتُ خَيْلُنَا تَلَوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ
انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا الْمُهَاجِرِينَ
يَا الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ يَا الْأَنْصَارِ يَا الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ هَذَا حَدِيثٌ عَمِيَّةٌ قَالَ قُلْنَا لَبَّيْكَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَايُمُ اللَّهُ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ
فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَصَرْنَا هُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ
فَنَزَلْنَا قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ
حَدِيثِ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ وَهَشَامِ بْنِ زَيْدٍ.

২৩১৩. ‘উবায়দুল্লাহ ইবন মু‘আয, হামিদ ইবন ‘উমর ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ‘লা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয় করলাম। তারপর হুনায়েনের যুদ্ধে অগ্রসর হলাম। এ সময় মুশরিকরা সুশৃংখল ও সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হল। প্রথম কাতারে ছিল তাদের অশ্বরোহী দল, তারপর পদাতিক বাহিনীর কাতার, তারপর মহিলাদের কাতার, তারপর বকরীর কাতার, তারপর উটের কাতার। আনাস (রা) বলেন, আমরা ছিলাম সংখ্যায় অনেক। আমরা ছয় হাজারে উপনীত হয়েছিলাম।^১ আমাদের ডান দিকের অশ্বরোহী দলের সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)। এক সময় আমাদের ঘোড়াগুলো পশ্চাৎপদ হতে লাগল এবং আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ময়দান ছেড়ে গেল। আর বেদুঈন লোকেরা এবং আমাদের কিছু জানা লোকও পালাল। আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হে মুহাজির সম্প্রদায়! আবার বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়! রাবী বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, হাদীসের পরবর্তী অংশ আমার চাচাদের কাছ থেকে বর্ণিত। আমরা বললাম, লাভবায়ক! ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের স্থানে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের পরাজিত করে দিলেন। আমরা তাদের সকল সম্পদ হস্তগত করলাম। তারপর আমরা তায়েফের দিকে চললাম এবং তায়েফবাসীদের চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলাম। তারপর আমরা মক্কার দিকে ফিরে এলাম এবং সেখানে অবতরণ করলাম। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় লোককে একশ করে উট দিতে লাগলেন। হাদীসের পরবর্তী অংশ কাতাদা, আবু তায়্যাহ ও হিশাম ইবন যায়দ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৩১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ
وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى
عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ :

১. অপর বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ সংখ্যা দশ-বার হাজার বলে উল্লেখিত হয়েছে।

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ - بَيْنَ عِيْنَةٍ وَالْأَقْرَعِ
فَمَا كَانَ بَذْرٌ وَلَا حَابِسٌ - يَفُوْ قَانَ مِرْدَاسٍ فِي الْمَجْمَعِ
وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا - وَمَنْ يُخَفِّضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ
قَالَ فَاتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً.

২৩১৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবু 'উমর আল-মাক্কী (র)..... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব, সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ও আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে একশ' করে উট প্রদান করলেন। আব্বাস ইব্ন মিরদাস (রা)-কে ঐ পরিমাণ সংখ্যা থেকে কিছু কম দিলেন। তখন আব্বাস ইব্ন মিরদাস (রা) বললেন :

আপনি আমার ও আমার ঘোড়ার অংশকে বণ্টন করছেন, - উয়ায়না এবং আকরার মাঝে।

অথচ উয়ায়না ও আকরা কোন সমাবেশে - মিরদাস হতে অগ্রণী হতে পারেনি।

আমি তাদের চেয়ে কম বাহাদুর নই, - আজকে যাকে নিচে রাখা হবে

তাকে উপরে ওঠানো হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকেও একশ উট পূর্ণ করে দিলেন।

২৩১৫- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عِيْنَةٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَسَاقَ
الْحَدِيثِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ مِائَةً.

২৩১৫. আহমাদ ইব্ন আবদা আদ-দাক্বী (র)..... উমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন মাসরুক (র) সূত্রে এ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করলেন এবং আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা)-কে একশ' উট প্রদান করলেন। তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে একথাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলকামা ইব্ন উলাসা (রা)-কে একশ' উট প্রদান করলেন।

২৩১৬- وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَلَا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ
الشَّعْرَ فِي حَدِيثِهِ.

২৩১৬. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র)..... উমর ইব্ন সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার হাদীসে আলকামা ইব্ন উলাসা ও সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যার কথা উল্লেখ করেননি এবং তার হাদীসে কবিতারও উল্লেখ নেই।

২৩১৭- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ
عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْطَى

الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ فَبَلَّغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِيْ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِيْ وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِيْ وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِنْ فَقَالَ أَلَا تُجِيبُونِيْ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمِنْ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذًا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذًا وَكَذَا لِأَشْيَاءَ عَدَدُهَا زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَقَالَ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْأَبْلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رِحَالِكُمُ الْأَنْصَارِ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ.

২৩১৭. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েন বিজয় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করলেন এবং আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশে নওমুসলিমদের তা থেকে দিলেন। পরে তাঁর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, আনসারদের পসন্দ এই যে, তাদেরও অন্যান্য লোকদের সমান দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং আনসারদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের পথহারা পাইনি? পরে আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত করেছেন। আমি কি তোমাদের নিঃস্ব পাইনি? তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদের বিত্তশালী করেছেন। আমি কি তোমাদের বিচ্ছিন্ন পাইনি? তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের সংহত করেছেন। আনসারগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ অনুগ্রহশীল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি আমার কথার উত্তর দিবে না? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অনুগ্রহশীল। তিনি বললেন, তোমরা চাইলে একরূপ একরূপ বলতে পার এবং বিষয়টা সে রকমই ছিল। তিনি কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করলেন। (বর্ণনাকারী) আমর (রা) বলেন যে, তিনি তা স্মরণ রাখতে পারেননি। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমরা কি খুশি হবে না যে, লোকেরা বকরী এবং উট নিয়ে (ফিরে) যাবে আর তোমরা তোমাদের গৃহে যাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিয়ে? আনসারগণ আমার অন্তর্ভাসস্বরূপ আর অন্যান্যরা আমার বহির্ভাসস্বরূপ। যদি হিজরত না হত তবে অবশ্যই আমি আনসারদেরই একজন হতাম। যদি লোকেরা এক প্রান্তরে বা এক ঘাঁটিতে চলে। তবে আমি অবশ্যই আনসারদের প্রান্তর ও ঘাঁটি দিয়েই পথ চলব। তোমরা আমার পর একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে দেখবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে—হাউয়ে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত।

২৩১৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَثَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْأَبْلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنْاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنْ هَذِهِ

لَقِسْمَةٍ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهَ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَاخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصَّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُؤْذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا.

২৩১৮. যুহায়র ইব্ন হারব, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েনের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বন্টনে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে একশ উট দিলেন। উয়ায়না (রা)-কেও অনুরূপ দিলেন। আরবের শীর্ষ স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিকেও গনীমতের মাল দিলেন। বন্টনে তাদের সেদিন অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! এ বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, এ সংবাদ অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিব। তারপর আমি তাঁর নিকট এসে সে যা বলেছিল, তা বলে দিলাম। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়বিচার করেন নি, তবে ন্যায়বিচার আর কেই বা করবে? তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। রাবী বলেন, আমি মনে মনে স্থির করলাম, ভবিষ্যতে এ ধরনের সংবাদ কখনো আমি তাঁর নিকট আর পৌঁছাব না।

২৩১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَأَحْمَرَ وَجْهَهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُؤْذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

২৩১৯. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এ বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। রাবী বলেন, তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে চুপিচুপি তাঁকে এ কথা বললাম। এতে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, যদি আমি তাঁর নিকট (এ কথা) না বলতাম! বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি বললেন, হযরত মুসা (আ)-কে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

২৩২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبٍ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عُدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ

يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ لَقَدْ خَبِثُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلْ هَذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩২০. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় জি-রানাতে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। এ সময় বিলাল (রা)-এর কাপড়ের মধ্যে কিছু রৌপ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে নিয়ে নিয়ে লোকদের দান করতে লাগলেন। তখন লোকটি বলল, হে মুহাম্মদ! ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি যদি ন্যায় না করি, তবে কে ন্যায় করবে? যদি আমি ন্যায় না করি তবে তো আমি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে কতল করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর পানাহ, এতে লোকেরা রটাবে যে, আমি আমার সঙ্গীদের হত্যা করছি। এ ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীরা তো কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা কুরআন থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

২৩২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ.

২৩২১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গণীমতের সম্পদ বন্টন করছিলেন। উক্ত হাদীস শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

২৩২২- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تَرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدِ الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَيْعْطَى صَنَادِيدُ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُ الْحَيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَابِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِي الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِنْ

عَصِيَّتُهُ أَيُّ مَنْنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ (يُرُونَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ ضَيْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَنْ أَدْرَكَتْهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

২৩২২. হান্নাদ ইবন সারী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে কিছু মাটি মিশ্রিত স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চারজন লোকের মধ্যে বন্টন করলেন। আকরা ইবন হাবিস হানযালী, উয়ায়না ইবন বাদর ফাযারী, 'আলকামা ইবন উলাসা আমিরী যিনি বনী কিলাবের একজন আর যায়দ আল-খায়র তাঈ যিনি বনী নাবহানের একজন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এতে কুরায়শারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তিনি নজদের সর্দারদের দিচ্ছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্যই তা করেছি। ইতিমধ্যে ঘন দাঁড়ি, ফোলা গাল কোটরাগত চোখ, উচু ললাট এবং মুন্ডিত মস্তক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তবে তাঁর আনুগত্য করবে কে? এ পৃথিবীর অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে বিশ্বাস করেছেন। অথচ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না। রাবী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। তখন উপস্থিত সাহাবীদের একজন তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, [সম্ভবত তিনি খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটির বংশ থেকে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। তারা মূর্তি পূজকদের বাদ দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করবে। তারাই ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। আমি যদি তাদের পাই, তাহলে অবশ্যই আদ সম্প্রদায়ের মত তাদের হত্যা করতাম।

২৩২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحْصَلْ مِنْ تَرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عِيْنَةَ بْنِ بَدْرِ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعِ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاثَةَ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْأَزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ وَيْلَكَ أَوْلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَضْرِبُ عَنْقَهُ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَوْمِرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ

النَّاسِ وَلَا أَشَقُّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِيْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ أَظْنُهُ قَالَ لَنْ أَدْرَكَتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

২৩২৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামান থেকে ‘আলী (র) দাবাগাত করা চামড়ার থলিতে করে কিছু সোনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তখনো স্বর্ণগুলো মাটি থেকে পৃথক করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। উয়ায়না ইবন হিস্ন, আকরা ইবন হাবিস, যায়দ আল-খায়ল, চতুর্থ ব্যক্তি হয়তো আলকামা ইবন উলাসা অথবা আমির ইবন তুফায়ল (রা)। তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, তাদের থেকে আমরাই এ মালের অধিক হক্কার ছিলাম। এ খবর নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না? অথচ যিনি আসমানে আছেন, তাঁর কাছে আমি আমানতদার। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসে। রাবী বলেন, তখন কোটরাগত চোখ, ফোলা গাল, উচু ললাট, ঘন দাঁড়ি, মুন্ডিত মস্তক এবং লুঙ্গি কাঁচানো এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি কি সর্বাধিক যোগ্য নই? রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরে চলে গেল। এ সময় খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না, সম্ভবত সে সালাত আদায় করে। খালিদ (রা) বললেন, অনেক মুসল্লী আছে যারা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মানুষের হৃদয় অনুসন্ধানের এবং পেট বিদীর্ণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকালেন, সে ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তার বংশে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা অনায়াসে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার শিকার ভেদ করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন, যদি আমি তাদের পাই তবে অবশ্যই তাদের সামুদ সম্প্রদায়ের মত হত্যা করব।

২৩২৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاثَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَأْتِي الْجَبْهَةَ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِرٌ وَزَادَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ لَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِيْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيْنًا رَطْبًا وَقَالَ قَالَ عُمَارَةُ حَسِبْتُه قَالَ لَنْ أَدْرَكَتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

২৩২৪. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... উমর ইবন কা'কা (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারীর এ হাদীসের মধ্যে আলকামা ইবন উলাসার কথা রয়েছে কিন্তু আমির ইবন তুফায়লের কথা উল্লেখ নেই। অনুরূপভাবে এ হাদীসের মধ্যে نَاشِرٌ এর স্থলে الْجَبْهَةُ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসে

অতিরিক্ত আছে যে, এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার গদান উড়িয়ে দেব না? তিনি বললেন, না। তারপর লোকটি পিছনের দিকে চলে গেল। অতঃপর খালিদ সাইফুল্লাহ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার গদান উড়িয়ে দেব না! তিনি বললেন, না। এরপর বললেন, অচিরেই তার বংশ থেকে এমন কাওম সৃষ্টি হবে, যারা নম্রভাবে মধুর সুরে আল্লাহর কিতাব পাঠ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন : যদি আমি তাদেরকে পাই তবে সামূদ সম্প্রদায়ের মত অবশ্যই তাদের হত্যা করব।

২৩২৫-وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ كَرَوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِيْضِي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ لَنْ أَدْرَكَتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ.

২৩২৫. ইবন নুমায়র (র)..... উমারা ইবন কা'কা (র) সূত্রে এ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সোনাগুলো যায়দ আল-খায়র, আকরা ইবন হাবিস, উয়ায়না ইবন হিসন ও আলকামা ইবন উলাসা বা আমির ইবন তুফায়ল (রা) এই চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। আবদুল ওয়াহিদের হাদীসের মত এ হাদীসেও نَاشِرُ الْجَبْهَةِ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসে আছে যে, “এর ঔরষ থেকে এমন এক কাওম বের হবে।” তবে এ হাদীসের মধ্যে “যদি আমি তাদেরকে পাই; তবে সামূদ সম্প্রদায়ের হত্যা করার মত আমি তাদেরকে হত্যা করব” কথাটি উল্লেখ নেই।

২৩২৬-وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهَا قَالَ لَا أَدْرِي مِنَ الْحَرُورِيَّةِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلَّقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ.

২৩২৬. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু সালামা ও আতা ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তারা দু'জন আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এসে হারুরিয়া (খারেজী সম্প্রদায়)-দের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সোনাগুলো-কে হারুরিয়াদের আলোচনা করতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হারুরিয়া কারা আমি জানি না, তবে রাসূলুল্লাহ সোনাগুলো-কে বলতে শুনেছি যে, এ উম্মাতের মাঝে, তিনি “এ উম্মাত থেকে ” (এ কথা বলেন নি) এমন কাওম বের হবে তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। তারা

কুরআন পাঠ করবে কিন্তু এ কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। এরপর তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি তার তীর, নাসল, রুসাফ-এর ফুকার (তীরের বিভিন্ন অংশের আরবী নাম) প্রতি তাকিয়ে দেখে যে, এতে রক্ত লেগেছে কিনা?

২৩২৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا آتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولُ أَتُذَنُّ لِي فِيهِ أَضْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيْجِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قُدْزِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالدَّمُ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ أَحْدَى عَضْدِيهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ نَدْرَدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجِدَ فَأَتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي نَعْتُ.

২৩২৭. আবু তাহির, হারমালা ইবন ইয়াহুয়া ও আহমাদ ইবন আবদুর রহমান ফিহরী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি কিছু সম্পদ বন্টন করলেন। এ সময় বনী তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, কে ইনসাফ করবে যদি আমি ইনসাফ না করি! আমি যদি ইনসাফ না করি তবে তো আমি অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার সঙ্গী-সাথীরা তো এমন যে, তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে এবং তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তাদের সিয়ামের তুলনায় নগণ্য মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমন বেরিয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। তখন তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি ধনুকের নাসল পরীক্ষা করে

দেখবে, এতে কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর সে এর রুসাফ পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপর সে এর নাদীহ পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। কিদহকেই নাদী বলা হয়। তারপর সে এর কুযায পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। তীর এত তীব্র গতিতে বেরিয়ে যায় যে, মল বা রক্ত এতে লাগতেই পারে না। এ সম্প্রদায়ের লোকদের পরিচয় এই যে, এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি যার উভয় বাহু হতে একটি বাহু হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায় অথবা এক টুকরা বাড়তি গোশ্বতের ন্যায়। এদের আবির্ভাব তখন হবে যখন লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আলী (রা) এ লোকটিকে খোঁজ করার নির্দেশ দেওয়ার পর তাকে তালাশ করে পাওয়া গেল। এরপর তাকে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার যে নিদর্শন বর্ণনা করেছেন তা তার মধ্যে দেখতে পেলাম।

২৩২৮-وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيَمَاهُمْ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ قَالَ الْغَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضْيِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ.

২৩২৮. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন যারা তাঁর উম্মাতের মাঝেই সৃষ্টি হবে। তারা আবির্ভূত হবে ঐ সময় যখন মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। তাদের নিদর্শন এই যে, তাদের মাথা মুন্ডান থাকবে। তারা সৃষ্টির নিকৃষ্ট বা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক হবে। তাদেরকে দু'দলের এমন দলটি হত্যা করবে যারা সত্যের অধিক নিকটবর্তী। এরপর নবী ﷺ তাদের একটি উপমা বর্ণনা করলেন অথবা বললেন, এক ব্যক্তি লক্ষ্যস্থল নিরূপণ করে তীর নিক্ষেপ করে। এরপর তার ফলা পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র রক্তও সে দেখতে পায় না। এরপর এর নাযীহ পরীক্ষা করে দেখে, এতেও বিন্দুমাত্র রক্ত সে দেখে না। তারপর সে এর ফুক পরীক্ষা করে দেখে কিন্তু এতেও সে বিন্দুমাত্র কোন কিছু দেখতে পায় না। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ (রা) বলেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছ।

২৩২৯-حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهُ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

২৩২৯. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের মতবিরোধের সময় একটি দল বের হবে, তাদেরকে হত্যা করবে দু'দলের এমন দলটি, যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।

২২২- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَيُخْرَجُ مِنْ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْ لَا هُمْ بِالْحَقِّ.

২৩৩০. আবুর রাবী যাহরানী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতে দু'টি দল সৃষ্টি হবে। তখন তাদের থেকে অন্য আরেকটি দল সৃষ্টি হবে। এদলকে দু'দলের ঐ দলই হত্যা করবে যারা হকের অধিক নিকটবর্তী।

২২২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْ لَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

২৩৩১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে, তখন একদল লোক বের হবে। তাদেরকে হত্যা করবে দু'দলের যে দলটি হকের অধিক নিকটবর্তী।

২২২২- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فِرْقَةٍ مَخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ.

২৩৩২. উবায়দুল্লাহ্ কাওয়ারীরী (র)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এক কাওম সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, এক ভীষণ মতবিরোধ চলাকালীন অবস্থায় তারা আবির্ভূত হবে। তাদেরকে দু'দলের যে দলটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী হবে, তারা হত্যা করবে।

৩৬- بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى قَتْلِ الْخَوَارِجِ

৩৬. পরিচ্ছেদ : খারিজীদেরকে হত্যা করতে উৎসাহ দান

২২২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَأْخِرُوا مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৩৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র ও আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আশাজ্জ (র)..... সুওয়ায়দ ইব্ন গাফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেন নি এরূপ কোন কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলার চেয়ে আমার নিকট আকাশ হতে পতিত হওয়া অধিক পসন্দনীয়। যখন আমি এবং তোমরা পরস্পর কোন কথা বলি, তখন মনে রাখবে যে, যুদ্ধে প্রতারণা সাদৃশ্য কৌশল বৈধ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি; তিনি বলেন, শেষ যুগে একদল লোক বের হবে, তাদের বয়স কম হবে এবং জ্ঞানের দিক থেকে তারা হবে মূর্থ। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের ন্যায় উত্তম কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। যখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তখন তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করার মাঝে রয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট প্রতিদান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে।

২৩৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

২৩৩৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবু বাকর মুকাদ্দামী, আবু বাকর ইব্ন নাসি (র)... আ'মাশ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩৩৫- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩৩৫. উসমান ইব্ন আবু শায়বা, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আ'মাশ (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের মধ্যে “তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়”- কথাটি উল্লেখ নেই।

২৩৩৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْيَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَالْأَفْظُ لَهُمَا) قَالَا حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عُلْيَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مَخْذُجُ الْيَدِ أَوْ مُؤَدِّنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ.

২৩৩৬. মুহাম্মদ ইবন আবু বাকর মুকাদামী, কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হাবর (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, এদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন হবে যার হস্তদ্বয় খাটো হবে। তোমরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করলে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর যবানীতে তাদেরকে যারা হত্যা করবে, তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কথা মুহাম্মদ ﷺ থেকে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ, এ কা'বাগৃহের মালিকের শপথ।

২৩৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا.

২৩৩৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... মুহাম্মদ ইবন আবীদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর থেকে আমি যা শুনেছি তাই তোমাদেরকে নিকট বর্ণনা করছি। এরপর তিনি আলী (রা) থেকে হাদীসটি আয্যুবের অনুরূপ মারফু'রূপে বর্ণনা করলেন।

২৩৩৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّنِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَيَّ قِرَائَتِهِمْ بَشْيٌ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَيَّ صَلَاتِهِمْ بَشْيٌ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَيَّ صِيَامِهِمْ بَشْيٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِرُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا تَضَى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَا تَكْلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بَيْضٌ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَآهْلِ الشَّامِ وَتَشْرِكُونَهُ هَذَا لَا يَخْلِفُونَكُمْ فِي ذِرَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرَّحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى إِسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ فَتَزَلَّنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنَزِلًا حَتَّى قَالَ مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا التَّقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمُئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمُ الْقُوا الرِّمَاحَ وَسَلُّوا السُّيُوفَ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْاسِدُواكُمْ كَمَا نَاسَدُواكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُولَانِ فَقَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّمَسُّوْا فِيهِمُ
 الْمُخْدَجَ فَالتَّمَسُّوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَقَامَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ قَالَ آخِرُوهُمْ فَوَجَدُوْهُ مِمَّا يَلِى الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُوْلُهُ قَالَ فَقَامَ
 إِلَيْهِ عَبِيْدَةُ السَّلْمَانِي فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ
 رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ.

২৩৩৮. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যায়দ ইব্ন ওয়াহব জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন, যারা আলী (রা)-এর সাথে খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সফর করেছিলেন। আলী (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার উম্মত থেকে এমন একদল লোক বের হবে যারা কুরআন পাঠ করবে। তোমাদের কিরা'আত তাদের কিরা'আতের সামনে কিছুই নয়। তোমাদের সালাত তাদের সালাতের তুলনায় কিছুই নয় এবং তোমাদের সাওম তাদের সাওমের তুলনায় কিছুই নয়। আরা কুরআন পাঠ করবে আর ভাববে তা তাদের পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে তা তাদের বিপক্ষে। তাদের সালাত তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়; যে সেনাদল কর্তৃক তারা আক্রান্ত হবে তাদের সম্পর্কে নবী ﷺ-এর মুখে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তা যদি সৈন্যগণ জানত তবে অবশ্যই তারা আমল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকত। তাদের নির্দেশন এই যে, তাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি হবে যার বাহুর সঙ্গে হাত থাকবে না। তা হবে স্তনের বোঁটার ন্যায়, যার উপরে থাকবে সাদা কতগুলো পশম। (আলী রা) বলেন, তোমরা মু'আবিয়া (রা) ও সিরিয়াবাসীদের দিকে অগ্রসর হচ্ছ এবং তাদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছ অথচ তারা তোমাদের পেছনে তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কষ্ট দিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আশংকা করি তারাই ঐ কাওম যারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটাবে এবং মানুষের পশুগুলো লুণ্ঠন করবে। অতএব তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চল। সালামা ইব্ন কুহায়ল (রা) বলেন, এরপর যায়দ ইব্ন ওয়াহব (র) আমার নিকট সৈন্যদের বিভিন্ন মনযিলে অবতরণের কথা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, যেতে যেতে আমরা একটি পুল অতিক্রম করলাম। এরপর আমরা তাদের সাক্ষাত পেলাম। সেদিন খারেজীদের সেনাপতি ছিল আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব রাসিবী। সে তাদেরকে নির্দেশ দিল, তোমরা বর্ষা রেখে দাও এবং তরবারি খাপমুক্ত কর। আমি আশংকা করছি, তারা তোমাদের প্রতি হামলা করবে যেমন হারুরার দিন হামলা করেছিল। এরপর তারা ফিরে গিয়ে নিজ বর্ষা খুলে রেখে দিল এবং তরবারি কোষমুক্ত করল। মুসলমানগণ বর্ষাদ্বারা তাদের প্রতি আক্রমণ করলে তারা নিহত হয়ে একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগল। সেদিন মুসলমানদের দুই ব্যক্তিই কেবল শহীদ হয়েছিলেন। আলী (রা) বললেন, তোমরা এদের মধ্যে খাটো হাতবিশিষ্ট লোকটিকে তালাশ কর। তারা সকলেই তাকে তালাশ করলেন কিন্তু পেলেন না। এরপর আলী (রা) স্বয়ং দাঁড়ালেন এবং একের পর এক পতিত লাশগুলোর কাছে গেলেন। এরপর তিনি লাশগুলো সরাবার নির্দেশ দিলেন। এ সময় তারা মাটির সাথে লেগে থাকা অবস্থায় খাটো হাতবিশিষ্ট লোকটিকে পেয়ে গেলেন। তখন আলী (রা) 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল ﷺ যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আবীদা সালমানী (রা) তার নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে

আপনি এ হাদীস শুনেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এভাবে 'আবীদা তিনবার তাকে কসম করতে বললেন এবং তিনি তার কথায় কসম করলেন।

২৩৩৯- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْحُرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَأَحْكُمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَلَى كَلِمَةٍ حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَا عَرَفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالسِّنَتِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ (وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ) مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ أَحَدِي يَدَيْهِ طَبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلْمَةٌ تَذِي فُلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْظُرُوا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِّبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلَى فِيهِمْ زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ.

২৩৩৯. আবুত তাহির ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। যখন খারেজী সম্প্রদায়ের উত্থান হল তখন তিনি (রাবী) আলী (রা)-এর সাথে ছিলেন। তারা বলতে লাগল যে, “হুকুম একমাত্র আল্লাহর।” তখন আলী (রা) বললেন, “কথা তো হক কিন্তু এর উদ্দেশ্য বাতিল।” রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় লোকের নির্দশন বর্ণনা করেছেন, এ নির্দশনগুলো এদের মাঝে আমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি তারা মুখে সত্য কথা বলবে কিন্তু এ কথা তাদের এ স্থানও অতিক্রম করবে না। এই বলে তিনি কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন। তারা সৃষ্টিজগতের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত লোক। তাদের মধ্যে একজন কালো লোক রয়েছে। তার একট হাত বকরীর ওলানের মত অথবা স্তনের বোটার মত। যখন আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করলেন তখন তিনি বললেন, তোমরা (তাকে) তালাশ কর। তারা তালাশ করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি দু'বার কিংবা তিনবার বললেন। অতঃপর তারা তাকে লাশের স্তুপের মধ্যে পেয়ে আলী (রা)-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং তার সামনে রেখে দিলেন। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, তাদের বিষয়টি আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাদের সম্পর্কে আলী (রা) যা বলেছেন আমি তা শুনেছি। ইউনুস (র)-এর রিওয়ায়াতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, বুকায়র বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন হুনায়ন থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন, ইব্ন হুনায়ন (র) বলেছেন, আমি কালো লোকটিকে দেখেছি।

২৩৪০- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ

الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو
الْغِفَارِيَّ أَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قُلْتُ مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ
فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২৩৪০. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার পর আমার উম্মাতের থেকে অথবা অচিরেই আমার পর আমার উম্মাত থেকে এমন কাওম আবির্ভূত হবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে। এরপর তারা আর দীনের দিকে ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টি জগতের সর্ব নিকৃষ্ট লোক হবে এবং তাদের স্বভাব ও হবে নীচু ধরনের। ইব্ন সামিত (রা) বলেন, আমি হাকাম গিফারীর ভাই রাফি' ইব্ন আমর গিফারী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললাম, এ কেমন হাদীস শুনতে পেলাম আবু যার (রা) থেকে! তার নিকট আমি হাদীসটি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, এ হাদীস আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি।

২৩৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْبَلٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ بِالسِّنِّتِمْ لَا يَعْدُونَ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

২৩৪১. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইউসায়র ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবন হুনাযফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ খারেজীদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা কি আপনি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি তা শুনেছি। তিনি (পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে) বললেন, তারা এমন কাওম যারা মুখে কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন বেরিয়ে যায় তীর তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে।

২৩৪২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ سَنَةٌ أَقْوَامٌ.

২৩৪২. আবু কামিল (র)..... সুলায়মান শায়বানী (র)-এর সূত্রে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এ উম্মাতের থেকে কতিপয় সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে।

২৩৪৩- حَدَّثَنَا أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هُرُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتِيهِ قَوْمٌ قَبْلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُسُهُمْ.

২৩৪৩. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক (র)..... সাহল ইবন হুনাযফ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যাদের মাথা মুজান থাকবে।

২৭-بَابُ تَحْرِيمِ الزُّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ

৩৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা অবৈধ; তাঁর বংশধর হল, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকজন, অন্য কেউ নয়

২৩৪৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فَمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَخْ كَخْ إِرْمَ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَا لَأَتَاكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪৪. উমায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আম্বারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবন আলী (রা) সদকার একটি খেজুর হাতে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কাখ-কাখ' ধ্বনিদ্বারা ইংগিত করে বললেন, এ ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সদকা খাই না?

২৩৪৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَآبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَثِيقٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

২৩৪৫. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে যে, সদকা আমাদের জন্য হালাল নয়।

২৩৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مَعَاذٍ إِنَّا لَأَتَاكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও ইবনুল মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে এ সনদে ইবন মু'আয (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সদকা আমরা খাই না।

২৩৪৭- حَدَّثَنِي هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَاجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِأَكُلَهَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا.

২৩৪৭. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে আমার বিছানার উপর একটি খেজুর পড়ে আছে দেখতে পাই। এরপর খাওয়ার জন্য আমি তা উঠিয়ে নিই। তারপর আমার আশংকা হয় তা সদকার হতে পারে। তাই আমি তা ফেলে দেই।

২২৪৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلْقِيهَا.

২৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বলে তিনি তাঁর থেকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। এরপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাভর্তন করে একটি খেজুর বিছানায় অথবা ঘরের ভেতর পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাই এবং খাওয়ার জন্য তা উঠিয়ে নিই। অনন্তর আমার ভয় হয় হয়ত তা সদকা হবে। তাই আমি তা ফেলে দেই।

২২৪৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

২৩৪৯. ইয়াহুয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ একটি খেজুর পেয়ে বললেন, এটা যদি সদকার খেজুর না হত তাহলে অবশ্যই আমি তা খেয়ে ফেলতাম।

২২৫০- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا.

২৩৫০. আবু কুরায়ব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুরের পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় বললেন, যদি এটা সদকা না হত তাহলে অবশ্যই আমি খেয়ে ফেলতাম।

২২৫১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَا أَكَلْتُهَا.

২৩৫১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি খেজুর পেয়ে বললেন, যদি সদকার না হত তাহলে অবশ্যই আমি এটা খেয়ে ফেলতাম।

২২৫২- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءِ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ (قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَرَ هُمَا عَلَى هَذِهِ

الصَّدَقَاتِ فَأَدِيَا مَا يُؤَدِي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبٍ لَا تَفْعَلَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ فَاَنْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا نَفْسِنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلَى أَرْسِلُوهُمَا فَاَنْطَلَقَا وَأَضْطَجَعَ عَلَى قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَآخَذَ بِأَذَانِنَا ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرَّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمْ أَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَّغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يَصِيبُونَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ وَجَعَلْتَ زَيْنَبُ تُلْمَعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تَكَلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لَالِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ أَدْعُوَالِي مُحَمِّمِيَّةً (وَكَانَ عَلَى الْخُمْسِ) وَنَوْفَلَ بَنُ الْحَارِثِ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَّةٍ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ (لِلْفَضْلِ بَنِ عَبَّاسٍ) فَانْكَحَهُ وَقَالَ لَنَوْفَلَ بَنِ الْحَارِثِ أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ (لِي) فَانْكَحْنِي وَقَالَ لِمَحْمِيَّةٍ أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمْسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَيْسَ لَهُ لِي.

২৩৫২. ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা আয-যুবাই (র)..... ‘আবদুল মুত্তালিব ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাবী’আ ইবনুল হারিস (রা) এবং আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) একত্র হলেন। তারা আমার ও ফযল ইবন আব্বাস (রা) সম্পর্কে বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা যদি এ দু’জন যুবককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠাই এবং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলে; ফলে তিনি তাদেরকে যাকাত উসূলকারী নিয়োগ করেন এবং মানুষ যা যাকাত প্রদান করবে তা তারা তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং এবং তারা পারিশ্রমিক হিসাবে ঐ পরিমাণ পায় যা অন্যান্য লোকেরা পেয়ে থাকে; তবে ভাল হবে। এ সময় আলী ইবন আবু তালিব (রা) এসে তাদের নিকট দাঁড়ালেন। তারা এ বিষয়টি তার নিকট উল্লেখ করলেন। আলী (রা) বললেন, আপনারা পাঠাবেন না। কারণ আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করবেন না। তখন রাবী’আ ইবনুল হারিস (রা) আলী (রা)-এর প্রতি রেগে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এ আচরণ করছেন। আল্লাহর কসম! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু আমরা তো এতে আপনার প্রতি ঈর্ষা করি না। এ কথা শুনে আলী (রা) বললেন, তোমরা তাদেরকে পাঠিয়ে দাও। এরপর তারা চললেন এবং আলী (রা) শুয়ে পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন যোহরের সালাত আদায় করলেন তখন তারা অগ্রে গিয়ে হুজরার নিকট দাঁড়িয়ে রইলেন। নবী ﷺ এসে তাদের উভয়ের কান ধরে বললেন, তোমাদের মনে কি কথা জমা আছে বল। তারপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে

প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যায়নাব বিনত জাহশের গৃহে অবস্থান করছিলেন। বারী বলেন, আমরা একে অন্যের উপর কথা বলার ভার অর্পণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের একজন কথা বলতে আরম্ভ করল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দয়াবান এবং আত্মীয়তা রক্ষাকারী। আমরা বিবাহের বয়সে পদার্পণ করেছি। আমরা এসেছি, যেন আপনি আমাদেরকে এই যাকাতের মাল উসূলকারী নিয়োজিত করেন। আমরা তা আপনার নিকট পৌঁছিয়ে দিব যেমন অন্যান্য লোকেরা পৌঁছিয়ে দেন এবং আমরাও (এর থেকে কিছু) পাব যেমন অন্যান্যরা পান। বর্ণনকারী বলেন, এ কথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন। অবশেষে পুনরায় আমরা তাঁর সাথে (এ বিষয়ে) কথা বলার ইচ্ছা করলাম। তখন যায়নাব (রা) পর্দার অন্তরাল থেকে আমাদেরকে ইশারা করে বললেন, তাঁর সাথে এখন কোন কথা বলো না। বারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য সদকার মাল খাওয়া বৈধ নয়। এতো মানুষের ময়লা। তোমরা মাহমিয়াকে আমার নিকট ডেকে আন। সে খুমূসের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল। আর নাওফল ইবনুল হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবকেও। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি মাহমিয়াকে বললেন, তুমি তোমার কন্যাকে ফযল ইবন আব্বাসের নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। এরপর নাওফল ইবন হারিস (রা)-কে বললেন, তুমিও তোমার কন্যাকে এ ছেলেটির নিকট বিয়ে দিয়ে দাও। বর্ণনাকারী আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, সুতরাং তিনি আমার নিকট নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মাহমিয়াকে বললেন, খুমূসের মাল থেকে তাদের পক্ষ হতে মাহর আদায় করে দাও। ইমাম যুহরী (র) বলেন, তিনি আমার নিকট তার নাম উল্লেখ করেন নি।

২২৫২- حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَأَلْقَى عَلَيَّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقُرْمِ وَاللَّهُ لَا أَرِيْمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَا كَمَا بِحَوْرِمَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْعُوا لِي مُحَمِّمَةَ بِنْتِ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ.

২৩৫৩. হারুন ইবন মারুফ (র)..... ‘আবদুল মুত্তালিব ইবন রাবী’আ ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা রাবী’আ ইবনুল হারিস ও আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) আবদুল মুত্তালিব ইবন রাবী’আ ও ফযল ইবন আব্বাস (রা)-কে বললেন, তোমরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাও। এরপর তিনি মালিক (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে আছে যে, তারপর আলী (রা) চাদর বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমি হাসানের বাবা প্রজ্ঞাবান ও রায় প্রদানে বলিষ্ঠ।

আল্লাহর শপথ! আমি এ স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বেই তোমাদের উভয়ের ছেলে ঐ উত্তর নিয়ে ফিরে আসবে যার জন্য তোমরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠিয়েছ। এ হাদীসের মধ্যে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন, এতো সদকা, এতো মানুষের ময়লা, এ মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য হালাল নয়। হাদীসে এ কথা বর্ণিত আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার নিকট মাহমিয়া ইবন জুআ (রা)-কে ডেকে নিয়ে আস। তিনি ছিলেন বনী আসাদের এক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গনীমতের মালের খুমূস (এক-পঞ্চমাংশ) উসূলকারী নিয়োগ করেছিলেন।

২৮-بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكًا بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ.

৩১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ, বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবের জন্য হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ; যদিও হাদিয়াদাতা তার মালিক হয়েছে সদকা হিসাবে

২৩৫৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرَّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا.

২৩৫৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... নবী ﷺ-সহ সহধর্মিণী জুওয়ায়রিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করে বললেন, কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কোন খাবার নেই। তবে বকরির কিছু হাড়গোড় আছে যা আমার আযাদকৃত দাসীকে সদকা হিসাবে দেয়া হয়েছিল। একথা শুনে তিনি বললেন, তা আমার নিকট আন। বস্ত্রত সদকা তার আপন স্থানে পৌঁছে গিয়েছে।

২৩৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِذُ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

২৩৫৫. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৩৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৬. আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) সদকা হিসেবে প্রাপ্ত কিছু গোশত নবী ﷺ-কে হাদিয়া দিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তার জন্য সদকা আর আমার জন্য হাদিয়া।

২৩৫৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقِيلَ هَذَا مَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

২৩৫৭. “উবায়দুল্লাহ, ইবন মু'আয, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট গরুর গোশত আসল। তখন তাঁকে বলা হয়, এগুলো বারীরা (রা)-কে সদকা দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, এটা বারীরার জন্য সদকা, আর আমার জন্য হাদিয়া।

২৩৫৮- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثَةٌ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدَى لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُّوهُ.

২৩৫৮. যুহায়র ইবন হারব ও আবু কুরায়ব (র)..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা)-কে কেন্দ্র করে তিনটি বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। লোকেরা তাকে সদকা দিত। আর সে তা আমাকে হাদিয়া করত। আমি তা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, তার জন্য তা সদকা আর তোমাদের জন্য হাদিয়া, সুতরাং তোমরা তা খাও।

২৩৫৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

২৩৫৯. আবু বাকর আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত।

২৩৬০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ.

২৩৬০. আবৃত তাহির (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে রয়েছে “তা আমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে হাদিয়া।”

২৩৬১- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشْيًى فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ نُسَيِّبَةَ بَعَثْتُ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا.

২৩৬১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... উম্মে ‘আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট সদকার একটি বকরি পাঠালেন। আমি তা থেকে কিছু অংশ আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, কিছুই নেই। তবে নুসায়বা আমাদের জন্য বকরির যে গোশত পাঠিয়েছেন যা আপনি তাকে দিয়েছিলেন, তা আছে, তখন তিনি বললেন, বস্ত্রত সদকা তার স্থানে পৌঁছে গেছে।

২৩৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.

২৩৬২. আবদুর রহমান ইবন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য আসলে তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হত হাদিয়া, তবে তা খেতেন। আর যদি বলা হত সদকা, তবে তা খেতেন না।

২১-بَابُ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَتِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ : যাকাতদাতার জন্য দু’আ করা

২৩৬৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ أَبِي أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

২৩৬৩. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও উবায়দুল্লাহ ইবন মু’আয (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন

কাওম তাদের সদকা (যাকাত) নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসত, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। একদা আবু আওফা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার সদকা নিয়ে আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

২৩৬৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.

২৩৬৪. ইবন নুমায়র (র)..... শু'বা (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের صَلَّى عَلَيْهِمْ এর স্থলে اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ আছে।

৪.-بَابُ ارِضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا

৪০. পরিচ্ছেদ : যাকাত উসূলকারীকে সন্তুষ্ট করা, যতক্ষণ না সে হারাম বস্তু যাত্রা করে

২৩৬৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ.

২৩৬৫. ইয়াহুয়া ইবন ইয়াহুয়া, আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন যাকাত উসূলকারী তোমাদের নিকট আসবে, তখন সে যেন তোমাদের থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন করে।

ইফা(উ)/২০০৮-২০০৯/অঃসঃ/৪৩৪১-৩২৫০